শ্রীরামকৃষ্ণ কাব্যলহরী

শ্যামানন্দ

প্রকাশক
স্বামী শ্যামানন্দ,
রেঙ্গুন,
বর্ম্মা।

প্রিণ্টার
শ্রীশ্যামাচরণ বিশ্বাস,
বর্ম্মা আর্ট প্রেস, লিমিটেড,
২১১-২১৩, ৩৮ নং ষ্ট্রীট,
রেঙ্গুন, বর্ম্মা।

শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের একমাত্র জীবিত সন্তান শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজীর আশীর্ব্বাদ-পত্র।

রামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি,
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা, ২৪-৭-১৯৩৮ ইং।

স্নেহের শ্যামানন্দ,

তোমার প্রেরিত "শ্রীরামকৃষ্ণ কাব্যলহরী" প্রথম খণ্ড পাইয়া প্রীত হইয়াছি। যুগাবতার ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য লীলা যতই প্রচার হইবে ততই জগতের মঙ্গল। এ বিষয়ে তোমার প্রচেষ্টা ফলবতী হউক, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি।

ইতি—
শুভানুধ্যায়ী,
অভেদানন্দ।

বর্ত্তমান ভারতের কবিগুরু

বিশ্ববিখ্যাত রবীন্দ্রনাথের

স্বহস্ত লিখিত

আভাস।

"উত্তরায়ণ"

শান্তিনিকেতন, বেঙ্গল।

স্বামী অভয়ানন্দ পদ্যছন্দে শ্রীরামকৃষ্ণকাব্যগাথা রচনা করিয়াছেন, ইহার যথার্থ মূল্য সরল ভক্তির। ভক্তেরা ইহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন সন্দেহ নাই। ইতি ৪।৮।৩৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অবতরণিকা।

অবতারবরিষ্ঠ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জীবনীর অভাব নাই। বঙ্গ সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অংশ এই যুগাবতারের জীবনী ও বাণীতে পরিপূর্ণ। তাঁহার শিষ্যগণের, বিশেষে স্বামী বিবেকানন্দ, সারদানন্দ প্রভৃতির রচনা ও বক্তৃতাবলী যথেষ্টই আছে। বর্ত্তমানে শিষ্যমণ্ডলীর লেখনী হইতে বহু মূল্যবান্ তথ্য পাওয়া যাইতেছে, ভবিষ্যতে আরও অধিক ও উন্নত পথে প্রচার হইবে; ইহা সত্ত্বেও গুণহীন অজ্ঞজনের এই চেষ্টা ধৃষ্টতামাত্র। প্রথম উদ্যমে কথা-সাহিত্যে ও কাব্যে সম্ভবতঃ সকল রকম ভুল ও ক্রটী যে থাকিবে ইহা বলাই বাহুল্য। ঘটনাবলীরও সঠিক বিবরণ ও সময় নিরূপণ বা পারম্পর্য্য রক্ষা বিষয়েও অনেক ক্রটী থাকা সম্ভব। তবে, ঠাকুরের নামের জন্য, সমস্ত অপরাধই ক্ষমা প্রাপ্ত হইবে, আশা করা যায়।

কৃতজ্ঞতার সহিত ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য, যে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মজুমদার এম্, এস্-সি মহাশয় এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ দেখিয়া আবশ্যক বোধে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রমণী

মোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইহার সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপির লিপিবদ্ধ কার্য্যে ও মুদ্রণ সময়ে প্রুফ সংশোধন কার্য্যে আমাকে সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দাস, ম্যানেজার বর্ম্মা আর্ট প্রেস, মহাশয়ের একমাত্র চেষ্টায় ব্রহ্মদেশে বঙ্গভাষায় ইহা প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছে।

শ্রীশ্রী ঠাকুরের সম্বন্ধে যে যাহা বলে বা লিখে, তাহা আংশিক সত্য হইলেও কখনও কেহ উহার ইতি করিতে পারিবে না। অনন্ত ভাবময় ঠাকুর অধিকারী অনুযায়ী সকলকেই নিজ নিজ ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রদান করিতেছেন। এই পুস্তকে কেবলমাত্র তাঁহার যথাসম্ভব স্থূল সাধন ভজন কার্য্যাবলী, কথা-সংগ্রহ এবং উহাকে পর পর সাজাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র। ভবিষ্যতে এই কার্য্যে আরও অনেক প্রতিষ্ঠাবান্ উপযুক্ত মেধাবী সাধু ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণকে লেখনী চালনে উদ্দীপিত করিতে পারে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চৌধুরী এম, এ, পি, আর, এস, মহাশয় সর্ব্বপ্রথম পাণ্ডুলিপি দেখিয়া ও আবৃত্তি শ্রবণ করিয়া যদ্যপি মুদ্রিত করিবার ইচ্ছা ও উৎসাহ প্রকাশ না করিতেন তবে ইহা আমার মত নগণ্য সন্ন্যাসীর হস্তলিপিতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকিত। এখানে আরও কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করা উচিত যে, প্রথম ব্রহ্ম-বঙ্গ-সাহিত্য

সম্মিলনীর প্রধান সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় স্থানে স্থানে আবৃত্তি ও পাঠ শ্রবণ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং ঐ সকল স্থানে আবশ্যক মত সংশোধনের পরামর্শ দিয়াছিলেন। পাঠকবর্গের নিকট সানুনয় নিবেদন, যে তাঁহারা যদ্যপি অনুগ্রহ করিয়া ইহার ভুল ত্রুটী প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া আমায় জানান তবে বিশেষ যত্নের সহিত গ্রহণ করিয়া সম্ভব হইলে বারান্তরে সংশোধন করিবার চেষ্টা করিব বা পরিশিষ্টে উল্লেখ করিব।

পূজনীয় স্বামী অভেদানন্দজী আমাদের প্রণম্য গুরুস্থানীয়। তাঁহার আশীর্ব্বাদ-পত্র পুস্তকের অতুল সম্পদ। কবিবর রবীন্দ্রনাথ এই পুস্তকের আভাস লিখিয়া ইহাকে বিশেষ ভাবে অলঙ্কৃত ও সমৃদ্ধ করিয়াছেন। এই জন্য আমি কবিবরের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিয়া আমার অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

সর্ব্বশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত ইহাও প্রকাশ করা উচিত যে স্থানীয় "রামকৃষ্ণ মিশন" গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ ও অপরাপর ভদ্রমহোদয়গণ আবশ্যকীয় পুস্তকাদি ও ব্লক দিয়া বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

শ্যামানন্দ।

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

উৎসর্গ।

শ্রীশ্রীমাতা ঠাকুরাণীর পুণ্য স্মৃতি উদ্দেশ্যে ভক্তির অর্ঘ্য

এই "শ্রীরামকৃষ্ণ কাব্যলহরী

উৎসর্গীকৃত হইল।

মা তোমার অকৃতি সন্তান,

শ্যামানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ কাব্যলহরী।

মঙ্গলাচরণ।

মঙ্গলস্বরূপ তব সকলি মঙ্গল;
ঝরিছে মঙ্গল শুধু করিছ মঙ্গল।
নামেতে মঙ্গল হয়, ভাবেতে মঙ্গল;
কোন অমঙ্গল নাই, ভরি ভূমণ্ডল।
আগে পরে দেখে লোক, মাথা ঘুরে মরে;
উঁচু নীচু দুটো কথা, সুখ দুখ পরে।
জ্ঞান ভক্তিহীন আমি, ক্ষুদ্র পঙ্গু নর;
তাই ভয় হয় মনে, দুর্ব্বল অন্তর।
বাসনা কামনা মাত্র, মনের স্বরূপ;
জ্ঞান বিদ্যাহীন জন রচনা কিরূপ।
মাগি তাই, তব ঠাঁই, মঙ্গল আশিস্;
লিখনে মঙ্গল দাও, মনেতে হরিষ।
ভাবেতে মঙ্গল দাও, গ্রন্থেতে মঙ্গল;
পাঠকের মঙ্গল কর, শ্রোতারও মঙ্গল।

বন্দনা।

তুমি পিতা, তুমি মাতা, গুরু কল্পতরু;
তোমার কৃপায়, পূজিতে ও-রাজীব চরণ;
প্রাণমন করে আকিঞ্চন।
কর কৃপা, কৃপানাথ! জ্ঞানভক্তিহীনে;
কমলাসেবিত পদ, পাই যেন ধ্যানে।
সর্ব্ব সিদ্ধিদাতা তুমি, জ্ঞান গণেশ,
তোমার শ্রীপাদপদ্মে, করি প্রণিপাত;
তব পূজা, গুরু পূজা, করিতে বাসনা;
তোমার আশিস্ মোর হউক সহায়।
বাণী বিদ্যাদাত্রী তুমি, মাতা গো সারদা!
লুটাই তোমার পদে, দিবস রজনী;
পূজিতে তোমারে মাগো! আর গুরুদেবে,
তোমার আশিস্ মোর হউক সহায়।
কবিগণ মাঝে তুমি উশনা প্রধান,
বন্দি তব পাদপদ্ম, কর কৃপা মোরে;
পূজিতে শ্রীগুরুদেবে, সহিত তোমার।
তোমার আশিস্ মোর হউক সহায়॥

ব্যাস বাল্মীকি আদি, কবি কালিদাস;
জয়দেব চণ্ডীদাস, আর কাশীরাম;
কৃত্তিবাস, গুপ্তেশ্বর, মাইকেল, গিরীশ,
আদি যত কবিগণ, হে রবীন্দ্র!
পূর্ণ তুমি সকল লক্ষণে;
সবার প্রণাম করি তোমার প্রতীকে।
গুরু পূজা, কবি পূজা করিতে বাসনা,
তোমার আশিস্ মোর হউক সহায়॥
বিবেকের স্বামী তুমি, বিবেক আনন্দ;
মহারাজ ব্রহ্মানন্দ, প্রভুর সন্তান;
প্রেমরূপ প্রেমানন্দ, অধম তারণ।
একাধারে জ্ঞানভক্তি তুরীয়ানন্দজী;
শিবরূপ শিবানন্দ শ্রীমহাপুরুষ।
মাতৃভক্ত শ্রীসারদা আনন্দ প্রধান;
গুরুপূজাকারী রাম কৃষ্ণানন্দজী;
যোগেশ্বর যোগানন্দ, অঞ্জনরহিত
নিরঞ্জন, অভেদ আনন্দ, ত্রিগুণ
অতীত অখণ্ড আনন্দ অদ্ভুত;

আনন্দ অদ্বৈত, আনন্দ সুবোধ;
আনন্দ বিজ্ঞান, আনন্দ নির্ম্মল;
এইসব গুরুজনে বন্দি বার বার,
আমি নমি বার বার।
কর আশীর্ব্বাদ মোরে কর আশীর্ব্বাদ,
পূজিতে শ্রীগুরুদেবে মনপ্রাণ দিয়া,
অঞ্জলি অঞ্জলি পুষ্প শ্রীপদে ঢালিয়া॥

প্রথম অধ্যায়।

সত্য-যুগধর্ম্ম।

কল্পের আদিতে, কিম্বা সৃষ্টির আদিতে,
অথবা প্লাবন পরে;
যবে ধরা পূর্ণ ছিল কারণ-সলিলে;
অতি অল্প স্থলমাত্র, হেথা সেথা জাগে;
পর্ব্বত জঙ্গলে পূর্ণ।
যথা সুমেরু পর্ব্বত, কৃষ্ণ কাশ্যপন,
কৈলাস শিখর, সপ্তসিন্ধু—
নতুন মানুষ আসে, নব প্রাণ নিয়ে;
ভেদাভেদ নাহি কোন।
পরে সপ্তসিন্ধু তীরে, আর্য্য ঋষিগণ
ছিলেন মনের সুখে, ঋক্ সাম গেয়ে।
উঠিত সোণার রবি, পূর্ব্বাদ্রি হইতে;
পশ্চিম সমুদ্রে তার শেষ হত দিন;
অরুণ বরুণ দুই ভায়ে আলিঙ্গনে।

উত্তর দক্ষিণে বাস সাগর রাজার;
সমুদ্রের মাঝে দ্বীপ, উপদ্বীপ ধরা;
ভূমধ্যস্থ, বহিরস্থ, লবণাম্বু সার।
দিন যায় দিন আসে, রহে নাকো দিন;
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কার্য্য অহরহঃ।
বাড়িতে লাগিল দেব, দানব যখন;
বেড়ে যায় ঋক্ সাম, উদ্গাথা সকল।
সাধন ভজন সুরু বিভিন্ন প্রকার;
ভিন্ন দেব, ভিন্ন নাম, ভিন্ন হবির্দান;
অন্য পাত্রে রাখে সোম, আর দেব তরে।
বাধিল নিষ্ঠায়, যার অগ্নির আহুতি,
ধরিল নূতন পথ অগ্নিরে পূজিতে;
ক্রমে দূরে, সরে যায়, সপ্তসিন্ধু হ'তে।
আর দল পণ্যজীবী তরণি ভাসায়;
বরুণে পূজেন তাঁরা, নিষ্ঠার সহিত,
হোমকুণ্ডে অগ্নি রাখি, বরুণের নামে;
দক্ষিণ সমুদ্রপারে, অথবা পশ্চিমে
ক্রমে তারা বেয়ে যায় সোণার তরণি;

দেখিতে অনন্ত ধরা দূর দূরান্তরে।
ইন্দ্রপূজা, অগ্নিপূজা, মিত্র ও বরুণ;
স্থূল হ'তে সূক্ষ্মে যায়, ধ্যানীজ্ঞানী জন;
মিলন নাহিকো কারো, কাহারও সহিত।
হেন কালে আসে ঋক্, ঋষির অন্তরে;—
"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"
ইন্দ্র মিত্র বরুণাগ্নি সুপর্ণ আত্মন্।
হেন ভাব কেবা দিল ঋষির অন্তরে!
ধ্যানে ঋষিগণ দেখে নরনারায়ণে,
আদ্যাশক্তি ভগবতী হৈমবতী সনে।

ত্রেতা-যুগধর্ম্ম।

কেটে যায় সত্যযুগ, ত্রেতা এসে গেল;
খণ্ডাখণ্ড বারি রেখে, সমুদ্র সরিল।
স্থানে রহে মরুভূমি, সাগরের স্মৃতি;
স্থানে রহে নিম্নভূমি, সঙ্কীর্ণ জলধি।
বিন্ধ্যাচলে, হিমাচলে, লোক হেটে যায়।
যক্ষ রক্ষ মায়া দ্রাবিড়, আরো কত জাতি;
পৃথিবী ভরিয়ে গেছে, নানা ভিন্ন লোকে।
ধর্ম্মও বিভিন্ন মতে, অনুষ্ঠান হয়।
কেহ করে যজ্ঞনাশ, কেহ করে পূর্ণ;
কেহ জ্ঞানপথে যায়, কেহ ভক্তিভাবে;
কেহ কর্ম্ম করে' মরে, করমের ফেরে;
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম, চেনা হ'ল দায়।
ধরণীর ভারহারী, ভুবন পাবন
তিন মাতৃকোলে আসে, চারি অংশ হ'য়ে;
এক পিতা সাক্ষীমাত্র তার।
চার রূপে আদ্যাশক্তি খেলে অন্ত ঘরে।
বহুদিন আগে যার, আদি কবিগান,

রামায়ণ, আনয়ন করে রামচন্দ্রে।
মানুষে শেখান আসি মানুষের ভাব।
পিতৃসত্য শিরোধার্য্য করি, ভাই নারী লয়ে,
করেন বদল পথ, বনে সিংহাসনে।
প্রাণময়ী, প্রেমময়ী, হারায়ে রমণী;
হরিলা ধরার ভার বধি দশাননে।
ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিলেন, বিভীষণ সনে।
সুদৃঢ় দ্রাবিড়রাজ, সহিত সুগ্রীব,
মহাবীর সেনাপতি শ্রীবজ্‌রংবলী;
এই সব নিয়ে প্রভু, সংসার পাতিলা।
দাসভাব অংশভাব স্বোহংভাব দিলা॥
ওহিরাম, ঘটে ঘটে, বিরাজিত হন;
ওহিরাম, মনে মনে, বিভাষিত হন,
ওহিরাম, ধ্যানেজ্ঞানে বিজ্ঞানিত হন;
ওহিরাম নামে জীব আজো তরে যায়।

দ্বাপর-যুগধর্ম্ম।

সত্য গেল, ত্রেতা গেল, দ্বাপর আসিল;
যোগে ভোগে, মহারণ জগতে বাধিল।
যায় বুঝি যায় ধরা, ভোগীদের তরে;
মহাযোগী, ত্যাগী সব, ফেরে বনস্থলে;
দলে দলে মুনিঋষি, দেশান্তরে যায়;
ব্রহ্মচারিগণে নারী না দেখে মায়ায়।
হেথা রাজা, রাজপুত্র, বীরগোষ্ঠী লয়ে;
চাখেন প্রজার রক্ত, হাড়মাস খেয়ে;
সুন্দরী রমণী কন্যা, ঘরে রাখা দায়;
শিশুপুত্র, কংসদূত ধরে নিয়ে যায়।
প্রজা হ'ল রাজভোগ্য, দেবদেবী পূজ্য;
মুনি ঋষি কাছে, বেদবেদান্তের গুহ্য;
অপরে, জানে না পূজা, জানে না কথন
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী করে দূরেতে গমন।
কারাগারে কাঁদে দেবী, বসুদেব সনে;
একে একে শিশুপুত্র, যমকরে দিয়ে;
দিব্য শিশু কোলে করে'।

উদ্ভাসিত জ্যোতিরূপ, চতুর্ভুজধারী;
শঙ্খচক্র, গদাপদ্ম, গোলকবিহারী;
স্বপনের খেলা সম, যায় শিশু দূরে,—
নদীপার গোকুল নগরে।
ক্রমে বর্দ্ধমান বীর, ধরণীর তরে;
রামকৃষ্ণ দুই ভাই, একপ্রাণ ভিন্ন তনু;
জীব শিক্ষা তরে।
করে' ধরা বীর শূন্য, ধর্ম্মের স্থাপনে;
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ;
কর্ম্ম ভক্তি জ্ঞান যোগ দিয়া;
গড়িল বিচিত্র ধরা, ধরাবাসী তরে।
শ্রীমদ্ভগবত গীতা গান, গেয়ে গেয়ে॥
যে ভাবে, যে যাহা পূজে,
সেই তার ধর্ম্ম, ভাবগ্রাহী—
জনার্দ্দন, নাহি দেখে কর্ম্ম।
এখনও ডাকিলে, জীব পেতে পারে তারে;
কায় মন প্রাণ; সব একাকার করে'
"সর্ব্বস্ব আমার তুমি" পরিত্রাহি ডা'কে
বাধার হৃদয়-বাঁশী তারি হৃদে বাজে॥

কলি-যুগধর্ম্ম।

পারস্যে অসুরগণ অগ্নিপূজা করে;
বাহ্যাগ্নি অন্তর ভাবে, দিলা জরথুষ্ট্র;
অগ্নিতেজ, জ্যোতিরূপ ব্রহ্মের প্রতীক।
একমাত্র সার, নাহি নাহি কিছু আর,
যে করে যাহার পূজা, সেই সেই পায়;
বহুরূপী ভগবান্, সেবেন মায়ায়।
চৈনিক বেদান্তবাদী লাউট্সীর কথা;
কন্‌ফুৎসে তারি ভাবে নীতিধর্ম্ম ভনে।
বুদ্ধদেব ধরে' দেহ, উগ্র তপ করে;
বোধরূপ মাত্র সার, আর নাহি কিছু।
বাসনায় কর্ম্মফের, মনের জনম;
দেহধারী জীব হয়, তাহার লক্ষণ।
ত্যাগই তপস্যা সার, নৈষ্কর্ম্মই সিদ্ধি;
মনে প্রাণে হিংসা ত্যাগ, অহিংসাই ধর্ম্ম।
হীনযান মহাযান, বুঝে এর মর্ম্ম॥
ইহার রকম ফের, মহাবীর ভনে;
জৈন দিগম্বরী আর শ্বেতাম্বরী গণে।

প্রভু যীশুখ্রীষ্ট প্রেম, ধর্ম্ম ভালবাসা,
শত্রুরে আপন করে, বিশ্বপ্রেম দিয়ে।
আরবে মক্কেশ্বর, মহম্মদ ধ্যানে ;
আপ্তবাক্য ঈশদূত ভাবে বলে যায় ;
কোরান শরীফ্ ইহা, ছত্রে ছত্রে লেখে।
জীব বল, আত্মা বল, সৃজন তাঁহার ;
সেথায় বিচার হয় ধৃষ্টতা কেবল।
চৈতন্য এলেন ভাই, প্রেমবস্তু দিতে ;
সোণার গৌর, তাই নদেবাসী পায়।
অদ্বৈত চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ রায়,
বাহির অন্তর যার, করে আলোকিত ;
প্রভু আসে, প্রভু যায়, জীব নাহি জানে
যাহার প্রাণের সাড়া, সেই মাত্র পায়।
ঘটে ঘটে ভবদেব বিরাজিত হন ;
কেবা কার গুরু, কেবা শিষ্য মহাজন।
ধরায় থাকিবে দাগ, প্রাণে রবে ভাব,
কভু উচ্চ কভু নিম্নগামী ভাবাভাব।
সৃষ্টি স্থিতি লয় যথা হয় ভূমণ্ডলে ;

মন বুদ্ধি অহংকার, ভাবেতে প্রবল ;
ভাবে ভাঙ্গে, ভাবে গড়ে, ভাবে ভেসে যায় ;
ধর্ম্মে কর্ম্মে, মর্ম্মে মর্ম্মে, সেই মাত্র বোঝে।
অজামিল রত্নাকর, পায় নারায়ণে॥

প্রাকৃতিক ধর্ম্ম।

যীশুর বিদ্বেষকারী সল, পরে সেণ্টপল;
প্রচারে খ্রীষ্টের ভাব, খ্রীষ্টের ধরম।
তিনিই স্থাপন করেন, ধর্ম্মেরে যেমন,
গ্লানিও করান তিনি মুষলের প্রায়;
সীতার কানন আর লক্ষ্মণ বর্জ্জন;
বলি সাথে নারায়ণ পাতালে প্রবেশ।
সঙ্ঘত্যাগী বুদ্ধদেব, দেহত্যাগ করে;
ধর্ম্মের সমাধি তার, হ'ল ব্যাপী কায়।
সারিপুত্র দিয়ে সূত্রপাত মহানন্দ;
বিচার সাগর রোধে, বিচারের পথ।
যোগ ভোগ, ক্রিয়া কাণ্ড, ধর্ম্মে কিছু নাই;
অভিচার, ব্যভিচার, কায় মন ধর্ম্ম;
অভিরুচি মত জীব, করয়ে প্রয়োগ।
ধর্ম্মে কর্ম্মে মর্ম্মে তার এক সুরে বাঁধা।
সকলের পারে ব্রহ্মশক্তি সারাৎসার;
একমাত্র বস্তু সেই আধেয় আধার।

বাক্য মন পারে যাহা সমাধি গভীরে;
সমাধি হইতে ফিরে, বলা নাহি যায়;
একমাত্র ব্রহ্ম বস্তু উচ্ছিষ্ট না হয়।
মহান মহান সেই, ব্রহ্মতত্ত্ব হয়;
কোথা সৃষ্টি, কোথা স্থিতি, নাশ তার কোথা;
একাংশেতে হয় তার, সৃজন পালন;
কত ভাগের এক ভাগ কেহ নাহি বলে।
কেহ বলে সিকি, কেহ আনা মাষা তিল;
ব্রহ্মাণ্ড গুণকে যদি ব্রহ্মতত্ত্ব হয়;
অনাদি অনন্ত তারে কিসে কহা যায়?
প্রকৃতি পুরুষ দুই নামে মাত্র ভেদ,
একে দুই দু'য়ে এক জানিও অভেদ;
সাকার আকার সেই হন নিরাকার।
এরও পরে কিবা আছে, আছে কিবা নাই,
কেহ তা বলে না বল, কি করিবে ভাই।
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি যাঁরে ধ্যানে নাহি পায়,
তুমি আমি তাঁর খোঁজ কি করিব হায়।

পূর্ণ হ'তে পূর্ণ গেলে পূর্ণ থাকে যাঁর,
কত সৃষ্টি কত লয়, কোথা হয় কোথা নয়,
কভু না হয় নির্ণয়—কভু হবে না নির্ণয়।
আবিষ্কার মাত্র হয় ফুৎকার তাঁহার,
সমুদ্র বেলার বালি মাত্র দুইচার।
যুগধর্ম্ম মাত্র কথা, পাত্রাপাত্র নিয়ে,
এক পিতা মাতা হ'তে পুত্র পুত্রী বহু,
এক বৃক্ষ হ'তে বহু বহু জন্মে বীজ,
পূর্ণ ব্রহ্ম হতে পূর্ণ সৃষ্টি প্রকাশিত,
তবু পূর্ণব্রহ্ম তিনি, শাস্ত্রের বিহিত।
বুঝিলাম পঞ্চভূত, খেলা করে যথা,
অনুকণা হ'তে অনু, প্রাণ-শক্তি নিয়ে;
আলোকে জ্যোতির খেলা, প্রাণের স্পন্দন;
অনুর সমষ্টি যত, স্থাবর জঙ্গম।
আগুণেতে আলো হয়, আলোকেতে জ্যোতি;
জ্যোতি হ'তে রশ্মি আসে, রশ্মি হ'তে রং;
বাষ্পে পূর্ণ ধরাকাশ, রংয়েতে বেরং।

তারো পরে, মহাকাশ ব্যোম বলি যায় ;
কোথা সূর্য্য, পৃথ্বী ঘোরে, কমে বাড়ে চাঁদ।
স্থল জল, ব্যোম বায়ু, অগ্নি আরও কত,
প্রাণ শক্তি খেলা ; যাহার সংযোগে সৃষ্টি,
স্থিতি ও পালন ; বিয়োগেতে নাশ হয়,
প্রলয় ভীষণ। ব্রহ্মশক্তি জেনো সার ;
অস্তি, ভাতি, প্রিয় ; প্রতীক তাহার হয়, বহু বহু রূপে।
মানুষ প্রতীক মাত্র, বাসনা কামনা ;
প্রতীক ত্যজিলে ধর্ম্ম, নাহি ভূমণ্ডলে ;
মাটি ও পাষাণ ধাতু স্থূলের প্রতীক ;
সূর্য্যদেব গঙ্গা নদী, প্রকৃতি প্রতীক ;
চিন্তা ধ্যান জেনো বাছা, অন্তর প্রতীক ;
প্রার্থনা, নেমাজ পূজা, পঠন ভজন ;
মনের প্রতীক কিছু শব্দের প্রতীক।

আবাহন।

বারে বারে নারায়ণ আসি বলে জীবে,
তিনিই সাধকশ্রেষ্ঠ, সাধনের ধন ;
গুরুশিষ্য হন তিনি, ভক্ত প্রাণধন।
জ্ঞানের গরিমা তিনি, সমাধি সাধন ;
যত নট-গুরু তিনি, বেতালে তাঁহার পদ পড়েনা কখন।
চেয়ে দেখ রামকৃষ্ণে, মিলন সবার ;
ভজ রামকৃষ্ণ, কহ রামকৃষ্ণ কথা ;
বল রামকৃষ্ণ নাম, থেকো তাঁর ভাবে ;
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ পাবে।
ঈশদূত রামকৃষ্ণ, প্রেরিত পুরুষ ;
রসের রসিক রামকৃষ্ণ, নহে শুষ্ক কভু।
বাসনার শেষে জীব মোক্ষমার্গে ধায় ;
খেয়ে পরে, ভোগ করে, নাও পেট ভরে ;
আগে ভোগ, পিছে যোগ, ডাকের বচন;
শুষ্ক সাধু, রামকৃষ্ণ করেন বারণ।
দাও প্রভু রামকৃষ্ণ, তব পদে মতি ;

তোমার চরণ ছাড়া মোর নাহি গতি।
আমি যে তোমার প্রভু, তুমি যে আমার;
সর্ব্বস্ব করেছি তোমা, স্বর্ব্বস্ব ত্যজিয়ে।
নামরূপ পার তুমি, নিত্য মুক্ত শুদ্ধ;
বাক্য মন পার তুমি, একমেব বুদ্ধ।
অবতার অবতরী, কত শত আসে;
কল্পবৃক্ষে ফল যথা, ফলে অগণন;
সেইরূপ ভজ মন, রামকৃষ্ণ শিবে;
স্বরূপে অরূপে যাঁর ভেদাভেদ নাই।
ভূতল পাতাল ভেদি চরণ যাঁহার,
গিয়াছে অতল তলে;
মূলাধার স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর আদি,
ব্যাপ্ত ভূমণ্ডল। বিশুদ্ধাক্ষ আজ্ঞাচক্র
ব্যোমভেদী যার, ব্রহ্মরন্ধ্র,
কোথায় গিয়াছে চলি, নাহি তার পার;
সৃষ্টি স্থিতি লয়, যেথা হয় নাই,
হবে নাকো কভু।

বাক্য মন, অগোচর, এক সত্য সার;
স্বগুণ, নির্গুণ, অদ্বিতীয়
অনাদি, অনন্ত, কালের অতীত;
বর্ত্তমান বিরাজিত।
দয়াময়, সুখে দুখে তুমি মোর সম
অংশীদার। ওহে সর্ব্ব শক্তিমান্!
শক্তিহীন হও তুমি, আমারে ত্যজিতে
ক্ষণেকের তরে। প্রাণের প্রাণ!
হৃদয়রতন! এত প্রেম কোথা পাব,
আমি অভাজন।
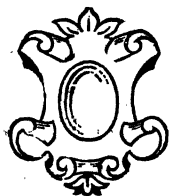
উদ্বোধন।

শিশুকালে, দয়া করে নিয়েছিলে ঘরে;
মহামায়া মাতা যবে নাম শোনাইলা;
পৌগণ্ডে, স্বপ্নের দেখা গঙ্গার কিনারে,
অন্নপূর্ণা মন্দিরেতে দলেরি ভিতর;
কৈশোরে নাটুকে নাচ, পূজে তব ছবি;
বাল্যভাব তিরোভাব হইল যথায়।
যৌবনে তোমার পূজা অর্থ স্বার্থ লয়ে;
কৃপা করে দয়াময়, তবু স্থান
দিয়েছিলে, ও-রাঙা চরণে;
বৎসরান্তে দুইবার উৎসব প্রাঙ্গণে
গাইতে হইত গান, লইতে হইত নাম;
যেন, কত দায়ে পড়ে প্রভু!
তবু প্রেমে না হ'নু বঞ্চিত;
তোমার সন্তানগণ মধুর ভাষণে যবে
আবাহন করিতেন, কীর্ত্তনিয়া সবে।
কি এক অব্যক্ত ভাব, বলিতে না পারি

জনে জনে হাতে ধরে, কোলে করে;
করিতেন প্রেমে মাতোয়ারা।
অতি অল্প লোক, তথা হইত সংগ্রহ;
অমৃত অমৃতলাল, স্বামিজীর দাদা,
'তমুও' থাকিত সাথে কখন ক্বচিৎ।
সাধুরা সকলে, দাদা বলে সম্ভাষণ,
করিতেন তায়; অবাক্ হইয়া মোরা
দেখিছি সে ভাব।
মায়ের দুরন্ত ছেলে, মায়ে খোঁজ পায়;
রাম মহারাজ মুখে পাইয়া খবর;
প্রেমমূর্ত্তি প্রেমানন্দ ধরে এনে দেয়;
ধীরানন্দ সাথে মার চরণ গোচরে;
তোমার কৃপার কথা ভেবে ভাব হয়।
দাও প্রভু রামকৃষ্ণ, মনে প্রাণে ভাব।
গাইব তোমারি লীলা, তোমারি প্রসাদে।
যে যাহা লিখেছে, তিনি তার জন্য দায়ী।
দাস মাত্র জড় করে একাকার করে'॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

প্রারম্ভ।

রামকৃষ্ণ কথা আর রামকৃষ্ণ লীলা।
চোখে দেখে কাণে শুনে যায় না কিছু বলা॥
যদি বল তবে কেন বল্‌তে এসেছ।
সাধনের অঙ্গ বলে কথা শুনেছ॥
পঠন পাঠন আর শ্রবণ মনন।
পূজা, উপাসনা হয় সাধন ভজন॥
সেই হেতু বামনের চাঁদ ধরা মত।
পঙ্গুর লম্ফন হয় লঙ্ঘিতে পর্ব্বত॥
সেইরূপ গুরুনাম মাত্র উচ্চারণ।
তাহার সহিত হয় লীলার কথন॥
যতদূর পেরে উঠি পুঁথিপত্র দেখে।
মার দয়া প্রভুকৃপা গুরুজন মুখে॥
করেছি সংগ্রহ যাহা হইবে বর্ণনা।
জ্ঞানভক্তিহীন মূর্খ জনের কল্পনা॥

দেরেগ্রামে চাটুয্যে বাড়ী।

ইং ১৭৭৫ সন ১১৮১ সাল।

শুন তবে বলি কথা যত সিধে হয়।
দেরেগ্রামে ছিল এক মাণিক মহাশয়॥
মহারাজ নন্দকুমার ফাঁসি যবে হল।
যতেক ব্রাহ্মণ সবে কান্দিতে লাগিল॥
নূতন সহর ছেড়ে গঙ্গাপারে যায়।
পরিত্রাহি ইষ্টদেবে ডাকে উভরায়॥
সেইকালে মাণিকরামের বড় ছেলে হয়।
ক্ষুদিরাম নামে তারে জেনো মহাশয়॥
এ গোষ্ঠীতে রাম নামটি সকল নামে জোড়া।
উপাধিতে চট্টো তারা রামনামেতে গোঁড়া॥
বাড়ি বাগান শিবালয় পুকুর ছিল ভাল।
দেড়-শ' বিঘা জমি তাদের ধানে করে আলো॥
নাহি জানা ছিল কত ক্ষেত ও খামার।
লাঙল বলদ গরু বাছুর জন মজুর আর॥

পাটবাড়ি ধানবাড়ি আকবাড়ি করে।
যেন তেনরূপে ছিল প্রাচুর্য্য সংসারে॥
মাণিকরামের বড় বেটা ক্ষুদিরাম নাম।
রামশীলা নামে মেয়ে নিধি কানাইরাম॥

কর্ত্তা ক্ষুদিরাম।

মাণিকরাম কবে মলো কেবা খবর রাখে।
ক্ষুদিরাম কর্ত্তা হ'ল জমি জমা দেখে॥
বছর পাঁচের বড়ছোট সকল ভাই বোনে।
রামশীলার বিয়ে হ'ল ভাগবতের সনে॥
ছিলিমপুরের বাড়ুয্যেরা বড় তাজা ঘর।
ভাগ্নি ছিল হেমাঙ্গিনী কৃষ্ণচন্দ্র বর॥
সিহড়ের মুখুয্যেরে ভাগ্নি দান করে।
ভাগ্নে রামচাঁদে রাখেন পরম আদরে॥
প্রথম বিহা কবে হল কবে মোলো মাগ।
দোজপক্ষের স্ত্রী চন্দ্রা ঘরের সোহাগ॥
ক্ষুদিরামের পঁচিশ, চন্দ্রা হ'ল নয়।
এখানেতে সুরু হল দাম্পত্য প্রণয়।
বছর ছয় পরে তাদের জন্মে বড় ছেলে।
পরে মেয়ে হয়েছিল পাঁচ বছর গেলে॥
ক্ষুদিরামের বড় বেটা রামকুমার নাম।
কন্যাছিল কাত্যায়নী বড়ই সুঠাম॥

সর্ব্বস্বান্ত ক্ষুদিরাম।

দশ বছরের রামকুমার কাত্যায়নী চার।
সর্ব্বস্বান্ত ক্ষুদিরাম হ'ল ছারখার॥
দেরে গ্রামের জমিদার সাতবেড়ে বাসী।
রামানন্দ রায় নাম প্রজা সর্ব্বনাশী॥
মিথ্যা মাম্‌লা করে সেই কোন প্রজার নামে।
নিজ পক্ষে সাক্ষী মানে চট্ট ক্ষুদিরামে॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় সরল প্রকৃতি।
সুন্দর পুরুষ তেজী যেন ব্রহ্মজ্যোতি॥
সর্ব্বনাশ হবে জেনে সাক্ষ্য নাহি দিল।
রাগে রায় রামানন্দ সর্ব্বস্ব হরিল॥
আজন্মের ভোগসুখ ভিটে বাড়ি ঘর।
সব ছেড়ে পথে বসে ব্রাহ্মণ সংসার॥

আগুনখাকীর দেশ।

আগুনখাকীর দেশে তখন কোম্পানী বাহাদুর।
কাঁচা পাকা দশশালা, প্রজা হয় ফতুর॥
কার মাটি কে চষে, কে রোয়, কেবা কাটে ধান।
কাজীর বিচার করে' হাকিম কাছারী জমান॥
যার লাঠি তার মাটি যে ভাই, গায়ের জোরই চলে।
(আবার) ঘুষখাওয়ালে লাটবেলাটে, যা বলাও তাই বলে॥
যারা জবরদস্তী, গায়ে মুস্তি, আবার গুণ্ডাকসমের।
কখ, আঙ্ক, আস্ক সিদ্ধি, যাদের বিদ্যাচরমের॥
ভরসা করে, ঘুষের বহর, সরকার গোমস্তা।
শুনিয়ে দিলে, দাওয়ান কাজী, সব হয় সায়েস্তা॥
আবার এরোপরে, বাক্যাবলী, যাদের পুঁজী ছিল।
দেবোত্তর পীরোত্তর, ব্রহ্মোত্তর নিয়ে তারা, জমীদার হল॥
(আবার) সবার সেরা কোম্পানী যিনি মারেন হাজার লাখ্।
তার নিচেতে বাদসা নবাব মারেন শতেক লাখ॥
তার নিচেতে জমীদার ভাই মারেন শতেক হাজার।
গাঁতিদার দফাদার পাইক চৌকিদার এরাও না যায় পার॥

ধর্ম্মশক্তি।

ধর্ম্মভীরু ক্ষুদিরাম সাক্ষ্য দিলে না।
রামানন্দ রায়ের মামলা ডিক্রি হ'ল না॥
নিষ্ঠাবান্ ভক্তিমন্ত ধর্ম্মের সংসারে।
প্রলোভন প্রতিহিংসা বাস নাহি করে॥
প্রাণপণ চেষ্টা করে সাক্ষ্য নাহি দিল।
রাগে রায় রামানন্দ কাঁপিতে লাগিল॥
এক নম্বর দু'নম্বর তিন নম্বর ঠুকে।
ক্ষুদিরামের ভিটে মাটি চাটী চারিদিকে॥
ঘর গেল দোর গেল গেল বাড়ি বাগ।
শিবমন্দির পুকুর ঘাট তাও যাবার ভাগ॥
দেড়শ' বিঘা চাষের জমি যা ছিল তাদের।
জমিদারের খাসে আসে বাকী দাখিলের॥
এরপর ঢোল পিটে ডিক্রি জারি হয়।
ভিটে ছেড়ে যেতে তাদের কিছু সময় দেয়॥
কাঁদে যত ভাই বোন ছেলে মেয়ে আদি।
দেবী চন্দ্রা কাঁদে যেন বরষার নদী॥

দুঃখ কান্না নাহি কেবল ক্ষুদিরামের প্রাণে।
বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না কাণে নাহি শুনে॥
রঘুবীর রঘুবীর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে।
কোথা যাব কি করিব কিছু নাহি ভাষে॥
স্ত্রী পুত্র ভাইবোন ছেলে মেয়ে নিয়ে।
কোথা যাব কি খাওয়াব কার দোরে গিয়ে॥
এইরূপে ক্ষুদিরাম ভাবে মনে মন।
সুখলাল গোস্বামীর পান আবাহন॥
ধন্য গোস্বামীবংশ ধন্য সুখলাল।
রাজগুরু কুলে জন্ম লভেছিলে ভাল॥
তোমার দানের সীমা নাহি ভূমণ্ডলে।
যেখানেতে বাল্যলীলা শ্রীপ্রভু দেখালে॥

কামার পুকুরে বাস।

ইং ১৮১৪ সন ১২২০ সাল।

বন্ধু সুখলাল ছিল কামার পুকুরে।
দেরে গ্রামের পূর্ব্বদিকে ক্রোশ খানেক দূরে ॥
খানচার চালাঘর দিল সুখলাল।
দেড় বিঘা ধানজমি বৎসরের চাল ॥
এই পেয়ে ক্ষুদিরাম ছেড়ে এলো ভিটে।
সঙ্গে চন্দ্রা সতী নারী ছেলেমেয়ে হাঁটে ॥
হুগলি জেলার কাছে বাঁকড়ো মেদনিপুর
প্রায় সন্ধিস্থলে ছিল কামার পুকুর ॥
কাছাকাছি ছিল গ্রাম মুকুন্দ শ্রীপুর।
ডাকে সব ছিল এক কামারপুকুর ॥
বর্দ্ধমান রাজগুরু গোঁসাই ব্রাহ্মণ।
জমিদার লাখরাজ ব্রহ্মত্ত্ব কারণ ॥
ক্রোশ দশ পশ্চিমে তারকনাথ হ'তে।
ষোল ক্রোশ দক্ষিণ বর্দ্ধমান যেতে ॥

পাকা রাস্তা গাঁয়ের পাশে শ্রীক্ষেত্রেতে গেছে।
সাধু বোষ্টম্ হাঁটাযাত্রী পুরীতে চলেছে ॥
বাংলা দেশের জলবায়ু আগে ছিল ভাল।
চাষে বাসে জমিজমা পূর্ণ কলা ষোল ॥
কলিকাতা হাবড়া হ'তে বৰ্দ্ধমানের রেল।
কর্ড লাইনে গাড়ি যায় লয়ে পোষ্টমেল ॥
এই লাইনে গেলে পরে বেড়াতে বেড়াতে।
কিছু সুযোগ তার কামার পুকুর যেতে ॥
অথবা যাইতে পার মোটরে আজ কাল।
ঘণ্টা আটে আসা যাওয়া ঘুচিবে জঞ্জাল ॥

৺ রঘুবীরশিলা।

দুই ভাই নিধি কানাই যায় যথা মন।
খোঁজ নিতে ক্ষুদিরাম করেন গমন ॥
একদিন এইরূপ পথে যেতে যেতে।
অতি ক্লান্ত বপু তাঁর বসেন জিরুতে ॥
ক্রমে নিদ্রা আসে তাঁর ক্লান্ত কলেবর।
স্বপ্নে দেখেন সেবা তাঁর মাগে রঘুবীর ॥

কোথা পাব খেতে দিতে মুই অভাজন।
সেবা অপরাধ নাহি নেবে কদাচন॥
রঘুবীর বলে শুন ব্রাহ্মণ সুমতি।
তোমা সনে যাব আমি নহে অন্য মতি॥
ঘুম ভেঙ্গে ক্ষুদিরাম দেখে ধান ক্ষেতে।
বেষ্টন করিয়া শিলা ভীষণ সর্পেতে॥
ভয়শূন্য ক্ষুদিরাম তবু যায় নিতে।
তাড়া পেয়ে সাপ গেল আপন গর্ত্তেতে॥
চক্রধারী শালগ্রাম মূর্ত্ত রঘুবীর।
হাতে নিয়ে যেতে পথে রোমাঞ্চ শরীর॥
ঘরে গিয়ে শিলা লয়ে করেন স্থাপন।
নিত্যপূজা করে তাঁর ভক্তিযুক্ত মন॥
এই রঘুবীর ছিল জগন্নাথের ঘরে।
রঘুনাথ বলে মিশ্র যারে পূজা করে॥
পেয়েছিল নদের চাঁদ শচী দেবীর কোলে।
এই রঘুবীরে লোকে রঘুনাথ বলে॥

৺শীতলা দেবী।

শীতলার ঘট গৃহে নিত্য পূজা হয়।
কন্যারূপে মাতা তাঁর সঙ্গে সদা রয়॥
ক্ষুদিরাম নিষ্ঠাবান্ সত্য স্বরূপ।
জ্বলন্ত পাবক প্রায় জ্যোতির্ম্ময় রূপ॥
শূদ্রযাজী পণগ্রাহী ব্রাহ্মণ সহিত।
সংস্রব না রাখেন দ্বিজ হিত বিপরীত॥
কাষ্ঠবাধা পায়ে কভু কাষায় পরিধান।
হালদার দিঘীতে যান করিবারে স্নান॥
সদাই থাকিত হৃদি ভাবেতে লোহিত।
পার্শ্ববর্ত্তী লোকে দেখে অশঙ্কে কম্পিত॥
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জোড় হাতে নিবেদন।
মঙ্গলামঙ্গল বার্ত্তা কথোপকথন॥

মাতা চন্দ্রাদেবী।

সামান্য জমির ধানে সংসার চলে না।
দেবতা অতিথি সেবা খেতে চারিজনা॥
দেবী অংশে জন্ম সেই বামুনের মেয়ে।
সতী লক্ষ্মী চন্দ্রমণি নিজে নাহি খেয়ে॥
অতিথিরে দেন অন্ন তৃতীয় প্রহরে।
অতিথি আশিস্ করে হরষ অন্তরে॥
একদিন অপরাহ্নে পাঁচ মূর্ত্তি আসে।
চন্দ্রাদেবীর আছে মাত্র নিজ ভক্ষ্য শেষে॥
ঘরে চাল ডাল নাই কি করিবেন তিনি।
ভাবিয়ে আকুল চন্দ্রা জানে অন্তর্য্যামী॥
ভাবে দেখে একমেয়ে বসে হাত নাড়ে।
ব্যঞ্জন হাঁড়ির অন্ন ক্রমে যায় বেড়ে॥
পরে দেবী অতিথিদের করে দেন পাত।
শেষে দেখেন ডাল আছে তরকারী সাথ॥
এই হ'তে চন্দ্রাদেবী খাইবার আগে।
অতিথিরে খেতে দেন যাহা তারা মাগে॥

দরিদ্রের চাষ।

লক্ষ্মীজলা মাঝে জমি চাষ যবে হয়।
ক্ষুদিরাম রোয় ধান গোটা পাঁচ ছয়॥
জয় রঘুবীর শব্দ সদাই মুখেতে।
রক্তবর্ণ বুক মুখ ভাব ও ভক্তিতে॥
দু' বছর কাটালেন অতিশয় দুখে।
চলে নাকো দিন তাঁর তবু হাসিমুখে॥

পুত্র রামকুমার ও কন্যা কাত্যায়নীর
বিবাহ।

ইং ১৮২০ সন ১২২৬ সাল।

হেনকালে দিতে হ'ল ছেলে মেয়ের বিয়ে।
পাত্র পান কেনারাম আনুর গ্রামে গিয়ে॥
রামকুমারের বিয়ে হ'ল কাত্যায়নী দিয়ে।
ছেলে মেয়ের বিয়ে দেন পালটি করিয়ে॥

এ সময়ে রামচাঁদ রামশীলার ছেলে।
মামার দুখের কথা লোক মুখে পেলে॥
মোক্তারিতে রোজগার হয় মেদ্‌নিপুরে।
যৎসামান্য দেন তিনি মামার সংসারে॥
স্মৃতিশাস্ত্র যথাবিধি পড়ে রামকুমার।
করিতেন রোজগার মধ্যম প্রকার॥

সেতুবন্ধ যাত্রা ও রামেশ্বরের জন্ম।

ইং ১৮২৪ সন ১২৩০ সাল।

প্রিয় বন্ধু সুখলাল এ সময়ে মরে।
বন্ধুশোকে ক্ষুদিরাম যাত্রা রামেশ্বরে॥
পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স তখন।
যাইতে হইল ইচ্ছা রামেশ্বরে মন॥
হাঁটারাস্তা বিনে অন্য উপায় না হয়।
থাকিলে দরিদ্র জনে পাবে বা কোথায়॥

এক নয় দুই নয় হাজার ক্রোশ হবে।
প্রৌঢ় হলেও চ'লে ক্ষুদিরাম যাবে॥
কিসের লাগিয়ে দেরেগ্রাম হতে এসে।
প্রায় দেখি ক্ষুদিরাম যাত্রা ভালবাসে॥
বৎসরেক পরে এক বাণলিঙ্গ নিয়ে।
ফিরিলেন ক্ষুদিরাম সেতুবন্ধ গিয়ে॥
রামেশ্বর নামে লিঙ্গ ঘরেতে রাখিয়া।
নিত্যপূজা করে তাঁরে শুদ্ধাভক্তি দিয়া॥
এরপর চন্দ্রাদেবীর এক পুত্র হয়।
রামেশ্বর নাম তার দিল মহাশয়॥

৬ গয়া যাত্রা।

ইং ১৮৩৪ সন ১২৪০ সাল।

বিশ বছর কেটে গেল এমত প্রকারে।
কাত্যায়নী মেয়ে ছিল শ্বশুরের ঘরে॥
ক্ষুদিরাম শুনিলেন কামার পুকুরে।
ভূতেতে ধরেছে তাঁর প্রাণের কন্যারে॥
গিয়ে তারে দেখে পিতা আনুরের গ্রামে
কন্যাকে ছাড়িবে ভূত গেলে গয়াধামে॥
পদব্রজে গয়াধামে চলে ক্ষুদিরাম।
তিন কুড়ি বয়সেতে কাকে না ডরান॥
গয়াক্ষেত্রে বিষ্ণুপদে পিণ্ড দান করে।
নিদ্রা যান রাত্রিকালে আহারাদি পরে॥

ক্ষুদিরামের স্বপ্ন।

ইং ১৮৩৫ সন ১২৪১ সাল।

স্বপনেতে জ্যোতি মূর্ত্তি দেখে ক্ষুদিরাম।
শ্রীগদাধর ঘরে তাঁর ছেলে হ'তে চান॥
কোথা পাব কি খাওয়াব তোমায় রাখিতে।
দরিদ্র ব্রাহ্মণ আমি না পাই দেখিতে॥
জ্যোতি মূর্ত্তি বলে তাতে কোন চিন্তা নাই।
হয়ে যাবে কোন মতে শুনহ গোঁসাই॥
নিদ্রাভঙ্গে ক্ষুদিরাম ভাবিতে লাগিল।
গুটি গুটি চলে এসে বাটিতে পৌছিল॥

চন্দ্রাদেবীর দিবারাত্র দর্শন ও ভাব।

হেথা ধনী চন্দ্রমণি পতিমুখ দেখে।
হুলহুলিয়ে কত কথা বলে মনসুখে॥
রঘুবীরে মনে হয় যেন মোর ছেলে।
কন্যা শীতলা যেন রামেশ্বরের কোলে॥
এদের পূজারকালে শ্রদ্ধাভক্তি নাই।
নিজ পুত্র কন্যা যেন তাদের খাওয়াই॥
কখন শয্যাতে দেখি দেব জ্যোতির্ম্ময়।
প্রদীপ জ্বালিয়া তবে ভয় দূর হয়॥
কখন দেখিনু জ্যোতি শিবের অঙ্গেতে।
মন্দির হইতে আসে আমার গর্ভেতে॥
মূর্ছিতা হইয়া সেথা ঢলে পড়ে যাই।
কত সেবা ক'রে তবে জ্ঞান ফিরে পাই॥
তদবধি মনে হয় এগর্ভ সঞ্চার।
প্রসন্ন ধনীকে উহা বলি বার বার॥
চন্দ্রা দেখে নানারূপ জাগিয়ে ঘুমিয়ে।
বায়ুরোগ হ'ল বুঝি মস্তিষ্ক ঘুরিয়ে॥

গয়াধামের নিজ স্বপ্ন চন্দ্রারে বলিয়া।
চন্দ্রারূপ দেখে দ্বিজ অবাক হইয়া।।
গর্ভবতী এতরূপ চল্লিশ উপরে।
লোকে বলে দেখ চন্দ্রা এইবার মরে।।
চন্দ্রা বলে দেবদেবী দেখি দিনরাতে।
পুষ্পগন্ধ দৈববাণী আসে কোথা হ'তে।।
একদিন হাসে চন্দ্রা এক মূর্ত্তি দেখে।
ভয়ে মরি তবু মায়া রৌদ্রে রক্ত মুখে।।
তাই ডেকে বলিলাম হংসবাহনে।
পান্তা আমানি খাও শুষ্ক বদনে।।
শুনি তার সব কথা ক্ষুদিরাম বলে।
বোধ হয় কোন দেব আসে তব কোলে।।

জন্মতিথি।

ইং ১৮৩৬ সন ১২৪২ সাল।

বসন্তে অনন্তে বহে মলয় পবন।
প্রকৃতি যুবতী সতী কাঁপে ঘন ঘন॥
কিশলয় কলিফুলে গুল্মলতা দোলে।
বায়ুভরে শস্য শিরে ক্ষেত্রে ঢেউ খেলে॥
বৃক্ষ পরে শুকসারী কলরব করে।
ছাতারে বায়সে দ্বন্দ্ব করে নিরন্তরে॥
সরোবরে হংস হংসী কমলিনী পাশে।
চঞ্চু পুটে খোঁজ করে কোন কিছু আশে॥
মধুকর মধুকরী আসে অগণন।
পদ্মবনে সদাহয় ভ্রমর গুঞ্জন॥
দেখিতে দেখিতে এল ফাল্গুনের মাস।
শুক্লপক্ষ বুধবার দ্বিতীয়া প্রকাশ॥
পূর্ব্বভাদ্রপদ তারা রাশি কুম্ভ ছিল।
রবি চন্দ্র বুধ জন্মলগ্নে প্রবেশিল॥
অর্দ্ধদণ্ড বাকী আছে প্রভাত হইতে।
প্রভু রামকৃষ্ণ দেব এলেন ধরাতে॥

ধাত্রী কার্য্য করে সেই ধনী কামারিণী।
ভস্মমাখা দিগম্বর ছেলে তুলে আনি॥
বালা যোগী মুখে কোন মায়া কান্না নাই।
মায়ার মালিক প্রভু মায়াকে হারাই॥
পাশ্চাত্য বিদ্যার ভিত্তি স্থাপন যখন।
হয়েছিল বাংলাদেশে শিক্ষার বাহন॥
মূর্ত্তিমন্ত ব্রহ্মবিদ্যা বিদ্যাহীন হয়ে।
আসিলেন ধরাতলে পরাগতি নিয়ে॥
কোথা ছিল বেদভূমি নির্ণয় না হয়।
কেহ বলে এ ভারতে কেহ বলে নয়॥
কেহ বলে সুমেরুতে বেদের জনম।
কেহ বলে তিব্বতেতে বেদের কথন॥
কেহ বলে কৃষ্ণ কাস্পিন মাঝে ছিলা।
কেহ বলে বেদ ভূমি সাগরে ভাসিলা॥
ব্রহ্মাই ব্রহ্মজ্ঞ হয়ে যথা দেহ ধরে।
সেই বেদ ভূমি ভাই জানিহ অন্তরে॥
নিত্যসেই জগন্মূর্ত্তি ব্যাপ্ত হয়ে আছে।
এবে রামকৃষ্ণ রূপে প্রকাশ হয়েছে॥

তাঁর বাক্য বেদ বাক্য জানিহ নিশ্চয়।
বহু কথা বেদ হতে বহুদূরে যায়॥
তার মূর্ত্তি বেদ মূর্ত্তি অন্য কিছু নয়।
আকার সাকার সেই নিরাকার হয়॥

জন্ম-উৎসব।

শঙ্খধ্বনি করে সব গ্রামের মেয়েরা;
চন্দ্রাদেবী ক্ষুদিরাম পাগলের পারা॥
দ্বাবিংশতি বর্ষপ্রায় সর্ব্বস্ব গিয়েছে।
তপস্যায় ব্রহ্মদেবে কোলেতে পেয়েছে॥
লালিত পালিত করে অতি সযতনে।
বাড়িতে লাগিল শিশু চন্দ্রকলা সনে॥
হেন কালে রামচাঁদ মেদনিপুর হ'তে।
দুগ্ধবতী গাভী এক দিল আচম্বিতে॥
অলক্ষ্যেতে দেবদেবী করে আনাগোনা
ধূপধুনা শঙ্খঘণ্টা গন্ধরবে জানা॥

শিশু-লীলা।

কত লীলা দেখে চন্দ্রা কহনে না যায়।
হালা গোলা গ্রাম্য মেয়ে সব ব'লে দেয়॥
কভু কভু শিবনেত্র হইত শিশুর।
মনে মনে বড় ভয় জন্মিত চন্দ্রার॥
ঘরে আছে রঘুবীর রামেশ্বর শিলা।
সকলের নাম নিয়ে মা হয় উতলা॥
হরিনাম শিবনাম আর দেবদেবী।
নাম নেন মনে মনে পুত্র-শুভ ভাবি॥
কখন হইত শিশু ভারি বিশ্বম্ভর।
কখন হইত দীর্ঘ পুরুষপ্রবর॥
উতলা হইলে চন্দ্রা ক্ষুদিরাম কয়।
স্থির হও দেখ পুত্র শান্ত অতিশয়॥
যা দেখেছ তুমি সত্য বাল ভগবান্।
সকলি সম্ভব তিনি সর্ব্বশক্তিমান্॥
গ্রামের মেয়েরা নিত্য আসে বার বার।
চন্দ্রারে বলেন তাঁর পুত্র দেখাবার॥
যাঁর জন্য আনাগোনা তাঁহার ঘরেতে।
দিনান্তে না দেখে তাঁকে না পারে থাকিতে॥

অন্নপ্রাশন।

ইং ১৮৩৬ সন ১২৪৩ সাল।

ছয় চাঁদে অন্নপ্রাশন আভ্যুদিক শ্রাদ্ধ।
নামকরণ কোষ্ঠী আর ঠিকুজির আদ্য॥
গয়াধামে স্বপ্নদেখা নাম গদাধর।
রামকুমার রামেশ্বর রামকৃষ্ণ পর॥
শম্ভুচন্দ্র নাম হ'ল রাশি অনুসারে।
পরমহংস নাম তোতা রেখেছিল পরে॥
দরিদ্র যে ক্ষুদিরাম কোথা পাবে কড়ি।
ছেলের ভাতেতে যাহে করে বাড়াবাড়ি॥
তেঁই ভেবেছিল শাস্ত্র অনুষ্ঠান পরে।
আত্মীয় দু'চারিজন খাওয়াবেন ঘরে॥
কিন্তু বন্ধু ধর্ম্মদাস লাহার কারণে।
আসিল তাঁহার ঘরে গ্রামবাসিগণে॥
তবেত শ্রীক্ষুদিরাম বিপদ জানিয়া।
লাহা বাড়ি যান চলে যুকতি করিয়া॥
ধর্ম্মদাস করেছিল নিজে বহু ব্যয়।
গদায়ের ভাতে শেষে ধূমধাম হয়॥
কামারপুকুরবাসী যত লোক ছিল।
আনন্দিত মনে সবে প্রসাদ পাইল॥

শৈশব-লীলা।

ইং ১৮৩৯ সন, ১২৪৫ সাল।

দেখিতে দেখিতে গেল তিনটি বৎসর।
সর্ব্বমঙ্গলার জন্ম হ'ল অতঃপর॥
পিতা করে কোলে তাঁরে তিনি নেন বোনে।
পরম প্রেমের লীলা দেখে বিশ্বজনে॥
বড়ই দামাল ছেলে এঁটে ওঠা দায়।
আধ আধ কথা বলে পিতায় মাতায়॥
পৌরাণিক গল্প গাথা পিতৃগণের নাম।
ছোট ছোট স্তোত্রমালা দেবতা প্রণাম॥
তার মধ্যে কোন কথা ভুলে নাহি যায়।
ঠিক ঠিক বলে ছেলে সময় সময়॥
নামতা পড়াতে পিতা দেখে আচম্বিতে।
কোন মতে গদায়ের নাহি লয় চিতে॥
একদিন ক্ষুদিরাম রঘুবীরে পূজে।
পাদ্য অর্ঘ্য ধূপ দীপ গন্ধমালা সাজে॥
স্নান আবাহন কালে ধ্যানেতে মগন।
এর মাঝে গদাধর আসিল কখন॥

সর্ব্বাঙ্গে চন্দন মাখি পরি ফুলহার।
দেখ বাবা রঘুবীর ডাকে বার বার॥
হাসিমুখে দেখি বাবা গদায়ের কাণ্ড।
চাঁদারে আনিতে বলে চন্দনের ভাণ্ড॥
বিনা ফুলে সেই দিন পূজা করি সাঙ্গ।
ক্ষমা চান রঘুবীরে ধ'রে পুত্র অঙ্গ॥
একদিন মার সাথে মামা বাড়ি যান।
মধ্যপথে বৃক্ষমূলে পীরের আস্তান॥
তাড়াতাড়ি গদাধর যাইলেন সেথা।
গোঁ-ভরে ছেলে চলে নাহি শোনে কথা॥
ইহার অনতিদূরে এক বৃক্ষোপরে।
বসে বহু হনুমান্ বাঁদরামি করে॥
ভয় শূন্য গদাধর সেইখানে যান।
তাঁহার সহিত খেলে যত হনুমান্॥
এই দেখে চাঁদা মাই করে হায় হায়।
জোড়হাতে এক হনু মস্তক নোয়ায়॥

চিনু শাঁখারীর ছিল গদাধরে টান।
গলে ফুলমালা দিয়ে মিষ্টান্ন খাওয়ান॥
মাঠের মাঝেতে যথা কোন লোক নাই।
বৃদ্ধ চিনু ভাবে কহে শুন হে গদাই॥
তোমার লীলার আগে হইবে মরণ।
শ্রীচরণে দিও স্থান এই নিবেদন॥
মিষ্ট কথা ভালবাসার গদাই গোলাম।
শাসন পীড়নে তিনি একেবারে বাম॥
ক্ষুদিরাম মনে মনে ভালমতে জানে।
সেই ভেবে মিষ্টমুখে তারে বাগে আনে॥

বাল্যলীলা ও বিদ্যারম্ভ।

ইং ১৮৪১ সন, ১২৪৭ সাল।

এইরূপে পঞ্চবর্ষ হইলে উদয়।
যথাশাস্ত্র বিদ্যারম্ভ পাঠ সুরু হয়॥
পাঠশালে যায় ছেলে বহু ছেলে সাথে।
প্রিয়পাত্র হ'ল সেই গুরুর কাছেতে॥
লাহাদের নাটমন্দিরে বসে পাঠশালা।
শিক্ষাগুরু সরকার বহু ছেলের মেলা॥
এইখানে সুরু হ'ল গদায়ের লীলা।
লেখাপড়া রঙ্গরস যাত্রাগান পালা॥
ক্রমে সেই গোঠেমাঠে কৃষ্ণলীলা খেলে।
আপনি শ্রীকৃষ্ণ হ'য়ে রাখালিয়া মিলে॥
এ সময়ে গয়াবিষ্ণু ধর্ম্মদাসের ছেলে।
গদায়ের সাথে সদা খেলে কুতুহলে॥
বড় ভাব দুই জনে হইল যখন।
সাঙাৎ বলিয়া দু'য়ে করে সম্ভাষণ॥

কোন খাদ্য পেলে পরে একা খাওয়া নয়।
দুইজনে মিল হ'লে তবে খাওয়া হয়॥
এত ভাব গদায়ের প্রাণে কোথা ছিল।
নিজ প্রাণ হ'তে প্রিয় ছেলেরা হইল॥
কভু কোথা একা নাহি যান গদাধর।
দুই চারি জন তাঁর সঙ্গে নিরন্তর॥
আবার হইত যবে কোন ভাল খেলা।
দলে দলে ছেলে এসে সব করে মেলা॥
লেখা পড়া করে সেই নিমিষ ভিতরে।
দেখে লোকে চেয়ে থাকে যবে পুঁথি পড়ে॥
কোন দিন যদি পাঠশালে নাহি যায়।
নিজে গুরু আসে ঘরে দেখিতে তাহায়॥
ছেলেরা সকলে আসে গদায়ের বাড়ি।
সে যে সকলের প্রিয় সব প্রিয় তারি॥

প্রথম ভাবসমাধি।

রিমিঝিমি বাদল দামিনী দলকিল।
মেদিনী হ্লাদিনী উষা বিমোহিত হ'ল।
এই কালে একদিন মাঠপথে যেতে।
টেকো নিয়ে চলে পড়ে মুড়ি খেতে খেতে॥
অতি কষ্টে সঙ্গিগণে ধরে ধরে চলে।
কি হ'ল কি হ'ল সবে গদায়েরে বলে॥
মুদিত কাজল আঁখি, নিদ্রাঘোরে যেন থাকি,
আধভাসে গদাধর বলে।
সুনীল গগনতলে, নব জলধর কোলে,
ক্রৌঞ্চমিথুন দলে দলে॥
অনিলে ভাসিয়া যায়, মরি কিবা রূপ তায়,
মনপ্রাণ হ'য়ে যায় মিলে।
দেখ দেখ প্রিয় সখা, আকাশে বাতাসে আঁকা,
এঁকে বেঁকে নবঘন চলে॥
সাথে চলে বকদল, প্রাণমন টলমল,
নির্ব্বাক গদাই পড়ে ঢলে।
বালকের দল ভবে, কি করিবে তাই ভাবে,
টেনে গদাধরে নিয়ে চলে॥

পথে যেতে শিশুগণ বিপদ গণিলা।
টেনে তুলে গদাধরে বাড়িতে আনিলা॥
চন্দ্রা মাতা পাংশু মুখে করে হায় হায়।
কিবা হ'ল গদায়ের বলে দে আমায়॥
বল ভাই কিবা হ'ল কিছু নাহি জানি।
তোমা সঙ্গে ঘুরি ফিরি ধন্য বলে মানি॥
তবে গদাই হেসে হেসে মায়েরে বলিল।
মেঘাকাশ দেখে মোর মাথা ঘুরে গেল॥
আকাশে কাল মেঘ সাদা বকের ঝাঁক।
দেখিতে দেখিতে মাগো খাই ঘুরপাক॥
মেঘেতে ঢাকিল যবে অনন্ত আকাশ।
আমিও হারানু জ্ঞান হ'য়ে ভাবাবেশ॥

দ্বিতীয় ভাবসমাধি।

বৃন্দাবনচন্দ্র শ্যাম মুরলী বয়ান।
গোপ গোপী সনে বহু লীলার আখ্যান॥
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড, গিরিগোবর্দ্ধন।
যমুনা-পুলিন আর কদম্বের বন॥
রাখাল বালক ব্রজগোপী রাধা সঙ্গে।
কৃষ্ণ সনে কৃষ্ণসখা লীলার তরঙ্গে॥
বৃন্দাবন ছেড়ে যবে মথুরায় যান।
কৃষ্ণহীন হয়ে ব্রজবাসীরা অজ্ঞান॥
মথুরা সম্বন্ধে কথা মাথুর নামেতে।
কৃষ্ণবিরহিত খেদ বিরহ কথাতে॥
বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস বহু বহু রূপে।
মাথুর-বিরহ-চিত্র লিখেন ভাষাতে॥
পরে বহু জ্ঞানীগুণী মহাজনগণ।
ভাষা দিয়ে পদাবলী বিরহ বর্ণন॥
মাথুর-বিরহ পালা যাত্রা গান প্রায়।
হইত সে যুগে গ্রামে যথায় তথায়॥

শ্রুতিধর গদাধর সব শিখে নেয়।
যত ছেলে জড় করে পালা সুরু হয়॥
আর দিন এইরূপ মাথুর-বিরহ।
যাত্রা সুরু করিলেন সব ছেলে সহ॥
আপনি হলেন সেথা বিরহিনী রাই।
বিরহ গাইতে আর বাহ্যজ্ঞান নাই॥
এইরূপে মাথা ঘুরে মাটিতে পড়িলা।
রাখাল বালক সব প্রমাদ গণিলা॥
মুখে চোখে জল দিয়ে উচ্চ রবে ডাকে।
টানিতে টানিতে শেষে তুলিল তাঁহাকে॥
কুমোরে ঠাকুর গড়ে পোটো আঁকে পট।
ভাল করে দেখে ছেলে শেখে চট্‌পট্‌॥
লাহার অতিথশালে সাধুদের সাথে।
শিখিলেন সাধুগিরি দেখিতে দেখিতে॥

ক্ষুদিরামের দেহত্যাগ।

ইংরাজী ১৮৪৩ সন, ১২৪৯ সাল।

ক্ষুদিরামের ভাগ্নে রামচাঁদ নাম।
মেদিনীপুর হ'তে গাভী গদায়ে পাঠান॥
সেলামপুরেতে তাঁর পৈত্রিক ভিটেতে।
করিবেন দুর্গা পূজা যথাবিধি মতে॥
সে কারণে ক্ষুদিরাম তাঁর বাড়ী যায়।
সঙ্গে সঙ্গে রামকুমার যাইল তথায়॥
এখন বয়স তাঁর ছেষট্টির কাছে।
অজীর্ণ গ্রহণী রোগ তাহাতে ধরেছে॥
গদায়ে ছাড়িয়া যেতে মনে নাহি লাগে।
কি করিবেন রামচাঁদ বারে বারে মাগে॥
এখানে আসিয়া তাঁর পীড়া বৃদ্ধি হয়।
সপ্তমী অষ্টমী মহানন্দে কেটে যায়॥
নবমীর দিনে রোগ প্রবল হইল।
ভাগ্না ভাগ্নী সেবা ক'রে বৈদ্য আনাইল॥
কিন্তু ব্যাধি কোন মতে বাধা নাহি মানে।
দেবীমূর্ত্তি নিরঞ্জন বিজয়ার দিনে॥

অন্তিম সময়ে শুয়ে ক্ষুদিরাম ছিলা।
তুলে বসাইতে সেই ইঙ্গিতে কহিলা॥
ভাগ্না ভাগ্নী ছেলে সবে শয্যায় বসায়।
রঘুবীর নামে দ্বিজ দেহ ছেড়ে দেয়॥
সংকীর্ত্তন ক'রে তাঁরে নদী কুলে নিয়ে।
মুখাগ্নি করাইল জ্যেষ্ঠ পুত্র দিয়ে॥
বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করে রামকুমার।
ক্ষুদিরাম বিনে বাড়ী করে হাহাকার॥
সাতে প'ড়ে পিতৃহীন হইল গদাই।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমার আর দেখে মাই॥
ভক্তিভরে কুলদেবে বলেন কাঁদিয়ে।
কোথা গেল মোর পিতা দাও দেখাইয়ে॥
এই হ'ল বাল্যকালে বৈরাগ্য সঞ্চার।
বড় প্রিয় ছোট ছেলে ছিলেন পিতার॥

বাল্যে সন্ন্যাস সাধন।

লাহাদের অতিথশালে করেন গমন।
অষ্টম বৎসরে সুরু সন্ন্যাস সাধন ॥
সাধু সঙ্গে বাস হয় ডোর কৌপীন পরা।
শিখিতে লাগিল সেই সাধুদের ধারা ॥
নানারূপ আসন শেখা হয় এইকালে।
আসনের খেলা তিনি দেখাতেন ছলে ॥
এই দেখে চন্দ্রা দেবী মনে ভয় করে।
সাধুগণ বলে মাতা কিছু নাহি ডরে ॥
সাধুদের কাঠ জল এনে দেন তিনি।
বসে বসে লেট্টি খান জ্বালাইয়ে ধুনি ॥
হিন্দি কথা ভজন গান্ গালবাদ্য তথা।
শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে চলে এই প্রথা ॥
গোচারণে গরু ল'য়ে মাঠে যবে যান।
কৃষ্ণযাত্রা করে সঙ্গিগণেরে মাতান ॥

তৃতীয় ভাবসমাধি।

এইকালে একদিন বিশালাক্ষী যেতে।
ভাবে চ'লে পড়ে ছেলে দেবী নাম নিতে॥
সাথে ছিল যত মেয়ে চাঁদা মায়ের সখী।
বিশালাক্ষী নাম নিয়ে করে ডাকাডাকি॥
মুখে দিতে জল আর সামান্ত নৈবেদ্য।
ফিরে আসে জ্ঞান তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ সদ্য॥
এই শুনে চন্দ্রা দেবী বড়ই চিন্তিত।
বোধ হয় বায়ু রোগে বালক পীড়িত॥

গদাধরের উপনয়ন।

ইং ১৮৪৫ সন, ১২৫১ সাল।

ন বছরে গদায়ের পৈতার কালে।
ধনী হ'বে ভিক্ষামাতা কুলপ্রথা ঠেলে॥
ধনী প্রসন্ন ছিল চাঁদা মার সখী।
বহুদিন আগে হ'তে দু'জনারে দেখি॥
মায়ের যা কিছু কথা ইহাদের বলে।
গর্ভকথা ধাত্রীকার্য্য প্রসবের কালে॥

কামারের কন্যা সেই ধনী কামারিণী।
প্রসন্ন ছিলেন ধর্ম্মদাসের ভগিনী॥
ধাত্রীকার্য্য ক'রে ধনী ধাত্রীমাতা ছিল।
গদায়ের সাথে তাই ঘনিষ্ঠ বাড়িল॥
যাহা কিছু মিষ্ট খাদ্য ধনী-ঘরে থাকে।
খাইবারে দেয় ধনী যত্নেতে তাহাকে॥
একদিন এইরূপে ধনী তারে কয়।
আগে ভিক্ষা দিলে পরে ভিক্ষামাতা হয়॥
আমার বাসনা তোর ভিক্ষামাতা হ'তে।
ধাত্রীমাতা ভিক্ষামাতা হব একসাথে॥
গদাই হইল রাজী তখনি ইহাতে।
এই কথা ছিল তাঁর ধনীর সহিতে॥
এখন গদাই উহা রক্ষা করিবারে।
ধরিয়া বসিল সেই দাদা ও মায়েরে॥
এই কুলে এই প্রথা কভু না হয়েছে।
রামকুমার চন্দ্রা মা বড় রেগে গেছে॥
একগুঁয়ে গদাধর সকলেই জানে।
কারো কোন কথা সেই নাহি তোলে কাণে॥

পিতৃবন্ধু ধর্ম্মদাস অনুরোধ পরে।
বড় দাদা মাতৃদেবী অনুমতি করে॥
ধনী করেছিল কিছু অর্থ সঞ্চয়।
উপনয়নের কালে ব্যয় উহা হয়॥

নিত্যকর্ম্ম।

নব যজ্ঞসূত্রধারী ব্রাহ্মণ বটুক।
পূজা সন্ধ্যা গায়ত্রী করিতে থাকুক॥
নিজ বংশ কথা আর অবস্থা সকল।
গৃহদেব রঘুবীর জাগ্রত কেবল॥
পিতামহ মাণিকরাম বর্দ্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ।
দরিদ্র হ'লেও পিতা ধর্ম্মে মূর্ত্তিমান্॥
কেমনে পাইল পিতা স্বপ্নে রঘুবীরে।
দেরে গ্রামে বিত্তশালী কামার পুকুরে॥
দেড়শ' বিঘা জমি ছেড়ে দেড়েতে চলে।
নিজে পিতা রোয় ধান রঘুবীর বলে॥

ঐ ধানে হ'য়ে যেত সংসার পোষণ।
দেবসেবা অতিথ্ অভ্যাগত জন॥
সে কারণ রঘুবীরে ভক্তি অতিশয়।
ব্রাহ্মণ হয়েছে এখন তারি পূজা হয়॥
দেখা ছোঁয়া কাছে থাকা ভাবভক্তি নিয়ে।
পূজা পাঠ ধ্যান জপ ফুল জল দিয়ে॥
বাড়িতে লাগিল যত নিষ্ঠা পূজা তাঁর।
কমিতে লাগিল তত শিক্ষা পাঠশালার॥
ফুল তুলসী তুলে বিল্বপত্র আনে।
মালা গেঁথে চন্দন ঘসে বেলা নাহি মানে॥
পাঠশালে শিক্ষা শেষ এইকালে হয়।
পুরাণের পাঠ ব্যাখ্যা অঙ্ক কষা দায়॥
পাকা হাতে গোটা লেখা পুঁথি পাঠে দড়।
জমাখরচ গুণ ভাগ কাঠাকে জোর বড়॥
মহাভারত রামায়ণ তখনকার কথা।
কাশীরাম কৃত্তিবাস চণ্ডিদাস তথা॥
জয়দেব বিদ্যাপতি ভারতচন্দ্র আর।
শূন্যপুরাণ পদ্মপুরাণ বিষ্ণুপুরাণ সার॥

এই নব পাঠ তাঁর অতি সুললিত।
ছন্দ সুরে পাঠ হয় মনে প্রাণে হিত॥
কবিতার ভাব মনে প্রাণে করে এক।
গ্রামবাসী দেখে শুনে হয়ে যায় অবাক॥
এইরূপে পুঁথি পড়া অভ্যাস হইতে।
নিজে পারিতেন কাব্য রচনা করিতে॥
তাঁর নিজ হাতে লেখা সুবাহুর পালা।
বার শ' ছাপান্ন সন আষাঢ়ের বেলা॥

পণ্ডিত-সভা।

লাহাবাড়ি একদিন শ্রাদ্ধবাসরে।
পণ্ডিতের সভা তারা আবাহন করে॥
তর্ক উঠেছে ভারি মীমাংসা না হয়।
শিখা নেড়ে নস্যি নিয়ে ব্রাহ্মণ চেঁচায়॥
ন্যায় নিয়ে কচাকচি সাংখ্য পাতঞ্জল।
কাব্য মীমাংসা আর দর্শন প্রাঞ্জল॥

ব্যাকরণের কথা আর তু'লে কাজ নাই।
মাঝে মাঝে অনুস্বার বিসর্গের ঘাই ॥
উত্তরপক্ষ পূর্ব্বপক্ষ যস্য তস্য কস্য।
মৎস্যন্যায় কূর্ম্মন্যায় তর্কই সর্ব্বস্ব ॥
সব লোক চ'লে যায় ছেলেদের সঙ্গে।
ব'সে দু'একজন মজা দেখে রঙ্গে ভঙ্গে ॥
কিবা নিয়ে তর্ক হয় কেহ নাহি লেখে।
তবু গদাধর ব'সে ব'সে সব দেখে ॥
বেদান্তী পণ্ডিত-বিচার শ্রীচৈতন্য শু'নে।
"অচিন্ত্য" বেদান্ত-ভাষ্য করেছিলেন স্থানে ॥
এও হ'বে সেইরূপ কোন পক্ষ নিয়ে।
শ্রীপ্রভু মীমাংসা করে 'সমন্বয়' দিয়ে ॥
যদি বল বাংলা পুঁথি গদায়ের পুঁজি।
গাঁট না বাড়ায়ে গ্রন্থ পড় সোজাসুজি ॥
গ্রাম্য কথা গানে পাবে বেদান্ত বিচার।
সগুণ নির্গুণ পাবে রামপ্রসাদে আর ॥
তর্কাতর্কী ক'রে যবে মীমাংসা না হয়।
শেষে গদায়ের কথা পণ্ডিতেরা নেয় ॥

চতুর্থ ভাবসমাধি।

যার সাথে সদা করে গৃহস্থের কাজ।
দেবতার পূজা তাঁর পূর্ণ মনঃ সাজ॥
নতুন পৈতা প'রে যবে ব্রাহ্মণের ছেলে।
দেবসেবা করে সদা পাতাফুল তুলে॥
শিব 'পরে বড় ভক্তি শিবরাত্রি দিনে।
রাত্রে পূজা হ'বে তাঁর চার প্রহর গুণে॥
কিরাত অর্জ্জুনে দেয় পাশুপত অস্ত্র।
কিরাতে শিবের বরে হ'ল শিবরাত্র॥
উপবাসী ব্যাধ ঘোরে শিকারের তরে।
বিল্বমূলে রাত্রবাস নিহারিকা ঝরে॥
কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী রাত্র ফাগুনের মাস।
শিবরাত্র নামে লোকে হইল প্রকাশ॥
উপবাসী গদাধর সন্ধ্যাপূজা করে।
বন্ধু সবে অনুরোধে শিব সাজিবারে॥
বেনে বাড়ী যায় সেই সীতেনাথের ঘর।
সাজিলেন জঠাধারী মূর্ত্ত মহেশ্বর॥

সাজিতে ভাবেতে মন কৈলাসেতে ধায়।
নির্ব্বিকল্প সমাধিতে গোটা রাত যায়॥
কেহ বলে এই ভাব ছিল তিন দিন।
কেহ বলে কেটে ভাব ক্রমে হ'ল ক্ষীণ॥

পঞ্চম ভাবসমাধি।

এরপর একদিন সঙ্গীগণ সাথে।
কালী মূর্ত্তি নিরমিল গদাই নিজ হাতে॥
সুন্দর মুরতিখানি দেবীভাবে ভরা।
মৃদু মৃদু হাসি মুখে যোগ চক্ষু তারা॥
সকল সংগ্রহ হয় পূজোপকরণ।
ফল মূল বলি যথাশাস্ত্র নিবেদন॥
নিজে বলি দিতে দিতে হারালেন জ্ঞান।
ছেলেরা তাঁহারে তু'লে বাড়ি নিয়ে যান॥

পুরুষ ও প্রকৃতি।

ইং ১৮৪৮ সন, ১২৫৫ সাল।

এইবার চন্দ্রাদেবী প্রমাদ গণিলা।
যথাসাধ্য গদায়েরে নিকটে রাখিলা॥
গৃহকাজে বড় পটু প্রভু গদাধর।
চন্দ্রাদেবী ব'সে দেখে আশ্চর্য্য রগড়॥
ভাজে বোনে মিশে গেছে গদায়ের সঙ্গে।
মেয়েলী মেয়েলী ভাব গদায়ের অঙ্গে॥
গৃহদেবে পূজাকালে ভাবেতে বিভোর।
কভু বাহে মন থাকে কভু থাকে ঘোর॥
বার তের বয়সেতে অসাধ্য সাধন।
এক অঙ্গে কিশোর কিশোরী সম্মিলন॥
এইকালে রামেশ্বর ছোট বোনের বিয়ে।
শ্রীরামসদয় বন্দ্যো। গৌরহাটী গিয়ে॥
উলটি পালটি বিয়ে ছুই ঘরে হয়।
চাটুয্যের ছেলে মেয়ে বাড়ুয্যেরে দেয়॥
বাড়ুয্যের ছেলে মেয়ে চাটুয্যে পাইল।
যে যাহার বরযাত্রী ভোজন করাল॥

অক্ষয়ের জন্ম।

ইং ১৮৪৯ সন, ১২৫৪ সাল।

বড়ই বিপন্ন জেঠা হ'ল এই কালে।
বড় বৌ মরে গেল জন্ম দিয়ে ছেলে॥
চৌদ্দ বৎসর গদায়ের বয়স এখন।
মাতৃহারা শিশু হ'ল তার প্রাণধন॥
যথার্থ বাৎসল্য ভাব আপনি আইল।
মা-হারা শিশুরে সেই কোলে তু'লে নিল॥
সখী ভাবে সাধ্য তার সুরু হয় হেথা।
পল্লীবাসী সধবা কুমারীগণ যথা॥
তাহাদের মধ্যে যবে থাকে গদাধর।
চিনিতে না পারে কেহ না দিলে উত্তর॥
এতদিনে শিক্ষা শেষ দেবদেবী গড়া।
শিল্পীরে দেখায়ে দেন দেবী চক্ষুধারা॥
একবার একপট তিনি এঁকে ছিলা।
সর্ব্ব রামসদয় হ'য়ে একত্র বসিলা॥

হু-বহু সে পটখানি এত ভাল হয়।
সর্ব্বমঙ্গলা দেখে রাগে জ্বলে যায়॥
এ সময়ে তাঁর রূপ ধরে নাকো অঙ্গে।
গদাই মিলিল বুঝি শ্রীগৌর-অঙ্গে॥
যদি কেহ চেয়ে দেখে গদায়ের পানে।
ফিরাতে না পারে আঁখি দেখে মনে প্রাণে॥

তৃতীয় অধ্যায়।

রামকুমারের কলিকাতা যাত্রা।

ইং ১৮৫০ সন, ১২৫৬ সাল।

উজ্জ্বল বরণ ছটা, পূর্ণ অঙ্গে আঁটা সাটা,
মুগ্ধকর সচল বিগ্রহ।
কি নিধি বিধাতা গড়ে, কেহ না জানিতে পারে,
লোকে শুধু বাড়ায় আগ্রহ॥
পিতৃহীন গদাধর, মাতৃহীন শিশু তাঁর,
কেমনে মানুষ হ'বে এরা।
এই চিন্তা সদা মনে, ভাবে দাদা নিশি দিনে,
কিসে সুখী হ'বে বল তারা॥
বড় ভাই রামকুমার, সংসারের ভার যার,
বড় দুঃখী হ'ল মনে মনে।
স্মৃতির পণ্ডিত হ'য়ে, যজন যাজন দিয়ে,
বড় কিছু সংসারে না আনে॥
সদ্যমৃত পত্নী তাঁর, মাতৃহীন শিশু যার,
শিরে তাঁর দুখের সংসার।
না পারে কুলাতে কিছু, কি উপায় করে পিছু,
যেতে ইচ্ছা হয় দেশান্তর॥

কলিকাতা হেন কালে, আসিলেন কুতুহলে,
টোল খুলে বসিলেন সেথা।
প্রথমে নাথের বাগ, অতি অল্প দিন ভাগ,
পরে ঝামাপুকুরের কথা॥

গদাধরের কলিকাতা আগমন।
ইং ১৮৫৬ সন, ১২৫৯ সাল।

কলিকাতা বাসকালে শ্রীরামকুমার।
বৎসরান্তে ঘরে যান পেলে অবসর॥
এইরূপে কেটে গেল তিনটি বৎসর।
শেষে সঙ্গে ক'রে আনে ভাই গদাধর॥
বয়েসে সতের হ'বে ছিয়ালা গড়ন।
দেখিতে শুনিতে প্রভু সর্ব্ব আকর্ষণ॥
গ্রাম্য ভাবে কাটাতেন কাল বসি বসি
অলক্ষেতে যথা জল নারিকেলে পশি॥
সংসারী গৃহস্থ বলে কি কর গদাই।
এই বেলা শিখে নাও যত বামনাই॥

শাস্ত্র পড় কিছু কিছু স্তবস্তোত্র আদি।
ঘণ্টা নেড়ে চাল কলা আন পুঁটলি বাঁধি॥
হেন শিক্ষা শিক্ষা নয় গদায়ের মনে।
একমাত্র শিক্ষা যাহা জ্ঞানভক্তি আনে॥
তবুও লোকের্ বাড়ি পূজা পাঠ করে।
জ্যেষ্ঠের সাহায্য হেতু ঝামার পুকুরে॥
দাদার বিশেষ ইচ্ছা দশ কর্ম্মান্বিত।
করিলে তাহারে হ'বে আখেরের হিত॥
সেহেতু করিতে বলে ব্যাকরণ পাঠ।
সামান্য স্মৃতির অংশ মধ্যে সাত আট॥
জানিতে পারিয়া গদাই স্পষ্ট কথা বলে।
কাজ নাই হেন বিদ্যা টাকা আর চালে॥
চাল কলা বাঁধা বিদ্যা আমি না শিখিব।
বিবেক বৈরাগ্যভক্তি যাতে না পাইব॥
এইরূপে কাটে কাল তিনটি বৎসর।
দক্ষিণ সহরে হয় মন্দির সুন্দর॥
বিদায়ে সুবিধা হ'বে জেনে রামকুমার।
ছাতু বাবু দলভুক্ত চতুষ্পাঠী তাঁর॥

দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ী।

ইং ১৮৫৪ সন, ১২৬০ সাল।

পিরিতরামের পুত্রবধূ রাণী রাসমণি।
জানবাজারে মাড়ের বাড়ী লোকমুখে শুনি॥
পিরিতরাম মাড় ছিল বনিয়াদী ধনী।
বিবিধ রকমে তাহা বাড়াইল রাণী॥
বহু বহু সৎকার্য্য রাণী করেছিলা।
বার্দ্ধক্যে কাশীতে যেতে মনস্থ করিলা॥
কালীপদ অভিলাষী কালীপদে মন।
স্বপনে কালিকা দেবী করে দরশন॥
কাশী যাওয়া না হইল কালী বাড়ী করে।
দ্বাদশটি শিব মন্দির গঙ্গার কিনারে॥
নবরত্ন মন্দিরে ভবতারিণী মাতা।
উত্তরেতে রাধা শ্যাম বিষ্ণুঘর যেথা॥
দক্ষিণেতে নাটমন্দির মায়ের সম্মুখে।
ভোগ ভাণ্ডার ঘর কর্ম্মচারী থাকে।

পশ্চিমেতে গঙ্গা তার পূর্ব্বে কালীবাড়ি।
বাঁধাঘাটে নৌকা লাগে সোপান উপরি॥
'রাসমণি দক্ষিণেশ্বর' মাঝিরা ডাকে।
অবাক হইয়া 'রোহী কালীবাড়ি দেখে॥

মন্দির সংস্রবে রামকুমার।

ইং ১৮৫৫ সন, ১২৬২ সাল।

মন্দিরের অধিকারী রাণী রাসমণি।
পূজাকার্য্যে ব্রতী করে রামকুমারে আনি॥
জাতেতে কৈবর্ত্ত তিনি কালীর সেবিকা।
মন্দিরে প্রতিষ্ঠা রাধাকৃষ্ণ কালিকা॥
অন্ন ভোগ দিতে ইচ্ছা দেবদেবীগণে।
সে কারণে টোল হ'তে যত পাঁতি আনে॥
কোন মতে বিধি নয় শূদ্রদের যোগ।
দেব দেবীগণে নিবেদিতে অন্ন ভোগ॥

রামকুমার দিলে বিধি স্মৃতি শাস্ত্র দেখি।
দেন যদি ব্রাহ্মণেরে দানপত্র লিখি॥
মন্দির আদি সহিত বিষয় যার আয়।
খরচ হইবে যাহা দেবতা সেবায়॥
এতেও আপত্তি করে যতেক ব্রাহ্মণে।
দেশাচার নহে উহা যদিও বিধানে॥
সেই হেতু বাধ্য হয়ে শ্রীরামকুমার।
ব্রতী হন ভোগ দিতে পূজা কালিকার॥
রামকুমার কালীভক্ত রামায়েত কুলে।
নিজে দেবী মন্ত্র দেন তাঁর জিহ্বামূলে॥

মন্দির প্রবেশ।

স্নানযাত্রা দিনে হয় মন্দির প্রতিষ্ঠা।
উপবাসী গদাধর ছিল বড় নিষ্ঠা॥
ঝামাপুকুর হ'তে নিত্য আনা গোনা।
শূদ্রের যাজনা দাদা কিছুতে হ'বে না॥
যথাশাস্ত্র বুঝাইল জ্যেষ্ঠ সহোদর।
তথাপি না শুনে কথা প্রভু গদাধর॥
শেষে হয় ধর্ম্মপত্র লটারীর খেলা।
যাহার উপর সত্য নাহি গোলা মেলা॥
তথাপি খাইতে অন্ন কৈবর্ত্ত মন্দিরে।
নিষ্ঠাবান গদাধর নাহি মনে ধরে॥
এত দেখি রামকুমার লাগিল চিন্তিতে।
(বলে) দণ্ডীঘরে ধনী-ভিক্ষা নাও কোন মতে॥
(তবে) সিধা লয়ে গঙ্গাজলে পাক ক'রে খান।
সেই হ'তে পঞ্চবটী হ'ল পীঠস্থান॥

পঞ্চবটী।

পঞ্চবটের সমাহার পঞ্চবটী বলে।
অশোক অশ্বত্থ ধাত্রী বট বিল্বমূলে॥
দেবালয়ের উত্তরেতে বাবুদের কুঠী।
তাহার উত্তর পূর্ব্বে এই পঞ্চবটী॥
সাধন ভজন সুরু হেথা হ'তে হয়।
রাগ অনুরাগ আদি সর্ব্ব সমন্বয়॥
কুটীর নিকটে এক ছোট ডোবা ছিল।
অতি অসমান ভূমি জঙ্গলে ভরিল॥
ভীষণ জঙ্গল মধ্যে কেহ না যাইত।
অনুরাগে সাধন ভজন হেথা হ'ত॥
অশোক আমলকী বৃক্ষ এখানে সেখানে।
বট বেল অশ্বত্থ আদি না যায় গণনে॥
বহু পরে ডোবা কেটে পুকুর হইল।
উঁচু নীচু স্থান সব সমান করিল॥
এখন যেখানে আছে সাধন কুটীর।
স্বহস্তে রোপিলা এক চারা অশ্বত্থের॥
বট অশোক বেল আমলকীর চারা।
একে একে লাগাইল হৃদয়ের দ্বারা॥

তুলসী কানন।

এইস্থানে করে প্রভু তুলসী কানন।
তুলসী অপরাজিতা অতি ঘন ঘন॥
কেহ না দেখিতে পায় ধ্যানে নিমগন।
পশু হ'তে রক্ষা হেতু বেড়া দিতে মন॥
ভর্ত্তা মালী সনে প্রভু করেন জল্পনা।
কোথা পাই বাঁশ খুঁটি নাই কড়ি কাণা॥
পরে একদিন ভর্ত্তা গঙ্গার কিনারে।
দেখিতে পাইল বোঝা জলের উপরে॥
কাছে গিয়ে দেখে তায় দড়ি দিয়ে বাঁধা।
পরিপাটি বাঁশ খুঁটি মনে লাগে ধাঁধা॥
উচ্চ স্বরে ভর্ত্তা মালী প্রভুদেবে ডাকে।
কোথা বেড়া দিব বল দেখাও আমাকে॥

রামকুমার, গদাধর ও হৃদয়।

অধ্যাপক রামকুমার বিধি রক্ষা হেতু।
পূজাকার্য্যে ব্রতী হয় অবতার-সেতু॥
তার ভাই গদাধর মন্দিরে থাকে না।
পঞ্চবটী বনে বাস করে যায় জানা॥
আজানুলম্বিত বাহু বিশাল হৃদয়।
শ্যাম বর্ণ ক্ষীণ কটি দেখে মনে হয়॥
যেন সেই রামচন্দ্র পঞ্চবটী বনে।
পিতৃসত্য পালনে আসেন কাননে॥
ভট্টাচার্য্য রামকুমার কনিষ্ঠের তরে।
চিন্তিত যে অতিশয় বুঝিবারে পারে॥
রাসমণি শাশুড়ী, জামাতা শ্রীমথুর।
গদাধরে আকর্ষিতে আসে বহু দূর॥
শাশুড়ী জামাই ইচ্ছা করে মনে মনে।
কোন মতে প্রভুরে রাখিতে সেইখানে।
সুযোগ হইল তার মাসাধিক পরে।
হৃদয় আসিল যবে দক্ষিণ সহরে॥

হৃদয় ভাগিনা হয় পিসির সুবাদে।
গদাধরে টান বড় সেবা নির্ব্বিবাদে।।
সকালে রাঁধিয়া খান রাতে পরসাদ।
নিষ্ঠা হেতু গদাধর গণে পরমাদ।।
পুরী পাশে পঞ্চবটী অতি নিরজন।
লোকচক্ষু অন্তরালে আরম্ভ সাধন।।
পরেতে হৃদয় বলে মামা কোথা যাও।
প্রভু বলে এইখানে তুমি ভুলে যাও।।

শিবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ।

একদিন শিবমূর্ত্তি গড়েন মাটিতে।
দেশের বালকভাবে আনন্দে পূজিতে॥
গদায়ের সব কাজ একেবারে ঠিক।
শুদ্ধমনে শেখা তাহা হুবহু সঠিক॥
হেনকালে শ্রীমথুর মূর্ত্তি দেখ্‌তে পান।
কে করেছে হেন মূর্ত্তি হৃদয়ে শুধান॥
হৃদয় দেখায়ে দিল গদাই ঠাকুরে।
মথুর মাগেন মূর্ত্তি পূজা হ'লে পরে॥
হৃদয় এই কথা পুনঃ গদায়েরে বলে।
তাহারে দিবেন মূর্ত্তি পরে পূজা হ'লে।

মথুর ও গদাধর।

গদাই না যান কভু মথুরের কাছে।
কোন কাজে তাঁরে যদি জুড়ে দেন পাছে॥
বহুদিন রাণীতে মথুরে কথা হয়।
কেমনে মন্দিরে গদাধরে রাখা যায়॥
দাদার নিকট হ'তে জেনে ঐ কথা।
গদাধর নাহি যান বাবু আছে যেথা॥
একদিন ভৃত্য আসি বলে গদায়েরে।
মথুর দেখিতে চান তোমায় সত্বরে॥
বড়ই সঙ্কোচ প্রভু এই কথা শুনে।
হৃদয় শুধান লজ্জা কর কি কারণে॥
প্রভু কন মোরে কবে চাকুরী করিতে,
হৃদয় বলেন বল কি দোষ তাহাতে॥
মোটে ইচ্ছা নাহি মোর করিতে দাসত্ব।
বিশেষ পূজারী কাজে অধিক দায়িত্ব॥
বিগ্রহের অলঙ্কার নানা স্থানে আছে।
সদাই চিন্তিত হ'ব খোয়া যায় পাছে॥
হৃদয় এসেছে হেথা কাজের সন্ধানে।
দায়িত্ব লইতে চায় আনন্দিত মনে॥

কার্য্য গ্রহণ।

তখন ঠাকুর যান মথুরের কাছে।
হৃদয় আসিল সেথা তাঁর পাছে পাছে॥
গদায়ে করিল সেই কালীবেশকারী।
হৃদয় সাহায্য করে গদাই পূজারী॥
পিতা ক্ষুদিরাম যবে পরলোকে যায়।
গদাই না শিখে বিদ্যা কি হ'বে উপায়॥
সেই হ'তে রামকুমার ভাবে মনে মন।
কেমনে গদাই হয় উপার্জ্জনক্ষম॥
ঝামাপুকুরের টোলে ছিলেন গদাই।
বহুস্থানে দেবসেবা করিত সদাই॥
তা' দেখে দাদার হয় বিশেষ বাসনা।
কিছু স্মৃতি ব্যাকরণ যজনে চাহি জানা॥
বহু চেষ্টা রামকুমার করেছিল তাই।
গদাই বলিত এই বিদ্যা কাজ নাই॥

কৌল দীক্ষা।

মন্দিরে হয়েছে ভাই কালীবেশকারী।
রামকুমার ভাবে এবে কি করিতে পারি॥
কালীমন্ত্রে দীক্ষা নিতে গদাধরে কন।
কেনারাম তন্ত্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ॥
গদাধর তাঁর কাছে দীক্ষা নিলে পরে।
ভাবেতে বসেন গিয়ে বেদীর উপরে॥
কৌল দীক্ষা গদাধর করিলে গ্রহণ।
ভাবেতে বিভোর হ'য়ে সমাধি মগন॥
সিদ্ধ গুরু কেনারাম পূর্ণ অভিষিক্ত।
আশিস্ করেন শিষ্যে আশা অতিরিক্ত॥
দাদার কাছেতে চণ্ডী পড়েন গদাই।
যথাবিধি দেবদেবী পূজা শিক্ষা চাই॥
পূজাতে আনন্দ বড় গদাই ঠাকুর।
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে যান ভাবেতে বিভোর॥

শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহ।

প্রায় মাস তিন গত দক্ষিণ সহরে।
ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে॥
নন্দোৎসব দিনে ভোগরাগাদি পরে।
শ্রীগোবিন্দ-পদ ভঙ্গ হয় অতঃপরে॥
পূজারী ঠাকুরে ল'য়ে বিশ্রাম আগারে।
পা পিছালি পড়ে গেল মন্দির ভিতরে॥
অঙ্গহীন বিগ্রহের পূজা বিধি নয়।
সকলে চিন্তিত হ'ল কি হয় কি হয়॥
বিধি দিল পণ্ডিতেরা বহু শাস্ত্র ঘেঁটে।
দশ দোষে দোষী মূর্ত্তি পূজা নাই মোটে॥
সর্ব্বশেষে গদাধরে পুছিল মথুর।
ভাবমুখে হেসে হেসে আদেশে ঠাকুর॥
পা ভেঙ্গে পড়িত যদি রাণীর জামাই।
আনিয়া কি নব বরে দিতে তাঁর ঠাঁই॥
অখণ্ড মণ্ডলাকার ব্যাপ্ত চরাচরে।
কি হেতু কোথায় বল ত্যজিবে তাঁহারে॥

আপন পতিরে যথা চিকিৎসা করাও।
সেই মত শ্রীগোবিন্দের পদ জুড়ে নাও॥
কে করিবে হেন কাজ কার সাধ্য আছে।
হৃদু বলে সে জুড়িবে বিধান যে দেছে॥
ভাল মতে জানে প্রভু ভাঙ্গা জোড়া দিতে।
পাষাণ বিগ্রহে যথা চিন্ময় আনিতে॥
সেই মত শ্রীগোবিন্দের পদ-সংস্কার।
কোথা আছে ভাঙ্গা জোড়া চেনে সাধ্য কার॥

পূজারী।

বৃত্তি-পদ ভঙ্গকারী পূজারী ব্রাহ্মণ।
কার্য্য ত্যাগ করি দেশে করেন গমন॥
বিষ্ণুঘরে রামকৃষ্ণ হ'লেন পূজারী।
সিংহাসনে রাধাকৃষ্ণ যুগ্ম রূপধারী॥
কি পূজা করেন প্রভু তৈলাধার মনে।
কোন চিন্তা নাই তাঁর রাধাকৃষ্ণ বিনে॥
ফুল তু'লে মালা গেঁথে প্রাতঃকাল হ'তে।
ভজন পূজন পাঠ ভোগরাগ দিতে॥
শৃঙ্গার শয়ান আর বৈকালী আরতি।
একভাবে একমনে দিবা সন্ধ্যা রাতি॥
মথুর আকৃষ্ট হয় সেই হ'তে বেশী।
বাবা বলি সম্বোধেন স্নেহরসে ভাসি॥
ভট্টাচার্য্য আখ্যা দিলা যত কর্ম্মচারী।
ছোট গদাধর বড় রামকুমার পূজারী॥

রামকুমারের মৃত্যু।

ইং ১৮৫৬ সন, ১২৬২ সাল।

স্বার্থশূন্য শ্রীপ্রভু আপন-ভোলা ভাব।
স্বয়ং প্রকৃতি পূর্ণ করেন অভাব॥

এর পর মাঝে মাঝে শ্রীরামকুমার।
গদাধরে আনি দেন কালীপূজা ভার॥

আবাহন কালে গীত গান গদাধর।
দুই চক্ষে বারি ঝরে ভাবে নিরন্তর॥

গানের ভাষার ভাব সুর লয়ে ফুটে।
চিন্ময়ী আবেশ হন পাষাণীর পুটে॥

পূজকও ভাবাবেশে হইয়ে মগন।
নাহি জ্ঞান, কেবা করে কথোপকথন॥

ন্যাসকালে মন্ত্র সব প্রতি অঙ্গে জ্বলে।
চক্র হ'তে চক্রান্তরে কুণ্ডলিনী চলে॥

নিস্পন্দ অসাড় হয় পরিত্যক্ত অঙ্গ।
পূজাস্থান রক্ষা করে অগ্নিতে অলঙ্ঘ্য॥

দেখিয়া পূজার ভাব লোকের বিস্ময়।
সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্য দেব হ'য়েছে উদয়॥
নিজে করেন রাধাকৃষ্ণ পূজা সমাপন।
হৃদয় জোগাড়ে আছে সদা সর্ব্বক্ষণ॥
এইরূপে প্রায় পূর্ণ হইলে বৎসর।
রামকুমার ইচ্ছা করে যেতে নিজ ঘর॥
হৃদয়ে বসায়ে দিল শ্রীগোবিন্দ ঘরে।
গদাই রহিয়া গেল কালীর মন্দিরে॥
এইরূপে বন্দোবস্ত মথুর সহিত।
রামকুমার করে তাঁর ছুটির বিহিত॥
স্বাস্থ্যরক্ষা হেতু তাঁর দেশে যেতে মন।
কিন্তু এর মাঝে এক হ'ল অঘটন॥
কোন কাজে রামকুমার শ্যামনগরে যান।
মূলোজোড়ে গিয়ে তাঁর হইল প্রয়াণ॥

সাধন আরম্ভ।

অষ্টম বৎসরে যবে পিতা মারা যায়।
পূর্ণ স্নেহ ভালবাসা জ্যেষ্ঠ ভাই দেয়॥
সেই দাদা রামকুমার-আর না ফিরিল।
সাধন ভজন কালে বৈরাগ্য বাড়িল॥
উগ্র হ'তে উগ্রতর তপস্যা কঠোর।
মন্দিরের পূজা পাঠ তাহার ভিতর॥
করেছিল বন্দোবস্ত ঠাকুর পূজার।
মরণের আগে যথা শ্রীরামকুমার॥
কালীঘরে পূজা করে গদাই ঠাকুর।
হৃদয় করিছে পূজা রাধা গোবিন্দের॥
মন্দির হইলে বন্ধ পঞ্চবটী মূলে।
আঁখি মুদে বসে যান হৃদি-আঁখি খুলে॥

কালপুরুষ দগ্ধ।

ইং ১৮৫৭ সন, ১২৬৩ সাল।

কঠোর তপস্যা দেখে ভাগ্না হৃদয়।
মনে মনে চিন্তা করে কি হ'বে উপায়
ক্ষুধা নিদ্রা পরিহরি দিবস রজনী।
এক ধ্যানে মগ্ন থাকে প্রভু গুণমণি ॥
একজন হঠযোগী এখানে আসিল।
তাঁর কাছে হঠযোগ প্রভু আরম্ভিল ॥
শেষে তিনি বুঝিলেন মায়ের প্রসাদে।
একমাত্র বস্তু লাভ মন অনুরাগে ॥
অনুরাগে উপলব্ধি যেন যেন হয়।
তেন তেন বায়ু মন চিত্ত নিরোধয় ॥
এ সময়ে একরাতে ধ্যানে ব'সে ভাবে।
কোথায় হয়েছে দ্বন্দ্ব দেব ও দানবে ॥
ঝড় বৃষ্টি আসে যেন আঁধি উড়াইয়া।
চারিধারে গাছপালা ফেলে উপাড়িয়া ॥
গাত্রদাহ এ সময়ে ক্রমে হয় সুরু।
অসহ্য হইল পরে লঘু হ'তে গুরু ॥

রক্তচক্ষু ভীমাকার মিশ্‌মিশে কাল।
দেহ হ'তে বাহির হ'য়ে করে টলমল॥
পরে এক সৌম্য মূর্ত্তি ত্রিশূল ধরিয়া।
এ দেহ হইতে আসে গৈরিক পরিয়া॥
ভীষণ প্রহার করে কালো পুরুষেরে।
সংহার করিল তারে গঙ্গার মাঝারে॥
এর পরে গাত্রদাহ কমিতে লাগিল।
ছয়মাস পূর্ব্বে যাহা ক্রমেতে বাড়িল॥

অনুরাগ।

কখন হৃদয় পুছে কোথা যাও মামা।
কখন তাঁহার সাথে যাইতে বাসনা॥
কখন করেন দূরে লোষ্ট্র নিক্ষেপণ।
কখন হাঁকিয়া কহে ন্যাংটা কি কারণ॥
পাশমুক্ত হ'য়ে ধ্যান করিতে যে হয়।
ধ্যান শেষে যজ্ঞসূত্র বসন আশ্রয়॥
মন্দিরের পূজা এবে দেবী পূজা নয়।
বেদবিধি পারে গিয়ে সব পণ্ড হয়॥
কোন দিন পূজার আসনে আসি বসা।
বসা মাত্র জ্ঞান তাঁর হইল অবশা॥
কোন কোন দিন আরতি অবিরাম।
বাদকেরা গলদ্‌ঘর্ম্ম, প্রভু নহে বাম॥
চেতন বিহীন প্রভু হস্ত শুধু চলে।
বহুবিধ আলোচনা কর্ম্মচারী দলে॥

শিবপূজা।

এইরূপে একদিন শিবের মন্দিরে।
পূজা সমাপনে প্রভু স্তোত্র পাঠ করে॥
"লেখে সরস্বতী যদি কল্পতরু নিয়া—
লেখনী, পর্ব্বত কালি সমুদ্রে রাখিয়া॥
কাগজ হইত যদি এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড।
শিবের মহিমা নাহি হ'ত একখণ্ড॥"
দু' নয়নে অশ্রুধারা বহে অবিরল।
শিবপানে শিবদৃষ্টি দেহ টলমল॥
দেখিয়া তাঁহার ভাব কর্ম্মচারিগণ।
বাহির করিতে তাঁরে করিল মনন॥
হেন কালে শ্রীমথুর পিছু হ'তে কহে।
'যার আছে দুটো মাথা ছোঁও গিয়ে তাঁরে॥'
এই বাক্য শুনি সবে হ'ল অন্তর্দ্ধান।
মন্দির বাহিরে প্রভু মথুরে শুধান॥
"কি অন্যায় করিয়াছি বল গো মথুর?
কেন বা এখানে তুমি হ'য়েছ অস্থির?"

'কিছুই অন্যায় বাব' করনি ত তুমি।
দাঁড়াইয়া পূজা দেখি পাঠ শুনি আমি।।'
মথুরের কথা শুনি হৃদয় নিশ্চিন্ত।
কর্ম্মচারিগণে চায়, হ'তে কর্ম্ম অন্ত।।

ব্যাকুলতা।

কোনরূপে মামারে করিতে ঠিকঠাক।
ভাবের আধিক্যে যাতে কম থেকে যাক।।
পূজাকালে কোথা থাকে ফুল ও চন্দন।
ক্রন্দন উচ্ছ্বাস খালি আরতি বন্দন।।
দিনরাত পথে ঘাটে মা মা বলে কাঁদা।
পাগল হইল বলি লোকে লাগে ধাঁধা।।
এ কান্না সে কান্না নয় মাগ ছেলে তরে।
অর্থের অভাবে জীব কাঁদে ঘরে ঘরে।।

'দিনমণি ডুবে যায়, হায় হায় হায়।
বৃথা দিন গেল গো মা কি করি উপায়॥
দিন রাত ডেকে মরি কিছু কি শোন না।
আমার যে প্রাণ যায় তাহা কি জান না॥"
সন্ধ্যা সমাগমে বলে 'গেলো গো মা দিন।
নাহি তব দেখা পেনু হ'ল আয়ুক্ষীণ॥'
যেখানে সেখানে পড়ে নাহি স্থানাস্থান।
নির্জ্জীব নিথর দেহ নাহি কোন জ্ঞান॥
মহাজন পদাবলী প্রাণ ঢেলে গানে।
ব্যাকুল হইলা প্রভু অতিশয় প্রাণে॥
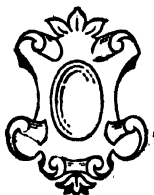
প্রথম দর্শন।

ইং ১৮৫৭ সন, ১২৬৩ সাল।

এইরূপে একদিন শ্যামার মন্দিরে।
মা মা বলি কান্দে প্রভু ভাসি আঁখি-নীরে॥
সিপাই বিদ্রোহ করে বারাকপুরেতে।
গদাই বিদ্রোহ করে কালীর ঘরেতে॥
'রামপ্রসাদে দিলে দেখা আমারে বঞ্চিত।
যদি নাহি দিবে দেখা জানাও কিঞ্চিৎ॥'
এই কথা বার বার বলিতে বলিতে।
পাগলের প্রায় প্রভু চায় চারিভিতে॥
সহসা দেখিতে পান বলিদানের খাঁড়া।
আত্মবলি দিতে প্রভু করিলেন তাড়া॥
খড়্গ নিয়ে যান যবে গলাতে বসাতে।
বাহ্যজ্ঞান হীন হ'য়ে পড়িলা মেঝেতে॥
বাহ্য দৃশ্য বস্তু সব ঘুরিতে ঘুরিতে।
শূন্যে মিলাইল সব নিমেষ মধ্যেতে॥

চেতন জ্যোতির এক হইল প্রকাশ।
অখণ্ড অনন্ত তাহা তুলিল উচ্ছ্বাস॥
এইরূপে কেটে যায় দুই এক দিন।
আমিও পড়িয়াছিনু হ'য়ে জ্ঞানহীন॥
তার মাঝে দেখিতেছি নিত্যানন্দময়ী।
চেতন জ্যোতির মাঝে বরাভয়দায়ী॥
কখন পাইনু বাহ্যজ্ঞান মনে নাই।
গলিত কাঞ্চন কভু রৌপ্য দেখি তাই॥
এর পর ক্রমে হয় মায়ে পোয়ে লীলা।
কভু হাত ধরে' কভু নিয়ে ভোগথালা॥
কভু বুকে মুখে কভু পদে মন লীন।
কভু নাকে তুলো ধরে' শ্বাস অনুমান॥

জীব ও পরমাত্মা।

ত্যাগ ও সংযম সিদ্ধ শক্তিমান্ মন।
গ্রহণ করিল তাঁর গুরুর আসন॥
উহার ইঙ্গিতে আর প্রাণের আবেগে।
করিতেন ইচ্ছামত সাধন সংযোগে॥
উহাই পরেতে এক শরীর ধরিয়া।
সম্মুখে আসিল উত্তর সাধক হইয়া॥
ঠিক তাঁর অনুরূপ শরীর গঠন।
ত্রিশূল ধরিয়া পরে গৈরিক বসন॥
ধ্যানের সময়ে বলে 'অন্য চিন্তা হ'লে।
বুকে তোর বসাইব ত্রিশূল আমূলে॥'
পাপ পুরুষেরে ধ্বংস ইনিই করিলা।
দূরে দেব দেবী মূর্ত্তি দর্শনে আনিলা॥
জ্যোতির্ম্ময় পথে মূর্ত্তি বাহিরেতে আসে।
দর্শন শ্রবণ হ'লে শরীরেতে পশে॥
এই মূর্ত্তি যাহা যাহা করাল শোনাল।
বাম্‌ণী ন্যাংটা পরে পুনঃ তাহাই করিল॥

শিওড়ের পথে ঐরূপ দেহধারী।
বাহিরে আসিল দুই দেহ ধরাধরি ॥
বনপুষ্প অন্বেষণ প্রান্তর ভিতরে।
হাসাহাসি বাক্যালাপ শিবিকার ধারে ॥
এইরূপে বহুক্ষণ বিহার করিয়া।
তাঁহার শরীর মধ্যে যায় মিলাইয়া ॥
এর প্রায় দেড়বর্ষ পরে যোগেশ্বরী।
শুনিয়া প্রমাণ করে লীলার মাধুরী ॥
চৈতন্য ভাগবত হ'তে করিয়া উদ্ধার।
"অদ্বৈতের গলা ধরি কহেন বার বার ॥
পুনঃ যে করিব লীলা মোর চমৎকার।
কীর্ত্তনে আনন্দরূপ হইবে আমার ॥
অদ্যাবধি গৌরলীলা করেন গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় ॥"
চৈতন্যের আবির্ভাব নিত্যানন্দের খোলে।
পণ্ডিত সভায় বামণী কহিলা সকলে ॥

দিব্যোন্মাদ।

ইং ১৮৫৮ সন, ১২৬৩ সাল।

'দিব্য উন্মাদের ভাব হ'ল এর পরে।
পাগল বলিয়া লোকে উপহাস করে॥
আকুলি বিকুলি কাঁদে দরশন আশে।
অনুক্ষণ মা মা রব কর্ণমূলে পশে॥
বুক ফেটে যায় দেখে শ্রীপ্রভুর কান্না।
কাতারে দাঁড়ায়ে লোক যেন দিয়ে ধন্না॥
ধেয়ে লোক দেখে আসে পাগলের কাণ্ড।
কেহ বলে আহা আহা, কেহ বলে ভণ্ড॥
নাহিক পূজার ঠিক মায়ের মন্দিরে।
হৃদয় করান পূজা অন্য লোক ধরে॥
যদি কভু নিজে পূজা করিবারে যান।
সদাই তটস্থ হৃদু নাহি পরিত্রাণ॥
কখন নাচিতে থাকে বাল-শিশু সম।
উচ্চ রবে গীত গান ভাবে অনুপম॥

কখন তুলিয়া লন ভোগপাত্র হাতে।
খাইতে লাগিল ভোগ মায়েতে ছায়েতে।।
এই দেখে লোক সব কাণাকাণি করে।
সাহস নাহিক কার বলিতে তাঁহারে।।

কর্ম্মচারিগণ।

জাগ্রত জগৎ মাতা চিন্ময় মন্দিরে।
পরিপূর্ণ ঘর দোর জম্ জম্ করে।।
পূজাকালে একদিন আসিল বিড়াল।
তাহাকে খাইতে দেন প্রসাদের থাল।।
এই দেখে কর্ম্মচারী মালিক গোচরে।
পত্র লিখে সব কথা পাঠান সত্বরে।।
প্রভুর চিকিৎসা সুরু এইকালে হয়।
সামান্য হ'লেও তাহা করাত হৃদয়।।
মস্তক রাখিতে ঠাণ্ডা বাদামের তেল:
বায়ু পিত্ত নাশ করে ত্রিফলার জল।।
এইরূপ যার মুখে যাহা হৃদু শুনে।
করিত সেরূপ চেষ্টা মনে প্রাণে জ্ঞানে।।

রাগানুগা পূজা।

ইং ১৮৫৮ সন, ১২৬৪ সাল।

মথুর আসিল যবে পূজা দেখিবারে।
আসনে বসিয়া প্রভু নিজে পূজা করে॥
মন্দিরে যাইতে বুক করে দুরু দুরু।
অখণ্ড বিরাট ভাব হইয়াছে সুরু॥
জাগ্রত মায়ের মূর্ত্তি সিংহাসন 'পরে।
আগোটা মন্দির যেন টলমল করে॥
পূজার আসনে যবে দেখিল মথুর।
অব্যক্ত আনন্দ ভাব মুখেতে মধুর॥
আসনে বসিয়া যেন আছে শুকদেব।
কেবা আসে কেবা যায় নাহিক ভ্রূক্ষেপ॥
হেন কালে শ্যামাপদে পুষ্পাঞ্জলি দেন।
ভাল মন্দ সব দিয়ে শুদ্ধা ভক্তি চান॥
আকুল উচ্ছ্বাস ভাব আত্মসমর্পণ।
কাতর প্রার্থনা শুনি মথুরের মন॥

উদ্বেলিত ভক্তিরসে চক্ষে বহে ধারা।
বলে এই দিব্যভাব ভাব সারাৎসারা॥
নিশ্চয় বাবার 'পরে মা কালীর কৃপা।
জন সাধারণে ভাবে পুরাপুরি ক্ষেপা॥
ঐহিক স্বার্থকে যেই করে' বিসর্জ্জন।
অনন্ত অব্যক্ত শক্তি করে অন্বেষণ॥
পাগলের শ্রেষ্ঠ সে-ই এ তিন ভুবনে।
প্রাণ তাই ছুটে গিয়ে পড়ে গো চরণে॥
কারো সাথে কোন কথা মথুর না বলে।
যেমন আসিয়াছিল তেন গেল চলে॥

রাণীর ভাবনা।

হেথা রাণী রাসমণি আপন ভবনে।
অদ্ভুত পূজারী কথা ভাবে মনে মনে॥
হেন কালে মথুর আসিয়া তাঁরে কয়।
'মা তোমার কালীপূজা এবে পূর্ণ হয়॥'
রাণী বলে 'প্রাণ মোর এইরূপ বলে।
এরূপ সংবাদ দাও কর্ম্মচারী দলে॥
ভট্টাচার্য্যে কেহ যেন নাহি বাধা দেয়।
তাঁহার মনের মত পূজা যেন হয়॥'
এ সংবাদ পেয়ে তারা বলাবলি করে।
খেয়ালী যে ধনী লোক বুঝে কেলেঙ্কারে॥
মাঝে মাঝে রাণী আসি মায়ের মন্দিরে।
পূজোপকরণ দান নিজ হাতে করে॥
চন্দন ঘষিত নয় বিল্বপত্র বাছে।
একমনে একধ্যানে পূজারীর কাছে॥

রাণী ও জয় মুখুয্যের দণ্ড।

আর দিন রাণী নিজে মন্দিরে আসিয়া।
শ্যামা-সঙ্গীত শুনে ভট্টচার্য্যে ডাকিয়া॥
'কোন্ বিচারে হর-হৃদে দাঁড়িয়েছ গো মা।
তোর মা কি তোর বাপের বুকে দিয়েছিল পা॥
প্রাণ ঢেলে গীত গান ভট্টচার্য্যি মশাই।
মোকর্দ্দমা ভাবে রাণী, কিছু শুনে নাই॥
চিন্তামণি বুঝিলেন তার মনোভাব।
অঙ্গেতে আঘাত করি দিল নিজ ভাব॥
মুখে বলিলেন তায়, 'এখানে এ ভাবনা।
মায়ের অভয় পদে মন প্রাণ দাও না॥'
সঙ্গে ছিল দাসী এক গোলমাল করে।
রাণী কিন্তু বুঝিলেন আপন অন্তরে॥
অনুভব করিলেন মার পদস্পর্শ।
অচিন্ত্য অদ্ভুত পূর্ণ সর্ব্ব দেহে হর্ষ॥
পরে মথুরের কাণে এই কথা যায়।
বরানগরের ঘাটে এইরূপ হয়॥

জয়কৃষ্ণ নামে এক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ।
যারে বলেছিলেন প্রভু বিগ্রহ ভাঙন॥
স্নান পূজা কালে করে অপর চিন্তন।
ভক্তি, শ্রদ্ধা উপে গেছে চিন্তার লক্ষণ॥
হেন কালে প্রভুদেব দেখিতে পাইলা।
চাপড় মারিয়া তাঁরে জ্ঞান শিক্ষা দিলা॥
মথুর বুঝিলা ইহা দৈবের ঘটন।
বায়ু বৃদ্ধি হইয়াছে রাগের লক্ষণ॥
রাগাত্মিকা ভক্তিপূর্ণ অনুরাগে হয়।
কিন্তু যদি বায়ু বাড়ে ভক্তি কমে যায়॥

চিকিৎসা।

উন্মাদের লক্ষণ পূর্ণ যাহাতে আসিবে।
উচিত বিধান তাই চিকিৎসা করাবে॥
নিতান্ত বালক বাবা স্নেহের বাছাধন।
হৃদয়ে যাইতে বলে বৈদ্যের ভবন॥
সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ নাম।
চিকিৎসা কারণ প্রভু সেখানেতে যান॥
মথুর আদেশ আর প্রাণের তরঙ্গে।
ছায়া হেন থাকে হৃদু সদা তাঁর সঙ্গে॥
গঙ্গাপ্রসাদের এক আত্মীয় সুধীর।
দেখি কহে অসাধ্য এ যোগজ ব্যাধির॥
সেবা পথ্য ঔষধের কোন ত্রুটী নাই।
সাধন ভজন ধ্যানে নাহিক কামাই॥

হলধারীর আগমন।

ইং ১৮৫৮ সন, ১২৬৪ সাল।

হলধারী রামতারক এ সময়ে আসে।
কালীঘরে পূজা সেই করেন আয়াসে॥
ক্ষুদিরামের ছোট ভাই রামকানাই নাম।
রামতারক হলধারী তাঁহারি সন্তান॥
নিষ্ঠা বড় ছিল তাঁর স্ব-পাক আহার।
প্রভুর উন্নত ভাব নাহিক বিচার॥
দিব্য ভাবে মহাপ্রভু টলমল করে।
হলধারী বুঝে ইহা শাস্ত্রের বিচারে॥
কিন্তু রামকৃষ্ণ যবে পৈতা ফেলে দেন।
এই দেখে হলধারী রাগে কম্পমান॥
হৃদয়ে ডাকিয়া কহে বেঁধে দাও পৈতা।
জোর করে' ধর তারে এ তার ব্যবস্থা॥
আবার যখন দেখে শ্যামার মন্দিরে।
টলমল করে প্রভু আবেশ অন্তরে॥
ছুটে গিয়ে বসিলেন মাতা বিদ্যমানে।
তখনি হইল বাহ্য আবৃত অজ্ঞানে॥

মায়ে পোয়ে।

দেবী সনে বসে বসে কি গূঢ় রহস্য।
মায়ে পোয়ে কথা হয় অপরে অদৃশ্য॥
এই দেখে হলধারী হৃদয়েরে কয়।
এত সেবা কর তুমি কি দেখি তাহায়॥
কোন কিছু নাহি যদি দেখিবারে পাও।
কেন এত করে' সেবা করিবারে যাও॥
মহাভাবে সমাধিস্থ প্রভুদেবে দেখে।
চিনেছি তোমারে হলধারী বলে ডেকে॥
প্রভু বলে পরে যেন অবুঝ হ'য়ো না।
হলধারী বলে আর পালাতে পার না॥
নাকে নস্যি দিয়ে যবে শাস্ত্র পাঠে মন।
সকল বুঝেছি আমি প্রভু হেসে কন॥
গণ্ডমূর্খ তুই গদা কি বুঝিবি শাস্ত্র।
প্রভু বলে কি বলিলে দণ্ড দুই মাত্র॥

দীনতা সাধন।

লোষ্ট্র কাঞ্চন সম সাধিতে প্রভুদেব।
টাকা মাটি মাটি টাকা গঙ্গায় নিক্ষেপ॥
মনে তাঁর হয়েছিল লক্ষ্মী যদি চটে।
কি আর হইবে তবে খ্যাঁট নাহি জুটে॥
সে কারণে প্রভুদেব কমলারে ক'ন।
হৃদয়ে রেখেছি মাগো তোমারি আসন॥
এও প্রভু কহিলেন মনে পাটোয়ারী।
দীনতা সাধিতে হইল নিরহঙ্কারী॥
অশুচি অস্পৃশ্য স্থান ধুইতেন নিজে।
কাঙ্গালী উচ্ছিষ্ট পাতা ফেলে দিবা সাঁঝে॥
অবশেষে শিবজ্ঞানে কাঙ্গালী প্রসাদ।
মুখে শিরে ধরি তাহা ঘটালে প্রমাদ॥

হলধারীর তর্ক।

এই দেখে হলধারীর ধৈর্য্য উড়ে গেল।
কাঙ্গালীর এঁটো খেলি তোর একি হ'ল॥
কেমনে হ'বে তোর ছেলে মেয়ের বিয়ে।
প্রভু বলে এই কি জ্ঞান শাস্ত্র পড়িয়ে॥
আমার হইবে বেটা বেটী গণ্ডা দশ।
মুখে আগুণ শাস্ত্রপাঠে সব অপযশ॥
হলধারী ছিলা মনে ভাবেতে বৈষ্ণব।
দেবীপূজা বলিদান ভাবে অসৌষ্ঠব॥

পূজা পরিবর্ত্তন।

ক্রুদ্ধ হ'য়ে দেবী তারে সরাইয়া দিলা।
হলধারী বিষ্ণুঘরে পূজারী হইলা॥
হৃদয় আসিল এবে মায়ের মন্দিরে।
গোপনেতে হলধারী পরকীয়া করে॥
মন্দিরের কর্ম্মচারী এ কথা জল্পনা।
কুরুচি কুৎসিৎ ভাবে করে আলোচনা॥
শুনিলেন প্রভু যবে এসব বারতা।
হলধারী কাছে প্রভু বলে স্পষ্ট কথা॥
ক্রোধে হলধারী তারে কৈলা অভিশাপ।
মুখ দিয়ে রক্ত উঠে সাজা এই পাপ॥

হঠযোগ।

পুনঃ এক হঠযোগী বাগান ভিতরে।
গোপন সাধন প্রভু তার কাছে করে॥
কৃষ্ণ বর্ণ রক্ত পড়ে তালু ভেদ করে।
কেঁদে প্রভু বলে দাদা তব শাপ জোরে॥
জ্ঞানবৃদ্ধ সাধু এক এ সময়ে আসে।
দেখিয়া বুঝিল সে-ই মনে মনে শেষে॥
বার বার বলে হঠযোগে নাই কিছু।
নেতি ধৌতি সাধকের চিত্তশুদ্ধি পিছু॥
ঐকান্তিক ভক্তি আর মনের অনুরাগ।
আত্মা ভগবানে পায় সেই মহাভাগ॥
হঠযোগ ক্রিয়া হেতু মাথে রক্ত চড়ি।
বাহিরিলা এবে তাহা তালু ভেদ করি॥
যদি না আসিত খুন মস্তক হইতে।
থাকিতে হইত তোমা জড় সমাধিতে॥

তমোগুণী।

হলধারী আর দিন তমোগুণী বলি।
দেবীর সাধনা হয় ব্রহ্ম অন্তরালি॥
ইষ্ট নিন্দা শুনি প্রভু গেলেন ত্বরিতে।
কিবা সত্য কিবা মিথ্যা মায়ে জিজ্ঞাসিতে॥
শুদ্ধ সত্ত্ব গুণময়ী ত্রিগুণ আধার।
তামসী বলিয়া তুমি নিন্দা কর তাঁর॥
এই বলে' হলধারী স্কন্ধেতে বসিলা।
হলধারী দিব্য জ্ঞান অন্তরে পাইলা॥
সচন্দন পুষ্পপত্রে করেন পূজন।
হৃদয় ডাকিয়া কয় এ কি অলক্ষণ॥
তুমি বল রামকৃষ্ণে ভূতেতে পেয়েছে।
হলধারী বলে হৃদু কিবা হ'য়ে গেছে॥

সীতা দেবী।

দাস্য ভাবের সাধন এইকালে হয়।
মহাবীর হনুমান করিলা আশ্রয়॥
রামাৎ কুলেতে জন্ম জ্ঞানোন্মেষ কালে।
রামায়ণ গান শুনে ক্ষুদিরামের কোলে॥
সেই হ'তে জন্মেছিল রঘুবীরে প্রীতি।
এথায় হইল অনুরাগে অনুভূতি॥
সর্ব্বদাই কাঁদে প্রভু সীতারাম বলে'।
জনম দুখিনী সীতা শ্রীরামকমলে॥
গভীর নিশীথে যবে নিরজন স্থান।
অশোকের মূলে সীতা দেখিবারে পান॥
"ধ্যানে নয় ভাবে নয় এমনি আছি বসে।
জ্যোতিঃ মধ্যে জ্যোতির্ম্ময়ী কোথা হ'তে আসে॥
সাদা চোখে এইরূপ কভু নাহি দেখি।
পঞ্চবটী গাছ পালা গঙ্গা বারি পাখী॥
দ্বি-নয়না মূর্ত্তি কভু দেবী মূর্ত্তি নয়।
প্রেম দুঃখ সহিষ্ণুতা করুণা উদয়॥

পশ্চিম দেশীয়া নারী কুন্তলে মুক্তামালা।
যুবতী রূপসী অতি প্রসন্ন আঁখি মেলা॥
উত্তর হইতে মোর সন্নিকটে এসে।
ওজস্বী গম্ভীর ভাবে জ্যোতি মধ্যে ভাসে॥
করুণায় ভরা মুখে আমারে শুধান।
'কি বাসনা আছে তব মম সন্নিধান'॥
কিবা হ'ল ভাবিতেছি এই সব দেখে।
কোথা হ'তে হনূ এসে দণ্ডবতে তাঁকে॥
তখন অন্তর হ'তে সীতা শব্দ আসে।
জনম দুখিনী সীতা রামচন্দ্র পাশে॥
মা মা বলি অধীর হইয়া পদে পড়ি।
এর মধ্যে দেহ হ'তে জ্ঞান গেছে ছাড়ি॥
দেখিতে দেখিতে জ্যোতিমূর্ত্তি ছুটে এল।
মোর অঙ্গে এসে মোরে বেহুঁস করিল॥
ধ্যান চিন্তা না করিয়া এমন দর্শন।
ইতি পূর্ব্বে হয় নাই ভাবি না কখন॥
অগ্রে দেখি সীতা মায়ী সাধনের আগে"।
প্রভু বলে তাই দুঃখ জীবন ভরে জাগে॥

পরীক্ষা।

এইরূপে প্রায় গত তিনটি বৎসর।
চিকিৎসায় নাহি হয় কোন উপকার॥
কভু স্থির স্থানুবৎ কভু হাহাকার।
মাটিতে লুটান কভু মুখ ঘসা সার॥
হৃদয় লিখিছে পত্র কামার পুকুরে।
চন্দ্রা দেবী ভাবে তাই ব্যাকুল অন্তরে॥
ভক্তিমতী রাণী আর ভকত মথুর।
সকলের চিন্তা এক গদাই ঠাকুর॥
উৰ্দ্ধরেতা ব্রহ্মচারী ঔষধে না সারে।
নারী সঙ্গে উপশম হইবারে পারে॥
সেকালের লছমী বাই যুবতী সুন্দরী।
পাঠাইলা তারে ঘরে পরামর্শ করি॥
তারে দেখি প্রভুদেব হৃদয়েরে হাঁকে।
এই ভিক্ষা দেগো মাগো যেন পাই তোকে
এই ত হইল কাণ্ড দক্ষিণ সহরে।
আবার লইয়া যায় মেছুয়া বাজারে॥

কাতারে কাতারে যেথা রূপজীবী নারী।
রূপের পসরা নিয়ে আছে সারি সারি॥
কটাক্ষে হরিতে পারে মুনি ঋষি মন।
হাবভাব ঢং ঢাং জানে বিলক্ষণ॥
প্রভুরে লইয়া যায় তাহাদের মাঝে।
জগত মাতারে তিনি দেখে নানা সাজে॥
মা মা বলে' বাহ্যজ্ঞান হারাইল যবে।
কূর্ম্ম অঙ্গ ন্যায় অঙ্গ সঙ্কুচিত তবে॥
প্রভুর ইন্দ্রিয় যায় শরীর ভিতরে।
বারনারী হৃদয়ে বাৎসল্য সঞ্চারে॥

কৃষ্ণকিশোর।

প্রথম দর্শন পরে আর তার আগে।
যেরূপ ব্যাকুল আর অনুরাগ জাগে॥
যত দিন যায় পরে ভাব সমাধিতে।
ব্যাকুলিত চিত প্রভু ছোটে চারিভিতে॥
"হেথা খাওয়া নয় তাই যাই কারো বাড়ী
বরাহনগর হ'তে এড়েদহ ছাড়ি॥
কখন দুপুরে কভু অপরাহ্ন কালে।
শুষ্কমুখে বসে' থাকি ভাত খাব বলে'॥
কোথায় পুরাণ পাঠ নাম সংকীর্ত্তন।
কোথায় ভারত পাঠ নয় রামায়ণ॥
কোথায় বেদান্ত পড়ে ভাগবত আর।
ঘুরে ঘুরে যান প্রভু এধার ওধার॥
রামভক্ত কৃষ্ণকিশোর এড়েদাবাসী।
আধ্যাত্মিক রামায়ণ পাঠ অভিলাষী॥
এ সময়ে তাঁর সাথে প্রভুর প্রণয়।
জ্বলন্ত বিশ্বাস নামে, শুধু রুচি নয়॥

শিবনাম বলায়ে করে নীচ জল পান।
আচারী ব্রাহ্মণ তায় বৃন্দাবনধাম॥
ভক্তিমতী স্ত্রী তাঁর গৃহকার্য্য করে।
কৃষ্ণকিশোর রামকৃষ্ণে দেখে' নৃত্য করে॥
এড়েদহে সাধু দেখা কথা কানে শুনে'।
হলধারী বলে কি কাজ খাঁচা দরশনে॥
এই শুনে কৃষ্ণকিশোর রাগে জ্বলে উঠে।
হলধারীর মুখ দর্শন নাহি আঁখিপুটে॥

পানিহাটির মহোৎসব।

ইং ১৮৫৮ সন, ১২৬৫ সাল।

সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে লয়ে গৌর নিত্যানন্দ।
প্রচার করেন প্রেম-ধর্ম্মের আনন্দ॥
সেই কালে একদিন পানিহাটি গ্রামে।
এসেছিল দলে বলে বড় ধূমধামে॥
নিতাই না যায় কোন গৃহস্থ আবাস।
অবধূত তরুমূলে করে রাত্রবাস॥

সঙ্গীরা না পায় তাঁরে খুঁজে খুঁজে মরে।
চিড়াভোগ দেয় শেষে পাইয়া তাঁহারে ॥
দাস রঘুনাথ করে প্রথমে উৎসব।
রাঘব পণ্ডিত পরে করে মহোৎসব ॥
জ্যৈষ্ঠ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথির বাসরে।
এই মহোৎসব হয় বৎসরে বৎসরে ॥
প্রথম যখন প্রভু এ উৎসবে যান।
বৈষ্ণবচরণে তথা দেখিবারে পান ॥
মণি সেনের ঠাকুর বাড়ি প্রভু বসেছিলা।
অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা জানিলা ॥
নিজ ব্যয়ে চিড়ামুড়কী মালসা আনিয়া।
ভোগের জোগাড় করে আনন্দ করিয়া ॥
এর পর তাঁরে দেখ্‌তে কালিবাড়ি আসে।
দেখা না হইল প্রভু আসিলেন শেষে ॥
এর পর চারি বর্ষ অতিক্রম হয়।
বৈষ্ণবচরণ পুনঃ আসিল তথায় ॥

দেবেন্দ্রনাথ।

এখন ঠাকুর মোর ভাবের অতীত।
ব্যাধিও তাঁহারে করে সদা সশঙ্কিত॥
মথুরের বয়ঃক্রম চল্লিশ গিয়েছে।
রাণীর পঁষট্টি হবে নয় তার কাছে॥
ঠাকুর হবেন এবে তেইশ বছর।
ভাব সমাধিতে সদা থাকে নিরন্তর॥
বিশেষ যোষিৎ সঙ্গে ব্যাধি সারাইতে।
অথবা পরীক্ষা হেতু রূপজীবী সাথে॥
এ হেতু মথুর রাণী পুত্রবৎ ভাবে।
ঠাকুরে তুষিতে তাঁরা চাহিতেন তবে॥
এ সময় হ'তে প্রভু মথুরের সঙ্গে।
যাইতেন নানা স্থানে দরশনে রঙ্গে॥
দীনু মুখুয্যে এক বাগবাজার বাসী।
ভক্ত বলি তার বাড়ী মথুর সাথে আসি॥
সেইদিন ছিল তাঁর ছেলের পৈতা।
মস্ত জুড়িগাড়ী নিয়ে মথুরের কেতা॥

অতি ছোট বাড়ী তাঁর ছেলে মেয়ে ভরা।
উভয়ে অপ্রস্তুত হ'য়ে সেইক্ষণে ফেরা॥
মথুর বলিল বাবা তোমার কথাতে।
আর না যাইব কভু কোনও স্থানেতে॥
আলিপুর চিড়েখানা আর যাদুঘর।
সিংহ দেখে ভাব হয় নরকঙ্কালের॥
এ সময়ে আরো কত দেখা শোনা হয়।
গীর্জ্জা ঘর পাদ্রী খ্রীষ্টভক্ত সমুদয়॥
আদি ব্রাহ্ম শ্রীদেবেন্দ্র জোড়াশাঁকো ঘর।
পীরালী ব্রাহ্মণ তিনি বহু ধনেশ্বর॥
মথুরে বলেন প্রভু তাঁরে দেখিবারে।
দিবানিশি যেই জন ব্রহ্ম চিন্তা করে॥
সহপাঠী দুই জনে বাল্যকালের কথা।
তার সঙ্গে যান তিনি জানিতে বারতা॥
দেবেন্দ্রের এইকালে কাঁচা ছিল চুল।
ছোট ছোট ছেলে মেয়ে করে কিল বিল॥
গৌর বরণ তায় সিন্দুরের ছড়া।
ব্রহ্মজ্ঞানী হ'বে সদা অভিমান ছাড়া॥

যোগ ভোগ দুই তাঁর দেখিবারে পাই।
কলির জনক বলে' কহিলাম তাই॥
বেদের বারতা মোরে শুনাইল পরে।
এ জগতে ঝাড় সম জীব আলো করে॥
জীব যদি না হইত কে জানিত সৃষ্টি।
মহিমা প্রচার হেতু তাঁর কৃপা দৃষ্টি॥
হেনকালে ভাবে মোর হইল সমাধি।
পঞ্চবটী বনে দেখেছিনু ঝাড় বাতি॥
হাসির তরঙ্গ আসে বদন হইতে।
শেষে বলেছিনু উহা মথুর সহিতে॥
বহু কথা পরে শেষে উৎসব বারতা।
ধুতি চাদর পরা চাই হইবে জনতা॥
তোমার এ ভাব দেখে কেহ কিছু বলে।
মনে কষ্ট হ'বে তাতে বুঝিবে সকলে॥
পরদিন চিঠি দিয়ে মথুরের কাছে।
যেতে মোরে মানা করে উৎসব দেখিতে॥

চতুর্থ অধ্যায়।

চন্দ্রাদেবীর মনঃকষ্ট।

দশ বর্ষ গত হ'ল বড় বধূ মরে।
জ্যেষ্ঠ পুত্র সেই হ'তে বাড়ী ঘর ছাড়ে॥
তবে প্রায় বৎসরান্তে দিত দেখা এসে।
তা'তে মার প্রাণ ছিল কিঞ্চিৎ স্ববশে॥
পরে সে-ই নিয়ে গেল গদাধরে কাছে।
খবর পাইত মাতা মাত্র পত্র মাঝে॥
দাদার সাহায্য করে ঝামার পুকুরে।
পরে আসে দুই ভাই দক্ষিণেশ্বরে॥
রামকুমারের মৃত্যু সংবাদ আসিল।
সঙ্গে সঙ্গে গদাধর পাগল হইল॥
হৃদয় দিতেছে পত্র চন্দ্রামাতা শুনে।
হায় হায়, কিবা হ'ল এই কয় দিনে॥
রামেশ্বরে বলে মাতা গদারে আনিতে।
দিন রাত ভাবে কাঁদে পুত্রের শোকেতে॥

বড় ছেলে ছেড়ে গেল দেখা মাত্র নাই।
এবে গদায়ের শুধু দেখা মাত্র চাই ॥
এইরূপে বার বার মাতৃপত্র পেয়ে।
আসিলেন গদাধর মার কোলে ধেয়ে ॥
হৃদয় আসিল সঙ্গে কামার পুকুরে।
মার কোলে দিয়ে ফিরে দক্ষিণ সহরে ॥
মাঝে মাঝে যাতায়াত আবশ্যক মত।
মামাবাড়ী কালীবাড়ী থাকিতে হইত ॥

কামারপুকুরে আগমন।

ইং ১৮৫৯ সন, ১২৬৫ সাল।

কামারপুকুরে যথা মাতা চন্দ্রা দেবী।
গদায়ের তরে সারা দিন রাত ভাবি॥
সাত বর্ষ পরে থাকে এসে মার কাছে।
একই ভাবে সেই ব্যাধি লাগিয়া রয়েছে॥
কখন থাকেন ভাল সাদাসিধা হ'য়ে।
কখন ব্যাকুল হন মা মা বলিয়ে॥
কখন শরীরে কোন বাহ্য জ্ঞান নাই।
কখন ধ্যানেতে স্থির বসেছে গোঁসাই॥
ভূতির খালেতে যান গভীর রাতেতে।
বুধু মোড়লের শ্মশানে ধ্যানে জাগাতে॥

ওঝার চিকিৎসা।

নানারূপে মাতৃদেবী প্রতিকার করে।
বৈদ্য শান্তি স্বস্ত্যয়ন ঝাড় ফুঁক্ পরে॥
ওঝাগণে পল্‌তে পোড়া আঘ্রাণ করাল।
এ সবেতে প্রতিকার কিছু নাহি হ'ল॥
পূজা করে জন কত প্রধান ওঝাতে।
চণ্ড এক নামাইল গভীর রাত্রিতে॥
পূজাবলি নিয়ে চণ্ড খুশী হ'য়ে বলে।
ব্যাধি নয় ভূত নয় ঠাকুর তোর ছেলে॥
যদি তুমি গদাধর সাধু হ'তে চাও।
সুপারিতে কাম বৃদ্ধি অধিক না খাও॥

বিবাহ।

ইং ১৮৬০ সন, ১২৬৭ সাল।

প্রায় মাস দুই গত কামার পুকুরে।
বহু গুণে ভাল প্রভু সকল প্রকারে॥
এই ফাঁকে চন্দ্রা দেবী রামেশ্বরে ডাকি।
গদায়ের বিয়ে দিতে পাত্রী দেখ দেখি॥
সুশীলা সুন্দরী নারী লক্ষ্মীমতী পেয়ে।
সংসারে বসাবে মন ভালবাসা দিয়ে॥
চন্দ্রা দেবী রামেশ্বর এধারে ওধারে।
লোক দিয়ে খোঁজে ক'নে গদায়ের তরে॥
কোনরূপে গদাই যদ্যপি কথা শোনে।
কি গোল বাধাবে তাহা কেহ নাহি জানে
অন্তর্যামী প্রভু জানে সকল বারতা।
রঙ্গ রস করে সদা শুধু বাচালতা॥
বহু স্থানে সম্বন্ধ ভঙ্গ হইয়া গেল।
পাগল জামাই দেখে' সকলে ডরাল॥

অবশেষে দাদা মার হয়রানি দেখে।
বলে দেন কোথা পাত্রী কুটাবাঁধা রাখে॥
সেই মত ঠিক হ'ল জয়রাম বাটীতে।
রাম মুখুয্যের কন্যা সারদা দেবীতে॥
তিন শ' টাকা পণ নিল গুণে গুণে সব।
লাহা বাড়ীর অলঙ্কার পাত্রীর বৈভব॥
নারীক্রোড়ে শিশু কন্যা বারোয়ারি তলা।
অল্পদিন আগে দোঁহে দেখা হয়েছিলা॥
অঙ্গুলি নির্দ্দেশে বরে বারে বারে তাঁরে।
সুন্দর বেশে গদাই নাচ গান করে॥
চব্বিশ বছরে বিয়া গদাই করিল।
বৈশাখের শেষ ভাগে শুভ লগ্ন ছিল॥
শ্রীমার বয়স মাত্র পাঁচ বর্ষ ছিল।
ঊনিশ বর্ষ ঠাকুর মা হ'তে বাড়িল॥

মাতা সারদা দেবী

ইং ১৮৫৩ সন, ১২৬০ সাল।

এ মেয়ে সে মেয়ে নয় দেবী যে নিশ্চয়।
প্রসব কালেতে মাতা স্বপ্নে দেখা দেয়॥
অতি কষ্টে রাম মুখুয্যে ধান চাল আনে।
দুখের কারণে চিন্তা সদা মনে মনে॥
এক দিন দিনমানে ঘুমে অচেতন।
জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি করে স্বপ্নে দরশন॥
হাসিতে হাসিতে মূর্ত্তি রাম গলা ধরে।
"তুমি বাবা আমি মেয়ে জন্ম আগে পরে"॥
ঘুম ভেঙ্গে ভারি মুখে বসে বসে ভাবে।
দুখের সংসারে সুখ বল কোথা পাবে॥
অতি অল্প ধান্যভূমি তাঁহার যা' ছিল।
কোনরূপে কষ্টে সৃষ্টে সংসার চলিল॥
স্বপ্নে দেবীমূর্ত্তি দেখে ভাবে মনে মন।
দেখা যাক চেষ্টা করে' কোথায় গমন॥
তাই কলিকাতা যান ভাগ্য দেখিবারে।
সতী সাধ্বী শ্যামাদেবী তীর্থযাত্রা করে॥

যবে ফিরে আসিবেন নিজের আলয়।
যাত্রা সিদ্ধি দেবী বনে যান শৌচালয়॥
শৌচ না হইল, হ'ল বায়ুতে অজ্ঞান।
বকুল গাছের কাছে দেখিবারে পান॥
রক্তবস্ত্র পরিহিতা বালিকা সুন্দরী।
পিছন হইতে বলে তার গলা ধরি॥
'তোর ঘরে এনু আমি আনন্দের ভরে'।
জ্ঞান পেয়ে শ্যামা উঠে উদরের ভারে॥
লোকে বলে বিল্বমূলে শ্যামী বাম্নী।
কি সকালে কি বিকালে কলসী আনি॥
যায় জল আনিবারে পুকুরের ঘাটে।
ভরা সাঁঝে পড়ে গেল কলসী সাপুটে॥
সেই হ'তে হ'ল তাঁর উদরের পীড়া।
গর্ভবতী বলে' জানে তারা নেয় সাড়া॥
শ্যামা দেবী বলে মোর উদরী হয়েছে।
কথা শুনে যত মেয়ে হাসিয়া উঠেছে॥

এই হ'তে গর্ভিনীর অতিসার হয়।
দিনরাত বেগ হেতু বাহিরেতে রয়॥
পীড়ার যন্ত্রণা তাঁরে করে হতজ্ঞান।
অনুভবে জগদ্ধাত্রী রূপ দেখা পান॥
জ্যোতির্ম্ময়ী কচি খুকী বিল্ববৃক্ষ হ'তে।
শ্যামা মার গলা ধরে চুমু খেতে খেতে॥
বলে মাগো তোর কোলে আমি যেতে চাই।
ক্ষুধা তৃষ্ণা জ্বলে মরি খেতে দেগো মাই॥
জ্ঞান হ'তে শ্যামা দেখে বালিকা কোলেতে।
ভাল হ'ল রোগ তাঁর এ সময় হ'তে॥
কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী বৃহস্পতিবার।
দুই দণ্ড নয় পল রাত্রে জন্ম মার॥

বিবাহ-বাসর।

কন্যা সম্প্রদান কালে কোন গোল নাই।
বাসর ঘরেতে হ'ল উচ্ছ্বাসের ঠাঁই॥
বর ক'নে বাসরেতে বহু মেয়ে আসে।
সুসজ্জিতা সুগঠিতা অবলার হাসে॥
দিব্য আভরণে আসে সধবা কুমারী।
গদাধর গান গীত শোনে যত নারী॥
ক্রমেতে বরের আসে ভাবের গাঢ়তা।
বামাগণ করে পান শ্রুতি মধুরতা॥
মা মা বলি সম্বোধেন ছোট বড় নাই।
ইষ্টসিদ্ধি আশীর্ব্বাদ মাগে সব ঠাঁই॥
কুশণ্ডিকা বাস বিয়ে' সব হ'য়ে গেলে।
বর ক'নে চলে যায় হেসে কড়ি খেলে॥

গদাধরের কাণ্ড।

কামার পুকুরে আসি বরক'নে সঙ্গে।
যত গ্রাম্য লোক সব আনন্দিত রঙ্গে॥
লাহাবাড়ী গয়না ফিরিয়ে দিতে হ'বে।
ক'নের গায়ের অলঙ্কার কে খুলে নেবে॥
ফাঁপরে পড়েছে বড় চন্দ্রা দেবী মাই।
সর্ব্বশেষে গয়না খুলে দিলেন গদাই॥
এই নিয়ে খুড় শ্বশুর গণ্ডগোল করে।
গদাই মায়েরে বলে বিয়ে নাহি ফেরে॥
বৎসরেক গত জোড়ে আসা যাওয়া।
সুস্থ সবল দেহে অনটনে খাওয়া॥
পদ্মফুলে হৃদ্ পূজে পাদপদ্ম মার।
পাদ্যবায়ু দেন মাতা ঠাকুর সেবার॥

দক্ষিণেশ্বরে পুনঃ পূজারম্ভ।

ইং ১৮৬১ সন, ১২৬৭ সাল।

ভাল নাহি লাগে তাঁর দুখের সংসার।
ফিরে এসে পুনঃ নিলে কালীপূজা ভার॥
বিষ্ণুঘরে হৃদয় যে পূজা কাজে ব্রতী।
শ্যামা পূজা প্রভু করে শ্যামাপদে মতি॥
পুনরায় কিছুদিন শ্যামারে পূজিয়া।
পূর্ব্বাবস্থা পান প্রভু সঠিক ফিরিয়া॥
দেশের নাহিক কোন কথা উচ্চারণ।
মাতা ভ্রাতা সংসার খরচ অনটন॥
সাধন ভজন চলে ক্রমে নিশিদিন।
বক্ষঃস্থল রক্তবর্ণ চক্ষু নিদ্রাহীন॥
বাড়িতে লাগিল ক্রমে গায়ের উত্তাপ।
পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হেতু সব খাপে খাপ॥

চিকিৎসা।

গঙ্গাপ্রসাদের ঘরে পুনঃ আনা গোনা।
বাড়িতে লাগিল ব্যাধি কিছুতে সারে না॥
ক্রমে যবে এসে গেল দিব্য উন্মাদ।
মথুর হৃদয় ভাবে হ'ল পরমাদ॥
দেশেতে দিলেন পত্র বৈদ্য কথা মত।
কোন কিছু নাহি মেলে নিদান সম্মত॥
অন্য বৈদ্য একদিন প্রসাদ-ভবনে।
রোগের লক্ষণ সব করিল শ্রবণে॥
দেবোন্মাদ ব্যাধি এ যে সাধনের রোগ।
বহু তপস্যার ফলে কভু কারো ভোগ॥
সূক্ষ্মরূপে দেখে' নিয়ে প্রভুর শরীর।
এই বৈদ্য সর্ব্ব আগে নির্দ্দেশে ব্যাধির॥
শরীর লক্ষণ আর বিকার সমূহ।
শাস্ত্রোক্ত কহিলে তবু নাহি শোনে কেহ॥
গঙ্গাপ্রসাদের ভাই এ দুর্গাপ্রসাদ।
কেহ বলে যোগবলে ধরে গদাই চাঁদ॥

ভাবে ভোর।

কালীর মন্দিরে আর পঞ্চবটী মূলে।
ভাবে ভোর প্রভুদেব সদা আছে ভুলে॥
প্রকট ভাবের কথা ভাবা নাহি যায়।
অনুকণা লোকে হ'লে দেহ নাশ হয়॥
মায়ের নিকটে থাকে মায়ের সন্তান।
নিজে মাতা রক্ষা করেন দিয়ে মন প্রাণ॥
নতুবা নিশ্চয় তাঁর দেহ হ'ত পাত।
বৎসরেক নিদ্রা নাহি খোলা চক্ষুপাত॥
সৌরপন্থী সাধু এক কোথা পেয়েছিলা।
সূর্য্য পানে চেয়ে থেকে তপস্যা করিলা॥
বাহিক হাঙ্গাম এবে ক্রমে কমে' আসে।
লোক নিন্দা নিজ ভাব দেখে প্রভু হাসে॥
কখন কান্দিয়া প্রভু শ্যামা মাকে ক'ন।
'কি হ'বে উপায় মাগো কি করি এখন॥
একান্ত নির্ভর করে' তোমাকেই ডাকি।
তাহার বিষম ফল ব্যাধি হ'ল নাকি॥

যা' হয় তা' হ'ক দেহে, নহে চলে যাক।
তোমার কৃপায় তব পদে মতি থাক॥
নিয়েছি শরণ মাগো ও-রাঙ্গা চরণে।
কোন গতি নাহি মোর এ তিন ভুবনে'॥

মথুর বাবু।

মথুর বিশ্বাস ছিল রাণীর জামাতা।
সকল কার্য্যেতে যিনি করে সহায়তা॥
এ উন্মাদ ভাবে যা'তে সর্ব্ব রক্ষা হয়।
সেই হেতু বিধি মতে মথুর বুঝায়॥
'সামলিয়া চল বাবা শরীর কারণ।
ব্যাধি যে করিবে পণ্ড প্রকৃতি নিয়ম'॥
প্রভু বলে তাঁর ইচ্ছা সৃষ্টিস্থিতি লয়।
মথুর উত্তর করে নিয়মাধীন হয়॥

নিয়মকারক যেই সেই ভাঙতে পারে।
মথুর হ'ল না রাজী ঠাকুর উত্তরে॥
বলে বাবা দেখ দেখি লাল জবাগাছে।
কভু না দেখিতে পাবে সাদা ফুল আছে॥
রামকৃষ্ণ একদিন শৌচ কর্ত্তে যান।
একডালে সাদা রাঙা ফুল দরশন॥
অমনি তুলিয়া তারে মথুর গোচরে।
দেখান মথুরে দুই ফুল একাধারে॥
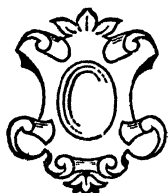
বিভূতি।

আসে এক জ্ঞানী পাগল কালীবাড়ীতে।
ছেঁড়া জুতা কঞ্চি আর আমচারা হাতে॥
গঙ্গা নেয়েঃ মন্দিরেতে মত্ত হয় স্তবে।
কুকুর উচ্ছিষ্ট খায় কিছু নাহি ভাবে॥
আমার হ'য়েছে ঐ দশা এ সময়।
হৃদয়ে কান্দিয়া কহি কি দুর্দ্দশা হয়॥
বাঁশ ঘাড়ে করে' বেড়াই প্রহরী হইয়ে।
নারাণ শাস্ত্রী দেখে বলে 'উন্মত্ত ইয়ে'॥
দিব্য উন্মাদকালে প্রথম হইতে।
মায়ের দর্শন কিন্তু পূজা অ-বিহিতে॥
ক্রমে যবে অসম্ভব কোন কাজ করা।
নিজের শরীর রক্ষা হেতু খাওয়া পরা॥
পঞ্চবটী বনে কিম্বা তুলসী কাননে।
ভাবে পড়ে' থাকি সদা উদাস নয়নে॥
মাতারে বলেন প্রভু কে দেখিবে তাঁয়।
নাহি তাঁর হেন শক্তি নিজ ভার নেয়॥

শুনিতে সদাই ইচ্ছা তব কথামৃত।
খাওয়াতে ইচ্ছা হয় ভক্ত শত শত॥
দিতে ইচ্ছা হয় কিছু দরিদ্র দেখিলে।
দাও এক ধনী লোক এ সব সামালে॥
তবে ত দেখালে পঞ্চ জন সেবায়েত।
প্রথম মথুর শ্রেষ্ঠ মধ্যে পঞ্চায়েত॥
আর বাকী জনে আমি কভু দেখি নাই।
গৌর বরণ শিরে তাজ দেখ্‌তে পাই॥
আর দুই জন কবে কে কোথায় রহিবে।
কিন্তু সব গৌর বরণ লক্ষ্মীমন্ত হ'বে॥
ইচ্ছা হয় শুদ্ধ সত্ত্ব ভক্ত এক ছেলে।
আমার সঙ্গেতে সদা থাকে খেলা খেলে॥
'ঋষী কৃষ্ট' দল বল দেখি কত কি।
কত মুখ দেখেছিনু তার ক'ব কি॥
উত্তর কালেতে প্রভু কারে দেখিবারে।
চমকি উঠেন পূর্ব্ব ভাব মনে করে'॥

কোষ্ঠী-মিলন।

আর দিন সন্ধ্যাকালে উত্তর দালানে।
পায়চারি করে প্রভু আপনার মনে॥
অ-দূরে কুঠীর ঘরে মথুর তখন।
নানা চিন্তা করে সেই বিষয়ী যেমন॥
হঠাৎ নজর পড়ে প্রভুর উপরে।
দেখিতে পাইল শিব-শ্যামা একাধারে॥
পশ্চাৎ ফিরিলে দেখে শ্যামার পিছন।
সম্মুখেতে স্পষ্ট দেখে শিবের লক্ষণ॥
চক্ষে ধাঁধাঁ লাগিয়াছে ভাবিল মথুর।
চক্ষু মুছে ভাল করে' দেখিল প্রচুর॥
তবে ত ছুটিয়া আসে ঠাকুরের পায়।
ভক্তিতে কান্দিয়া ভূমে গড়াগড়ি যায়॥
প্রভু বলে 'একি কাজ করিতেছ তুমি।
আমি দাস তুমি হও মন্দিরের স্বামী॥
কি যে বল আমি তাহা বুঝিতে না পারি'।
হাতে ধরে' তুলে লয়ে' যান তাড়াতাড়ি॥

মথুর কহিল তবে তাঁরে সম্বোধিয়া।
'কোষ্ঠীতে লিখেছে মোর স্পষ্ট করিয়া॥
মোর কাছে কাছে মোর ইষ্ট সদা রবে।
কি যে তুমি বল বাবা কারে ফাঁকি দিবে'
এখন ঠাকুর থাকে কুঠীর বাটীতে।
মথুর আসিলে হেথা থাকে উপরেতে॥
পশ্চিম দক্ষিণ কোণে গঙ্গার উপর।
সেই ঘরে করেছিলা সাধন সমর॥
কর্ম্মচারিগণে সব নানা কথা বলে।
মথুরে করেছে তুক্‌তাক্ নানা ছলে॥
গঙ্গাপ্রসাদ কবিরাজ সহরের সেরা।
ঠাকুরে চিকিৎসা করে ঔষধির দ্বারা॥
এখন মথুর নিজে তাঁরে লয়ে' যান।
ফিটনে বসায়ে তাঁরে নিজেই হাঁকান॥
কথা বলার লোক নাই তাইতে ঠাকুর।
ডাকিয়া বসান নিজ পাশেতে মথুর॥

রাণী রাসমণির মৃত্যু।

ইং ১৮৬১ সন, ১২৬৭ সাল।

কোম্পানীর কাগজ মাটী সিপাহী বিদ্রোহে।
ভয়ে লোক বেচে দেয় মাত্র কিছু পেয়ে॥
রাণী কিন্তু এ সময় বহু কাগজ কিনে।
বিদ্রোহ দমন হ'লে পূরা দাম আনে॥
বহু অর্থ রেখেছিলা তীর্থযাত্রা তরে।
সব অর্থ ব্যয় হয় দুর্ভিক্ষেতে পরে॥
হেন কালে জানবাজারে হ'ল বিপর্য্যয়।
রাণী রাসমণি সেথা শয্যাশায়ী হয়॥
গ্রহণী রোগেতে ভোগে বহুকাল হ'তে।
পড়ে গিয়ে জ্বরাতিসার হইল তাহাতে॥
কালীবাড়ী বিষয় করিয়া দানপত্র।
দেবীলোকে যায় রাণী, গঙ্গায় রেখে গাত্র॥
দানপত্রে পদ্মমণি সহি না করিল।
মরণ কালেতে রাণী এ কথা বলিল॥

মথুর হইল এবে সর্ব্বময় কর্ত্তা।
রাণীর উইলে ছিল এইরূপ বার্ত্তা॥
মথুরে ঠাকুরে হয় মধুর মিলন।
শ্রদ্ধাভক্তি পূর্ণ আছে খোলা খুলি মন॥

চন্দ্রাদেবীর শিবের নিকট হত্যা।

ইং ১৮৬২ সন, ১২৬৮ সাল।

হৃদয় লিখেছে পত্র কামার পুকুরে।
চন্দ্রাদেবী হত্যা দেয় বুড়ো শিবের দোরে॥
বুড়ো শিব বলে তারে 'মুকুন্দপুরে যাও।
তোমার মনের কথা তাহারে জানাও'॥
মুকুন্দপুরের শিব নাহি জানা ছিলা।
বুড়ো শিবের প্রত্যাদেশে মাতা তথা গেলা॥
তিন দিন উপবাসী স্বপ্নে দেখে চাঁদা।
রৌপ্যকান্তি বাঘাম্বর শিরে জটা বাঁধা॥

প্রত্যাদেশে বলে শিব 'কোন ভয় নাই।
পাগল নহে ত ছেলে জগত গোঁসাই'॥
মহাদেবে পূজা দিয়ে ঘরে ফিরে যান।
রঘুবীর শীতলাকে পূজা ভোগ দেন॥
দক্ষিণ সহরে হেথা কালীর মন্দিরে।
ভাবে ভোর প্রভুদেব সদাই অন্তরে॥
কালীর মন্দিরে আর পঞ্চবটী মূলে।
সচল বিগ্রহ প্রভু সদা আছে ভুলে॥
প্রকট ভাবের কথা ভাবা নাহি যায়।
অনুকণা লোকে হ'লে দেহ নাশ হয়॥

যোগেশ্বরী ব্রাহ্মণীর আগমন

ইং ১৮৬২ সন, ১২৬৮ সাল।

যোগেশ্বরী বামণী ছিল ভৈরবী হইয়া।
নানা শাস্ত্র পাঠ আর সাধনাদি নিয়া॥
সঙ্গে থাকে শালগ্রাম রঘুবীর নাম।
তাঁরে নিবেদিয়ে নিজে পরসাদ পান॥
একদিন তন্দ্রাকালে স্বপনে দেখিলা।
গঙ্গাতীরে মহাযোগী তাহারে ডাকিলা॥
কালীবাড়ী আসে এবে ভৈরবী ব্রাহ্মণী।
প্রভুর আদেশে হৃদু তারে ডাকি আনি॥
ভৈরবী দেখিয়া তাঁরে প্রফুল্লিত হয়।
'তুমি হেথা বসে বাবা, খুঁজি দেশময়'॥
প্রভু বলে 'আমারে জানিলে তুমি কিসে'।
'জানিতে পেরেছি আমি মায়ের আদেশে'॥
প্রভু ক'ন লোকে বলে আমারে পাগল।
বামণী বলে রাধা-গৌর উন্মাদ সকল॥

প্রভু বলে মোর অঙ্গ পুড়ে হ'ল খাক্।
বাম্‌ণী বলে মহাভাব আলাহিদা থাক্॥
শাস্ত্র দেখায়ে আমি তোমা দিব সবে।
মাথা ঘোরা অঙ্গ জ্বালা সব দূর হ'বে॥

ব্রাহ্মণীর ভোগ নিবেদন।

পঞ্চবটী মূলে বাম্‌ণী স্নান পূজা সেরে।
শালগ্রামে ভোগ দেন সিধা পাক করে'॥
ধ্যানস্থ ব্রাহ্মণী তবে দেখিতে পাইলা।
শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে ভোগ গ্রহণ করিলা॥
পঞ্চবটী মূলে প্রভু ভাবেতে মগন।
ভাবের প্রাবল্যে করে নৈবেদ্য ভক্ষণ॥
আঁখি খুলে' দেখে বাম্‌ণী শালগ্রাম ফেলে।
আনন্দে লইয়া প্রসাদ খায় কুতূহলে॥

ব্রাহ্মণীর বাসা।

যোগেশ্বরী ভৈরবী সন্ন্যাসিনী হ’য়ে।
কেমনে কোথায় ছিল এ জটলা ল’য়ে॥
কর্ম্মচারিগণে করে নানারূপ কথা।
দেবালয়ে তাঁর থাকা নহে কোন প্রথা॥
বয়সে চল্লিশ তবু দেখিতে যুবতী।
যেমন গড়ন তাঁর সুন্দর প্রকৃতি॥
দেব মণ্ডলের ঘাটে চাঁদনিতে ঘর।
সেখানে থাকিতে বামনী গেল অতঃপর॥
নিত্য তাঁর আসা ছিল রাণীর বাগানে।
পরমহংস রামকৃষ্ণ বসিয়া যেখানে॥

অঙ্গজ্বালা নিবারণ।

দিনরাত অঙ্গতাপে উন্মত্তের প্রায়।
কুসুম চন্দন অঙ্গে ব্রাহ্মণী চড়ায়॥
গাত্রদাহ শ্রীপ্রভুর বরাবর ছিলা।
কভু অল্প কভু বৃদ্ধি উন্মত্ত করিলা॥
উত্তম নারাণ কত মধ্যম নারাণ।
এল গেল তৈল বড়ি বৈদ্য হয়রান॥
এবে ঘরে যুঁই বেল গোলাপ পাতিয়া।
চন্দন চর্চ্চিত অঙ্গে ফুলেতে ঢাকিয়া॥
জাতী যূথী টগর কাঞ্চন করবী।
কত মত ফুলমালা অঙ্গে পরাবি॥
গুল্‌চী নাগেশ্বর জবা অপরাজিতা।
কৃষ্ণকলি কৃষ্ণচূড়া কদম্ব সহিতা॥
চামেলী চম্পক গন্ধরাজ শেফালিকা।
মালতী বকুল গন্ধরজনী মল্লিকা॥
গড়াগড়ি দেন প্রভু ফুলের শয্যাতে।
আলিস রাখিতে ফুল-বালিস ধারেতে॥

ক্রমে অঙ্গজ্বালা তাঁর কমিতে লাগিল।
ফুল ও চন্দন দিতে কিছু দিনে গেল॥
জুড়াল অঙ্গের জ্বালা কিছু দিন তরে।
পুনঃ পুনঃ আসে যায় সাধন সমরে॥

দামোদর।

বিপরীত ক্ষুধা প্রভুর একালেতে হয়।
ব্রহ্মাণ্ড খাইলে তবু ক্ষুধার উদয়॥
সদা করি খাই খাই, রুচির বিকার নাই,
এই খেয়ে উঠি ইচ্ছা আবার খাইতে।
বামণী এই কথা শুনে, বলে সাধন ভজন গুণে,
দামোদর আসিয়াছে তোমার পেটেতে॥

দামোদরে দিলে ভোগ, দেখিয়ে শুভ সংযোগ,
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় এ ছয় রসেতে।
লেখা আছে এই কথা, শাস্ত্রের বিধান যথা,
করে' দিব এই ক্ষুধা শান্তি বিধিমতে॥
মথুরে বলেন ডাকি, ব্রাহ্মণী বিরলে থাকি,
যত পার কর দেখি খাদ্য আয়োজন।
এই ঘরে রাখ সব, থরে থরে কত কব,
ফল মূল মিষ্টান্নাদি মনের মতন॥
ক্ষীর সর ননী ছানা, খাজা গজা মিহিদানা,
মিঠাই মণ্ডা সন্দেশ সরেশ।
রসগোল্লা ছানাবড়া, দই ক্ষীর হাঁড়া হাঁড়া,
মালপোয়া রাবড়ী পায়েস॥
খই চিড়া মুড়কী মুড়ী, বেগুনী ফুলরী করি,
সিঙ্গাড়া পাঁপর নিমকি বোঁদে।
পেস্তা বাদাম বেদানা, কিস্‌মিস্‌ খোবানী নানা,
আপেল আঙ্গুর মিঠা স্বাদে॥

শসা, কলা আনারস, আখ আতা নানা রস,
আম কাঁঠাল তরমুজ খরমুজ।
জলভরা তাল শাঁস, লিচু জাম ফলে আঁশ,
তাল বেল সরদা সবুজ ॥
বরফি গুজিয়া পেঁড়া সরভাজা মাখন বড়া,
পিঠাপুলি পাটিসাপটা আর।
কচুরি জিলাপি আদি, তরিতরকারি রাঁধি,
ডাল ভাত সব খাদ্য সার ॥
থরে থরে এই সব সাজায়ে রাখিয়া।
বামণী বলে খাও বাবা সর্ব্বদা তুলিয়া ॥
ঘুরি ফিরি সেই ঘরে নাড়িচাড়ি দেখি!
যখন যা' মনে লাগে তাই খাই চাখি ॥
এইরূপে তিন দিন যবে কেটে গেল।
বিপরীত ক্ষুধা খাওয়া সকল সারিল ॥
গৃহ মধ্যে এই সব খাদ্য পচে' পচে'।
পূতিগন্ধে পরিপূর্ণ হ'তে থাকে পিছে ॥
তখনি ও-সব খাদ্য ফেলে দিতে বলি।
এইরূপে কেটে গেল উপসর্গগুলি ॥

ব্রাহ্মণী ও মথুর।

ব্রাহ্মণীর কথা যবে একে একে মিলে।
প্রভুদেবে আধিকারিক অবতার বলে॥
হেন কালে মথুর আসিয়া কথা বলে।
দশ ভিন্ন অবতার নাহি কোন কালে॥
বামণী বলে বহু শাস্ত্রে বহু অবতার।
শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সনে করিব বিচার॥
মথুরও জানিতেন মনে প্রাণে ভাল।
তার ইষ্ট তার সাথে র'বে চিরকাল॥
বিশেষে তাহার গুরু জগৎ গুরু হ'বে।
অবতার বলে' কিম্বা অবতরি ভাবে॥
পণ্ডিতের সভা তাই করিবারে চায়।
শুঁড়ী বাড়ী গেলে গুরু নিত্যানন্দ রায়॥
আরো এক অভিসন্ধি তার মনে ছিল।
ব্যাধি বলে' প্রমাণ হ'লে বৈদ্যের ভাল॥

পণ্ডিত বিচার-সভা।

এর পর দুইবার পণ্ডিতের সভা।
গৌরী বৈষ্ণবচরণ করে তার শোভা॥
শাস্ত্রের প্রমাণ আর ভাবের লক্ষণে।
সকলে গ্রহণ করে ব্রাহ্মণী যা' ভণে॥
উনিশ প্রকার মহাভাবের লক্ষণ।
অষ্টম প্রকারে সমাধিতে আরোহণ॥
ভাব মহাভাব হয় ভক্তির আশ্রয়ে।
মহা বায়ু উর্দ্ধে ওঠে জ্ঞানীর হৃদয়ে॥
ভাবেতে কুম্ভক স্থায়ী মহাভাব হয়।
সমাধিতে মহা বায়ু সহস্রারে রয়॥
মহাভাব সাধারণে কভু নাহি হয়।
নির্ব্বিকল্প হ'তে জীব ফিরে না নিশ্চয়॥
এ সব লক্ষণ দেখ ইহার শরীরে।
দেহের গঠন মিলে শাস্ত্রের অন্তরে॥

অবতারত্ব প্রমাণ।

এই সব দেখে, আমি অবতার বলি।
শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ দেখে কুতূহলী ॥
আজানুলম্বিত বাহু প্রশস্ত হৃদয়।
লম্বা চওড়া দীর্ঘদেহে সব ভাব হয় ॥
ভাবেতে সঙ্কোচ হয় দীনতা যখন।
ভাবে ফুলে উঠে উহা বীরত্ব সাধন ॥
গৌরী বৈষ্ণবচরণ বিদ্যাতে পণ্ডিত।
সাধন ভজনে তারা অধিক উন্নত ॥
বালকের ন্যায় প্রভু বসে সেই খানে।
কার কথা কে বলিছে কেবা কাণে শুনে ॥
কখন কখন তিনি চেঁচাইয়া কয়।
এইরূপ ভাব মম শরীরেতে হয় ॥
কখন বলেন আমি অঙ্গ জ্বলে' মরি।
তোমরা করিছ সবে শাস্ত্র চড়চড়ি ॥
কিন্তু সব শেষে প্রভু সমাধি মগন।
এতই গভীর উহা না যায় কথন ॥
এই দেখে পণ্ডিতেরা অবতার বলে।
দেবভাষে স্তোত্র পাঠ শ্রদ্ধাভক্তি মিলে ॥

তন্ত্রসাধনের পূর্ব্বাভাষ।

ইং ১৮৬২ সন, ১২৬৮ সাল।

এখন মা কালী তার প্রত্যক্ষ হইয়া।
যেন সঙ্গে সঙ্গে রহে বালকে ধরিয়া॥
চরণ নূপুর ধ্বনী সদা কাণে শুনে।
দেবালয়ের যথা তথা পঞ্চবটী বনে॥
মন্দির উপর হ'তে গঙ্গা দরশন।
দক্ষিণ দিকেতে চেয়ে কল্কাতা শোভন॥
কখনও করেন শুষ্ক রৌদ্রে নিজ কেশ।
কখনও করেন নিজে পরিপাটি বেশ॥
ব্রাহ্মণীর পড়া ছিল শাস্ত্র অগণন।
সিদ্ধ সাধিকা সেই বহুল প্রকরণ॥
কিছুদিন গেলে পরে ব্রাহ্মণী বুঝিল।
মহাভাবে কেন প্রভু আস্থাহীন হ'ল॥
এটা ওটা কেন হয় কেবলি জিজ্ঞাসা।
উত্তর শুনিলে মাত্র মৃদু মৃদু হাসা॥

অনুরাগে অনুভূতি অ-তন্ত্র সাধন।
তেঁই প্রভু দেখে শুনে আস্থাহীন হ'ন॥
ব্রাহ্মণী তাঁহারে তবে উৎসাহিত করে।
তন্ত্রমতে সাধন করিতে প্রভুবরে॥
প্রভু বলে মাতা যদি করেন আদেশ।
তবে ত করিতে পারি সাধনে প্রবেশ॥
মন্দিরে যাইয়া প্রভু মাতারে শুধান।
এসেছে ব্রাহ্মণী এক করা'তে সাধন॥
দেবীর আদেশ মাত্র প্রভুদেব শুনে।
বামণীরে বলেন মা'র আদেশ সাধনে॥
এইখানে সুরু হ'ল শাস্ত্রের সাধন।
বার ব্রত আদি হ'তে কুমারী পূজন॥

তন্ত্র-সাধন।

ইং ১৮৬৩ সন, ১২৬৯ সাল।

ত্রিমুণ্ডী আসন হ'ল বিল্ববৃক্ষ মূলে।
পঞ্চমুণ্ডী হোম হেতু পঞ্চবটী তলে॥
সব উপচার বাম্‌নী দিনে খুঁজে আনে।
প্রভুকে লইয়া রাতে বসেন সাধনে॥
এই খানে পুনঃ পাপপুরুষ দেখিলা।
লড়ায়ে সিপাই হ'য়ে প্রলোভন দিলা॥
ভয়ে ভীত হ'য়ে প্রভু মা মা বলে' ডাকে।
'কৃষ্ণময়ী' রূপে মা দেখা দেন তাঁকে॥
জগৎ নড়িছে যেন মার চাহনিতে।
প্রভু কহে মাকে পাপ-পুরুষে মারিতে॥
মার আবির্ভাবে সেই অন্তর্হিত হয়।
নৃ-মুণ্ড পাহাড়ে একা রামকৃষ্ণ রয়॥
পূর্ণ অভিষেক করে ভৈরবী ব্রাহ্মণী।
অসংখ্য প্রকারে করে অনুষ্ঠান জানি॥

পূজা সমাপনে জপ আরম্ভ করিয়া।
পড়িতেন ভাবে প্রভু সমাধি হইয়া॥
এইরূপে একে একে চৌষট্টি আসন।
তন্ত্রমত সব ঠিক করিলা সাধন॥
অদ্ভুত দর্শন কত এই কালে হয়।
ভাব অনুভাবের গণনে নাহি যায়॥
উলঙ্গ সুন্দরী নারী যুবতীকে কোলে।
জপে বসি ভাবাবেশে সমাধি অচলে॥
মড়ার খুলিতে মৎস্য রন্ধন করিয়া।
গ্রহণ করিলা মহা প্রসাদ বলিয়া॥
কারণে তর্পণ করি ল'য়ে মহা-মাংস।
প্রচণ্ড চণ্ডিকা ভাবে খাইলেন অংশ॥
নরনারী সম্ভোগ করিয়া দরশন।
শিব শক্তি উপলব্ধি করিতে মগন॥
এইরূপে সমাধিস্থ হইবার পরে।
আনন্দ আসন সিদ্ধি দিব্য ভাব 'পরে॥

পঞ্চমকারের বীর ভাবের সাধন।
সকলি হইল পঞ্চ ভূতের দর্শন॥
রমণী জননী ভাব যেমন অক্ষুণ্ণ।
কারণ-জগতে মহাকারণ সম্পূর্ণ॥
যোনি মাত্র ব্রহ্মযোনি সৃষ্টির দুয়ার।
লিঙ্গধারী যোগী সব শিবের আকার॥
শৃগাল কুকুরভুক্ত প্রসাদের জ্ঞানে।
খেতে পারিতেন প্রভু তন্ত্রের সাধনে॥
অন্তরে বাহিরে জ্ঞান-অগ্নির বিকাশ।
মূলাধার হ'তে কুণ্ডলিনীর প্রকাশ॥
দরশন হয় জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মযোনি।
মুহূর্ত্তে ব্রহ্মাণ্ড বহু প্রসবকারিণী॥
ধ্বনির সমষ্টি হয় প্রণবের ধ্বনি।
জীব জন্তু শব্দ বাক্য বুঝিতেন তিনি॥
অষ্ট সিদ্ধি অনুভব হয় এই কালে।
বৃদ্ধা বেশ্যা বিষ্ঠা যাহা মা কালী দেখালে।

সুন্দরী স্ত্রীমূর্ত্তি হ'য়ে মূর্ত্তিমতী মায়া।
ধারণ প্রসব পুনঃ ধ্বংস করে কায়া॥
দশ মহাবিদ্যা প্রভু পাইলা দেখিতে।
গলিত সৌন্দর্য্য পড়ে ষোড়শী হইতে॥
আত্মবোধ দেহবোধ সব হ'ল ক্ষয়।
বস্ত্র উপবীত কিছু অঙ্গে নাহি রয়॥
এই কালে অঙ্গকান্তি এতই বাড়িল।
ভিড় ক'রে লোক সব দর্শনে আইল॥
লাজ লজ্জা নাহি তাঁর যদৃচ্ছা গমন।
দেখিতেছিলেন লোকে পটেরি মতন॥
বৈষ্ণব তন্ত্রেতে সিদ্ধা ব্রাহ্মণী আছিলা।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য আরম্ভিলা॥
একে একে সব ভাবে প্রভু সিদ্ধ হয়।
মধুর ভাবেতে তাঁর চিত্ত নাহি যায়॥

চন্দ্র ও গিরিজা।

ব্রাহ্মণীর আর দুই শিষ্য ছিল দেশে।
সিদ্ধাই পাইয়া তা'রা গিয়াছিল ভেসে॥
পরে ঠাকুরের সাথে মিলন হইলে।
পায় সত্য পথ তা'রা বহু বিঘ্ন ঠেলে॥
গুটিকা সিদ্ধায়ে চন্দ্র ব্যভিচার করে।
অনুতপ্ত হ'য়ে প্রভুর শ্রীচরণ ধরে॥
গিরিজার দেহ হ'তে জ্যোতি বাহির হয়।
প্রভুর কৃপায় জ্যোতি দেহ মধ্যে লয়॥
একমাত্র জ্ঞান ভক্তি ত্যাগ অনুরাগে।
সত্য ব্রহ্মশক্তি পায় সেই মহাভাগে॥
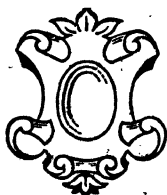
ভৈরবী পূজা।

একজন ভৈরবীকে পূজা প্রভু করে।
মা কালীর সামনে রাখি' নাট মন্দিরে॥
তাঁহারে পরান প্রভু গৈরিক বসন।
রুদ্রাক্ষ ফুলমালা চন্দন আভরণ॥
নানা উপচারে প্রভু পূজেন তাঁহারে।
পাঁচ সিকা দক্ষিণা দেন অতঃপরে॥

তন্ত্রের ভাব।

তন্ত্রের সাধনে তিন ভাবের আশ্রয়।
পশু বীর দিব্য সে আধার হেতু হয়॥
পশু সম পশুভাব মনে প্রাণে আছে।
ভোগ্য বস্তু নাম শুনে' ফেরে তার পাছে॥
কামক্রোধ আছে যার মনেতে ভরিয়া।
নাম জপ করে সেই দূরেতে রহিয়া॥

প্রলোভন বস্তু মাঝে কদাপি না যায়।
আচার বিচার করি সাধনেতে ধায়॥
কাম ক্রোধ হ'তে জোর দেবী অনুরাগ।
মন প্রাণ দেয় সেই দেবী অগ্রভাগ॥
যদিও লোভের বস্তু নিকটেতে রয়।
তথাপি তাহার মন দেবী পদে ধায়॥
কাম ক্রোধ দগ্ধ যা'র হ'য়েছে নিশ্চয়।
কেবল দেবীর পদে ল'য়েছে আশ্রয়॥
শ্বাস প্রশ্বাসের মত সত্য দয়া আদি।
নাম মাত্র হয় সেই দেবীতে সমাধি॥

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রথম তীর্থযাত্রা।

ইং ১৮৬৩ সন, ১২৬৯ সাল।

এই কালে রামকৃষ্ণ দেশেতে গমন।
করেন পীড়ার জন্য স্থান পরিবর্ত্তন॥
বর্ষার কারণ যবে গঙ্গাজল ঘোলা।
পেটের পীড়ায় প্রায় হ'তেন উতলা॥
সেই হেতু এ সময়ে কামার পুকুরে।
যাইতে হইত তাঁরে শরীরের তরে॥
কিন্তু এইবার তিনি অল্প দিন থেকে।
হৃদু সাথে তীর্থে ঘোরা লইয়া মাতাকে॥
এ সময়ে তাঁর সাথে মথুর-তনয়।
রেলে কাশী-বৈদ্যনাথ প্রয়াগ আশ্রয়॥
দক্ষিণ সহরে আসে কালীর মন্দিরে।
অতঃপর পুনঃ ব্রতী সাধন সমরে॥

সাধু সমাগম।

অনেক রকম সাধু এখানে আসিত।
ভিক্ষা ডেরা দিশা জলে সুবিধা পাইত॥
কত যে আসিত সাধু সন্ত ও বৈরাগী।
সন্ন্যাসী পরমহংস নাগা ত্যাগী যোগী॥
কোন দিন এসে পড়ে দণ্ডী ব্রহ্মচারী।
পেট বৈরাগী নয় সে ভণ্ড অনাচারী॥
এই ঘরে দিন রাত চলে মাতামাতি।
রূপ রস শব্দ গন্ধ প্রিয় অস্তি ভাতি॥
তারপর আসে যত বাবাজীর দল।
রামাত বৈষ্ণব তুলসী কবীরি সকল॥
ভৈরব ভৈরবী আসে চক্রে বসিবারে।
পূর্ণ অভিষিক্ত আসে তন্ত্র সাধিবারে॥

পণ্ডিত সম্মিলন।

পদ্মলোচনের সহ হইল মিলন।
সুপণ্ডিত সরল সাধক প্রভু ক'ন॥
হৃহ্ মুখে বার্ত্তা শুনি তাহারে দেখিতে।
নিজে প্রভু আইলেন পানির হাটিতে॥
ভাগবতের শিরোমণি বৈষ্ণব চরণ।
ইদেশের গৌরী পণ্ডিত সিদ্ধ একজন॥
প্রথম হইতে নারাণ শাস্ত্রী আসিল।
পরে ইহাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বাড়িল॥

অন্নমেরু অনুষ্ঠান।

ইং ১৮৬৪ সন, ১২৭০ সাল।

এ কালে মথুর করে অন্নমেরু ব্রত।
কিছুদিন কালীবাড়ী উৎসবে পূরিত॥
সহস্র সহস্র মণ তিল ও তণ্ডুল।
প্রভৃত দানের স্বর্ণ রৌপ্য অপ্রতুল॥
যাত্রাগান কীর্ত্তন কিছুই বাকী নাই।
গুণের বিচার হয় ঠাকুরের ঠাঁই॥
যেখানে যখন প্রভু আনন্দিত হ'ন।
বকশিশ শাল টাকা বারাণসি দান॥

দেবদেবী ও সাধু সেবা।

দেবদেবী সাধু সেবা প্রভুর আদেশে।
মথুর করিতে থাকে রকম বিশেষে॥
পূর্ব্ব প্রথা বজায় রাখিয়া তার পরে।
অলঙ্কার দেন রাধা কৃষ্ণ ও কালীরে॥
ঠাকুরের কথা মত সাধু ভক্তগণে।
ঈশ্বরের প্রতিরূপ বলিয়া সে জানে॥
মন্দিরের প্রথামত অন্নদান চলে।
বেশী কমণ্ডলু বস্ত্র সঁাপিয়া কম্বলে॥
সাধুকে দিতে হ'ত চরস গাঁজা ভাঙ্।
ভৈরব ভৈরবী চক্রে কারণ প্রদান॥

আদি সমাজে কেশবচন্দ্র।

ইং ১৮৬৪ সন, ১২৭০ সাল।

একদিন সমাধিতে ছিলা বহুক্ষণ।
ময়ূরের ন্যায় দৃশ্য হইল দর্শন॥
লাল মণি মাথে তাঁর পেখম ধরিয়া।
কেশবে দেখিলা প্রভু সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়া॥
কেশব কহিছে তার পারিষদগণে।
রামকৃষ্ণ কথা সব শোন একমনে॥
ভাবেতে মাতাকে প্রভু বলিলা তখন।
ইংরাজী মত হেথা এলে কি কারণ॥
মাতা বলিলেন পরে কলিযুগ এবে।
এরূপ হইবে পরে দেখিতে পাইবে॥
তারপর ব্রাহ্মগণ এখান হইতে।
হরিনাম মার নাম লাগিল লইতে॥
কেশবের দল হ'তে বিজয়ে লইলা।
কিন্তু আদি সমাজেতে পুনঃ নাহি গেলা॥

পরে মথুরের সাথে প্রভু একদিন।
গিয়াছিলা সমাজ করিতে দরশন॥
এইকালে ছিলা আদি সমাজ-মন্দিরে।
উপাচার্য্য শ্রীকেশব ধ্যানের গভীরে॥
মথুরে বলেন প্রভু এতলোক মাঝে।
এ যুবার ফাৎনায় মৎস্য ধরেছে॥
এই ধ্যান সু-গভীর সু-মনেতে ছিল।
পরে তাই প্রতিপত্তি মান যশ হ'ল॥

শিখ সৈন্য ও কোয়ার সিং।

কোম্পানীর ম্যাগাজিন বাগান উত্তরে।
বন্দুক গোলা বারুদ কামান থরেথরে॥
কারিগরে কাজ করে সান্ত্রী ঘিরে রয়।
সে কারণ শিখ সৈন্য থাকিত সেথায়॥
সেথায় যাইত প্রভু কদাচ কখন।
কভু বা নারাণ শাস্ত্রী সঙ্গেতে গমন॥

কোয়ার সিং হাবিলদার শিখ সৈন্যদের।
প্রভু বাক্য ভাল বোঝে 'গ্রন্থ সাহেবের'॥
কোয়ার সিং ছুটী পেলে প্রভু পাশে আসে।
সঙ্গে নিয়ে শিখগণে যা'রে ভালবাসে॥
প্রভু দরশন আর দেবী দরশন।
প্রভুর সঙ্গেতে নিজ ভাবের কথন॥
প্রভুর ব্রহ্মাণ্ডজয়ী ভাবের কথায়।
বাবা নানক ভাবে জানিত তাঁহায়॥
নানা কথা মাঝে তার এক কথা নেয়।
'বৃক্ষপত্র নড়েচড়ে ঈশ্বর ইচ্ছায়'॥
ঈশ্বরের দয়া কেহ করিলে বর্ণন।
প্রভু বলে 'তার ছেলে সে করে পালন॥
ইহাতে নাহিক কিছু দয়া ধর্ম্ম তার।
আপন হইতে আপন ঈশ্বর তোমার'॥

মহাত্মাদিগের আগমন।

এক সাধু জ্যোতিচক্ষু হাসিমুখে আসে।
বাক্যালাপ নাই তার থাকে মগ্ন বসে' ॥
সকাল সন্ধ্যায় দেখে শোভা প্রকৃতির।
আনন্দেতে নেচে বলে 'প্রপঞ্চ মায়ীর' ॥
দীর্ঘকায় এক সাধু নখে চুলে ভরা।
শীর্ণকায় চোখ দু'টো জ্বলে যেন তারা ॥
জটাধারী তার কাঁধে জীর্ণ কাল কাঁথা।
আবোল তাবোল বকে জ্ঞানপূর্ণ কথা ॥
গঙ্গায় মারিল ডুব নিজ খাদ্য খায়।
ক্ষুধা শান্তি হ'লে তবে শ্রীমন্দিরে যায় ॥
মায়ের মন্দিরে যবে স্তব পাঠ করে।
নবরত্নে নয় চূড়া কাঁপে থরথরে ॥
আর এক সাধু আসে মস্ত বড় পুঁথি।
ফুল ও চন্দন দিয়ে সুসজ্জিত অতি ॥
অতি সযতনে দেখে গ্রন্থ বার বার।
প্রভুর আগ্রহ বাড়ে কি গ্রন্থ তাহার ॥

বহু সাধ্য সাধনায় গ্রন্থ হাতে দিলা।
কোন ক্ষতি হয় পাছে দেখিতে লাগিলা॥
বিস্ময়ে দেখিলা প্রভু সুধু রাম নাম।
সাধু বলে "সব শাস্ত্র এহী এক নাম"॥
সাধু সিদ্ধ আগমন এর পরে ক্রমে।
আসে যত রামাৎ বাবাজী ভক্তগণে॥

ভক্তের ঠাকুর।

এক সাধু জটাধারী রামাৎ বাবাজী।
রাম-মন্ত্র নিলা প্রভু রাম লালাজী॥
সেব্য সেবকের ভাবে উপনয়ন কালে।
রঘুবীর পূজা করেন সন্ধ্যা সকালে॥
রাম মন্ত্রে দীক্ষা তখন হইল কি নয়।
বাৎসল্য ভাবেতে দীক্ষা এই কালে হয়॥

অষ্ট ধাতু নিরমিত বাল শ্রীগোপাল।
নিষ্ঠায় সেবায় তার কাটে সর্ব্বকাল॥
সাধু সব মাঝে কেহ নাহি লক্ষ্য করে।
স্থূল ভেদ করি প্রভু দেখিলা অন্তরে॥
সত্যই শরীর ধরি' বাল রঘুরায়।
গ্রহণ করেন সব সাধু যাহা দেয়॥
আবার ধরেন বাই এটা ওটা খেতে।
আবদার করে কত বেড়াইতে যেতে॥
দিনরাত থেকে প্রভু দেখে রামলালা।
প্রভুর সহিত হয় পিরীতের খেলা॥
যতক্ষণ থাকে প্রভু সে থাকে সুস্থির।
ঘরেতে আসিলে সেই হয় যে অস্থির॥
প্রভু যদি মানা করে সেই ত শুনে না।
চখের খেয়াল বলি সেই ত নড়ে না॥

রামলালা।

চিরকাল ভক্তিভরে সে পূজে উহারে।
স্পষ্ট করে' দেখে প্রভু সে ধরে তাঁহারে॥
কভু উঠে কোলে কভু নেমে যেতে চায়।
রোদে বনে তোলে ফুল গঙ্গায় ঝাঁপায়॥
বারণ করিলে সেই নাহি শুনে কথা।
কমল লোচনে হাসে ভেংচে নাড়ে মাথা॥
রাগ করে' অঙ্গে তার আঘাত করিলে।
আঁখি মেলে চায় সেই সজল কাজলে॥
আর দিন প্রভু তারে উঠাইতে নারে।
রাগে জলে প্রভু তারে চুবাইয়া ধরে॥
আর দিন খেতে দিয়ে ধান শুদ্ধ খই।
মনো দুখে কাঁদে প্রভু কত আর কই॥
এই বলে' সত্য প্রভু কাঁদিতে লাগিলা।
দেখি যারা বসে' ছিল তারাও কাঁদিলা॥

ভাবের সাধন।

ভাবের সাধন প্রভু করে নিরবধি।
বাল্যকালে মেঘাকাশে দেখিয়া সমাধি॥
কিশোর কিশোরী ভাব পৌগণ্ডে হইলা।
মা-মরা অক্ষয়ে নিয়ে বাৎসল্য সাধিলা॥
সখী ভাব সুরু হয় মেয়েদের সনে।
পাইন উপাধি ধারী জাতে তারা বেনে॥
এবে বাৎসল্যের পূর্ণ রামলালা হ'তে।
সখী ভাবে সাধন হয় কৃষ্ণ রাধাতে॥
পরিত্রাহী ডাকে প্রভু কোথা রাজা রাই।
তব কৃপা বিনে কভু না মিলে কানাই॥
যোগমায়ার অংশ ভৈরবী যোগেশ্বরী।
বৈষ্ণব তন্ত্রেতে তার টান ছিল ভারি॥
তার কাছে শুনি প্রভু ভাবের সাধনা।
সাধন করিতে তাঁর হইল বাসনা॥

বাৎসল্য সন্তান ভাব সাধনার কালে।
সাধন বিশেষ কোন ব্রাহ্মণী দেখালে॥
ভাবের সাধনে মোর কোন জ্ঞান নাই।
সেই হেতু দুই কথা মাত্র লিখে থুই॥

মহাবীর।

দাস্যভাবে মহাবীর হনুরে ভাবিয়া।
কাটাতেন কাল প্রভু গাছেতে চড়িয়া॥
নিরন্তর রামদাসে ভাবিতে ভাবিতে।
নিজের অস্তিত্ব তাঁর না রহিল চিতে॥
পরিধান বস্ত্র হ'ল লাঙ্গুল বিশাল।
উল্লম্ফনে গাছে খায় ফল মূল ছাল॥
আগোটা আহার হয় খোসা ফেলা নাই।
কমিল এ ভাব যবে সীতা দেখা পাই॥

বাৎসল্য ভাবেতে প্রভু ল'য়ে রামলালা।
কতই প্রকারে তিনি করেছেন লীলা।।
সখ্যভাবে সাধনের সুরু বাল্য হ'তে।
মাঠে ঘাটে যান প্রভু বন্ধুগণ সাথে।।
পিতৃবন্ধু ধর্ম্মদাস লাহার সন্তান।
গয়া বিষ্ণু নাম তার বয়স সমান।।
পাঠশালে পড়ে' দু'য়ে হইল মিলন।
সাঙ্গাৎ বলিয়া দু'য়ে করে সম্ভাষণ।।
দুই জনে এক সঙ্গে কাটে বহুক্ষণ।
খাইত বসিত দু'য়ে বানিয়া ব্রাহ্মণ।।
কারু কাছে কোন দ্রব্য খাইতে পাইলে।
কভু ভক্ষ্য নয় তাহা সাঙাতে না খেলে।।
এত ঘনিষ্ঠতা দু'য়ে বাড়িতে লাগিল।
অভিভাবকেরা দেখে আনন্দিত হ'ল।।
এই ভাব ক্রমে মনে বাড়িতে লাগিলা।
সাধন ভজনে তাহা হৃষ্ট পুষ্ট হ'লা।।

আত্মাই গুরু।

প্রায় প্রভু যবে আসে দক্ষিণ সহরে।
পঞ্চবটী তলে সদা ধ্যান সুরু করে॥
ঠিক নিজ অনুরূপ আকার বিশিষ্ট।
শরীর হইতে করে সাধন নির্দ্দিষ্ট॥
উপদেশ দিত তারে সকল প্রকারে।
কভু বাহ্যে অর্দ্ধ-বাহ্যে কভু বা অন্তরে॥
কভু জড় সমাধিস্থ তারে দেখি শুনি।
সেই সব তত্ত্ব-কথা বলিল ব্রাহ্মণী॥
উৎসাহিত করে সেই সাধনের পথে।
জোর করে' ধমকে বলে ধ্যানে ডুবে যেতে॥
ইষ্ট চিন্তা ছাড়ি যদি অন্য চিন্তা কর।
ত্রিশূল বসাব তোর বুকের উপর॥
বাসনার পাপ দেহ বাহিরে আসিল।
যুবক সন্ন্যাসী আসি তাহাকে মারিল॥

একাধারে গৌরনিতাই।

কামারপুকুর হ'তে সিহড়ে যাইতে।
দুইটী বালক প্রভু পাইল দেখিতে॥
তাঁহার শরীর হ'তে বহির্গত হ'য়ে।
ফল ফুল অন্বেষণ বহুদুর গিয়ে॥
আবার কখন আসে শিবিকার পাশে।
কথোপকথন করে হাস্য পরিহাসে॥
শেষে প্রবেশিল তাঁর শরীর ভিতরে।
বাম্‌ণী আসিল তার দেড় বর্ষ পরে॥
একদিন এইকথা হইল যখন।
বাম্‌ণী বলিল ঠিক হয়েছে দর্শন॥
নিত্যানন্দ আবির্ভাব চৈতন্যের খোলে।
স্বরূপ তোমারে প্রভু ভাবেতে দেখালে॥
শ্রীচৈতন্য ভাগবত দেখালে ব্রাহ্মণী।
শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের যতেক কাহিনী॥

মহাভাব।

যেখানেতে থাকে কাম,
সেথায় থাকে না রাম,
আলো অন্ধকার কভু না থাকে এক সঙ্গে।
বিশুদ্ধ সত্ত্বের খেলা,
কৃষ্ণ রাধিকার লীলা,
নাহি সত্ত্ব রজ তম গুণাতীত রঙ্গে॥
মধুর ভাবের কথা,
জীব না পশিবে তথা,
নাহি তথা ভোক্তা ভোগ্য আচার বিচার।
নিজেই আধেয় রাধা,
নিজেই আধার আধা,
অচিন্ত্য এ ভেদাভেদ জ্ঞান বুদ্ধি পার॥
এ পাঠের রাধা গুরু,
শ্রীমতীই কল্পতরু,
তাঁর কৃপা বিনা কৃষ্ণ সচ্চিদ্ আনন্দ।
নাহি হয় উপলব্ধি,
কেবল সমষ্টি শব্দী,
শুষ্ক জ্ঞানে বিনা ভক্তি বাড়ে নিরানন্দ॥

মহা ভাব হ'লে পর,
উনবিংশ হয় বিকার,
অনুকণা জীবে কভু দেখা নাহি যায়।
এ রোগের বৈদ্য হরি,
তাঁর হয় হারাহারি,
মুক্তি নাহি দিলে জীবে প্রাণ না জুড়ায়।।

ভাব ও ভক্তি।

শান্ত দাস্য সখ্য আর বাৎসল্য মধুর।
এই পঞ্চ ভাবে হয় সাধন প্রচুর।।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য এই চার।
সম্বন্ধ আত্মিকা ভক্তি নামেতে প্রচার।।
কামাত্মিকা নামে ভক্তি মধুরেই হয়।
সম্ভোগের ভাব ইচ্ছা উহাতেই রয়।।
সংসারে জন্মিয়া জীব সংসারীর সনে।
নিত্য যুক্ত থাকে পঞ্চ সম্বন্ধ বন্ধনে।।

পিতা মাতা স্বামী স্ত্রী সখা সখী যথা।
প্রভু ভৃত্য পুত্র কন্যা রাজা প্রজা তথা।।
গুরু শিষ্য আদি করি যেরূপেতে ধর।
নিত্য কোন সম্বন্ধ আছে পরস্পর।।
সর্ব্ব সাধারণে হয় শান্ত ব্যবহার।
প্রভু ভৃত্য দু'য়ে হয় দাস্য ভাব আর।।
সমানে সমানে হয় সখ্যতা স্থাপন।
মাতা পুত্রে হ'য়ে থাকে বাৎসল্য বন্ধন।।
সর্ব্ব ভাব আছে মাত্র মধুর ভাবেতে।
যে কোনটি এক ভাবে সিদ্ধ কোন মতে।।
ভাব পূর্ণ জানা যাবে বিকার দর্শনে।
অশ্রু কম্প স্বেদ মূর্চ্ছা হাস্য ও ক্রন্দনে।।
ভাব ও বিকার মাঝে আসল নকল।
ধরা জানা অসম্ভব, হ'লেও বিফল।।

দৃষ্টান্ত।

মুনি ঋষি শান্ত ভাব সাধারণে কয়।
হনুমানের দাস্য ভাব খগরাজে হয়॥
সখ্যভাব শ্রীদাম সুদাম আদি নিয়ে;
বাৎসল্যের মূর্ত্তিমতী যশোমতি দিয়ে॥
মধুর ভাবেতে দেখ শ্রীরাধে গোবিন্দ।
সৎ চিৎ মিশে গিয়ে হইল আনন্দ॥
সকল ভাবের শেষ যুগল মূরতি।
দু'য়ে এক একে দুই পুরুষ প্রকৃতি॥
এই পঞ্চ ভাব প্রভু করেন সাধন।
চিন্তার অতীত, কোথা পাবে বিবরণ॥

সাধন।

তিন ভাব একে একে সাধন করিলা।
কামারপুকুর হ'তে পঞ্চবটী তলা॥
মাতৃক্রোড়ে শিশুকালে মামা বাড়ী যায়।
বৃক্ষোপরি হনূমান পীরের তলায়॥
তার কাছে যান প্রভু নির্ভয় অন্তরে।
হনূমান জোড়হস্তে প্রণিপাত করে॥
চন্দ্রাদেবী মাতা হ'ন বাৎসল্যের মূর্ত্তি।
সকল ভাবেতে হয় মধুরের স্ফূর্ত্তি॥
পঞ্চবটী তলে হয় দক্ষিণ সহরে।
বীর হনূমান করে প্রণাম সীতারে॥
দেখিলেন শ্রীপ্রভু দাসভাব কালে।
মহাবীর ভাবে যবে থাকে তরুমূলে॥
সখী ভাবে চামর-ব্যজন কালী মায়ে।
সখা ভাবে দুই রূপে আপনার কায়ে॥
অপূর্ব্ব বাৎসল্য ভাব প্রভুর জীবন।
মায়ের আদেশ বিনা না হয় সাধন॥

মধুর ভাবেতে হয় ভাব সমাপন।
শরীর বিকৃত হয় উনিশ রকম॥
রাধা রাধা বলে' প্রভু কান্দে উভরায়।
তব কৃপা বিনা জীব কৃষ্ণে নাহি পায়
দয়া কর রাধারাণী নিজের কৃপায়।
জয় রাধে শ্রীরাধে নাম আমার সহায়॥
কান্দিতে কান্দিতে প্রভু রাধায় দেখেন।
কৃষ্ণপ্রেমে কাঙ্গালিনী দেহ জ্ঞানহীন॥
পবিত্র উজ্জ্বল মূর্ত্তি তুলনারহিত।
নাগকেশরের বর্ণ বর্ণনা অতীত॥
নিজের শরীর মধ্যে মিলাইয়া যায়।
এর পর কৃষ্ণ মূর্ত্তি দরশন হয়॥
ঘাস ফুলের রং শ্রীকৃষ্ণ শরীর।
নীলাভ জ্যোতির মধ্যে সমাধি গভীর॥

দ্বৈতবাদ।

দ্বৈতভাব সুরু হয় প্রথম সাধনে।
তুমি প্রভু দাস আমি সেবার কারণে॥
তুমি পূজ্য আমি পূজক পূজা করি তাই।
আমি তুমি বিনে আর কোথা কিছু নাই॥
তোমায় পাইব বলে' ধ্যান ধরি চিতে।
হৃদয়ে ধরিয়া তোমা রহিব ভাবেতে॥
এই ভাব ঘন হ'লে দশা প্রাপ্তি হয়।
বাহ্য দশা অন্তর্দ্দশা অর্দ্ধবাহ্য কয়॥
বাহ্যে জপ পূজা অর্দ্ধবাহ্যে ধ্যান ধরে।
ঐ ধ্যান গাঢ় হ'লে যায় অন্তঃপুরে॥
অন্তর দশা ঘন হ'লে মহাভাব হয়।
কি গুণ কি রূপ তার বলা নাহি যায়॥

বৈষ্ণব তন্ত্র সাধন।

এই ভাব শ্রীপ্রভুর দিবারাত্র হয়।
কালী কৃষ্ণ সীতারাম উচ্ছ্বাস উদয়॥
ব্রাহ্মণী ধরিত ভাব যশোদা হইয়ে।
দেবীমণ্ডলের ঘাটে মাখন লইয়ে॥
প্রভু নিজ ঘরে থাকে গোপাল হইয়ে।
অনুভাবে নিজ দেহ সঙ্কুচিত হ'য়ে॥
ব্রাহ্মণী ভাবেতে যত করয়ে ক্রন্দন।
সঙ্গীতের ধারারূপে হইত ভজন॥
"দ্বারে দাঁড়ায়ে আছে তোর মা নন্দরাণী।
(তোরে নিতে) আসি না, দেখে যাব চাঁদ বদনখানি॥
আয় কোলে, দিব তুলে মুখে সর ননি"।
ভজনের ভাবে হ'য়ে হয় আকর্ষণী॥
যতই ব্রাহ্মণী আসে কালীবাড়ী কাছে।
ততই ঠাকুর যান পঞ্চবটী পাছে॥
যতই ব্রাহ্মণী করে ভজন ক্রন্দন।
ততই প্রভুর ভাব অন্তরে গমন॥

কান্দিতে কান্দিতে বামুণী নিকটে আসে।
গোপালরূপী ভগবান নবনী আশে॥
হাতেতে তুলিয়া ননি বামুনী খাওয়ায়।
সঠিক গোপাল হ'য়ে মার হাতে খায়॥
কখনও ব্রাহ্মণী ভাবে রাখাল হইয়া।
সেই আশে ভাবে ভজন গেয়ে কাঁন্দিয়া॥
হেথা প্রভু সেই ভাবে মাতামাতি করে।
ছুটে গিয়ে ব্রাহ্মণীরে সখারূপে ধরে॥
কিন্তু ব্রাহ্মণী যবে মধুরে মাতিয়া।
ঠাকুর বসিয়া থাকে বিমর্ষ হইয়া॥
ব্রাহ্মণীরে বারে বারে ক'ন প্রভুরায়।
ঐ ভাব আসে না মোর কি করি উপায়॥
কিন্তু অন্য ভাবে প্রভু সিদ্ধ হ'য়ে উঠে।
বাহ্য হ'তে অর্দ্ধবাহ্য অন্তরেও ঘটে॥

রাধাকৃষ্ণের গহনা চুরি।

বিষ্ণুঘরে পূজা করে' ছিলা হলধারী।
ঠাকুরের অলঙ্কার হ'য়েছিল চুরি॥
খাজাঞ্চী লিখিল পত্র মথুরের কাছে।
মথুর আসিলে হ'বে তদারক পিছে॥
মথুর আসিয়া কহে ঠাকুরে অযোগ্য।
নিজ অলঙ্কার হয় অপরের ভোগ্য॥
ঠাকুর বলেন তোর এই সোনা দানা।
বহুমূল্য হীরামতি তোমার গহনা॥
লক্ষ্মী নিজে করে যার শ্রীচরণ সেবা।
কত ধনরত্ন মানুষ জগতে জানিবা॥
মথুর বলে হংসেশ্বরী চোরে ধরাইলা।
প্রভু কহে পাপভারে ভরা ডুবে গেলা॥

মাতৃভক্তি।

ইং ১৮৬৪ সন, ১২৭০ সাল।

এমত সময়ে চন্দ্রা দেবী মাতা আসে।
দক্ষিণ সহরে পুত্র সাথে গঙ্গাবাসে॥
মাতৃভক্তি শ্রীপ্রভুর কহা নাহি যায়।
নিত্য মার পাদপদ্ম পূজা করা হয়॥
কখন প্রণাম কভু ফুল ও চন্দনে।
পদসেবা করে কভু আপনার মনে॥
মায়ে পোয়ে কত কথা কহনে না যায়।
প্রায় নিত্য অন্ন প্রভু মার কাছে খায়॥
মায়ের প্রসাদ হয় মস্তকে ধারণ।
কখন করেন ক্রীড়া শিশুটি যেমন॥
অন্নমেরু যাগ করে মথুর বিশ্বাস।
মায়েরে করিতে দান অশেষ প্রয়াস॥
মাতা বলে সব আছে প্রসাদে তোমার।
দিবে যদি দাও তবে দোক্তা একবার॥

ষষ্ঠ অধ্যায়।

গুরু তোতাপুরী।

ইং ১৮৬৫ সন, ১২৪১ সাল।

এ সময়ে আসে এক ন্যাংটা তোতাপুরী।
অদ্বৈত বেদান্তবাদী জ্ঞান অধিকারী॥
নির্ব্বিকল্প সমাধিতে ব্রহ্মানন্দে ডুবে।
নর্ম্মদা শ্রীজগন্নাথ সাগরে যাইবে॥
এই সব তীর্থ স্থান করি দরশন।
উত্তর পশ্চিম দেশ গমনে মনন॥
হেন কালে আইলেন দক্ষিণ সহরে।
চাঁদনী বসিয়া প্রভু নিবিষ্ট অন্তরে॥
দেখিয়া প্রদীপ্ত ভাব বদন-কমলে।
সাধিতে বেদান্ত জ্ঞান ন্যাংটা শুধালে॥
সুদীর্ঘ উলঙ্গ জটাধারী কথা শুনে'।
প্রভু বলে মা আমার—সকলই জানে॥
যাও তবে জেনে এসো মাতার আদেশ।
বহুদিন নাহি রব আমি এই দেশ॥
শ্রীমন্দিরে গিয়ে প্রভু ভাবাবিষ্ট হ'য়ে।
আসিলেন ঘাটে পুনঃ মার আজ্ঞা ল'য়ে॥

ব্রাহ্মণী ও বেদান্ত।

ভৈরবী ব্রাহ্মণী ইহা জানিতে পারিয়া।
বিধি মতে বাধা দেন নিষেধ করিয়া॥
বলে 'বাবা ওর সাথে থাকা ভাল নয়।
শুষ্ক বেদান্ত জ্ঞানে ভাব নাহি রয়'॥
প্রভু কিন্তু দিন রাত অবিচল হ'য়ে।
বেদান্ত বিচার করে উপলব্ধি ল'য়ে॥

সন্ন্যাস।

শিখা সূত্র পরিত্যাগ সন্ন্যাস গ্রহণ।
করিতে হইবে তাঁকে বেদান্ত সাধন॥
বৃদ্ধা মাতা প্রাণে পাছে কোন কষ্ট পান।
গোপনে করেন প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ॥
নিজ পিতৃ পিতামহের শ্রাদ্ধ করিয়া।
নিজ পিণ্ড দেন প্রভু সন্ন্যাস লাগিয়া॥

শুভ দিন শুভ ক্ষণ ও ব্রাহ্মমুহূর্তে।
প্রজ্বলিত হুতাশন বিরজা করিতে॥
অখণ্ড সচ্চিদানন্দের প্রার্থনা করিয়া।
পঞ্চ ভূত শুদ্ধি করে হোমাহুতি দিয়া॥
পঞ্চ প্রাণ পঞ্চ কোষ বিষয় পঞ্চক।
শুদ্ধ করে কায় মন বাক্য সমর্থক॥
রজোগুণ মলিনতা বিমুক্ত করিয়া।
অগ্নিতে আহুতি দেয় "স্বাহা" উচ্চারিয়া॥
শিখা সূত্র দিয়ে যবে পূর্ণাহুতি দেন।
গুরুদত্ত কাষায় কৌপীন পরিধান॥
গুরুদত্ত নাম রামকৃষ্ণ পরমহংস।
দাস কহে পূর্ণ ব্রহ্ম নহে তার অংশ॥
এবে উপদেশ নেন ন্যাংটা গুরু কাছে।
নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাবেই আছে॥
দেশ কাল দ্বারা তাহা পরিচ্ছিন্ন নয়।
একমাত্র ব্রহ্ম বস্তু নিত্য সত্য হয়॥

ঘটনাঘটন পটীয়সী মহামায়া।
নামরূপে দেখা দিলে সত্য নয় তাহা॥
দূর করে' ফেলে দাও নামরূপ বোঝা।
সিংহ জোরে ভেঙ্গে পিঁজ্রে বের হও সোজা॥
আপনা আপনি ডোবো সমাধি সহায়ে।
ক্ষুদ্র আমি লীন হ'বে বিরাটে যাইয়ে॥
ক্ষুদ্র অল্প তুচ্ছ উহা ব্যবহারিক জ্ঞান।
সচ্চিৎ আনন্দ জ্ঞান ভূমা ও মহান॥
নানা যুক্তিসিদ্ধ বাক্য দিয়ে গুরু তোতা।
জীবনের সাধন উপলব্ধি সহিতা॥

সমাধি।

প্রভুর অন্তরে দিতে সেই ভাব চায়।
সমাহিত করিবারে অদ্বৈত ভাবায়॥
নির্ব্বিকল্প আত্মধ্যানে নিমগ্ন হইতে।
মায়ের চিদ্ঘন মূর্ত্তি ভাসে তার চিতে॥
নামরূপ ত্যাগ কথা দেয় ভুলাইয়া।
বার বার এইরূপে নিরাশ হইয়া॥
চোখ খুলে বলে প্রভু আমার হ'বে না।
নির্ব্বিকল্প সমাধিতে মনত যা'বে না॥
'কেঁও নেহি হোগা' ন্যাংটা রেগে উঠে বলে।
এদিক ওদিক দেখে কুটীরের তলে॥
উঠাল পাইয়া এক কাঁচ ভাঙ্গা হাতে।
তীক্ষ্ণ ভাগ বিদ্ধ করে ভুরুর মধ্যেতে॥
এই বিন্দু মধ্যে চিত্ত সমাহিত কর।
জোর করে' আন মন এই বিন্দু 'পর॥
তখন করিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প ধারণ।
আজ্ঞাচক্রে দৃষ্টি রাখি আসন গ্রহণ॥

যবে আর মূর্ত্তি পুনঃ দেখিবারে পাই।
জ্ঞান-খড়্গে খণ্ড করে' কাটিলাম তাই॥
না রহিল মনে কোন বিকল্প ভাবনা।
নামরূপ পারে গিয়ে সমাধি মগনা॥

নির্ব্বিকল্প।

ভাল করে' দেখে তাহা গুরু তোতাপুরী।
চুপে চুপে বাহিরিলা দ্বার বন্ধ করি॥
পাছে কেহ যায় কাছে এই ভেবে পরে।
তালা লাগাইয়া দেন কুটীর দুয়ারে॥
পঞ্চবটী মূলে গিয়া নিজের আসনে।
বসিয়া রহিল আশে শিষ্য আবাহনে॥
তিন দিন তিন রাত সমানে যাইল।
তথাপিও কোনরূপ আহ্বান না এল॥
তখনি উঠিয়া গুরু আসন ছাড়িয়া।
বিস্ময়ে দেখিতে পান কুটীর খুলিয়া॥

'যে ভাবে বসিয়া ছিলা সেই ভাবে আছে।
প্রশান্ত গম্ভীর মুখে প্রাণ ছেড়ে গেছে॥
শিষ্যের নাহিক জ্ঞান বাহির জগতে।
নির্ব্বিকল্প নিরালম্ব ব্রহ্মে লীন চিতে॥
দেখিয়া ভাবিত গুরু প্রজ্ঞান গম্ভীরে।
কঠোর সাধনে পাই চল্লিশ বৎসরে॥
তিন দিনে লাভ করে এ হেন সাধক।
'কেয়া দৈবী শক্তি ইয়ে সমাধি প্রাপক'॥

সমাধি ভঙ্গে।
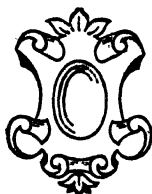
সমাধি হইতে শিষ্যে উত্থান করাতে।
গম্ভীর ওঁঙ্কার ধ্বনি করে চতুর্ভিতে॥
আঁখি মেলি যবে প্রভু দেখিবারে চায়।
সম্বোধেন তোতাপুরী 'হংস' উপমায়॥
এইরূপে গুরু শিষ্যে সমাধি সাধনা।
নিত্য হয় কেহ তাহা দেখেও দেখে না॥
কোন স্থানে তোতাপুরী তিন দিন বেশী।
কদাপি নাহিক থাকে হইলে স্বদেশী॥
প্রভুর মতন শিষ্য পেয়ে এই স্থানে।
একাদশ মাস থাকে আনন্দিত মনে॥
লম্বা চওড়া দীর্ঘবপু তোতাপুরী ছিল।
চল্লিশ বৎসর ব্যাপী সাধন করিল॥
নিরালম্ব নির্ব্বিকল্প বৃত্তিহীন মন।
তথাপি নিয়ত হয় ধ্যান অনুক্ষণ॥
ন্যাংটা নামে নির্দ্দেশ করিলা মহাপ্রভু।
উলঙ্গ বলিয়া নাগা সম্প্রদায় কভু॥
গুরুনাম কভু নাহি হয় উচ্চারণ।
যোগেশ্বরী ভৈরবীকে বাম্‌ণী কথন॥

সোনার বাসন।

অগ্নিতে পবিত্রভাব নাগা সাধু করে।
সেই হেতু প্রজ্বলিত ধুনি কাষ্ঠ ভরে॥
দিনে শুয়ে ধ্যান হয় শরীর ঢাকিয়া।
গভীর রাত্রেতে ধ্যান ধুনি জ্বালাইয়া॥
'দীশা' ও জঙ্গল স্থান অতি সঙ্গোপনে।
লোটা চিম্‌টা মাজে রৌপ্য কাঞ্চন বরণে॥
প্রভু কহে তুমি এবে সিদ্ধ সমাধিতে।
তবে কেন কর ধ্যান নিত্য দিনরাতে॥
তোতা কহে দেখ মোর লোটা ও চিমটা;
নিত্য মাজি তাই হয় বরণের ঘটা॥
সেইরূপ নিত্য নিত্য ধ্যানের সহায়ে।
মার্জ্জিত রাখিতে হয় মলিনতা ভয়ে॥
প্রভু ক'ন যদি হয় সোনার বাসন।
কভু কি হইবে তাহা মলিন কখন॥

নির্ভীকতা।

এক রাত্রে তোতা বসে ধুনির পাশেতে।
দীর্ঘ ন্যাংটা মূর্ত্তি এক পাইল দেখিতে॥
শুধান তাহারে স্পষ্ট পুরী মহারাজ।
কে তুমি কি হেতু কর বৃথা কালব্যাজ॥
মূর্ত্তি কহে দেবযোনী ভৈরব যে আমি।
তোতা বলে মোর মত ধ্যানে বস তুমি॥
ঠাকুর শুনিয়া কথা প্রাতের কালেতে।
বলিলেন ইনি কথা কহেন ইঙ্গিতে॥
যখন কোম্পানী চায় পঞ্চবটী নিতে।
মথুর করিল মামলা আইন আদালতে॥
এই মূর্ত্তি সেই কালে ইঙ্গিতে বলিলা।
কোম্পানী নেবে না জমি মামলা হারিলা॥

লুধিয়ানা মঠ।

লুধিয়ানা নামে স্থান পাঞ্জাব প্রদেশে।
যেখানে সন্ন্যাসী তোতা হয় গুরুপাশে ॥
তাঁহার গুরুই ছিল মঠের মোহন্ত।
সিদ্ধ যোগী, তাই মেলা হয় বৎসরান্ত ॥
তামাক সেবনে তাঁর বড়ই আনন্দ।
মেলাতে তামাক দিতে আগে পিছে দ্বন্দ্ব ॥
তোতাপুরী ছিল সেই মোহন্তের চেলা।
মোহন্ত হইল সেই গুরু যবে গেলা ॥

অভ্যাস যোগ।

সাত শত ন্যাংটা থাকে তাহাদের দলে।
প্রথমে করায় ধ্যান আরম্ভের কালে।।
মোটা মোটা গদী যাহে বসিতে আরাম।
কঠিনে বসিলে পা যে করে টন্ টন্।।
তখন শরীরে মন আসিবে নিশ্চয়।
ঠিক ঠিক নিরালম্ব ধ্যান নাহি হয়।।
তারপর যত ধ্যান হইবে সুগাঢ়।
আসন হইবে ক্রমে কঠিনে সুদৃঢ়।।
ক্রমে চর্ম্মাসন পরে মাত্র ভূমাসন।
আহারেও এই ক্রম করিত পালন।।
পরনে কৌপীন মাত্র তাও ফেলে দেয়।
অভ্যাস বাড়িলে ক্রমে উলঙ্গই রয়।।

মোহের অন্তে মোহন্ত।

লজ্জা ঘৃণা দ্বেষ দম্ভ দোষ মোহ মান।
অষ্টপাশে বদ্ধ জীব থাকে সর্ব্বক্ষণ॥
এক এক ক্রমে ত্যাগ করায় তাদের।
পরে ধ্যানে পাকা হয় মন যাহাদের॥
সাধুদের সঙ্গে পরে মস্তারাম হ'য়ে।
তীর্থ আদি দরশন গুরু আজ্ঞা নিয়ে॥
তাহাদের মধ্যে পরমহংস অবস্থা।
মোহন্ত করিতে তায় হইত ব্যবস্থা॥
তা' না হ'লে টাকা মান যশ হাতে পড়ে'
কেমনে থাকিবে ঠিক মাথা যাবে ঘুরে॥
সেই হেতু কামনাদি যার মনে নাই।
সাধু সেবা জীব সেবা ঠিক করে সেই॥

ভক্তির অঙ্কুরোদ্গম।

শুষ্ক যোগী তোতা পুরী প্রেম ভক্তি নাই।
সখ্য দাস্য ভাব ভজন নাহি বোঝে তাই॥
একদিন রামকৃষ্ণ তাঁহার সহিতে।
নানারূপ ধর্ম্মকথা কহিতে কহিতে॥
সন্ধ্যা আগমন হেতু হাতে তালি দিয়া।
হরি হরি বোল বলি' উঠেন নাচিয়া॥
এই দেখে' পুরী স্বামী করেন বিদ্রূপ।
হাতে কেন রুটি ঠোকে একি অপরূপ॥
ঠাকুর কহেন তারে অতি ক্রোধ ভরে।
হরিনাম করি আমি উপহাস মোরে॥
ইহার মধ্যেতে আছে বিশেষ কারণ।
মনে মনে ভাবে তোতা মৌনাবলম্বন॥
তিন দিনে যেই করে সমাধি সাধন।
হেন উচ্চ অধিকারী কি হেতু এমন॥

অগ্নি ও ক্রোধ।

আর দিন প্রভু যবে পুরীজীর সাথে।
বসে' বসে' কথা সব হয় ধর্ম্মপথে॥
পাশেতে আছিল সেথা প্রজ্বলিত ধুনী।
কেহ অগ্নি নেয় সেথা হুকা কল্কে আনি॥
এই দেখে তোতা পুরী রাগে অগ্নিশর্ম্মা।
গালি দিয়ে চিম্‌টা নিয়ে তাড়ে অপকর্ম্মা॥
নাগা সাধু সদা করে' অগ্নিরে পূজন।
সেই হেতু পুরী স্বামীর রাগের লক্ষণ॥
এই দেখে যান প্রভু হেসে গড়াগড়ি।
এই তব ব্রহ্মজ্ঞান গেল বাড়াবাড়ি॥
তুমি বল ব্রহ্ম সত্য জগৎ কিছু নয়।
মানুষে মারিতে তবে কেন গতি হয়॥
এই কথা শুনে গুরু গম্ভীর হইয়া।
ক্রোধ বড় বদ রিপু বুঝে খতাইয়া॥
আর কভু রাগান্বিত হ'ব নাক আমি।
এই কথা বলি' ক্রোধ ত্যজে পুরী স্বামী॥

প্রকৃতি ভাব সাধন।

যখন প্রকৃতি ভাবে সাধন ভজন।
সেই কালে এক ভাব মনে উত্থাপন॥
সচ্চিৎ আনন্দ কৃষ্ণ বিগ্রহ হইয়া।
ব্রজ গোপীর প্রেমে হাবুডুবু খাইয়া॥
কোথাও যাইতে নারে বৃন্দাবন ছেড়ে।
এতই মাহাত্ম্য দেখি নারীর শরীরে॥
মনে মনে ভাবে প্রভু জন্ম যদি পাই।
সুন্দর সুঠাম নারী সুকেশিনী হই॥
বাল বিধবা হইয়ে থাকিব কুটীরে।
সামান্য থাকিবে জমি বাড়ির অন্দরে॥
সেথা নিজ হাতে ফুল সব্জীবাগ করি।
দুগ্ধবতী গাভী এক রবে বৃদ্ধা নারী॥
থাকিবে চরকা সূতা কাটিবেন নিজে।
শ্রীকৃষ্ণ ভজন হ'বে নানা সুর ভেঁজে॥
গাভীর দুগ্ধেতে হ'বে নানা মিষ্ট খাদ্য।
ব্যাকুল ক্রন্দন হ'বে কৃষ্ণে দিতে আদ্য॥

যখন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র প্রসন্ন হইয়া।
গোপ বালকের বেশে দাঁড়াবে আসিয়া॥
আনন্দে করিবে সেই সে ভোগ গ্রহণ।
নিত্য নিত্য হ'বে তাঁর গমনাগমন॥
এই ভাব ক্রমে মনে হইল বিলীন।
ভগবান ভাগবত ভক্ত একদিন॥

ভগবান, ভাগবত ও ভক্ত।

এই কালে একদিন শ্রীবিষ্ণু মন্দিরে।
ভাগবত পাঠকালে দেখেন অচিরে॥
ভগবান ভাগবত ভক্ত এক হয়।
জ্যোতির সংযোগে তাহা দেখিবারে পায়॥
বিগ্রহ হইতে জ্যোতি বাহির হইয়া।
ভাগবতে এসে লয় প্রভুতে যাইয়া॥

তোতাপুরীর উপদেশ।

সিংহ ও ভেড়া।

গর্ভবতী সিংহী এক শিকারের লোভে।
লম্ফ দিয়া পড়্ল যথা ভেড়াগণ শোভে॥
নিজে হ'লেন কুপোকাত গর্ভপাত হয়।
বাচ্চা কিন্তু বেঁচে গেল ভেড়া সঙ্গে রয়॥
ভেড়া ঘাস জল খেয়ে বনে' গেল ভেড়া।
গরু মোষ দেখা মাত্র ভয়ে হয় মেড়া॥
হেনকালে আসে এক সিংহ পশুরাজ।
ভেড়া-সিংহের ভাব দেখে সে পায় লাজ॥
যত পশুরাজ তাড়ে ভেড়া-সিংহ ছোটে।
ভ্যা ভ্যা করে' দৌড় মারে দলের নিকটে॥
তবে পশুরাজ তার ঘাড় ধরে' টানে।
একই থাবায় ভেড়া মেরে টেনে আনে॥
স্বচ্ছ সরোবর কাছে ভেড়া-সিংহে বলে।
মোর মত তোর মুখ দেখ দেখি জলে॥

আমিও যে পশুরাজ তুইও ত তাই।
ভয়ে কেন মরিস একটু মাংস খানা ভাই॥
তখন গর্জ্জিয়া সিংহ মাংস খেয়ে ফোলে।
লম্ফ মেরে বনে যায় ভেড়ার দল ফেলে॥
সেইরূপ জীব খায় কামনার ঘাস।
আত্মজ্ঞান-মাস খেয়ে কাটে অষ্টপাশ॥
যখন শ্রীগুরুদেব স্বরূপ দেখায়।
গুরু শিষ্য ইষ্ট তিন মিলে এক হয়॥

সিদ্ধায়ের পতন।

স্থির সিন্ধু মাঝে যায় পালভরে তরী।
সিন্ধু তীরে বসে সাধু ব্রহ্ম-ধ্যান ধারী॥
হঠাৎ আসিল ঝড় ঝুপড়ি উড়ে তায়।
সিদ্ধ সাধু বাক্যে ঝড় থামিল তথায়॥
কিন্তু সিন্ধু মাঝে ডুবে পালভারে তরী।
সঙ্গে ডুবে মরে বহু লোক সাঁতারি॥
নরহত্যা পাপে সাধু হইল পতন।
ধরম সিদ্ধাই দুই গেল অকারণ॥

ব্রহ্ম-বিজ্ঞান।

এ সময়ে পুরী স্বামী দেশে যেতে মন।
তাই রামকৃষ্ণে করে কথা উত্থাপন॥
প্রভু বলে বেদান্তের জ্ঞান না হ'লে।
কোথায় যাইবে তুমি আমারে ফেলে॥
তবে ন্যাংটা বলে এতে বহু দিন যাবে।
সমাধি সাধনে নিত্য নিজে টের পাবে॥
যখন বুঝিবে ব্রহ্মে লিঙ্গভেদ নাই।
নরনারী সমভাবে দেখিবে সদাই॥
পরে যবে নারী ল'য়ে থাকিতে পারিবে।
চিত্তবিকার নাহি কোনরূপে হ'বে॥
বহুদিন এইরূপে যে পারে থাকিতে।
ব্রহ্মবিজ্ঞানী সেই শাস্ত্রের কথাতে।
কোন সাধু এইরূপ নাহি চেষ্টা করে।
একমাত্র এ আরোপ সাজে গৌরী শঙ্করে॥
কভু যদি কেহ যায় এরূপ সাধিতে।
নিশ্চয় পতন তার হয় বিধি মতে॥

কিমিয়া বিদ্যা।

তোতা পুরী জানিতেন কিমিয়া বিদ্যায়
ধাতু হ'তে সোনা হয় যাহার প্রভায়॥
নিজ স্বার্থে নাহি হয় এ বিদ্যা সাধন।
পরার্থে হইতে পারে এর প্রয়োজন॥
বহু ন্যাংটা নিয়ে যবে মোহন্ত হইয়া।
নিঃসম্বলে চলে' যায় তীর্থ বেড়াইয়া॥
তখন যদ্যপি হয় ভিক্ষা অনটন।
এই বিদ্যা বহু কাজে আসিবে তখন॥
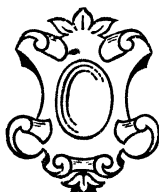
রাম লক্ষ্ণ।

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য তোতা পুরী।
দক্ষিণ সহরে যবে রহে বাস করি' ॥
হলধারী পাণ্ডিত্যের জ্ঞান অভিমানে।
ন্যাংটার সহিত হয় শাস্ত্র আলাপনে ॥
এইরূপে একদিন অধ্যাত্ম রামায়ণ।
পাঠকালে দেখে প্রভু শ্রীরাম লক্ষ্ণ ॥
কটিতে জাঙ্গিয়া পরা হস্তে ধনুর্ব্বাণ।
নদী তীরে যায় দ্রুত সীতা অন্বেষণ ॥
শিরীষ ফুলের বর্ণ শ্রীরাম শরীরে।
গলিত কাঞ্চন অঙ্গ রামানুজ ধরে ॥

সংযোগ।

মন্দিরে আসিল যবে পুরী মহারাজ।
পরে হলধারী ছাড়ে মন্দিরের কাজ ॥
অক্ষয় আসিল রামকুমারের ছেলে।
মাতৃহীন শিশুকালে প্রভু যারে পালে ॥

মহামায়ার ফাঁদ।

তোতা পুরী লম্বা দেহ পাঞ্জাবের গড়া।
বাংলা দেশে থাপি খান চেলা প্রেমে পড়া॥
বেদান্তী মগজ আর ইস্পাতী শরীর।
পরিপূর্ণ প্রাণ মন পাইয়া যোগীর॥
তার উপর ছিল মহা পুরুষ সঙ্গ।
সাধন সমর জয়ী মায়া করে' ভঙ্গ॥
এখন প্রভুর কাছে আদর খাইয়া।
বাঙ্গালার জল বায়ু তাহাতে লাগিয়া।
প্রথমে স্বাস্থ্য হানি বদহজমে হয়।
ক্রমে উহা পরিণত রক্ত আমাশয়॥
আমাশার কন্‌কনানি মোচড় কামড়।
তিন দিনে বাধে মন শরীর উপর॥
নির্ব্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন ব্রহ্ম রন্ধ্রে।
এখন আবদ্ধ তাহা মূলাধার চন্দ্রে॥
সাধন সমর জয়ী স্বামী তোতা পুরী।
মায়ার ফাঁদেতে পড়ি দেন গড়া গড়ি।

প্রথমে হইল যবে রোগ সূত্রপাত।
শিষ্য সঙ্গ না ছাড়িয়া হ'ন কুপোকাত॥
ঔষধ পথ্যেতে সেবা প্রভু করে যত।
কোন বাধা নাহি মানে রোগ বাড়ে তত
শেষেতে মথুরে বলি' বিশেষ প্রকারে।
চিকিৎসার পরিপাটি প্রভুদেব করে॥
নিয়ত সমাধি রত মন তাঁর হয়।
এখন সমাধি কালে দেহ ভুলে যায়॥
রাত্রেতে যন্ত্রণা তাঁর এতই বাড়িল।
সমাধি শয়ন চেষ্টা বিফল হইল॥
তখন করিয়া জোর আত্মজ্ঞানোপরে।
গঙ্গায় নামিল ন্যাংটা ভাসাতে শরীরে॥
ক্রমে ক্রমে গঙ্গা মাঝে যত চলে' যান।
পরপারে বৃক্ষ রাজি দেখিবারে পান॥
একি দৈবী মায়া বলি' হইলা গম্ভীর।
গঙ্গায় নাহিক জল ত্যজিতে শরীর॥
তখনি খুলিয়া গেল দিব্য দৃষ্টি তাঁর।
জ্যোতি রূপী মহামায়া আধেয় আধার॥

মহামায়ার কৃপা।

ব্রহ্ম ব্রহ্মময়ী এক মনে প্রাণে দেখে।
বেদান্তের ভক্তিবাদ সমাধির মুখে॥
একাদশ ইন্দ্রিয়ের বোধ অধিগম্য—
সাকার, বাহিরে রহে বোধাতীত ব্রহ্ম॥
'অম্বা' রবে তোতা পুরী মাতৃপদে লীন:
গঙ্গা হ'তে উঠে' ভাবে লয়ে' দেহ ক্ষীণ॥
পরিপূর্ণ শক্তিবাদ অবলম্বন নিয়ে।
কাটান যামিনী শেষ সমাধিতে শুয়ে'॥
প্রাতঃকালে রামকৃষ্ণ যান দরশনে।
নীরোগ শরীর দেখে প্রফুল্লিত মনে॥
ইঙ্গিতে ঠাকুরে তিনি বসাইলা পাশে।
সকলি কহিলা যাহা ঘটে রাত্র শেষে॥
"রোগের কারণে মহামায়া দেখা পাই।
দেখহ শরীরে মোর কোন রোগ নাই॥
আমারে বিদায় দাও তব মাকে বলে'।
এখানে রাখিয়া তিনি এই শিক্ষা দিলে॥

এতেক শুনিয়া প্রভু হেসে কথা ক'ন।
"ঝুটা বলি' মহামায়া না মান তখন॥
অগ্নির দাহিকা শক্তি অভেদ যেমন।
ব্রহ্ম শক্তি সেইরূপ অভেদ তেমন॥
তিনিই ধরা'য়ে দিলে তবে জীব ধরে।
নহে ঘুরে' মরে এই মায়ার সংসারে"॥
গন্ধর্ব্বের কণ্ঠে প্রভু গাইলেন গান।
যত শোনে তোতা পুরী কাঁদে অবিরাম॥
প্রাতে দুই গুরু শিষ্য শিবরাম প্রায়।
শ্যামার মন্দিরে গিয়ে ঢালিলেন কায়॥
উভয়ে বুঝিলা আজ মনে প্রাণে বেশ।
গুরু শিষ্য শিষ্য গুরু মিলনের শেষ॥
শরীরে পাইলে বল দুই দিন পরে।
প্রভুও বিদায় দেন, তোতা পুরী সরে॥

অদ্বৈত সিদ্ধি।

সম্পূর্ণ নির্ভর করি শ্রীপ্রভু এখন।
নিশ্চিন্ত হইয়া মার ধ্যান অনুক্ষণ॥
মায়ের মহৎ কার্য্য করিবার তরে।
বেদান্ত সাধন প্রভু করে তার পরে॥
অদ্বৈত ভাবের সিদ্ধি অধ্যাত্ম রাজ্যেতে।
ভাবাতীত ভূমি ইহা হয় শাস্ত্রমতে॥
সেই হেতু রামকৃষ্ণের অদ্বৈত সাধনা।
সকল ধর্ম্মের পথে করে আনাগোনা॥
দিনরাত পড়ে' থাকে বেহুঁস হইয়া।
কভু জ্ঞান অজ্ঞান, কভু দু'য়ে মিলিয়া॥
কভু দৃষ্ট হয় এই চিন্ময় জগত।
কভু কোথা থাকে জ্ঞান সৎ ও অসৎ॥

জগদম্বা দাসীর গ্রহণী।

জগদম্বা দাসী ছিল রাসমণির মেয়ে।
মথুর দোজপক্ষে যারে করেছিল বিয়ে॥
যে স্ত্রীর ভাগ্যে মথুর ধনের অধিকারী।
মরণ ব্যাধিতে ভোগে সে নারী সুন্দরী॥
বৈদ্য ডাক্তার সকলে চিকিৎসায় হারে।
উৎকট গ্রহণী রোগে আজ কাল মরে॥
এই দেখে' শেষে মথুর পাগল প্রায়।
বাবার নিকটে কেঁদে ব্যাকুলিত হয়॥
(বলে) আমার যা' হ'ক হ'বে ভাবি নাকো তাই।
তোমার সেবার মাত্র অধিকার চাই॥
মথুরের দৈন্য দেখি প্রভুর হ'ল দয়া।
ভাবাবিষ্ট হইলেন ভাবেতে অভয়া॥
বলিলেন কোন ভয় নাহি রেখো মনে।
জগদম্বা দাসী ভাল হইবে এক্ষণে॥
ঠাকুরে জানিত মথুর সাক্ষাত দেবতা।
বিদায় হইল সেই লইয়ে বারতা॥

বাড়ি গিয়ে দেখে জগদম্বা নিরাময়।
সেই ব্যাধি করেছিল শ্রীঅঙ্গ আশ্রয়॥
ছয় মাস প্রভু ভোগে উদর পীড়নে।
মথুর হৃদয় সেবা করে প্রাণপনে॥

নির্ব্বিকল্প ভূমি।

মন তাঁর সদা থাকে নির্ব্বিকল্প ভূমে।
পৃথক শরীর বোধ নহে মনে জ্ঞানে॥
এই কালে আসে সেথা বহু পরমহংস।
অস্তি ভাতি প্রিয়-আর জীব জগৎ অংশ
বিচারের জোরে ঘর মুখরিত হয়।
ঠাকুরের এক কথা মীমাংসা নিশ্চয়॥
এখন হইত তাঁর সহজ সমাধি।
নির্ব্বিকল্প অবস্থায় রহে নিরবধি॥

শরীরের বোধ তাঁর মনে নাহি থাকে।
সদ্য মৃত দেহ যেন ঢেকে ঢুকে রাখে॥
খাওয়া নাই শৌচ নাই নাহি কোন কথা।
নাড়িলে চাড়িলে বোধ মৃত অঙ্গ যথা॥
নাহি শ্বাস প্রশ্বাস নাহি নাড়ি চলাচল।
বুকের ঢিপ্ ঢিপা নাই অঙ্গ সুশীতল॥
এই ভাবে পড়ে' প্রভু থাকে নিশি দিন।
হৃদয় মথুর খুঁজে না পায় সুদিন॥
হেন কালে আসে এক সাধু "আশা" নিয়ে।
দেখে' মাত্র বোঝে সেই যোগের সহায়ে॥
নির্ব্বিকল্প সমাধিতে আছে এক হ'য়ে।
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ লোকে পড়ে বইএ॥
তখনি করিতে থাকে শ্রীঅঙ্গে আঘাত।
"আশার" প্রহারে প্রভু চাহে অকস্মাৎ॥
চাওয়া মাত্র মুখে খাদ্য দেয় দুই গ্রাস।
কিছু যায় মুখে কিছু বেয়ে পড়ে কশ॥

এই দেখে' সাধুজীর বাড়িল আগ্রহ।
নিত্য নিত্য করে প্রভুর শরীর নিগ্রহ॥
নির্ব্বিকল্প হ'তে দেহবুদ্ধি আনিতে।
কত জোরে কত আঘাত হইত করিতে॥
এই ফাঁকে কিছু কিছু খাওয়ান তাঁহারে।
তাই ত পরাণ ছিল ও-বর শরীরে॥
প্রায় মাস ছয় সেই সাধু এত করে'।
পরাণ করিলা রক্ষা দেহের ভিতরে॥

ভাব-মুখ।

যখন প্রভুরে হলধারী রেগে বলে।
ভাবের দর্শন তোর মাথার খেয়ালে॥
মাতারে শুধান প্রভু পূজার সময়।
কহ মাতা সত্য মিথ্যা হলধারী কয়॥
তখন কালিকা বলে ভাবমুখে থাক।
মূর্খ বলে' হলধারী করিল অবাক॥

এইবার প্রভু কেঁদে কেঁদে মারে ক'ন।
মূর্খ পেয়ে তাই মাগো ঠকালে এমন॥
কান্দিতে কান্দিতে প্রভু কুঠী ঘরে যান।
গৃহের মধ্যেতে ধূম্র জ্যোতি দেখ্‌তে পান॥
তার মাঝে দেখিলেন মুখভরা দাড়ি।
ভাবমুখে থাক তাঁকে বলে তাড়াতাড়ি॥
আবার এখন এই নির্ব্বিকল্প হ'য়ে।
ভাবমুখে থাক মাত্র বোঝেন নামিয়ে॥
এই ভাবমুখে থাকা বোঝা বড় দায়।
বাহ্য দশা অন্তর্দ্দশা অর্দ্ধবাহ্য হয়॥
বাহ্যেতে করেন প্রভু কীর্ত্তন আনন্দ।
অন্তরে দর্শন হয় শ্রবণের দ্বন্দ্ব॥
পর্দ্দার ভিতরে যেন থাকে মেয়েছেলে।
কাঁচের ভিতরে লণ্ঠনে বাতি জ্বলে॥
এর উপর দশা হ'লে মহাভাব হয়।
বাক্য মন প্রাণ কভু সেখানে না রয়॥

প্রথমে গানেতে বলে 'নিতাই মাতা হাতি'।
দ্বিতীয়েতে খালি বলে, 'হাতি হাতি হাতি'॥
তৃতীয়েতে হাঁ করে' হাত তুলে রয়।
প্রাণ মন নাই তাতে স্থানুর নিশ্চয়॥
রামচন্দ্র প্রিয় ভক্ত হনুমানে ক'ন।
বল হনু ভাব মোরে কখন কেমন॥
হনুমানে বলে প্রভু দেহ বোধ কালে।
তুমি হও প্রভু মুই দাস চিরকেলে॥
যখন নিজেরে জীব বলে' হয় জ্ঞান।
তুমি পূর্ণ আমি অংশ নয়কো সমান॥
আবার যখন নিজে থাকি আত্ম ভাবে।
তুমি আমি একই হই পরিপূর্ণ তবে॥
এই কালে ভাবমুখে-বহু দরশন।
পূর্ব্বে দেখেছিলা যাহা পরের ঘটন॥
বহু ভক্ত সেবায়েত রসদ্দার আদি।
ভাবেতে দেখেন কভু অথবা সমাধি॥

কেবা কোথা থেকে আসে কোথা যায় ভেসে।
কেবা কা'র অংশে জন্ম কেবা কার বশে ॥
এর পর পাবে সব যেখানে যেমন।
প্রভুর নিজের কথা মহা শক্তিমান ॥
কিরূপে হইবে ধর্ম্ম স্থাপন জগতে।
কিরূপে হইবে গ্লানি তাহার পরেতে ॥
কিরূপে তাঁহারে পুনঃ আসিতে হইবে।
কিরূপে আসিলে তাঁর কার্য্যে সিদ্ধ হ'বে ॥
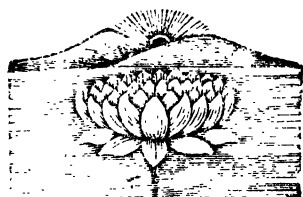
ইসলাম সাধনা।

ইং ১৮৬৭ সন, ১২৭৩ সাল।

গোবিন্দ রায় ছিল জাতিতে ক্ষত্রিয়।
অনেক প্রকারে করে ধর্ম্মের নির্ণয়॥
শেষেতে গ্রহণ করে মুসলমান ধর্ম্ম।
মোগল পাঠান শেখ সৈয়দাদি কর্ম্ম॥
সুফী সম্প্রদায়ভুক্ত বড়ই প্রেমিক।
পঞ্চবটী মূলে করে নেমাজ দৈনিক॥
তারে দেখে' প্রভু বড় আকৃষ্ট হইল।
মুসলমানী ধর্ম্ম প্রভু শিখিতে লাগিল॥
পরে প্রভু কল্‌মা পড়ে' হ'লেন মুসলমান।
কাছাখোলা চাপদাড়ি মুখে আল্লা নাম॥
এর পরে লেগে গেলো গভীর সাধনে।
নেমাজ আজান কালে শুধু রাত্র দিনে॥
কালীমাতার নাম নাই কালীবাড়ি যাওয়া।
মুসলমানী খাদ্যাখাদ্য আনাইয়া খাওয়া॥

আল্লাহ্ আক্বর আর রহমন রহিম।
লয়লা ইলল্লীল্ লা আর দীন্ দীন্॥
নেমাজে এতই মগ্ন প্রভু ভগবান।
প্রথম করিতে শেষ দ্বিতীয় লাগান॥
এইরূপে কেটে গেল তিন দিন রাত।
ভাবে আর সমাধিতে করি জোড় হাত॥
ভাবেতে দেখেন প্রভু দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী।
সুগম্ভীর জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ প্রহরী॥
সগুণ বিরাট্ ব্রহ্ম উপলব্ধি করে'।
তুরীয় নির্গুণ ব্রহ্মে মন প্রাণ হরে॥
নির্ব্বিকল্প সমাধিতে থাকিয়া থাকিয়া।
আল্লা খোদা দুই বাক্য ভাবেতে বলিয়া॥
কোরাণের একেশ্বর বেদান্তে অদ্বৈত।
নেমাজ করিবা মাত্র সমাধি হইত॥
শেষে দেখিলেন এক দেড়ে মুসলমান।
সান্‌কিতে ভাত নিয়ে সকলে খাওয়ান॥

নানা বর্ণ নানা জাতি হাড়ি মুচী ডোম।
সকলে খাইল শেষে আমিও খেলাম॥
এক পাত্র এক হাতা ঘৃণা নাহি হয়।
শেষে বুঝেছিনু মহম্মদ মহাশয়॥
আবার দেখিনু মাকে আল্‌খাল্লা পরা।
সিন্দুর তিলক নাই মুসলমানের ধারা॥
ত্রিভুবন টলে তাঁর চক্ষের পলকে।
একেশ্বর একেশ্বরী মিলিল সম্মুখে॥
দেখ হিন্দু মুসলমান কিসে এক হয়।
জমিতে পাঁচিল ঘেরা আকাশেতে নয়॥
দু'য়ে যদি কর্ত্তে পারে ধর্ম্মের উন্নতি।
হিন্দু মুসলমানে হ'বে সহজে পিরিতি॥
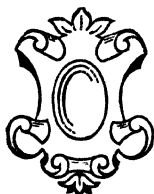
ভাবের দেখা।

ঘেসেড়া কাটিল ঘাস বাঁধে বড় বোঝা।
দুর্ব্বল শরীর, শিরে উঠান না সোজা॥
দেখিতে দেখিতে প্রভু হ'ল ভাবাবেশ।
পূর্ণ ব্রহ্ম হ'য়ে কেন বুদ্ধিতে নিরেস॥
দেখিয়া পতঙ্গ এক মার্গে বিদ্ধ কাঠি।
বলে রাম কেন কর আপন দুর্ঘটি॥
নব দূর্ব্বাদল সমাচ্ছন্ন স্থান দেখে।
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ভাবে থাকে সুখে॥
সহসা পথিক এক ঘাস মাড়াইয়া।
যাইতে লাগিল সেই নিজ পথ দিয়া॥
যাতনায় অস্থির চিত্ত হইলা অজ্ঞান।
যেন তাঁর বুকের উপরে কেহ যান॥
গঙ্গার ধারেতে ঝগড়া করে দাড়ি মাঝি।
ক্রমে মারামারি হয় বলদৃপ্ত পাজী॥
চাঁদনিতে বসিয়া প্রভু দেখে কুতূহলে।
দুর্ব্বলে নির্দ্দয়রূপে মারিতে সবলে॥

দেখিতে দেখিতে প্রভু চিৎকার করিয়া।
কান্দিতে লাগিল যেন প্রহার খাইয়া॥
মন্দির হইতে হৃদু ঘাটে এসে দেখে।
আরক্তিম ফোলা পিঠ অশ্রুভরা চোখে॥
দেখিয়া হৃদয় বলে, কি হ'য়েছে মামা।
কে করেছে হেন কাজ কে মেরেছে তোমা॥
শেষে প্রভু বলিলেন মাঝিদের কাণ্ড।
দেখে': শুনে' তাক্ লাগে যতেক পাষণ্ড॥

কামারপুকুর গমন।

ইং ১৮৬৮ সন, ১২৭৪ সাল।

গ্রীষ্ম গিয়েছে কেটে বর্ষা আগুয়ান।
ব্যাধিগ্রস্ত প্রভুদেব দেশে যেতে চা'ন॥
পেটের পীড়ায় এবে বড় কষ্ট পান।
হৃদয় মথুর দু'য়ে চিন্তে অবিরাম॥
লবণাক্ত গঙ্গাজল পেটেতে পড়িলে।
বাড়িবে পেটের পীড়া ঘোলা জল খেলে॥
সেই হেতু হৃদয় ব্রাহ্মণী নিয়ে সঙ্গে।
নানা দ্রব্য জগদম্বা দেন বাক্সতোরঙ্গে॥
বৃদ্ধা মাতা চন্দ্রা দেবী গঙ্গাতীরে বাস।
কামার পুকুর যেতে পুত্রকে আদেশ॥
ও-দেশেতে বহু গ্রামে যত লোক ছিল।
তাঁহার সাধন কথা প্রায় শুনেছিল॥
মনে মনে নানা ভাবে ভাবেন তাঁহারা।
না জানি কিরূপ হ'বে গদায়ের ধারা॥

কিন্তু যবে তিনি নিজে আইলেন কাছে।
'হাতে পাঁজি মঙ্গলবার' সব মিটে গেছে॥
সেই নাচ সেই গান হরি নামে মাতে।
সেই হাসি দিব্য ভাব সদা আছে তাঁ'তে॥
সহসা তাঁহার কাছে কথা কওয়া দায়।
থাকিলে তাঁহার কাছে সব ভুল যায়॥
কি যেন আনন্দ ভাব ভরে' উঠে প্রাণে।
চলিয়া যাইলে মন তাঁর কাছে টানে॥

শ্রীশ্রীঠাকুর ও ঠাকুরাণী।

ইং ১৮৬৮ সন, ১২৭৪ সাল।

কামার পুকুরে আসে মাতা ঠাকুরাণী।
সুরূপা সুলক্ষণা চতুর্দ্দশ বর্ষিণী॥
পিতৃগৃহ হ'তে মাতা যবে আসিলেন।
লোকচক্ষে স্বামী স্ত্রী একত্র হইলেন॥
রামকৃষ্ণের আদি শিষ্যা মা ঠাকুরাণী।
হেথা হ'তে সুরু হয় শিক্ষা দীক্ষা মানি॥

ছয় সাত মাস তিনি ছিলেন এখানে।
বাল্যবন্ধু নর নারী প্রায় সবে জানে॥
দিন রাত ধরে' হয় প্রীতি সম্মিলন।
যেমন সেখানে প্রভু এখানে তেমন॥
হাস্য কৌতুক খেলা পরিহাস মাঝে।
নশ্বর দেহের কথা ঠারে ঠোরে বোঝে॥
বলেন অনিত্য সব এক ধর্ম্ম স্থায়ী।
একমাত্র সত্য সেই ব্রহ্ম ব্রহ্মময়ী॥
আগে হ'তে বলে' গেছে পুরী মহারাজে।
যে হয় ব্রহ্মজ্ঞ সে-ই থাকে সর্ব্ব মাঝে॥
বৈরাগী বিজ্ঞানী সেই লয়ে' থাকে নারী।
লিঙ্গ ভেদ ব্রহ্মে নাই ঠিক দেখতে পারি॥
আত্মা বলিয়া উভে সম দৃষ্টি রাখে।
উভয়ে ব্রহ্মজ্ঞ হ'য়ে বিজ্ঞানেতে থাকে॥
সাধক হিসাবে নর নারী নহে উচ্চ।
সমাধি হইলে ব্রহ্ম বিজ্ঞানেতে তুচ্ছ॥

সেই হেতু হ'য়ে প্রভু এক মন প্রাণ।
মাতাকে করিতে চান ব্রহ্মেতে বিজ্ঞান॥
মাতা, ও যে পূর্ণ শক্তি আদ্যা ভগবতী।
গুরু হ'তে ন্যূন নয় যেন ফল্গু নদী॥
বাল্য কালে যবে দেশে দুর্ভিক্ষ হইলা।
নিজে মাতা খেচরান্ন সবে বিতরিলা॥
যদি তাহা উষ্ণ হয় পাখার বাতাসে।
নিজে করিতেন ঠাণ্ডা বহুল আয়াসে॥
নিজ বাটী গরুগুলি ঘাস জল বিনা।
উপবাসী র'বে জেনে দল কেটে আনা॥
পদ্মমুখী মাতা মোর পদ্ম বনে গিয়ে।
জলে ডুবে দল কেটে আনে সাঁতারিয়ে॥
চাষের সময়ে মাঠে কৃষাণ সকল।
চাষ করে সকালেতে হাল গরু দল॥
এ সবের খাদ্য নিয়ে মাতা নিজে যান।
পরিতোষ করে' সবে জলপান দেন॥
ছোট ছোট ভায়েদের পাঠশালে নিয়ে।
বর্ণ পরিচয় মাতা পড়ে মন দিয়ে॥

এইখানে হ'য়েছিল বর্ণপরিচয়।
সর্ব্ববর্ণময়ী মাতা সর্ব্ববর্ণময়॥
রান্নাকাজে বড় দড় মাতাঠাকুরাণী।
বিশেষে অতিথ্ সেবা দেব পূজা মানি॥
এইরূপে পিতৃগৃহে কাটাতেন কাল।
প্রভুর আদেশ পেয়ে ফিরে গেল হাল॥
শ্বশুর বাড়ীতে এল ঘরণী গৃহিণী।
লক্ষ্মী নারায়ণ যেন বৈকুণ্ঠ বাসিনী॥
যেমন বলেন প্রভু ঠিক বুঝে করা।
অতিথি দেবতা সেবা গৃহকর্ম্ম সারা॥
কেমনে করিতে হ'বে অর্থ বিনিময়।
কায় মন প্রাণ সব ভগবানে রয়॥
যখন যেতেন তিনি জল আনিবারে।
কলসী লইয়া একা দিনে বা রাত্তিরে॥
তাঁহার সহিত আসে দুই চারি নারী।
কা'রা তা'রা কোথা হ'তে আসে সারি সারি॥
মায়ের পরাণে কভু ভয় শঙ্কা নাই।
মানুষ শরীর নিয়ে ভয় ডর তাই॥

তবু লীলা চলে কভু ভয় ডর হ'লে।
এই সঙ্গিগণ এসে তাঁর সাথে মেলে॥
পাত্র ভেদে লোক সনে কিবা ব্যবহার।
গমনাগমনে যান বাহন প্রকার॥
অটুট ব্রহ্মের চর্য্যা কেমনেতে রয়।
আশ্চর্য্য আদর্শ নিজে বার বার কয়॥
পতিই সতীর গুরু শাস্ত্রের লিখন।
সকল জাতের গুরু হইল ব্রাহ্মণ॥
সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ গুরু আর কারো নয়।
যদিও তাহারে লোকে জগদ্‌গুরু কয়॥
মাতাও স্বামীকে ধরেন ঠিক ঠিক গুরু।
গুরুদেবঃ পরব্রহ্ম জ্ঞান হেথা সুরু॥
কামনার গন্ধহীন বিশুদ্ধ পিরিত।
জীবে কি বুঝিবে ইহা দেবে বিপরীত॥

ভৈরবী ব্রাহ্মণী।

ঠাকুরের রঙ্গ দেখে ভৈরবী ব্রাহ্মণী।
উল্টা সম্‌ঝালি রাম মনে মনে গণি॥
যেইরূপ ন্যাংটা সঙ্গে ঘনিষ্ঠ দেখিয়ে।
বারণ করিত বামৃণী প্রেম ভক্তি দিয়ে॥
ক্রমে শ্রদ্ধা হারাইল রামকৃষ্ণ 'পরে।
(বলে) 'আমিই করেছি চক্ষু দান যে তাহারে'॥
কখন করিত ঝগড়া মেয়েদের সনে।
মাতা ও ঠাকুর তাঁরে গুরু বলে' মানে॥
ক্রমে ক্রমে বাড়ে তাঁর গর্ব্ব অহঙ্কার।
না পারে করিতে বামৃণী ঠিক ব্যবহার॥
একদিন চিনিবাস বুড়ো শাঁখারী।
আদি ভক্ত গদায়ের শিশুদেহ ধারী॥
প্রসাদ পাইয়া নিজে উচ্ছিষ্ট উঠায়।
বার বার বামৃণী মানা করিল তাহায়॥
ভক্তপ্রাণ ভাল চিনে বামৃণী বিধিমতে।
সেই হেতু তার এঁটো নেয় নিজ হাতে॥

এই দেখে' চটে গেল হৃদয় ঠাকুর।
বলে তোমা করে' দিব ঘর হ'তে দূর॥
রাগেতে ব্রাহ্মণী কভু কারো ছোট নয়।
(বলে) শীতলার ঘরে মনসা থাকিবে নিশ্চয়॥
ব্রাহ্মণীর সাধনা কভু কিছু ছোট নয়।
তা' না হ'লে গুরু করে' রামকৃষ্ণ নেয়॥
যখন ব্রাহ্মণী এবে ধ্যানেতে বসিলা।
প্রভুদেব নারায়ণ দেখিতে পাইলা॥
বিচার বিবেক তার খুলে গেল আজ।
আত্ম দরশনে দেখে মন-রূপ সাজ॥
ন্যাংটা যবে করা'ল বেদান্ত সাধন।
ব্রাহ্মণীর মানা প্রভু না শুনে তখন॥
এখনো মাতা দেবীর উত্তর সাধক।
মাত্র তিনি দেখিছেন কর্ম্মে অকর্ম্মক॥
ব্রাহ্মণী করিয়া মনে বিচার বিবেক।
মনে মনে ভাবে সেই রামকৃষ্ণ দেব॥

প্রথম দর্শন যবে ছ'বছর আগে।
নিজ ইষ্ট দরশন যার দেহভাগে॥
নিজে যারে অবতার বলিয়া প্রমাণ।
করেছে পণ্ডিত সভায় শাস্ত্রের ব্যাখ্যান॥
প্রভুর কৃপায় বুঝে নিজের অভাব।
বীরাচার-সাধিকার নাহি দিব্যভাব॥
এই সব মনে মনে বিচার করিয়া।
ব্রাহ্মণী চলিয়া যায় কাশী উদ্দেশিয়া॥
একদিন ভক্তি ভরে পুষ্পমাল্য দিয়ে।
পূজিলা শ্রীপ্রভুদেবে গৌরাঙ্গ ভাবিয়ে॥

মীনরূপী।

একদিন তাঁর কাছে বহু মেয়ে আসে।
ধর্ম্মকথা শুনিবারে নানারূপ ভাষে॥
হঠাৎ হইল তাঁর ভাব মনে মনে।
মৎস্য হ'য়ে জলে ক্রীড়া সাগরের সনে॥
অর্দ্ধবাহ্য দশা হ'তে অন্তরেতে যান।
সেই কালে কোন মেয়ে কোন কথা ক'ন॥
অন্য মেয়ে সে সময়ে তারে বকে কসে'।
(দেখ) মীনরূপী ভগবান সাগরেতে ভাসে॥
সমাধি ভঙ্গের পর অন্য লোক পুছে।
সত্য নাকি মীনরূপে সাগরের কাছে॥
আশ্চর্য্য এ গুহ্য কথা মেয়ে জানে কিসে।
শুনিয়া তাহার কথা প্রভু ভাবে শেষে॥
প্রায় সাত মাস গত কামার পুকুরে।
এবে ফিরে আসে প্রভু দক্ষিণ সহরে॥
এখন শরীর তাঁর সুস্থ ও সবল।
কোন রোগ নাহি তাহে গিয়াছে সকল॥

সপ্তম অধ্যায়।

তীর্থ যাত্রা।

ইং ১৮৬৮-সন, ১২৭৪ সাল।

জগদম্বা শ্রীমথুর তীর্থ করিবারে।
বার বার অনুরোধ করেন তাঁহারে॥
মাতা ও হৃদয় যদি থাকে তাঁর কাছে।
তীর্থে যেতে তাঁর কোন বাধা নাহি আছে॥
শতাধিক লোক প্রায় সঙ্গেতে লইয়া।
চারিখানি রেলগাড়ি রিজার্ভ করিয়া॥
যথা ইচ্ছা এই চার গাড়ি কেটে রাখে।
বৈদ্যনাথে প্রথমেতে পূজা হেতু থাকে॥

প্রথম সেবাধর্ম্ম।

এখানে হইল এক বিশেষ ঘটনা।
দীনহীন নরনারী না যায় গণনা॥
এত দুখী দেখে প্রভু কহেন মথুরে।
দীন সেবা কর তুমি শিবজ্ঞান করে’॥

মথুর বলিল বাবা তীর্থ যেতে যেতে।
এত অর্থ কোথা পাব এদের খাওয়াতে॥
ঠাকুর কহেন তুমি মায়ের ভাণ্ডারী।
মার ধন ছেলে খাবে না হও হন্তারী॥
অনেক মানুষ এরা বহু অর্থ চাই।
এত টাকা মোর কাছে এখন ত নাই॥
কান্দিতে কান্দিতে প্রভু দুখী-জন-মাঝে।
বলেন কাশী যাওয়া আমার না সাজে॥
তখন মথুর অন্ন বস্ত্র আনাইয়া।
জীব সেবা সুরু করে শিব জানিয়া॥
এখানে হইল রামকৃষ্ণ কর্ম্ম সুরু।
রোপিলেন রামকৃষ্ণ বৃক্ষ কল্পতরু॥
মাথা কামাইয়া তাঁদের তেল মাখাইয়া।
নূতন বসন দেন শরীর ঢাকিয়া॥
ভাল করে' খাওয়ালেন অন্ন ব্যঞ্জন।
আনন্দে হাসিল সেই দীনহীনগণ॥

কাশীধাম।

ইং ১৮৬৮ সন, ১২৭৪ সাল।

এখান হইতে পরে কাশীধামে যাওয়া।
হৃদয় ঠাকুর মাঝ পথে পড়ে' রওয়া॥
মথুর করিল তার কাশীধাম হ'তে।
রাজেন লইয়া আসে হৃদয়ে গাড়িতে॥
কেদার ঘাটেতে দুই বাড়ী ভাড়া নিয়া।
আশাসোঁটাধারী দ্বারবান্ দ্বারে দিয়া॥
মুক্তহস্তে ব্যয় হয় এখানে প্রচুর।
দেখিয়া সকলে বলে রাজার ঠাকুর॥
বিশ্বনাথ দরশনে পালকি করিয়া।
প্রভুদেব যান সঙ্গে হৃদয়ে লইয়া॥
বিশ্বনাথের স্বর্ণ কাশী সর্ব্বলোকে কয়।
ষাঁড় সিঁড়ি নেড়া নেড়ী গলি ঘুঁজিময়॥
ইট পাথরে পাকা বাড়ী লোহা আর কাঠে।
উঁচু চূড়া গণ্ডা গণ্ডা শিব মন্দির ফাটে॥

পাণ্ডা গুণ্ডা হ'ন না ঠাণ্ডা যত পার দাও।
(আবার মেকী) পাণ্ডা হ'বেন ঠাণ্ডা মার্‌তে পার্‌লে দাঁও॥
দণ্ডীস্বামী পরমহংস সাধু ব্রহ্মচারী।
ভৈরবী অঘোরী আলেখ ন্যাংটা জটাধারী॥
ভাল মন্দ সবার আছে টুক্‌রীঝুলী।
বাগে পেলে কেবা সাধু কারে চোর বলি॥
এই কাশীতে এলেন প্রভু মথুর সহিত।
প্রত্যক্ষ সুবর্ণ কাশী ভাবেতে উদিত॥
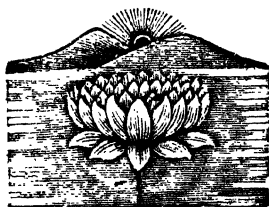
সুবর্ণ কাশী।

মথুরে বলেন দেখ সব স্বর্ণময়।
মথুর নাহিক দেখে কিছু সে সময়॥
তবে ত ঠাকুর তার হাত ধরে' কয়।
মথুর দেখিল স্পষ্ট সোনা ছাড়া নয়॥
পাল্কি করে' যান প্রভু কেদারের ঘাটে।
চিন্তিত হইলেন বড় শৌচাদি সঙ্কটে॥
জানিয়া এসব কথা মথুর সুমতি।
অসি পারে আনাগোনা করিল যুকতি॥
প্রাতঃকালে পাল্কি করে' যান অসি পারে।
শৌচাদির অন্তে পুনঃ আসে ঘরে ফিরে॥
পাল্কিতে বসিয়া প্রভু ভাবে হ'ন ভোর।
সকল দেবতা স্থানে কেদারে বিভোর॥

কাশীতে মৃত্যুই মুক্তি।

পঞ্চ তীর্থ দরশনে নৌকা করে’ যান।
মণিকর্নিকার সামে সমাধিস্থ হ’ন॥
সব স্থানের গাম্ভীর্য্য এক সঙ্গে করে’।
কে যেন রেখেছে সেথা গঙ্গার কিনারে॥
নৌকার কিনারে স্থির হ’য়ে দাঁড়াইয়া।
জ্যোতিঃপূর্ণ হাস্যমুখ ভাবেতে ভরিয়া॥
পড়িবার ভয় করে’ মাঝিরা চেঁচায়।
মথুর হৃদয় দু’য়ে নিকটে দাঁড়ায়॥
ভাব ভঙ্গে হৃদয়ে মথুরে ডাকি’ ক’ন।
দীর্ঘ শুভ্র জটাধারী ভাবেতে দর্শন॥
চিতা পাশে গিয়ে শিব শবদেহ কানে।
তারক-ব্রহ্ম নাম দেন মৃত জীব শুনে॥
শক্তিময়ী জগদম্বা মহাকালী রূপে।
খুলে দেন মায়ার ফাঁস সংস্কার চাপে॥
নির্ব্বাণের দ্বার খুলি নিজে মহামায়া।
অখণ্ডের ঘরে তারে দেন পাঠাইয়া॥

ত্রৈলঙ্গ স্বামী।

মাঝে মাঝে যাওয়া হয় সাধু দরশনে।
বিশেষে ত্রৈলঙ্গস্বামী মণিকর্নি স্থানে॥
শ্রীত্রৈলঙ্গ রামকৃষ্ণে নস্যদানি দিয়া।
আদর সম্মান করে কাছে বসাইয়া॥
তাহার ইন্দ্রিয় দেখি শরীর গঠন।
হৃদয়ে বলেন পরমহংসের লক্ষণ॥
পরমহংসের শ্রেষ্ঠ শ্রীত্রৈলঙ্গ স্বামী।
উনিই শ্রীবিশ্বনাথ এই আমি জানি॥
মণিকর্নিকার পাশে ঘাট বাঁধাইতে।
সংকল্প করেন স্বামী বহু বিধিমতে॥
হৃদয়ে বলেন প্রভু করিতে সাহায্য।
কোদালে কাটিয়া মাটি ফেলে কর কার্য্য॥
নিত্য নিত্য প্রভুর সেথা যাওয়া আসা।
স্বামিজীকে সঙ্গে নিয়ে মথুরের বাসা॥
স্বহস্তে খাওয়ান তাঁরে পায়েস প্রচুর।
ভাগ্যবানে দেখে লীলা শ্রেষ্ঠ সুমধুর॥

প্রয়াগরাজ।

সকলে প্রয়াগে গিয়ে মুড়াইল মাথা।
কোন কাজ নাই তাঁর শোন বলি কথা॥
দয়ানন্দ সরস্বতী আর্য্য সমাজ নেতা।
শ্রেষ্ঠ চেলা আসে তার প্রভু যান যথা॥
প্রপঞ্চ মায়ার খেলা নামরূপে হয়।
চেলা তার বার বার এই কথা কয়॥
প্রভু বলে ভক্তিযোগে ভাব মহাভাব।
বৈরাগী বৈষ্ণব সাধুর নাহিক অভাব॥
তর্কবাগীশ বৈদান্তিক তর্ক নাহি ছাড়ে।
অধ্যাস জাগ্রত স্বপ্ন নামরূপে বাড়ে॥
অদ্বৈত বেদান্ত কথা শুনে' অতঃপর।
নির্ব্বিকল্প সমাধিস্থ হ'লেন ঈশ্বর॥
কোন রূপে এ সমাধি নাহি ভঙ্গ হয়।
ঝুসি হ'তে বহু সাধু আইল তথায়॥
বহু নামী সাধু এসে পায়ে লুটে পড়ে।
আদর্শ অদ্বৈত পদ কাড়াকাড়ি করে॥

পণ্ডিতেরা বলে মিছে শাস্ত্র পড়ে' মরি
শাস্ত্র প্রতিপাদ্য মর্ম্ম চোখেরি উপরি ॥
পুনঃ কাশী যেয়ে প্রভু একপক্ষ বাস।
বৃন্দাবন ধামে পরে যাইতে প্রয়াস ॥

শ্রীবৃন্দাবন।

নিধুবনে বাড়ী নিয়ে অবস্থান হয়।
পূর্ব্ব মত দান ধ্যান এখানেও হয় ॥
জগদম্বা শ্রীমথুর দম্পতি হইয়া।
দেব দেবী দরশন গিনি টাকা দিয়া ॥
শ্যামকুণ্ডু রাধাকুণ্ডু গিরি গোবর্দ্ধন।
দর্শন করিয়া প্রভু শৃঙ্গে আরোহণ ॥
সাধক সাধিকা দেখে দেবদেবী আর।
বড়ই আনন্দ পাইয়া গঙ্গা মাতার ॥
তার অঙ্গ দেখাইয়া হৃদয়েরে কন।
বড়ই উচ্চ অবস্থা ইহার এক্ষণ ॥

গঙ্গামাতা ও ঠাকুর।

গঙ্গামাই রামকৃষ্ণ করে বলাবলি।
তুমি মোর প্রিয় অতি ব্রজকি দুলালি ॥
প্রভু কহে মোরে তুমি কেমনে জানিলা।
মাতা কহে মন প্রাণ আমারে কহিলা ॥
প্রভু বলে তুমি হও সাধিকা প্রধানা।
গঙ্গামাতা কহে তব সব আছে জানা ॥
প্রভু কহে মোর পেটে কিছু নাহি সহে।
মাতা কহে তোমা তরে সব ঘরে রহে ॥
প্রভু কহে ব্যাধি হ'লে মলমূত্রে ভাসি।
মাতা বলে নিজ হাতে দিব মুছি ঘসি ॥
প্রভু বলে তবে তোর কাছে আমি রব।
ব্রজেশ্বরী তুমি রাই দাসী আমি তব ॥
গঙ্গামাতা কোলে করি প্রভুরে খাওয়ান।
ভাবে গদগদ তনু সমাধি প্রয়ান ॥
হেন কালে মথুরে হৃদয়ে কথা হয়।
কেমনে তাঁহারে নিয়ে ঘরে যাওয়া যায় ॥

এক হাতে গঙ্গামাতা ঠাকুরে ধরিয়া।
অন্য হাতে হৃদু মথুর টানিয়া রাখিয়া॥
হেন কালে হৃদু বলে বুড়ী চন্দ্রা মারে।
গঙ্গামায়ে ক'ন প্রভু মাতৃসেবা তরে॥
তবেত ছাড়িয়া তাঁরে গঙ্গামাতা ক'ন।
মোর হৃদে থেকো তুমি সদা সর্ব্বক্ষণ॥

পুনঃ কাশীধাম।

এক পক্ষ পরে পুনঃ কাশীধামে আসা।
দেখে বিশ্বনাথ স্বর্ণ অন্নপূর্ণা খাসা॥
দর্শন করিয়া যান চৌষট্টি-যোগিনী।
হঠাৎ দেখিতে পান ভৈরবী ব্রাহ্মণী॥
মোক্ষদা নামেতে এক ভক্তিমতী নারী।
যার সাথে বাস করে মাতা যোগেশ্বরী॥
রাজবাড়ী যান প্রভু মথুর সহিত।
বিষয়ের কথা বার্ত্তা হয় চারিভিত॥

মথুর হৃদয় ব্যস্ত সকলের সাথে।
প্রভু মোর বলে "মাগো" কান্দিতে কান্দিতে॥
"দক্ষিণ সহরে আমি ছিনু যে গো ভাল।
বিষয়ীর সংস্পর্শে অঙ্গ জ্বলে গেল"॥

পুনঃ বৃন্দাবন ধামে।

পুনরপি কাশী হ'তে বৃন্দাবনে যান।
ব্রাহ্মণীও তাঁর সাথে করিলা গমন॥
ঠাকুর কহিলা কর বৃন্দাবনে বাস।
লোকে বলে সেইখানে দেহ তার নাশ॥
যখন শ্রীবৃন্দাবনে প্রভুর অবস্থান।
শুনিতে হইল ইচ্ছা বীণের বাদন॥
বৃন্দাবনে নাহি ছিল কোন বীণকার।
কাশীতে মিলিল এক মহেশ সরকার॥
মদন পুরাতে ঘর অভিজ্ঞ বাদক।
রাগ রাগিনীর তান মীড় ও গমক॥

বীণের ঝঙ্কার শুনি মাত্র প্রভু দেব।
ভাবাবিষ্ট নির্ব্বিকল্প সমাধির ভাব॥
অর্দ্ধবাহ্য ভাব এলে শ্যামা মাকে ক'ন।
হুঁশ দাও মা আমায় শুনিবারে বীণ॥
পরে বেশ ভাল করে' শুনিতে শুনিতে।
আনন্দে করেন গান বীণের সহিতে॥
অপরাহ্ন হ'তে রাগ রাগিণীর ঠাট।
সুরের ঝঙ্কারে সুখে বাজে রাত্র আট॥
মহাদরে সরকার করায় জলযোগ।
তদবধি শ্রবণ দর্শন নিত্য হোক॥
ঠাকুর বলেন এই মহেশ সরকার।
মত্ত হয় এক কালে বীণা বাজাবার॥
কাশী হ'তে শ্রীমথুর গয়া যেতে সাধ।
প্রভু না যাইতে হ'ল সাধে পরমাদ॥

তীর্থবাস অন্ত।

ইং ১৮৬৯ সন, ১২৭৫ সাল।

এইরূপে প্রায় চারি মাস তীর্থ করে’।
পুনঃ আসিলেন প্রভু দক্ষিণ সহরে॥
বৃন্দাবনের নানা তীর্থ হ’তে রজঃ এনে।
ছড়াইয়া দেন প্রভু পঞ্চবটী স্থানে॥
সাধন কুটীরে নিজ বাকী রজঃ দিলা।
বলিলেন এই স্থান বৃন্দাবন হ’লা॥
পরে বহু বৈষ্ণব গোঁসাই আবাহন।
মথুরের দ্বারা প্রভু মোচ্ছব করান॥
গোঁসায়ে দক্ষিণা দেন ষোল টাকা করে’।
টাকা টাকা দোয়া হয় বৈষ্ণব ঠাকুরে॥

ম্যালেরিয়া।

বছরেক পূর্ব্বে দেশে আসে ম্যালেরিয়া।
বহু গ্রাম গঞ্জ হাট ক্রমেতে নাশিয়া॥
চাষ বাস কমে' যায় লোকের অভাবে।
কোথা কে মরিল বলে' খোঁজ হয় তবে॥
এই কালে বহু জন বিয়োগ কারণ।
অবশিষ্ট মধ্যে বহু বৈরাগ্য গ্রহণ॥
এ সময় হ'তে প্রায় দু'বছর পরে।
হ'য়েছিল মন্বন্তর বিবিধ প্রকারে॥
প্রায় অর্দ্ধ বঙ্গবাসী সে সময়ে মরে।
বহু স্থানে বহু ধনী অন্নছত্র করে॥

হৃদুর বৈরাগ্য।

এই কালে হৃদয়ের স্ত্রীবিয়োগ হয়।
সংসারের প্রতি তার বৈরাগ্য উদয়॥
মামার উপরে তার সেবা ভালবাসা।
ভোগের বাসনা নিজ মনে করে বাসা॥
মনে তার নাহি ছিল ভক্তি আর ভাব।
দেখে প্রভুর দিব্য ভাব না বুঝে অভাব॥
সকল সাধুর কাছে রামকৃষ্ণের খ্যাতি।
শুনে' ভাবে মনে ধর্ম্ম হ'বে রাতারাতি॥
যখন হইবে ধর্ম্ম করিতে বাসনা।
মামারে ধরিয়া সেই করিবে সাধনা॥
পরকালের ভাবনা মিছে মরে ভেবে।
মামার কৃপায় শ্রেষ্ঠ গতি সেই পাবে॥
হৃদয় এখন কিন্তু মনোযোগ দিয়া।
কালী মার পূজা করে তন্ময় হইয়া॥
পৈতা কাপড় খুলি ধ্যানে বসে' যায়।
ঠাকুরে ধরিয়া বলে করহ উপায়॥

প্রভু বলে তোর কোন সাধনে কাজ নাই।
সেবায় মিলিবে তোর সকল সিদ্ধাই॥
উভয়ে থাকেন যদি ভাবেতে বিভোর।
কে বল দেখিবে কারে, হবে কষ্ট ঘোর॥
হৃদয় না শুনে কথা বলে বার বার।
ঠাকুর বলেন ইচ্ছা যা' হয় শ্যামার॥
এর কিছু দিন পরে পূজার সময়ে।
জ্যোতি মূর্ত্তি দেখে হৃদু অর্দ্ধবাহ্য হ'য়ে॥
হৃদয়ের ভাব দেখে' মথুর কহিলা।
(বাবা) "হৃদয়ের ভাব হ'ল একি তব লীলা॥
আমরা দুই নন্দী ভৃঙ্গী তব পাশে রব।
তব কৃপা পেয়ে তব চরণ সেবিব"॥
আর এক রাত্রে প্রভু পঞ্চবটী যান।
হ'বে কোন আবশ্যক গাড়ু গামছাখান॥
লইয়া হৃদয় যায় পিছনে পিছনে।
অপরূপ দরশন হয় সেইক্ষণে॥

প্রভুর বিদেহ হ'তে জ্যোতিরাশি গিয়ে।
আলো করে পঞ্চবটী চক্ষু ধাঁধা দিয়ে।।
চরণ না স্পর্শ করে মাটি পৃথিবীর।
শূন্যই বহন করে জ্যোতির শরীর।।
বার বার নিজ চক্ষু মার্জ্জিত করিয়া।
ঠিক পূর্ব্বরূপ দেখে ঠাকুরে চাহিয়া।।
পরে নিজ দেহ হুবহু দেখিবারে পায়।
দিব্য জ্যোতি দেহধারী দেবতা সেবায়।।
এক দেহ হ'তে অংশ বিশেষ করিয়া।
সেব্য সেবকের রূপে জগতে আসিয়া।।
দেখিতে দেখিতে প্রাণ ভাবানন্দ ভরে।
পঞ্চবটী তোলপাড় করে সে চিৎকারে।।
শুন রামকৃষ্ণ আমরা মানুষ নই।
এখানেতে কেন, চল দেশে দেশে যাই।।
তুমি আমি করি এস জগত উদ্ধার।
থাম হুদু প্রভু কহে না কর চিৎকার।।

অত করে' কেন হাঁক কি হয়েছে তোর।
জড় করে' দে মা ওরে শক্তি নাহি ওর।।
তখন হৃদয় বলে মামা কি করিলে।
দর্শন আনন্দ নাহি হ'বে কোন কালে।।
হয়নি এখন দরশনের সময়।
সময় আসিলে সব হইবে উদয়।।
এতেও প্রভুর বাক্য না শুনে হৃদয়।
সাধন ভজন তার মনেতে উদয়।।
কথা নাহি শুনে হৃদু করে বাড়াবাড়ি।
প্রভুর আসনে ধ্যানে বসে তাড়াতাড়ি।।
এক রাত্রে প্রভু যবে পঞ্চবটী যান।
কাতর কণ্ঠের ধ্বনি শুনিবারে পান।।
'পুড়ে মলেম ওগো মামা বাঁচাও আমায়'।
ঠাকুর বলেন বল কিবা তোর হয়।।
হেথায় আসনে আমি বসে' ধ্যান করি।
আগুন পড়েছে গায়ে অঙ্গ জ্বলে' মরি।।

শ্রীহস্ত বুলায়ে প্রভু শান্ত করে দেন।
(বলেন) সেবায় হইবে তোর কি কাজ সাধন॥
তখন হইল শান্ত সকল যন্ত্রণা।
সেই হ'তে নাহি করে ভজন সাধনা॥

হৃদয়ের দুর্গাপূজা।

হৃদয়ের বড় ভাই রাঘব এখন।
বাবুর মহলে করে খাজনা সাধন॥
এই করে' কিছু টাকা উপার্জ্জন হয়।
চণ্ডীর মণ্ডপ এক বানাইল তায়॥
বৈমাত্রেয় ভাই ছিল গঙ্গানারায়ণ।
দুর্গাপূজা করিবার বাসনা জানান॥
তাহার মৃত্যুর পর হৃদয়ের সাধ।
শ্রীদুর্গা পূজিতে হ'বে মনের আহ্লাদ॥

মথুর শুনিয়া কথা করেন সাহায্য।
নাহি ছাড়ে রামকৃষ্ণে যাহা তাঁর ন্যায্য।।
ঠাকুর বলেন তারে করিতে পূজন।
ভক্তিভরে তিন দিন শ্রীদুর্গা চরণ।।
সূক্ষ্ম শরীরে আমি নিত্য সেথা যাব।
কেহ না দেখিবে শুধু তোরে দেখা দিব।।
তন্ত্রধারী একজন ব্রাহ্মণ রাখিয়া।
নিজ ভাবে কোরো পূজা প্রেমভক্তি দিয়া।।
শুষ্ক উপবাসে পূজা করা ভাল নয়।
মিশ্রী গঙ্গাজল দুধে পিত্ত নাশ হয়।।
উপবাসে পিত্তবৃদ্ধি মুখে গন্ধ হ'লে।
নিজের লাগে না ভাল অন্যে যায় চলে।।
কে হইবে তন্ত্রধারী কে গড়ে ঠাকুর।
এই সব উপদেশ দিলেন প্রচুর।।
এই ভাবে পূজা সুরু কর যদি তুমি।
গ্রহণ করিবে তবে জগত জননী।।

দেশে গিয়ে হৃদু এই মত পূজা করে।
সন্ধ্যাকালে প্রতিদিন দেখেন মামারে॥
ইহাতে হইল তার আনন্দ প্রচুর।
জ্যোতির্ম্ময় দেহে আসে ভাবের ঠাকুর॥

মথুর বাবুর দুর্গাপূজা।

কত বার কত দিন মাড়েদের বাড়ী।
জানবাজারে যান প্রভু চড়ে' জুড়ীগাড়ী॥
কতদিন থাকে সেথা কোন সময়েতে।
ইহার নির্ণয় করা নয় বিধিমতে॥
গাড়ীতে দেখিয়া তাঁরে ফৌজ কোম্পানীর।
আচম্বিতে থামে পথে দেখি গুরুজীর॥
ফৌজদার কর্ণেলে বলে ধর্ম্মের নীতি।
জুড়ীগাড়ী 'পরে তাঁরে বন্দে ফৌজরীতি॥

যে বৎসরে হৃদু পূজা করে দেশেতে।
মথুর করেন পূজা ঠাকুর সহিতে॥
চন্দ্র হালদার মারে লাথি বুট পরে' পায়।
সমাধিস্থ প্রভুদেব আঁধার বেলায়॥
ঠাকুর না ক'ন কিছু মথুর সহিত।
(তবু) হাল্‌দারের আনা গোনা হইল রহিত॥
প্রতিমার পাশে তিনি চামর ধরিয়া।
ব্যজন করেন মারে কামিনী হইয়া॥
এমন সাজন তাঁর চলন বলন।
মথুর না চিনে তাঁরে অবাক কথন॥
এর পর হ'ল যবে বিজয়া সময়।
প্রতিমার বিসর্জ্জন মথুর না চায়॥
ঠাকুরের কথা শুনে' শেষে রাজী হয়।
ধ্যানেতে জননী তব হৃদয়েতে রয়॥
এর পর একদিন পোড়ে পিঠ শুলে।
সমাধিস্থ প্রভুদেব হুঁশ নাহি জ্বলে॥

এই পোড়া ঘা হ'তে সেবার কারণে।
অনুতপ্তা জগদম্বা নিজ ঘরে আনে॥
স্বামী স্ত্রী দুই জনে দুই পাশে শুয়ে'।
শিশু সনে রাখে তাঁরে খেলনাদি দিয়ে॥
একদিন ঠাকুরে মথুর ডেকে কয়।
আমাদের কথা কাজ শোনা দেখা যায়॥
ঠাকুর বলেন পাই দেখিতে শুনিতে।
নাহি কিছু মনে হয় আমার তাহাতে॥

হৃদয়ের দ্বিতীয়বার বিবাহ।

এর পর পুনঃ হৃদু বিবাহ করিয়া।
দক্ষিণ সহরে থাকে পূজারী হইয়া॥
প্রভু বলে তিনবার করিয়া পূজন।
তৃতীয় বৎসরে পূজা কোরো উদ্‌যাপন॥
চতুর্থ বারেতে বিঘ্নে পূজা বন্ধ তায়।
কথা নাহি শুনে হৃদু করে হায় হায়॥

অক্ষয়।

ইং ১৮৭০ সন, ১২৭৬ সাল।

রামকুমারের পুত্র অক্ষয় কুমার।
মাতৃহীন শিশু পায় আদর সবার॥
বাল্যকাল হ'তে সেই রাম অনুরাগী।
কুলদেবে পূজা করে ধ্যানমগ্ন যোগী॥
দক্ষিণ সহরে এসে রাধা শ্যামে পূজে।
ঘণ্টা দুই ধরে' পূজা করে নানা সাজে॥
পূজাকালে তার মন এত স্থির হয়।
বহুলোক গতায়াত খেয়ালে না যায়॥
পঞ্চবটী স্থানে তার শিব পূজা হয়।
পূজা সমাপনে তার কাল কেটে যায়॥
স্বপাক ভক্ষণ হয় ভাগবত পাঠ।
অনুরাগে হ্রাস প্রাণায়ামের সাধ॥
কখন পড়িত রক্ত স্ফীত তালু হ'তে।
বড় প্রিয় ছিল সেই রাগ ও ভক্তিতে॥
প্রায় তিন বর্ষ পরে তার হ'ল বিয়ে।
কঠিন পীড়ায় ভোগে শ্বশুরালয় গিয়ে॥

ভাল হ'য়ে এল সেই দক্ষিণ সহর।
হেথায় হইল তার পুনরায় জ্বর ॥
গোড়া থেকে বলে প্রভু ভাল গতি নয়।
ভাল করে' দেখা তারে বাঁচা দায় হয় ॥
শেষে রোগ বাড়াবাড়ি প্রাণ হানচান।
প্রভু বলে বল গঙ্গা নারায়ণ রাম ॥
মরিলে অক্ষয় প্রভু ভাবে নিমগন।
সবে কান্না কাটি, তাঁর সহাস্য বদন ॥
ভাব ভঙ্গ হ'লে প্রাণে কষ্ট এত হয়।
বুকের মাঝেতে যেন গামছা নিংড়ায় ॥
কুঠীর বাড়ীতে সেই মরিবার পরে।
কভু আর যাওয়া নাই হয় সেই ঘরে ॥
এই ঘরে ছিলা প্রভু দ্বাদশ বরষ।
প্রায় সব সাধনের গূঢ়তর রস ॥

শ্রীরামেশ্বর।

ইং ১৮৭০ সন, ১২৭৬ সাল।

এইবার আসিলেন শ্রীরামেশ্বর।
পূজা করিবার তরে দক্ষিণ সহর।।
দেশের সকল ভার তাহার উপরে।
মাঝে মাঝে যেতে হয় কামার পুকুরে।
সে সময় রামচন্দ্র দীননাথ নামে।
দুই জনে কার্য্য করে রামেশ্বর স্থানে।।
অক্ষয়ের তরে প্রভু বড়ই দুঃখিত।
ভ্রমণ করাতে চায় মথুর সহিত।।
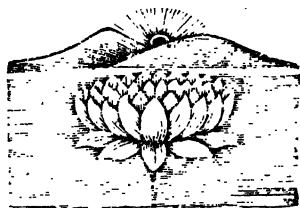
রাণাঘাট ভ্রমণ।

রাণাঘাটে মথুরের মস্ত জমিদারী।
সঙ্গে চলে মথুর হৃদয় তল্পিধারী॥
কলাঘাটা গ্রামে লোকের দুঃখ দেখিয়া।
বড়ই কাতর প্রভু উঠেন কান্দিয়া॥
কামাইয়া তৈল মেখে ভাল করে' নাওয়া।
নূতন কাপড় পরে' পেট ভরে খাওয়া॥
মথুরের বন্দোবস্তে হ'ল এই কাজ।
রামকৃষ্ণ নাম সুরু দুঃখীর সমাজ॥
মথুরের নিজ বাড়ী সোনাবেড়ে গ্রামে।
গুরু বাটী ছিল তার তালমাগ্‌রো নামে॥
কখনও শিবিকা করে' কভু হাতী চড়ে'।
ঠাকুর মথুর চলে এধারে ও ধারে॥

চৈতন্যাসন।

ইং ১৮৭০ সন, ১২৭৭ সাল।

উৎসব আনন্দ পুত্র বৈষ্ণব চরণ।
গোঁসাই গোবিন্দ তিনি বনিকের হ'ন॥
প্রভু দেবে অবতার বলে' সেই মানে।
সেই হেতু বহু বেনে তাঁরে মানে গণে॥
কলুটোলা পল্লী যে কলিকাতা সহরে।
ধনাঢ্য সোনার বেনে তথা বাস করে॥
সেথা হরিসভা ছিল কালীনাথের বাড়ী।
নিমন্ত্রিত হ'য়ে প্রভু যান গাড়ী চড়ি॥
শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্ত যত ধনী মানী বেনে।
শ্রীপ্রভুর ভাব ভক্তি তারা ভাল জানে॥
শ্রীচৈতন্য জন্য এক আসন রাখিয়া।
বহু পুষ্পমাল্যে তারে সুন্দর করিয়া॥
তাহার সম্মুখে হয় ভাগবত পাঠ।
পাঠক উদ্দেশে করে মহাপ্রভু ঠাঁঠ॥

কেহ বলে বৈষ্ণবচরণ ছিল সেথা।
কেহ বলে ভাগবত পাঠ তাঁর কথা॥
হৃদয় সহিত প্রভুদেবে শ্রদ্ধা করে'।
পাঠক আসন মাঝে বসান তাঁহারে॥
সকল ভকত ভাবে উদ্দিষ্ট আসনে।
চৈতন্যের আবির্ভাব ঐকান্তিক মনে॥
প্রভুর সান্নিধ্য পেয়ে শ্রোতা ও পাঠক।
ভাবের উচ্ছ্বাসে সবে কাঁপে ঠক্‌ঠক্‌॥
শ্রীপ্রভুর মন গেছে ভাগবতে জুড়ে।
ভক্ত ভগবান ভাগবত এক করে'॥
শুনিতে শুনিতে তাঁর অর্দ্ধবাহ্য দশা।
অন্তরে ঢুকেছে ভাব আর নাহি বসা॥
অন্তর হইতে ক্রমে মহা ভাব চলে।
চৈতন্য আসনোপরি নির্ব্বিকল্প কালে॥
আসনে দাঁড়ায়ে প্রভু দু' হাত তুলিয়া।
অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে উর্দ্ধ দেখাইয়া॥

যথার্থ ভকত যারা প্রাণে প্রাণে বোঝে।
মহা প্রভুর ভাব আসে শ্রীপ্রভুর মাঝে॥
মুখে মৃদু মন্দ হাসি যোগচক্ষে জল।
নির্ব্বাক নিস্পন্দ দেহ স্থাণুর অচল॥
পাঠক ভুলিয়া পাঠ প্রেমে হরি বলে।
হরি নামে ভক্তাভক্ত সব গেছে মিলে॥
ভাবের আধিক্যে সবে হ'য়ে এক মন।
উচ্চ রবে মিলি করে নাম সংকীর্ত্তন॥
এ ভাব সে ভাব নয় শরীর কম্পন।
গায়ে ঘাম ঝরে অশ্রুপ্লাবিত নয়ন॥
হেন মহা ভাব যাহে সমষ্টির ভাব।
একমাত্র অবতারে ইহার প্রভাব॥
ঠাকুরের ঘরে প্রায় এই ভাব হ'ত।
নাস্তিক বৈজ্ঞানিক আদি গড়াগড়ি যেত॥
ইহার অধিক শক্তি শ্রীঠাকুরে ছিল।
আবশ্যক মত শিষ্যে সঞ্চারিত হ'ল॥

এই ভাব কভু হ'ত স্বামীজীর অঙ্গে।
লক্ষ শ্রোতা হুঁশ নাই হ'লে সভা ভঙ্গে॥
সংকীর্ত্তনকারী সব আসন বেড়িয়া।
উচ্চ সংকার্ত্তন করে হরিধ্বনি দিয়া॥
মহাভাব হ'তে প্রভু অন্তর দশায়।
ভক্তগণে নাম গায় ভাবেতে মাতায়॥
অন্তর হইতে প্রভু অর্দ্ধ-বাহ্যে এসে।
নাচিয়া ভাসেন নিজ সংকীর্ত্তন রসে॥
যখন পাইলা প্রভু পুরা বাহ্য-দশা।
কীর্ত্তনে মাতান সবে, নাচেতে বিবশা॥
প্রভুর তাণ্ডব নৃত্য ভৈরব কীর্ত্তনে।
শুনিয়াছি যৎসামান্য মহারাজা ভনে॥
স্বামী প্রেমানন্দ কিছু বলেছেন তথা।
আঁখি ঠেরে হাত নেড়ে উপেন্দ্রের কথা॥
নাচিতে গাহিতে ভাব হয় মুহুর্ম্মুহু।
সভা শুদ্ধ লোকে করে আহা উহু উহু॥

হৃদয় ঠাকুর যবে সভা ছাড়ি গেলা।
সকল ভকত মিলে' কীর্ত্তনে মাতিলা॥
কীর্ত্তন থামিলে শেষে সম্বিৎ পাইয়া।
তখন বিচার করে গৌরাসন নিয়া॥
কেহ বলে ঠিক হয়েছে গৌর ইচ্ছায়।
কেহ বলে অপরাধ আসন ছোঁয়ায়॥
এই নিয়ে বেধে গেল মহা গণ্ডগোল।
নাহি জানি ভেঙ্গেছিল কয়খানি খোল॥
ক্রমে এই কথা কাণে বহুদূর হাঁটে।
গোঁসাই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে কথা রটে॥
কেহ বলে ভণ্ড, কেহ দেখিবারে ধায়।
দক্ষিণ সহরে যথা রামকৃষ্ণ রায়॥
নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ গোলকেতে হরি।
বৈষ্ণবের অবতার ভক্তের নেড়ানেড়ী॥
অধিকারী মহাপুরুষ বেদান্তে কয়।
ব্রহ্মাই ব্রহ্মজ্ঞ হ'য়ে শরীর ধরয়॥

নবদ্বীপ।

ইং ১৮৭০ সন, ১২৭৭ সাল।

গৌরাঙ্গের অবতার শাস্ত্রমতে নাই।
সংশয় দোলাতে দোলে জগত গোঁসাই॥
সেই হেতু তাঁর হয় নবদ্বীপে যাওয়া।
মথুর হৃদয় দুই সঙ্গে চাই নেওয়া॥
বিগ্রহ মূরতি দেখি গোঁসাইর বাড়ী।
ভাবের লক্ষণ কিছু না হয় তাহারি॥
পরে ঘুরে' এসে উঠে নৌকার উপরে।
অচম্বিতে মহা ভাব আচ্ছাদিত করে॥
অদ্ভুত দর্শন দু'টি কি সুন্দর ছেলে।
স্বর্ণ কান্তি দেহ যেন গড়ে ননি তুলে॥
অথবা দুধেতে আলতা হলুদ গুলিয়া।
তার পর সেই দুধে নবনী তুলিয়া॥
পূর্ণচন্দ্র সম মুখ কিরণিত কায়।
জ্যোতির্ম্মণ্ডলে ঘেরা দেখে' ভাব হয়॥
"ঐ এলরে এলরে বলি' চেঁচাইয়া উঠি।
দৌড়ে এসে দেহ মধ্যে ঢোকে ছেলে দুটি"॥

হঠাৎ হয়েছে ভাব নৌকার উপরে।
পাছে পড়ে' যান বলে' হৃদু এসে ধরে॥
হৃদয়ে মথুরে পরে বলাবলি করে।
গঙ্গায় হইল ভাব নবদ্বীপ ঘুরে'॥
প্রভু বলে গঙ্গা খেলে গৌর-নবদ্বীপ।
গঙ্গাবক্ষে চড়া মাঝে ভাবের উদ্দীপ॥
এইরূপে হয়েছিল বহু দরশন।
'লীলা প্রসঙ্গ' 'পুঁথি কথামৃত' ক'ন॥
রামদত্তের লেখা শশী ঘোষের বই।
মাসিক পত্রিকা মধ্যে বহু স্থানে পাই॥
পাশ্চাত্য পণ্ডিত যারা জগত প্রসিদ্ধ।
গুরুজন মুখে শোনা তা' নয় অসিদ্ধ॥
এখনও যদ্যপি চেষ্টা করে অবশিষ্ট।
দর্শনের চিত্র দিতে পারিবে প্রকৃষ্ট॥

কাল্‌না।

ইং ১৮৭০ সন, ১২৭৭ সাল।

তীর্থ দরশন আর সাধু দেখা চাই।
বারে বারে এই কথা বলেন গোঁসাই॥
তীর্থে সাধু সঙ্গ করা শরণ মনন।
গো মহিষাদি জীবের যেন রোমন্থন॥
ধর্ম্মশাস্ত্র বার বার আবৃত্তি করিয়া।
তবে ত বুঝিবে তাহা ধ্যানেতে বসিয়া॥
এর পরে প্রভু ফিরে কাল্‌না নগরে।
হৃদয় মথুর নিয়ে যান নৌকা করে'॥
শ্রীভগবান্ দাস বাবাজীর আস্তান।
বর্দ্ধমান রাজের দেবালয় প্রধান॥
এক শ' আট মন্দিরেতে শিব স্থাপনা।
আরও বহু দেবমূর্ত্তি দেখিতে বাসনা॥
অশিতিপর বয়স ভগবান্ দাস।
সদা জপ করে তেঁই দু' পদ অবশ॥

দিবা রাত্র জপ তপ ধ্যান ধারণাদি।
জ্বলন্ত ত্যাগের মূর্ত্তি প্রেমভক্তি আদি॥
শরীর অপটু প্রায় উত্থান রহিত।
নামেতে উৎসাহ পূর্ণ পুলক বর্দ্ধিত॥
বৈষ্ণবের চূড়ামণি সর্ব্ব বিষয়ের।
তাঁর মত শ্রেষ্ঠ মানি বৈষ্ণব সমাজের॥
জীবের কল্যাণ আর সমাজ মঙ্গল।
আলোচনা উপদেশ দিতেন সকল॥
অতুল প্রভাব তাঁর বৈষ্ণব সমাজে।
বিশ্বাসীর উৎসাহ ভণ্ডে কড়া সাজে॥
বালক স্বভাব প্রভু সর্ব্ব অঙ্গ ঢেকে।
লজ্জা ভয় বিজড়িত হৃদু সঙ্গে থাকে॥
হৃদয়ের সঙ্গে প্রভু আশ্রমে যাইলা।
হৃদয় প্রণাম করে' পরিচয় দিলা॥
হাতে জপ চলে মুখে বিচার প্রসঙ্গ।
দোষী বৈষ্ণবের শিখা কর্ত্তিছিন্ন অঙ্গ॥

ডোর ও কৌপীন কাড়ে সমাজ হইতে।
রাগিয়া ভর্ৎসনা করে' কহে তাড়াইতে॥
হেন কালে অঙ্গ ঢাকা রামকৃষ্ণ রায়।
প্রণমিয়া দীনভাবে বসেন তথায়॥
হৃদু দিয়াছিলা আগে তাঁর পরিচয়।
এখন দেখায়ে তাঁরে সেই কথা কয়॥
হৃদয়ের কথা শুনি' বাবাজী এখন।
নমস্কার করি বার্ত্তা পুছেন তখন।
দেখি হাতে জপমালা হৃদু হেসে কহে।
এখনও জপ তব সিদ্ধ পুরুষ হ'য়ে॥
আপনার জপ তপ কি কারণে করা।
যার জন্য জপ তপ তা হয়েছে সারা॥
দীনতার মূর্ত্তিমান ভগবান্ দাস।
বিনয় সহিতে কহে লোক শিক্ষা আশ॥
দাস এই ভিন্ন 'আমি' কভু কথা নয়।
কারও মুখে 'আমি' কথা কভু শোনা নয়॥

মা মা শব্দ মুখে বলা সম্পূর্ণ নির্ভর।
উপমা দিতেন প্রভু শাবক মার্জ্জার ॥
অহঙ্কার লেশমাত্র সহন না যায়।
যাঁহার দর্শনে অহঙ্কারও পালায় ॥
সেই প্রভু কাছে হয় কণ্ঠি ছেঁড়া কথা।
তাড়াতে হুকুম হয় সম্প্রদায় প্রথা ॥
লোক শিক্ষা হেতু হয় মালা জপ করা।
সম্প্রদায় নষ্ট হয় অহঙ্কার দ্বারা ॥
অহঙ্কার প্রতিমূর্ত্তি দীন আবরণ।
ভাবের ঘরে চুরি দেখি প্রভু উচাটন ॥
লজ্জা ভয় বিজড়িত কারো কাছে গেলে।
ভাবের ঘরে চুরি দেখি বজ্র হেন জ্বলে ॥
বলেন দাঁড়ায়ে প্রভু অতি রুক্ষ ভাষে।
এত অহঙ্কার রাখ লোক শিক্ষা আশে ॥
যাঁহার জগত হয় তিনিই শিক্ষক।
তিনি না শিখালে শিক্ষা মস্তক ভক্ষক ॥

তাড়াতে রাখিতে তুমি একমাত্র প্রভু।
সম্প্রদায় ত্যজ্য গ্রাহ্য তুমি তার বিভু॥
বলিতে কহিতে তাঁর বস্ত্র খসি' পড়ে।
মুখজ্যোতি তেজ ভাতি তমোনাশ করে॥
রাগ অনুরাগে তিনি জ্ঞান হারাতেন।
একেবারে নির্ব্বিকল্প সমাধি হ'তেন॥
ঠিক ঠিক রোগ ধরে' যে ঔষধ দেয়।
ভবরোগ বৈদ্য হরি তাহে ফল হয়॥
সমাধিস্থ দিগম্বর দর্শন করিয়া।
সুদীর্ঘ সুন্দর কান্তি নয়ন ভরিয়া॥
ছুটে গেছে বাবাজীর অহঙ্কার দর্প।
তপস্বী বৈরাগী তেঁই দর্প হয় খর্ব্ব॥
তাড়াতাড়ি জুড়ে দিলে ভাগবত কথা।
প্রভু দেবে দেখে সেই ভাবের সমতা॥
যখন যে ভাবে কথা ক'ন ভগবান।
প্রভুর শরীরে দেখে সে ভাব-লক্ষণ॥

আনন্দে বাবাজী মহাভাব কথা পাড়ে।
পূর্ণ মহাভাব দেখে প্রভুর শরীরে ॥
এই দেখে' বাবাজীর শ্রদ্ধা ভক্তি বাড়ে।
সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ দেখে প্রভুর শরীরে ॥
জানিলেন এই পরমহংস কলুটোলা।
মহাভাব হ'য়ে গৌর আসনে বসিলা ॥
শুনিয়া সেই কথা আমি কত কটু কই।
প্রণাম করিয়া ক্ষমা সে কারণে চাই ॥
বহু আলাপন পরে প্রভু চলে' যান।
মথুরের কাছে বাবাজীর কথা ক'ন ॥
অতি উচ্চ ভাব সাধু যথার্থ বৈষ্ণব।
মথুর করিলা দরশন উৎসব ॥

মথুরের ভাব।

ঠাকুর এসেছে আবার দক্ষিণেশ্বরে।
সেবক হৃদয় ও মথুর সঙ্গে করে'॥
এর অল্প কাল পরে দুষ্ট ব্রণ হেতু।
কাতর মথুর শয্যাগত আছে শুধু॥
হৃদয় ঠাকুরে কহে দেখিতে যাইতে।
ঠাকুর বলেন বৈদ্য ডাক্তার দেখাতে॥
চরণের রেণু তরে মথুর কাতর।
প্রভু কহে তাহে ফোঁড়া সারিবে না তোর॥
মথুর বলে রজঃ ভবপারের সেতু।
ধরিল চরণ শিরে সমাধিস্থ হেতু॥
ঠাকুর বলেন তব দেহ থাকাবধি।
থাকিব তোমার কাছে আমি নিরবধি॥
মথুর না শুনে কথা বলে বার বার।
তব ভাব দিয়ে কর সমাধি আমার॥
তবে তারে প্রভু বলে মায়ের করুণা।
হ'লে সিদ্ধ হয় সব যতেক বাসনা॥

এর কিছু দিন পরে ব্যাধি ভাল হ'ল।
কিন্তু সদা ভাব ঘোরে আচ্ছন্ন রহিল॥
কালীবাড়ী আসে লোক ঠাকুরে লইতে।
যাইলে তাহার কাছে থাকে সে কাঁদিতে॥
বলে বাবা তব ভাব তোমারই ভাল।
আমার উচিত নয় বিষয়ের কাল॥
বুকে হাত বুলাইয়া ভাব ভঙ্গ করি।
বলেন থাকিব তব কাছে বরাবরি॥
মথুর বলেন বাবা ওকি কথা কও।
জগদম্বা দ্বারিকেও পদে টেনে নাও॥
প্রভু বলে তাই হ'বে সময়ে সকল।
যথার্থ হইল তাঁর বচন সফল॥

মথুরের অন্তিম।

ইং ১৮৭১ সন, ১২৭৮ সাল।

মথুর বলেন বাবা ভক্ত এল কই।
প্রভু বলে মাতা জানে কিবা জানি মুই॥
বিষণ্ণ বদন প্রভুর ভাবনা দেখি'।
বলে তব পদসেবা করে' হ'ব সুখী॥
আমিই তোমার ভক্ত একা শত জন।
কি কাজ বাড়ায়ে আর তোমার পীড়ন॥
কিছু দিন পরে জ্বর অতিশার রোগে।
শরীর ছাড়িল সেই অষ্ট দিন ভুগে'॥
হৃদয়ে পাঠান প্রভু মিত্য দেখিবারে।
ভাবেতে দেখিলা দেবী লোকে যেতে তারে॥
ঠাকুর বলেন সেই হ'বে কোন রাজা।
দান ও সেবার ফল বাসনার সাজা॥

মণিমোহন সেন।

মথুরের মৃত্যু পরে পানিহাটি হ'তে।
এসেছিল মণি সেন সেবাভার নিতে॥
প্রভুর নিকটে হয় সদা আগমন।
বিশেষ করিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন॥
সেবক হিসাবে মণি সেন একজন।
বহু সেবকের মাঝে শ্রেষ্ঠ কিছু হ'ন॥

শ্রীশ্রীমার চিন্তা।

পিতৃগৃহে সদা থাকে মাতা ঠাকুরাণী।
যথা দেব তথা দেবী আচারেতে জানি॥
বয়স হ'য়েছে মার আঠার বছর।
আনাগোনা বার চার শ্বশুরের ঘর॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু পাগল পাগল মহেশ্বর।
ঈসা মুসা শ্রীচৈতন্য বুদ্ধ ও শঙ্কর॥

(যারে) দেখলে পাগল কথায় পাগল সাজা।
দক্ষিণেশ্বরে রে ভাই পাগলের রাজা ॥
এই কথা হয় ভাই জয়রাম বাটী।
গেঁয়ো লোক বসে' করে ঘোঁট পরিপাটি ॥
কেউ বলে ভাই, পৈতে ধুতি ফেলে দেয়।
কেউ বলে ভাই হরি বলে' নাচিয়ে বেড়ায় ॥
(কেউ) বলে ভাই সোনা টাকা মাটি জলে ফেলে।
(কেউ) বলে গু-গোবর খায় পঞ্চবটি তলে ॥
এইরূপে জনে জনে নানা কথা কয়।
মা আমার করুণাময়ী কিছুতেই নয় ॥
পাগল ঘরণী বলে' কৃপা কেউ করে।
বরাত ভেঙ্গেছে বলে' উপেক্ষার ভরে ॥
নিজ চক্ষে দেখেছিলা জগত জননী।
স্বরূপ রামকৃষ্ণ-রূপ গুরু-রূপ মানি ॥
প্রায় ছয় মাস ছিলেন যাঁহার নিকটে।
মাথার বিকার তাঁর ঘটেছে সঙ্কটে ॥

মার তরে যাওয়া ভাল স্বচক্ষে দেখিতে।
যদি কিছু হ'য়ে থাকে শুশ্রূষা করিতে॥
মা আমার মনে মনে ভাবে নিরন্তর।
কেমন করিয়া যাই দক্ষিণ সহর॥

শ্রীমার দক্ষিণেশ্বর যাত্রা।
ইং ১৮৭২ সন, ১২৭৮ সাল।
দোল-যাত্রা।

দেখিতে দেখিতে তার সুযোগ হইলা।
ফাগুনের পূর্ণমাসী গৌর জন্মেছিলা॥
সে কারণে গঙ্গা স্নানে বহু মেয়ে যায়।
মায়ের আত্মীয়া কেহ কেহ থাকে তায়॥
মায়ের বাবা মুখুয্যে শুনে এই কথা।
বলে সঙ্গে করে' নিয়ে তোরে যাব তথা॥
বাপ সনে বেটী চলে হাঁটিতে হাঁটিতে।
জ্বরে মেয়ে হতজ্ঞান চলিতে চলিতে॥

চটিতে শুইয়ে রেখে পিতা ভেবে মরে।
জ্বরের ঝোঁকে স্বপ্নে জেগে দেখে কাহারে॥
অপরূপ কাল মেয়ে তাঁর কাছে বসে'।
মাথায় বুলায় হাত কথা কয় হেসে॥
সুকোমল ঠাণ্ডা হাতে জ্বালা জুড়াইল।
কোথা থেকে আস তুমি মাতা শুধাইল॥
রমণী বলেন থাকি দক্ষিণ সহরে।
অবাক হইয়া মাতা বলেন তাহারে॥
আমিও যাইতে চাহি দক্ষিণ সহরে।
দেখিব সেবিব সেই পাগল ঠাকুরে॥
কিন্তু জ্বর হ'য়ে মোর বিভ্রাট ঘটিল।
দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া আর নাহি হ'ল॥
নারী বলে সে কি কথা যাবে বৈ কি।
তোমার জন্তেতে তারে আট্‌কিয়া রাখি॥
মাতা বলে বল কি গো তুমি আমার কে।
আমি তব বোন হই দেখিতে পাইবে॥

বটে তুমি বোন মোর তাইতে এসেছ।
পথে জ্বরে অচেতন জান্‌তে পেরেছ॥
প্রাতঃকালে উঠি বাপ দেখেন কন্যারে।
জ্বর ছাড়িয়া গেছে তার সুস্থ শরীরে॥
তবে এ পথের মাঝে পড়ে থাকা কেন।
স্বপনের কথা স্মরি মাতা বলে হেন॥
কিছু দূরে গিয়ে এক শিবিকা মিলিল।
তাহাতে যাইতে পুনঃ জ্বর দেখা দিল॥
কিন্তু জ্বর বেশী নয় পূর্ব্বদিন মত।
কোন কথা নাহি বলে দুর্ব্বল সতত॥
এইরূপে আসিলেন দক্ষিণ সহরে।
রাত বেশী হয় নাই নয়টার পরে॥

মা ও ঠাকুর।

ইং ১৮৭২ সন, ১২৭৮ সাল।

হঠাৎ দেখিয়া তাঁরে জ্বরের সহিত।
উদ্বিগ্ন শ্রীপ্রভু দেব কিসে হ'বে হিত॥
'এত দিনে এলে তুমি মথুর কি আছে।
কেমে করি সেবা যত্ন সামর্থ্য গিয়েছে'॥
এত বলি প্রভুদেব মায়েরে আনিয়া।
নিজের ঘরেতে তাঁরে দেন শোয়াইয়া॥
ঔষধ পথ্যেতে সেবা হয় পরিপাটি।
চার দিনে উঠে' মাতা যান গুটি গুটি॥
নিজে করিলেন সেবা মায়ের অগ্রেতে।
নিজ জননীর ঘরে পাঠান থাকিতে॥
চক্ষু ও কর্ণের দ্বন্দ্ব মিটিল এখন।
যাহার উদ্দেশে নানা ভণিতা শ্রবণ॥
ঠাকুরের সেবা যত্ন অনুরাগ পেয়ে।
সংশয় নির্ম্মূল হ'ল শ্রদ্ধা ভক্তি দিয়ে॥
মাতা বুঝিলেন প্রভু পূর্ব্বের মতন।
তখন যেমন ছিলা এখনো তেমন॥

গেঁয়ো লোকে কি জানিবে নানা কথা রটে।
ঠাকুর ঠাকরুণ ভাব আছে অকপটে॥
এ সময়ে এক ক্রমে প্রায় ষোল মাস।
মাতা ঠাকুরাণী ছিলা ঠাকুরের পাশ॥
কিছু দিন মাতা ছিলা ঠাকুরের ঘরে।
চন্দ্রা দেবী সাথে বাস কিছু দিন পরে॥
কামার পুকুরে শিক্ষা যবে সুরু হয়।
এ সময়ে সেই শিক্ষা আরও বৃদ্ধি পায়॥
প্রথমে মায়েরে তিনি প্রেম-ডোরে বাঁধি।
পরে উপদেশ দেন শিষ্যা অনুরাগী॥
সকল শিশুর যেন চাঁদ হয় মামা।
তেমনি ঈশ্বর হয় সবার বাপ মা॥
তাহারে ডাকিতে সকলের অধিকার।
যে ডাকিবে সে পাইবে দর্শন তাঁহার॥

নিজ ভাব ও পরীক্ষা।

ইং ১৮৭২ সন, ১২৭৮ সাল।

একদিন মাতা দেবী পদসেবা কালে।
ঠাকুরে শুধান তিনি তাঁরে কিবা বলে॥
প্রভু বলে মন্দিরেতে যেই মাতা আছে।
নহবতে সেই মাতা বাস করিতেছে॥
তিনিই এখন মোর পদসেবা করে।
সাক্ষাৎ আনন্দময়ী সত্য রূপ ধরে॥
বার বার পরীক্ষা নিয়েছে কত পরে।
এইবার আপন পরীক্ষা নিজে করে॥
মাতা যবে ঘুমে মগ্না পাশেতে শায়িতা।
ঠাকুর শুধান মনে কহ সত্য কথা॥
করো না মোর কাছে ভাবের ঘরে চুরি।
ইচ্ছা হয় ভোগ কর এই নিজ নারী॥
কাহারো রবে না কিছু বলিতে তোমার।
যদি কর নিজ নারী সঙ্গে ব্যবহার॥

এই বলে' হাত দিলে মাতাদেবী-গায়।
মহা বায়ু উর্দ্ধে উঠে' সমাধিতে ধায়॥
একেবারে হ'য়ে গেল নির্ব্বিকল্প ভাব।
ভাঙ্গাবার সেই ভাব লোকের অভাব॥
পরদিন বহু কষ্টে বহু যত্ন করে'।
হৃদয় ভাঙ্গায় ভাব তৃতীয় প্রহরে॥
এইরূপে একাসনে ল'য়ে ঠাকুরাণী।
চিত্তবিকার নাহি হয় ব্রহ্ম বিজ্ঞানী॥
দিন হপ্তা পক্ষ মাস কাটিতে লাগিল।
এইরূপে ক্রমে শেষে বৎসর যাইল॥
এই দেখে' শ্রীপ্রভু শ্যামারে উদ্দেশিয়া।
বলে মাগো তুমি মোর প্রার্থনা শুনিয়া॥
বিবাহের পরে যবে ব্যাকুলিত হ'য়ে।
প্রার্থনা পত্নীর মোর কামহীন কায়ে॥
সত্যই শুনেছ মোর কাতর প্রার্থনা।
ও যদি না ভাল হ'ত সংযম রত না॥

মাতা ঠাকুরাণী যবে ঠাকুর সহিতে।
সব কাজ ঠিক করে তাঁহার ইঙ্গিতে॥
ঠাকুর মাতারে দেখেন জগতের মা।
ব্রহ্ম ভাবে অংশপূর্ণ পরম আত্মা॥
সহজ স্বভাব হইয়া দিব্য ভাবেতে।
ভাবেন উত্তীর্ণ তিনি হ'ন পরীক্ষাতে॥
সাধন সম্পূর্ণ এবে মায়ের কৃপায়।
জ্ঞানাজ্ঞানে তাঁর কভু বিরোধ না হয়।

শম্ভু মল্লিক।

এই কালে আসে সেই শম্ভু মল্লিক।
দেখিয়া চিনিলা প্রভু ভাবে প্রাথমিক॥
পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞানী 'রসদ্দার' ঠিক।
'খৃষী-কৃষ্ট' ধর্ম্ম-গ্রন্থ জানিত সঠিক॥
শম্ভুর বাগান ছিল দক্ষিণ সহরে।
প্রভুদেবে শ্রদ্ধাভক্তি বিশেষ প্রকারে॥

সাধারণে মানে গণে দাতা বলে' কয়।
স্বামী স্ত্রী দু'য়ে সেবা ঠাকুর মাতায়॥
ঠাকুর পীড়িত হ'লে শম্ভু এসে দেখে।
ঔষধ সুপথ্য আদি যত্ন করে' রাখে॥
ঠাকুর না পারে কভু কোন কিছু নিতে।
শম্ভু চায় আবশ্যক দ্রব্য আদি দিতে॥
এইরূপে দুইবার দ্রব্যাদি লইয়া।
ঠাকুর না পথ পান দিশা হারাইয়া॥
তবে শম্ভু নিতে চায় পরীক্ষা করিয়া।
পকেটে ঔষধ দেয় তাঁরে না বলিয়া॥
তাতেও ঠাকুর নাহি পারেন আসিতে।
মল্লিক আশ্চর্য্য হয় তাঁহার ত্যাগেতে॥
প্রথমে ঠাকুরে শম্ভু গুরু বলে' কয়।
মৃত্যুাবধি এই জ্ঞান রাখিল নিশ্চয়॥
সম্বোধেন গুরু বলে' যতই ঠাকুরে।
প্রভু বলে একমাত্র গুরু ব্রহ্মপুরে॥

কেবা কার গুরু এক সচ্চিৎ আনন্দ।
কর্ত্তা গুরু বাবা কথা মোর নিরানন্দ॥
শম্ভুর কাছেতে প্রভু বাইবেল শুনে।
(বলে) তুমি মোর গুরু আজ হ'লে এইক্ষণে॥
বাবা বলে' ডাকিতেন মথুর সুধীর।
গুরু নামে শম্ভু এবে করিল জাহির॥
শম্ভুদত্ত গুরুনাম জগত লইল।
জগদ্‌গুরু রামকৃষ্ণ রটিতে লাগিল॥
শম্ভুর স্ত্রী পূজা করে 'জয় মঙ্গলবার'।
বাড়ী নিয়ে গিয়ে পূজে চরণ মাতার॥
এটা ওটা বাড়ী হ'তে লইয়া সে আসে।
চন্দ্রা দেবী মাতা দেবী পাশে এসে বসে॥
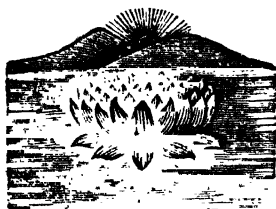
অষ্টম অধ্যায়।

ষোড়শী পূজা।

ইং ১৮৭৩ সন, ১২৮০ সাল।

এখন হইল এক বাসনা হৃদয়ে।
মাতারে করেন পূজা দেবী আরোপিয়ে।।
জ্যৈষ্ঠ মাসে অমাবস্থা ফলাহারী পূজা।
সেই রাতে মারে করে ষোড়শীর পূজা।।
মন্দিরে না আয়োজন করে নিজ ঘরে।
নিজ ঘরে দাঁনু আছে হৃদয় মন্দিরে।।
ধূপ ধুনা পুষ্পমাল্য নৈবেদ্য প্রভৃতি।
ষোড়শোপচারে পূজা যথা শাস্ত্র বিধি।।
এইরূপে কেটে গেল প্রথম প্রহর।
পূজায় বসিলা প্রভু আসন উপর।।
যথা বিধি পূজা দ্রব্য সংশোধন করি।
মাতারে বসিতে ক'ন আসন উপরি।।
পূজা দরশনে মার অর্দ্ধ-বাহ্য দশা।
ভাবঘোরে আলপন আসনে বসা।।

ক্রমে মার হ'ল পরে ভাবের গাঢ়তা।
মন্ত্রমুগ্ধা ন্যায় বসে নাহি অন্য কথা।।
ভাবমুখে মাতা মোর ঠাকুর দক্ষিণে।
উত্তরাস্যা উপবিষ্টা দেবীভাব মনে।।
কলসের মন্ত্রপূত বারি বার বার।
সিঞ্চন করিয়া অভিষেক করে তাঁর।।
বীজ মন্ত্র শুনায়ে প্রার্থনা উচ্চারণ।
হে দেবী সিদ্ধির দ্বার কর উন্মোচন।।
ইহার শরীর মন পবিত্র করিয়া।
আবির্ভূতা হও সব কল্যাণ সাধিয়া।।
মায়ের শ্রীঅঙ্গে ন্যাস মন্ত্র উচ্চারণে।
ষোড়শোপচারে পূজা করে দেবীজ্ঞানে।।
পূজা শেষে ভোগ দ্রব্য করি নিবেদন।
স্বহস্তে তুলিয়া করে মুখেতে প্রদান।।
পূজ্য পূজক দু'য়ে সমাধিস্থ হ'য়ে।
পূর্ব্ব ভাবে আত্মরূপে মিলে এক হ'য়ে।।

এইরূপে কেটে গেল দ্বিতীয় প্রহর।
আত্মনিবেদন করে অর্দ্ধ ভাবোপর ॥
সর্ব্বশেষে করেন প্রণাম মন্ত্র পাঠ।
সর্ব্বমঙ্গলা শিবা স্বরূপে সর্ব্বঘট ॥
ত্রিনয়না সর্ব্ব কর্ম্ম নিষ্পন্নকারিণী।
শরণদায়িনী শিবে গৌরী নারায়ণী ॥
তোমায় প্রণাম তব উপাসনা করি।
বিদ্যামূর্ত্তি নারীদেহে পূর্ণ ব্রহ্মেশ্বরী ॥

যদু মল্লিক।
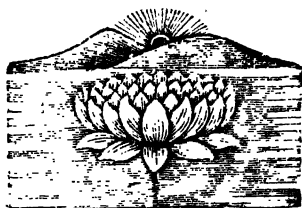
যদু মল্লিকের ছিল ভক্তিমতী মাসী।
ঠাকুর মায়ের ছিল বড়ই প্রয়াসী॥
কালীবাড়ী পাশে ছিল ইঁহার বাগান।
সিংহবাহিনীর সেবা এঁদের প্রধান॥
এই দেবী দরশনে ঠাকুর যাইয়া।
এঁদের বাড়ীতে পড়ে সমাধি হইয়া॥
এই বাগানেতে আসে যতীন্দ্র মোহন।
ঠাকুরে দেখিয়া কথা ক'ন বিলক্ষণ॥
এই কালে মাইকেল ঠাকুরে দেখেন।
ধর্ম্ম উপদেশ কিছু শুনিতে চাহেন॥
কিন্তু প্রভু কোন কথা বলিতে নারিলা।
রাম প্রসাদের গানে তারে সন্তোষিলা॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুসন্ধিৎসা।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভাস্কো-ডি-গামায়।
ভারতের পশ্চিম কূলে তরণী থামায়॥
এর পর হ'তে আসে অসংখ্য জাহাজ।
বাণিজ্য কারণ বটে করে লুটতরাজ॥
সুযোগ সুবিধা মত রাজত্ব করে।
বিপদে পড়িলে লড়ে হারিলে সরে॥
পর্ত্তুগীজ স্পেনিয়ার্ড ওলন্দাজগণ।
দিনেমার ফরাসী ইংরাজ তখন॥
সারা ভারত চষে' খায় ফিরিঙ্গী সকল।
বোম্বেটের দল করে লুটের সম্বল॥
উত্তর ভারতে মোগল মারাঠা শিখ।
দক্ষিণে লুথারের খৃষ্টানী দিক॥
এর মাঝে কিছু কিছু তরজমা রাখে।
যেমন সুবিধা বোঝে তেমনি থাকে॥
ক্রমে বাংলা দেশে ইংরাজ চেপে বসে।
ইংরাজের চাল চলন পরেতে আসে॥
যতই বাড়িতে থাকে ইংরাজ রাজত্ব।
ততই ইংরাজী শিক্ষা করে আধিপত্য॥

ক্রমে হিন্দু দেবদেবী বিশ্বাস অযোগ্য।
ইংরাজের সব ভাল মানুষের ভোগ্য॥
দুই দশ জন তবে খৃষ্টান হইল।
রাম মোহন রায়ের দল গড়ে গেল॥
রাম মোহন রাজা হ'য়ে বিলাতে মরে।
মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ সে চাল ধরে॥
তার চেলা কেশবের ধর্ম্মে নাম হয়।
রামেশ্বর এই সময় দেশে চলে' যায়॥
ধর্ম্মের সর্ব্বস্ব ধন ধর্ম্মের ঠাকুর।
এখন দেখিতে চান ধর্ম্মে সুচতুর॥
অপঘেতে মরা ভূত সঙ্গী খুঁজে মরে।
ঠাকুর করিতে চায় সঙ্গী সমাদরে॥
সেই হেতু করে সাধু ভক্ত দরশন।
বিশেষে যাহাতে কিছু উর্জ্জিত লক্ষণ॥
ধর্ম্মমেলা যেথা হয় জনতা প্রচুর।
প্রায় সেথায় যান ভাবের ঠাকুর॥

দয়ানন্দ সরস্বতী।

দয়ানন্দ সরস্বতী কলিকাতা আসে।
বাঘমারী বাগানে নিজ আসনে বসে॥
কাপ্তেন সহিতে প্রভু তাঁর কাছে যান।
রজো গুণী সাধু দেখে' আনন্দিত হ'ন॥
যদিও কেশবে সেই ভাল করে' জানে।
দেবদেবী মূর্ত্তি কেশব তখন না মানে॥
সর্ব্বশক্তিমান বিভু এত সৃষ্টি করে।
কিসে অপারগ হ'ন দেব সৃষ্টি তরে॥
কাপ্তেন করিতেছিলা জপ রামনাম।
দয়ানন্দ বলে কর সন্দেশের নাম॥

বধূ মাতা।

ইং ১৮৭৩ সন, ১২৮০ সাল।

ইহার পরেতে মাতা পাঁচ মাস ধরে'।
স্বামী শ্বাশুড়ীর সেবা মন দিয়ে করে॥
কখনো নবতে কভু ঠাকুরের ঘরে;
সমাধির বাড়াবাড়ী নাহি হ'লে পরে॥
যখন সমাধি হয় বেয়াড়া রকম।
হৃদয়ে ডাকিয়া করে ভাব উপশম॥
জ্ঞান হইলে পরে মারে বলে' দেন।
কি মন্ত্রেতে কি সমাধি ভাঙ্গিবে কখন॥
যখন দেখিলা প্রভু বিশেষ প্রকারে।
সমাধির জন্য মাতা নিদ্রা নাহি করে॥
তখন নবতে করে জননীর ঠাঁই।
মায়ের কাছেতে সেথা কোন বাধা নাই
এইরূপে প্রায় ষোল মাস কাটাইয়া।
কামার পুকুরে মাতা গেলেন চলিয়া॥

প্রভু যীশুখ্রীষ্টের সাধনা !

শম্ভু কাছে ধর্ম্মগল্প বাইবেল শুনে'।
সদা চিন্তা হয় তাঁর খ্রীষ্টের সাধনে॥
মাতৃক্রোড়ে শিশু যীশু সুন্দর মুরতি।
যদুর বাগানে দেখি আনন্দ অতি॥
যীশু ধ্যান জ্ঞান চিন্তা অবাক হইয়ে।
আজন্ম সংস্কার যেন সব ভাসিয়ে॥
এইরূপে একদিন যদুর বাগানে।
যীশুর মুরতি দেখে নির্ব্বিকল্প মনে॥
ঐ মূর্ত্তি হ'তে এক জ্যোতি বাইরিয়া।
প্রভুর হৃদয়ে পশে প্রবল হইয়া॥
বেহুঁস হইয়া পড়ে সেই ঘরেতে।
পরে জ্ঞান হয় তার অনেক পরেতে॥
তিন দিন তিন রাত ঐ ভাব ছিলা।
হরি নাম মার নাম সকলি ত্যাজিলা॥
এর পর এই ভাব কাটীয়া যাইল।
কিন্তু সময়ে ভাব দেখিতে পাইল॥

রামেশ্বরের শেষ জীবন।

ঠাকুরের মেজ দাদা রামেশ্বর নাম।
দক্ষিণ সহরে কভু, কভু দেশে যান॥
ক্ষুদীরামের বংশে সবার ধর্ম্মে মতি।
তাহাতে শ্রীরামেশ্বর উদার প্রকৃতি॥
সন্ন্যাসী ফকির যবে এ ঘরেতে আসে।
যা' চাহিত তা' পাইত রামেশ্বর কাছে॥
কেহ তাতে বাধা দিলে রামেশ্বর ক'ন।
ঘরের জন্যেতে দ্রব্য আসিবে এখন॥
জ্যোতিষ শাস্ত্রেতে তাঁর ছিল ব্যুৎপত্তি।
শেষবার বাড়ী গিয়ে ঘটালে বিপত্তি॥
প্রভু কহিলেন তারে যাবার সময়।
স্ত্রীর সহিত নিদ্রা যেয়ো না শয্যায়॥
বাড়ী গিয়ে কিছু দিনে পীড়া হয় তার।
ঠাকুর হৃদয়ে কহে আয়ু নাহি আর॥
পাঁচ সাত দিন পরে আসিল সংবাদ।
মাতা চন্দ্রা দেবী নিয়ে হ'বে পরমাদ॥

ঠাকুর প্রার্থনা করে জগদম্বা কাছে।
পুত্র শোকে জননীর প্রাণ যায় পাছে॥
কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভু মায়েরে বলিলা।
চন্দ্রা দেবী বলে ইহা সংসারের খেলা॥
বৃথা শোক কেন কর মরণ নিশ্চয়।
এই সব কথা মাতা প্রভু দেবে কয়॥
প্রভুরে সান্ত্বনা করে জননী যখন।
প্রভু ভাবে জগদম্বা প্রার্থনা কারণ॥
তানপুরা কাণ টিপে সুর চড়াইয়া।
সুখ দুখের হাত হ'তে মন সরাইয়া॥
রামেশ্বর নিজ মৃত্যু আগেতে জানিত।
শ্রাদ্ধ সৎকার কথা তাইত বলিত॥
বাড়ীর সম্মুখে এক আম গাছ কাটে।
রামেশ্বর কন মোর 'শয়ে' দেবে বটে॥
শ্মশানে লইতে শব করেন বারণ।
রাস্তায় করিবে দাহ সদ্গতি কারণ॥

বহু সাধু সন্ন্যাসী পথেতে যাইবে।
তাদের চরণ ধূলায় সদ্গতি হইবে॥
গোপাল নামে বন্ধু রামেশ্বরের ছিল।
মৃত্যু পরে তার বাড়ী গমন করিল॥
শব্দ শুনিয়া গোপাল হেঁকে বলে কে।
শরীর নাহিক মোর কিরূপে দেখিবে॥
আমি রামেশ্বর এবে গঙ্গা স্নানে যাই।
ঘরে রঘুবীর র'ল তুমি দেখ ভাই॥
মৃত্যুকালে রামেশ্বর রাম রাম বলে।
নাভি শ্বাসে জ্ঞান যায় প্রাণ যায় চলে'॥

রামলাল দাদার আগমন।

ইং ১৮৭৪ সন, ১২৮০ সাল।

রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামলাল নাম।
পিতৃ অস্থি গঙ্গায় দিয়ে কালীবাড়ী যান॥
বৈদ্যবাটি হ'তে আসে দক্ষিণ সহরে।
পূজা কার্য্যে ব্রতী তিনি হ'ন অতঃপরে॥

শ্রীমার দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে আগমন।

ইং ১৮৭৪ সন, ১২৮১ সাল।

এর কিছু দিন পরে মাতাঠাকুরাণী।
কামার পুকুরে যান মনে অনুমানি॥
যাইবেন প্রভু পাশে দক্ষিণ সহর।
লক্ষ্মী দিদি সঙ্গে যান হ'য়ে সহচর॥
হাঁটিতে পথেতে মাতা সকলের পিছে।
শেষে পড়ে' থাকে বড় প্রান্তরের কাছে॥
তবে ত দেখিলা এক ভীষণ ডাকাত।
যাহার সহিত থাকা যমের সাক্ষাৎ॥
তার পর কিছু দুর ডাকাতের সঙ্গে।
সঙ্গী সবে চলে যায় রাত্রির তরঙ্গে॥
তবু মাতা বাবা বলে' ভুলাইয়া তারে।
পশ্চাৎ পাইলা এক নারী দেখিবারে॥
মা বলিয়ে তারে মাতা নিজ দুখ কয়।
ডাকাত বাবা মা তবে তাঁর সঙ্গে যায়॥

এদের সঙ্গে রাত্রবাস করে' মাঝ পথে।
পর দিন সঙ্গী পায় শ্রীতারক নাথে॥
এত যত্ন তারা মায়ে করেছিল রাত্রে।
পরদিন ছাড়াছাড়ি বৈদ্যবাটির গাত্রে॥
মধ্যপথে মাতা' দেবীর পিতা মাতা আসে।
ডাকাতি করিত তারা দরশনে ভাসে॥
ডাকাত বাবা মা দু'য়ে মায়ে ছেড়ে যায়।
কেঁদে সারা হ'য়ে মাকে জল পান দেয়॥
সেথা হ'তে মাতা নিজ সঙ্গীগণে পান।
লক্ষ্মী দিদি সঙ্গে এসে ঠাকুরে কথা ক'ন॥
ঠাকুরে কহেন মাতা সকল সংবাদ।
ডাকাত পিতা এলে প্রভু করেন সুবাদ॥
মাতা লক্ষ্মী দিদি দু'য়ে বড়ই মেলানি।
নবতের ঘরে এসে থাকেন তখনি॥
অতি ছোট ঘর ছিল নবতের নীচে।
অতি কষ্টে শ্বাশুড়ী বৌ তাহাতে রয়েছে॥
মন্দির নিকটে শম্ভু কিছু জমি নেন।
মায়ের বাসের তরে ঘর করিবেন॥

পীড়িতা হইয়া শ্রীমার পিত্রালয়ে গমন।

ইং ১৮৭৫ সন, ১২৮২ সাল।

এই কালে মাতা দেবী আমাশয় রোগে।
ঔষধ সুপথ্য বৈদ্য শম্ভু নিয়োযোগে॥
প্রসাদ ডাক্তার তাঁরে চিকিৎসা করিয়া।
মাতা দেবী দেশে যান আরোগ্য হইয়া॥
বাপের বাড়ীতে পুনঃ রোগ বৃদ্ধি হয়।
শয্যাশায়ী হইলেন জীবন সংশয়॥
পিতার হয়েছে কাল মাতা ভাইগণ।
যথাসাধ্য তাঁর সেবা করিল এখন॥
ঠাকুর শুনিয়া কথা হৃদয়ে বলেন।
তোর মামী করিবে কি গমনাগমন॥
কোনরূপে যবে ব্যাধি আরোগ্য না হয়।
সিংহবাহিনীর মাড়ে মাতা হত্যা দেয়॥
অল্পকাল পরে দেবী প্রসন্না হইয়া।
ঔষধ নির্দ্দেশ করে ব্যাধির লাগিয়া॥
ঔষধ খাইবা মাত্র মাতা সুস্থ হ'ন।
চতুঃপার্শ্বে লোক সব পূজাতে মগন॥

শম্ভু ও কাপ্তেন।

বিশ্বনাথ উপাধ্যায় কাঠের আড়তে।
নেপাল রাজার গোলা বেলুড় ঘাটেতে ॥
দায়িত্ব সংযুক্ত সেই শ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারী।
মার ঘর নির্ম্মাণে কাষ্ঠ দিতে দেরি ॥
নাক টেপা শম্ভু তাই কৃপণ স্বভাব।
গৃহ নিরমাণ তরে কাঠের অভাব ॥
চারখানি শাল কাঠ গঙ্গায় ভাসায়।
একখানি ভেসে গেল তিনখানি পায় ॥
পুনঃ একখানি কাঠ কাপ্তেন পাঠাল।
তার পর মায়ের যে বাস ঘর হ'ল ॥
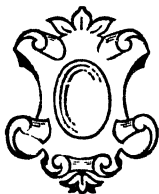
অন্নপূর্ণার মন্দির প্রতিষ্ঠা।

ইং ১৮৭৫ সন, ১২৮১ সাল।

অন্নে পূর্ণ ভূমণ্ডল তোমার কৃপায়।
অন্নপূর্ণা নাম তাই প্রচার ধরায়॥
জীব সমষ্টি শিব অন্ন মাগে তাই।
বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা কাশীধামে ঠাঁই॥
বাংলা দেশে কৃষ্ণচন্দ্র প্রথমেতে পূজে।
চৈত্র শুক্লা অষ্টমীতে প্রতিমার সাজে॥
ক্রমে বাৎসরিক পূজা বাড়িতে লাগিল।
স্থায়ী মন্দির পরে স্থাপন হইল॥
রাসমণির মেয়ে জগদম্বা পারেতে।
নির্ম্মাণ করায় পুরী বারাকপুরেতে॥
প্রতিষ্ঠার দিনে প্রভু সাঙ্গোপাঙ্গ সনে।
নৃত্য গীত করে' মাতে সবাই কীর্ত্তনে॥
পরে প্রভু বলেছিলা জগদম্বা প্রতি।
শ্রদ্ধা ভক্তিতে হয় মন্দিরের গতি॥

কেশবমিলন।

ইং ১৮৭৫ সন, ১২৮১ সাল।

নারাণ শাস্ত্রীকে প্রভু এই সময়েতে।
আদেশ করেন কেশব সেনে দেখিতে॥
জ্যোতিষেতে জ্ঞান তাঁর ছিল ভাল মতে।
কেশবে দেখিয়া সেই বলে বিধি মতে॥
ভাগ্যবান জপসিদ্ধ কেশবে দেখিনু।
ভাষায় আলাপ করে সংস্কৃত বলিনু॥
পরেতে জয় গোপাল সেনের উদ্যানে।
বেলঘরে যান প্রভু হৃদয়ের সনে॥
শ্রীকেশব চন্দ্র সেন ছিলেন সেখানে।
পারিষদগণ সহ সাধন ভজনে॥
কাপ্তেনের গাড়ী যবে বাগানে আসিল।
পুকুর ঘাটেতে হৃদয় কেশবে ভেটিল॥
কেশবে কহেন হৃদু ঘাটের উপর।
মোর মামা হরিনাম করে নিরন্তর॥

মহাভাব হ'য়ে তিনি সমাহিত হ'ন।
আপনার নাম শুনে দেখিবারে চান॥
গাড়ীর মধ্যেতে বসে' একা আছে তিনি।
আদেশ পাইলে তাঁরে আনিব এখনি॥
কেশবের সম্মতিক্তে হৃদয় আসেন।
রামকৃষ্ণ গাড়ী হ'তে সত্বর নামেন॥
একমাত্র বস্ত্র পরা তারি খুঁট গায়।
সশিষ্য কেশবচন্দ্র বসিয়া যথায়॥
বেশভূষা নাহি যার একছুটে আসে।
সামান্য মানুষ এই ভাব মনে ভাসে॥
ঠাকুর কেশবে ক'ন ঈশ্বর দর্শন।
কেমন করিয়া হয় জানাও এখন॥
এই লাগি তব কাছে আমি আসিতেছি।
তাঁহারে পাইব বলে' মন বাঁধিতেছি॥
এই বলি' গাইলেন প্রাণঢালা সুরে।
কে জানে কালী কেমন দর্শন মরে ঘুরে'॥

গাহিতে গাহিতে গান সমাধিস্থ হন।
দেখি সবে ভাবে ভণ্ড পীড়ার লক্ষণ॥
হৃদয় ওঁকার ধ্বনি করিতে করিতে।
পুনঃ ফিরে আসে জ্ঞান অর্দ্ধ ভাবেতে॥
এ সময়ে মুখ-শ্রী হয় হাস্যে উজ্জ্বল।
দু' চার কথায় হ'ল বেদান্ত সরল॥
শুনিয়া সকলে তাঁর মুখপানে চায়।
স্নানাহার করিতে সময় চলে যায়॥
তখন ঠাকুর বলে গরুপালে যেন।
অন্য পশু এসে গেল সবে উচাটন॥
কিন্তু যদি আসে তথা তার সহজাতি।
চাটাচাটি করে গাত্র করে মাতামাতি॥
এইরূপে আজ হেথা মোদের হ'য়েছে।
কেশবে বলেন তব লেজটি খসেছে॥
বোধহীন জনগণ নাহি বোঝে কথা।
ঠাকুর ভাঙ্গিয়া বলে বেঙাচি বারতা॥

যত দিন লেজ থাকে তত দিন জলে।
লেজ খসিলে পরে থাকে জলে স্থলে॥
সেইরূপ মানুষের অবিদ্যার লেজ।
ততদিন থাকে তার সংসারের কাজ॥
ঐ লেজ খসে গেলে সংসারে ঈশ্বরে।
আনন্দে মানুষ সদা বিচরণ করে॥
কেশব তোমার মন অবিদ্যা রহিত।
সংসারে ঈশ্বরে উহা রহিবে নিশ্চিত॥
এইরূপ আরও দুই চারি কথা ক'ন।
হৃদয় সহিত প্রভু ফিরিলা তখন॥
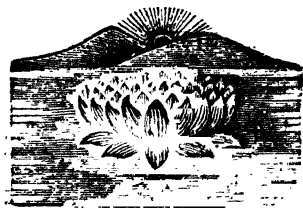
ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র।

কলিকাতা কলুটোলা সেন গোষ্টীদের।
প্রসিদ্ধ বনেদী ঘর ধনে পুত্রে ঢের॥
তৎকালের রামকমল সেন নাম।
সর্ব্বলোকে খ্যাত ছিল বৈষ্ণব প্রধান॥
সকল সংস্কার কার্য্যে সর্ব্ব লোক সহ।
অর্থ সামর্থ্য দিতে করয়ে আগ্রহ॥
ইংরাজী অভিধান তাঁর কৃত ছিলা।
বিদ্যাবত্তার প্রমাণ তাহে প্রকাশিলা॥
তাঁর পুত্র প্যারিমোহন দয়ার্দ্র কোমল।
সুন্দর পুরুষ সেই চিত্ত সুবিমল॥
তার সম গুণী নারী সারদা সুন্দরী।
সতী লক্ষ্মী ভক্তিমতী জ্ঞানী সেবাকারী॥
পুণ্যবতী দয়াময়ী কেশব জননী।
জঠরে ধরিলা শিশু দেবশিশু মানি॥
সুন্দর গঠন শিশু সুন্দর মুরতি।
দেবকার্য্যে দেবভাব দেবের যুকতি॥

কি কব তাহার রূপ গুণ পরিচয়।
অকলঙ্ক শশী যেন গগনে উদয়॥
শিশুকালে খেলাছলে করিলা কীর্ত্তন।
মায়া ম্যাজিক খেলে' বেদান্ত গ্রহণ॥
বিদ্যায় ভারতী বরপুত্রসম জ্ঞান।
নিজে দেবী শিক্ষা ভার করেন গ্রহণ॥
ধ্যানসিদ্ধ জপসিদ্ধ ত্যাগী মহাশয়।
ধর্ম্মার্থে উচ্চপদ বিসর্জ্জন দেয়॥
উপাচার্য্য হইলেন আদি সমাজের।
বক্তৃতায় সরস্বতী নিজে বলে ঢের॥
বিলাতে ভারতেশ্বরী নিজে তারে ডেকে।
নিজ ছবি স্বামীর জীবনী দেন লিখে॥
ভারতের নানা স্থানে ব্রাহ্মের সমাজ।
স্থাপন করেন তিনি ধর্ম্মের রেওয়াজ॥

ব্রাহ্মদের প্রয়াস।

এর পর তিন জন ব্রহ্মজ্ঞানী গুণী।
প্রভুরে পরীক্ষা করে ভাল মতে জানি॥
শ্রীপ্রসন্ন তার মধ্যে ছিল একজন।
দিন রাত তাঁরে দেখে' কেশবে জানান॥
একদিন আসে শু'তে তাঁহার ঘরেতে।
দয়াময় দয়াময় লাগিল কহিতে॥
ঠাকুরে কহেন ধর কেশব বাবুকে।
খুব ভাল হ'বে তব সকল দিকেতে॥
প্রভু তারে কহিলেন সাকারে যে মানি।
দয়াময় দয়াময় করে' ঘ্যানঘ্যানি॥
তখন তাঁহার হ'ল একটু ভাবান্তর।
বার করে' দিয়া তাদের করিলা অন্তর॥

চৈতন্যদেবের সংকীর্ত্তন।

ধর্ম্মরাজ্যের রাজা রামকৃষ্ণ ঠাকুর।
শুনিতে দেখিতে স্বাদ কীর্ত্তন প্রচুর॥
যখন যেরূপে হয় যে ভাবে সাধনা।
সে ভাবের নিত্য নব হ'য়েছে বাসনা॥
যেমন বাসনা তাঁর মায়েরে জানান।
মাতাও তেমনি ভাবে পূরণ করান॥
সেইরূপে একদিন দেখেন ভাবেতে।
উদ্দাম কীর্ত্তন আসে পঞ্চবটী হ'তে॥
পূর্ব্বমুখী হ'য়ে যায় ফটকের পানে।
গৌর নিতাই অদ্বৈত তার মাঝখানে॥
অসীম ক্ষমতা গৌর ভাব উন্মাদিনী।
নিজ ঘর সম্মুখেতে যায় আকর্ষণী॥
তার মাঝে মুখ ছবি অনেক দেখিয়া।
উত্তরকালেতে মিলে দরশন পাইয়া॥

কেশব ও শম্ভু।

একদিন কেশব আসিল শম্ভু সঙ্গে।
অনেক হইল কথা ঈশ্বর প্রসঙ্গে॥
বৃক্ষপত্র নড়েনাকো বিনা তাঁর ইচ্ছা!
সকলি ঈশ্বরাধীন কিছু নহে স্বেচ্ছা॥
অত বড় জ্ঞানী ন্যাংটা ডুবে মরতে যায়।
চড়ায় না জল পেয়ে ফিরে এল হায়॥
বাতিক বাড়িলে গলে ছুরি দিতে যাই।
তুমি যন্ত্র আমি যন্ত্রী বলি গো মা তাই॥

চন্দ্রা দেবীর মৃত্যু।

ইং ১৮৭৬ সন, ১২৮২ সাল।

এই বার চন্দ্রা দেবী অতি বৃদ্ধ হ'য়ে।
ভীমরতি প্রায় পড়ে' থাকে সদা শুয়ে॥
হৃদয়ের 'পরে বুড়ী চটেছে এমন।
তার কথা শুনিবারে ঠাকুরে বারণ॥

পাটের কলের বাঁশী বাজিবার পরে।
বৈকুণ্ঠের ভোগ শেষ এই মনে করে॥
তবে নিজে খেতে বসে স্বচ্ছন্দ হইয়া।
কলের ছুটির দিনে বিভ্রাট ঘটিয়া।
না শুনিলে ঐ বাঁশী উপবাসী থাকে।
হৃদয় ঠাকুর হ'য়ে পড়েন বিপাকে॥
অলীক আওয়াজ নানারূপ করিয়া।
খাওয়াতেন তাঁরে নানারূপে বুঝাইয়া॥
হৃদয় যাইতে দেশে ছুটি নিয়েছিল।
কোনরূপ বাধা পড়ে নাহি যাওয়া হ'ল॥
ঠাকুরে বলিতে শেষ করেন বারণ।
তার চার দিন পরে ঘটিল ঘটন॥
প্রত্যহ ঠাকুর যান মাতৃদরশনে।
যথাসাধ্য সেবা তাঁর করেন যতনে॥
একদিন প্রভুদেব মার কাছে গিয়া।
নানারূপে পূর্ব্বকথা কন উত্থাপিয়া॥

বড় আনন্দিত হয় কথা শুনে বুড়ী।
শোয়াইয়া মায় প্রভু আসে তাড়াতাড়ি॥
পরদিন প্রাতে বুড়ী দোর নাহি খোলে।
দাসী আসি ডাকা ডাকি করে বেলা হ'লে॥
কাণপাতি শোনে দাসী ঘড় ঘড় রব।
ঠাকুরে হৃদয়ে ভাই ডেকে বলে সব॥
হৃদয় আসিয়া দ্বার বার হ'তে খুলি।
জ্ঞানহীন পড়ে' বৃদ্ধা নাহি বলে বুলি॥
কবিরাজে ডেকে হৃদু ঔষধ মাড়িয়া।
দুধ গঙ্গাজল দেন মুখেতে ঢালিয়া॥
তিন দিন এই ভাবে থাকিবার পরে।
বৈদ্যের কথায় তাঁরে অন্তর্জ্জলি করে॥
কুসুম চন্দন আর তুলসী লইয়া।
মায় পদে দেন প্রভু অঞ্জলি করিয়া॥
তার পর গঙ্গাজলে পরাণ ত্যজিল।
নাতি রামলাল এসে সৎকার করিল॥

সন্ন্যাসী বলিয়া প্রভু বিলাপ করিলা।
মা তোমার কোন কাজে আমি না আসিলা॥
অশৌচের শেষ হ'লে প্রভুর নির্দ্দেশে।
বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করে রামলাল শেষে॥
সন্ন্যাসী বলিয়া প্রভু অশৌচ না নিলা।
জননীর পুত্রোচিতে কিছু না করিলা॥
এই ভেবে একদিন তর্পণের তরে।
অঞ্জলি ভরিয়া জল নেন বারে বারে॥
ভাবাবেশে হস্তাঙ্গুল অসাড় হইয়া।
অঞ্জলি হইতে জল যায় গড়াইয়া॥
বার বার এই চেষ্টা করে প্রভুরায়।
শেষে মনোদুখে কেঁদে মায়েরে জানায়॥
কিছুদিন পরে শুনে পণ্ডিতের কাছে।
ঠিক ঠিক কর্ম্ম ন্যাস ইন্দ্রিয় সঙ্কোচে॥
গলিত শ্রীহস্ত পদ পণ্ডিতেরা কয়।
কাম ও কাঞ্চন স্পর্শে কুর্ম্ম অঙ্গ হয়॥
শাস্ত্রেতে প্রমাণ আছে অনেক ইহার।
শাস্ত্রকথা শুনে তবে চিন্তা গেল তাঁর॥

ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র।

ইং ১৮৭৭ সন, ১২৮৩ সাল।

ঠাকুরে কেশবে হয় বড়ই পীরিত।
দুই দিন না দেখিলে হ'ন উৎকণ্ঠিত॥
কখনও ঠাকুর যান কেশবের ঘরে।
কখনও কেশব আসে দক্ষিণ সহরে॥
এক দিন এইরূপ কলুটোলা যান।
কেশবের আদি বাড়ী বনিয়াদী সেন॥
কেশব নিবিষ্ট মনে টেবিলে বসিয়া।
লিখিতেছিলেন কিছু অবশ্য জানিয়া॥
বহু পরে কলম কেদারা ছেড়ে আসে।
ইংলিসম্যান যেন কথা কইতে বসে॥
নমস্কার দণ্ডবৎ দেশী শিষ্টাচার।
ছিল না তখন তার কোন ব্যবহার॥
এখনও দেখিতে পাবে প্রবাসী বাঙ্গালী।
সেইরূপ ব্যবহার দেখি কুতূহলি॥

ক্রমে হেতা যাতায়াত করিত যখন।
নমস্কার করা তবে শিখাইয়া দেন॥
সাধুর সম্মুখে কভু পা রাখিতে নাই।
রজ গুণ বৃদ্ধি হয় তাহাতে জানাই॥
ক্রমে ভূমে মাথা নুয়ে প্রণাম করে।
হরিনাম করিবারে কহিনু তাহারে॥
তবে খোল করতাল লইয়া কীর্ত্তন।
করিতে লাগিল তারা উৎসব মিলন॥
এইরূপে যাতায়াত চলে অগণিত।
বিশেষে উৎসব কালে অবশ্য হইত॥
উৎসবের একদিন ঠাকুর সহিতে।
কেশব আনন্দ করে প্রেমভক্তি চিতে॥
এইরূপে বহুবার জাহাজে কীর্ত্তন।
গঙ্গাবক্ষে উভয়েতে প্রেমের মিলন॥
যখন কেশব আসে দক্ষিণ সহরে।
ফল ফুল মিষ্ট আদি আসে হাতে করে'॥

শিষ্যের মতন তাঁর পদপ্রান্তে বসি।
ঈশ্বর প্রসঙ্গ নিয়ে আনন্দেতে ভাসি॥
একদা কেশবে প্রভু হাসিয়া কহিলা।
বক্তৃতায় মুগ্ধ কর বহু লোকগুলা॥
মোরে কিছু বল তুমি শুনিতে বাসনা।
(কেশব) বলে কামার ঘরে ছুঁচ বেচা চলে না॥
আপনার কথা লয়ে' দুই চারিটি।
মুগ্ধ করিতে পারি ব্রহ্মাণ্ড কোটি॥
এক দিন শ্রীকেশবে ঠাকুর বলেন।
ব্রহ্ম থাকিলে তাঁহার শক্তিও থাকেন॥
ব্রহ্ম শক্তি ভিন্ন নয় জানিবে নিশ্চয়।
অগ্নির দাহিকা শক্তি দুধ সাদা হয়॥
সর্পের কুণ্ডলী আর তির্যগ গতি।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে ব্রহ্মের শকতি॥
জ্ঞানের উপর কেশব শ্রেষ্ঠ একজন।
ব্রহ্ম শক্তি দু'য়ে এক মানিল তখন॥

এইরূপে ভাগবত ভক্ত ভগবান্।
তিনে এক একে তিন জানে জ্ঞানবান্॥
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবেতে তিনে মিলে এক।
তোমারে বুঝাতে পারি কেশব বলে থাক্॥
যা' শুনেছি তাই ঢের কাজ নাই আর।
এর উপর কথা হ'লে বুদ্ধি বিকার॥
ঠাকুর বলেন আজ এইখানে থাক।
ধ্যানী জ্ঞানী কেশব কোথাও নাহি ফাঁক্॥
কেশব সহিত আসে সাঙ্গোপাঙ্গগণ।
তার মধ্যে বহু লোক আসে অকারণ॥
আবার কাহারো ছিল সত্যে অনুরাগ।
প্রেম ভক্তি ধর্ম্ম আশা সংসার বিরাগ॥
এই সব সত্যসন্ধ ধর্ম্মের পিয়াসী।
তাদের করেন প্রভু ধর্ম্মপুরবাসী॥
নিজের আদর্শে তবে গড়িয়া পিটিয়া।
আগাইয়া দেন প্রভু ধর্ম্মমার্গ দিয়া॥

এইরূপে চিরঞ্জীব বিজয় প্রতাপ।
অমৃত আসিল মণি শাস্ত্রী শিবনাথ॥
জয় গোপাল বেনীমাধব কাশীশ্বর করে'।
আরো কত আসে সব দক্ষিণ সহরে॥
কখনো ঠাকুর যান উৎসব মন্দিরে।
কখনো উৎসব করে ব্রাহ্মদের ঘরে॥

শ্রীমার তৃতীয়বার দক্ষিণেশ্বর আগমন।

ইং ১৮৭৭ সন, ১২৮৪ সাল।

তৃতীয় বারেতে মাতা মার সাথে আসে।
হৃদয় বলিল কটু ঠাকুর শুনে' হাসে॥
গৃহ নির্ম্মাণের কাঠ ভেসে গেল বলে'।
হৃদয় চটিয়া মাকে ভাগ্যহীনা বলে॥
এই দেখে' মাতা তাঁর মার সাথে যান।
ঠাকুর বলেন তাই যাত্রা বদলান॥
পরে প্রভু বলেছিলা খাজাঞ্চীর কাছে।
হৃদয় করিল সর্ব্বনাশ নিজ পিছে॥

৮ রঘুবীর সেবা।

ইং ১৮৭৮ সন, ১২৮৪ সাল।

ঠাকুরের ইচ্ছা হয় বন্দেজ করিতে।
গৃহদেব রঘুবীর সেবায় বিহিতে॥
সে কারণ দেশে তিনি করেন গমন।
কিছু জমি কেনা হয় দেবোত্তর কারণ॥
সিওড়ে পাইলা জমি চৌদ্দ বিঘা প্রায়।
ব-কলম দিয়ে' দেবোত্তর করা হয়॥
মড়াগেড়ে গ্রামে ছিল প্রতাপ হাজরা।
বৈরাগ্যের ভাব কিছু সাধন সঙ্করা॥
ঠাকুরে পুছেন কেন পাই নাকো সাড়া।
'ঘোগ' পথে সব ডাক যাইতেছে মারা॥
বাসনার 'ঘোগ' আছে তব ভক্তি-ক্ষেতে।
সাধনের সেচজল যায় সব তাতে॥
দক্ষিণ সহরে পরে আসিয়া রহিলা।
জটিল কুটিল সম ব্যাভার করিলা॥

হৃদয়ের ছোট ভাই ছিল রাজারাম।
বচসা করিয়া এক মামলা বাধান॥
সে কারণ প্রভু যান সাক্ষী বিষ্ণুপুরে।
সাক্ষ্য দিল না মামলা আপোষেতে সারে॥
বিল্বপুকুর ধারে মৃন্ময়ী দরশন।
আম আটা হলুদের গন্ধের আঘ্রাণ॥
এ সময়ে ব্রাহ্মগণ কেশবে না মানে।
সমাজ ভাঙ্গিল কুচবিহার কারণে॥
ছত্রভঙ্গ শ্রীকেশব হানচান করে।
ঠিক ঠিক ভালবাসা ঠাকুর উপরে॥
এ সময়ে কেশব তাঁহারে চিন্তা করে।
অনন্ত চিন্তার ধারা দিল শক্তি তারে॥
বক্তৃতায় প্রভুগুণ গায় অবিরাম।
কাগজে লিখেন তাঁর উপদেশ নাম॥
তবে কলিকাতাবাসী প্রভুরে জানিল।
দগ্ধ প্রাণ জুড়াইতে মলয়ে ধাইল॥

রাম মনোমোহন আসে সকলের আগে।
পরে যারা এসেছিল পাবে যোগে যাগে॥
কেশবে পুছেন ভক্ত ইহার কারণ।
কেশব বলিল তার সমাধি সাধন॥
বুদ্ধ যীশু গৌর মহম্মদের হইত।
প্রভুও সমাধিকালে সেরূপ পাইত॥
বহু শত বর্ষ পরে এইরূপ হয়।
প্রকৃতি ধরিয়া দেহ জগত মাতায়॥
হেন ধনে গ্লাসকেসে রাখিতে উচিত।
অকারণ লণ্ডভণ্ড না করা বিহিত॥
তখন ছুটিল লোক প্রভুরে আনিতে।
প্রভুরে মিলিল তারা আধেক পথেতে॥
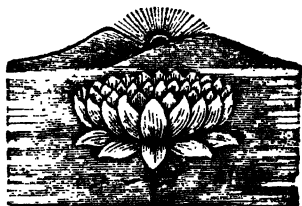
সমাধিতত্ত্ব।

বাক্যমনাতীতাখণ্ড সত্য জ্ঞানানন্দ।
অনাদি অনন্ত তাতে নাহি কোন দ্বন্দ্ব॥
সে আদি পুরুষ আত্মা নির্গুণ অরূপ।
যুবতী প্রকৃতি সতী সুন্দরী স্বরূপ॥
প্রকৃতি সম্ভোগে আত্মা বাঞ্ছাকল্পতরু।
প্রকৃতি স্বরূপ ধরে' জীব আত্মা সুরু॥
রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ এই পাঁচ।
ভূত বস্তু নাম হ'লে প্রকৃতির পচ॥
বাঞ্ছারাম জীব ইচ্ছে আত্মারাম শিবে।
বাঞ্ছারাম গেলেও আত্মারাম থাকিবে॥
তবেই আদির সঙ্গে সমতা পাইবে।
সমাধি নামেতে ইহা সতত জানিবে॥
একমাত্র ত্যাগমন্ত্র ইহার উপায়!
কামিনী কাঞ্চনে সুরু চলে বাসনায়॥
দেহাত্মবোধ ত্যাগ হইবে যখন।
চিত্ত সমাহিত সুরু হইবে তখন॥

এ সাধন নিত্য যবে করিতে থাকিবে।
গুরুর কৃপায় তবে তলাইয়ে যাবে॥
গভীর নিশীথে স্থির আসনে বসিয়া।
আজ্ঞাচক্রে চিত্ত রাখি শরীর ভুলিয়া॥
কাটাবে গভীর ধ্যানে যাবত যামিনী।
নিশা শেষে কদাপি না নিদ্রা আকর্ষণী॥
জীব তলাইয়া গেলে আর নাহি ভাসে।
আধিকারী অবতার জীবশিক্ষা আশে॥
পাঁচ ভাবে মহাবায়ু উর্দ্ধে স্থির হয়।
কপি মীন সর্প পক্ষী পিপীলিকাচয়॥
অদ্বৈতে যাইলে জীব আর নাহি ফেরে।
আনাড়ী সাঁতার কেটে জলে ডুবে মরে॥
অমৃত-সমুদ্রে ডুবে মরণ হ'বে না।
শিবত্ব রহিবে মাত্র জীবত্ব রবে না॥
ভক্তি বেড়ে ভাব হয় ভাবেতে কুম্ভক।
ভাব বেড়ে অর্দ্ধবাহ্য থাকিবে সম্যক॥

আরো ভাব বেড়ে গেলে মহাভাব হয়।
অন্তরে থাকিবে ভাব বাহ্য উড়ে যায়॥
ভাবের সমাধি কিম্বা নির্ব্বিকল্প হ'লে।
বাহ্যজ্ঞান নাহি থাকে অন্তরেতে চলে॥
আত্যন্তিক জীবজ্ঞান শিবোপরে ধায়।
অচিন্ত্য এ ভেদাভেদ জানিবে ইহায়॥
দ্বৈতজ্ঞানে ভেদজ্ঞান থাকিবারে পারে।
ভোগী ভোগ্য সম্ভোগেতে একত্রিত করে॥
অদ্বৈত হইতে যেই ফিরিবারে পারে।
ব্রহ্মময় ত্রিজগত সেই ঠিক ধরে॥
কীর্ত্তনেতে উদারা মুদারা তারা সুরে।
কুণ্ডলিনী জেগে উঠে' নিজ পথ ধরে॥
ঠা দুন্ পরদুন্ চৌ দুনে নৃত্য করে'।
ষট্‌চক্র পার হ'য়ে সহস্রারে ধরে॥
হাঁপাতে হাঁপাতে কারো পড়ে লাগে দশা।
কেহ নিজ ভাবে কাঁদে শরীর বিবশা॥

নিষ্কাম কর্ম্মেতে কর্ম্মী মন প্রাণ দিলে।
চিত্ত সমাহিত হয় কর্ম্মফল গেলে ॥
কর্ম্মমাত্র তপ জপ ধ্যান ধারণাদি।
সমাধির জন্য দেহে শ্বাস প্রশ্বাসাদি ॥
সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী হইবে যখন।
গুরুর কৃপায় নৈষ্কর্ম্ম সিদ্ধি তখন ॥
ইহার উপর কর্ম্মী কদাচ না যায়।
যাঁহা কাম তাঁহা রাম কদাপি না রয় ॥
সুষম্না পথেতে জীব ষট্‌চক্র ভেদী।
সহস্রাতে মহা শিবে হইবে সমাধি ॥
সমাধি সাধন যেই করিবারে চায়।
সত্য ব্রহ্মচর্য্য সম দম তিতিক্ষায় ॥
আসন সাধনে সিদ্ধ হইবে যখন।
ভাবেতে কুম্ভক তার হইবে তখন ॥
ব্রহ্মচর্য্য পূর্ণ হ'লে মেধা নাড়ী হয়।
পরে এই মেধা বেড়ে বুদ্ধি যোগ পায় ॥

ইহার উপর হ'বে স্মরণ মনন।
ভক্তি শ্রদ্ধা না থাকিলে সব অকারণ॥
কর্ম্মে জ্ঞান জ্ঞানে ভক্তি বাড়িতে থাকিবে।
জ্ঞান দ্বারা বস্তু জেনে ভকতি করিবে॥
আসনে বসিয়া ভক্তিযোগের সাধন।
পুন জ্ঞানে বাড়াইবে ভক্তির লক্ষণ॥
বহুজন্ম পরে জীব তত্ত্বজ্ঞান পায়।
জনমে জনম লবে তাঁহারি আশায়॥
জ্ঞানভক্তি বেড়ে গেলে কর্ম্ম ভেসে যায়।
কর্ম্মক্ষয় হ'লে তবে প্রভু কৃপা হয়॥
সত্য ব্রহ্মচর্য্যহীন কাকে খাওয়া আম্র।
নিজে খেতে নাহি পারে দেবতা স্বতন্ত্র॥
ব্রহ্মচর্য্যহীন কিম্বা দুর্ব্বল সাধক।
এ সাধন তার নয় শরীর পীড়ক॥
রক্তচাপ বৃদ্ধি কিম্বা স্নায়ুবিক পীড়া।
কখনো উন্মাদ করে যদি করে তাড়া॥
অবাক্ হইয়া যবে কিছু দেখে শুনে।
ভাব লেগে গেছে বলে অন্যে সম্বোধনে॥

প্রভুর স্বতন্ত্র কথা বেদ পুরাণে নাই।
আগে ফল পরে ফুল লাউ কুমড়া যেই॥
ছ' বছরে ভাব হয় মেঘাকাশ দেখে।
কবি চিত্রকরে এইভাবে রূপ দেখে॥
শিব সেজে ভাব হয় শিবরাত্র দিনে।
উচ্চদরের অভিনেতা এই ভাব চেনে॥
অনুরাগে ভাব হ'ল কালীর মন্দিরে।
এই ভাব রাধা গৌর পাইল অন্তরে॥
তন্ত্রমতে সাধি প্রভু শিব হ'য়ে যায়।
বেদান্তের নির্ব্বিকল্প স্বরূপ তাহায়॥
নির্ব্বিকল্প হ'তে এসে ভক্তি ভক্ত নিয়ে।
ধর্ম্মের স্থাপনা করে উপদেশ দিয়ে॥
স্বকার্য্য সাধন তরে নিজ জন আনে।
নেচে গেয়ে চলে যায় কেহ নাহি জানে॥
আধিকারী অবতার চলে গেলে পরে।
হরি যায় মধুপুরী গোপী কেঁদে মরে॥

কুচবিহার বিবাহ।

ইং ১৮৭৮ সন, ১২৮৪ সাল।

বহু দিন পরে তার রাজা কুচবিহার।
পানিগ্রহণ করেছিলা কেশব-কন্যার॥
এই নিয়ে ব্রাহ্মদলে মহা ঘোঁট চলে।
কেশবের বন্ধুগণ যান তারে ফেলে॥
নূতন করেন তাঁরা সাধারণ সমাজ।
কেশবের গালি নিন্দা করে সভা মাঝ॥
এইরূপে একদিন দক্ষিণ সহরে।
বিবাহ বয়স কথা হয় পরস্পরে॥
ঠাকুর বলেন জন্ম মরণ বিবাহ।
ঈশ্বর অধীন হয় বাধ্য নহে কেহ॥
এই কথা তুলে' যদি কেহ নিন্দা করে।
বিধিমতে ঠাকুর কেশব পক্ষ ধরে॥
কেশব করেছে কর্ম্ম পিতার উচিত।
যা'তে হয় পুত্র কন্যার ধর্ম্মপথে হিত॥

এইরূপে বিধিমতে কেশব নির্দ্দোষ।
প্রকাশ করিয়া পান প্রাণেতে সন্তোষ॥
এতে কেশবের বহু পূর্ব্ব পরিচিত।
একদেশদর্শী ভাবে ঠাকুরে নিশ্চিত॥
কিন্তু প্রভু কেশবেও ঐ কথা ক'ন।
কন্যার বিবাহ্ যোগ্য বয়স বন্ধন॥
তোমার উচিত নয় করিতে নিয়ম।
ঈশ্বর অধীন মৃত্যু বিবাহ্ জনম॥

ভক্ত সমাগম।

ইং ১৮৭৯ সন, ১২৮৫ সাল।

এ সময়ে আসে ভক্ত গৃহী ত্যাগী যত।
জ্ঞান ভক্তি ভাব প্রেম কা'র ক'ব কত॥
রাম বলরাম মনোমোহন সুরেন্দ্র।
রাখাল ও বাবুরাম যোগীন নরেন্দ্র॥
শশী শরৎ লাটু তারক নিরঞ্জন।
কালী গোপাল হুট্‌কো হরি নারায়ণ॥

ভবনাথ গঙ্গা হরি তুলসী নরেণ।
মহেন্দ্র পতু পূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ করেন॥
আরও কত এসেছিল পরেতে পাইবা।
যেখানে যে ভাবে কথা উঠিতে দেখিবা॥
বিশিষ্ট ব্রাহ্মের ঘঁরে উৎসব হইলে।
প্রভুর বিশেষ ভাব হয় সেই কালে॥
এখন লোকের মুখে কথা হেঁটে যায়।
কালীবাড়ী পরমহংস রামকৃষ্ণ রায়॥
কাগজে ছেপেছে কথা না যায় গণনা।
সস্তা খবর রবি মিরর ধর্ম্মালোচনা॥
বহু লোকজন আসে যায় বহু জনে।
কে করে গণনা তার কেবা কারে চিনে॥
সিমলা হ'তে আসিলেন রামচন্দ্র দত্ত।
মনোমোহন আসিলেন কোন্নগরের মিত্র॥
ঠাকুরের ত্যাগ দেখি ঈশ্বর কারণে।
বিকাইলা দুই জনে তাঁহার চরণে॥
তাঁহাদের সাথে আসে তাঁদের আত্মীয়।
আসিলেন রাখালরাজ শ্রীপ্রভুর প্রিয়॥

ধ্যানে মগ্ন প্রভুদেব সহসা দেখেন।
জগদম্বা শিশু এক লইয়া আসেন॥
বসাইয়া প্রভু-কোলে বলেন হাসিয়া।
এই তোর ছেলে হ'ল প্রভু শিহরিয়া॥
বলিলেন সে কি আমার আবার ছেলে।
ত্যাগীন্দ্র মানস-পুত্র হেসে মাতা বলে॥
রাখাল আসিলে প্রভু তাহারে দেখিলা।
মাতৃদত্ত ত্যাগী শিশু অন্তরে বুঝিলা॥
এই রাখাল ছিল সে ব্রজের রাখাল।
কৃষ্ণসখা কৃষ্ণ সনে কৃষ্ণের কাঙ্গাল॥
রামের বালক ভৃত্য লাটুও যে আসে।
এটা ওটা নিয়ে শেষে রহে প্রভু পাশে॥
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র এল এর পরে।
বিশেষ আকৃষ্ট হৈয়া প্রভুর উপরে॥
নিজ বাটী ল'য়ে যায় উৎসব করিতে।
সেখানে নরেন্দ্র আসে ভজন গাহিতে॥

নববিধান।

ইং ১৮৮০ সন, ১২৮৬ সাল।

কেশব ঠাকুরে খেলা হয় অতঃপর
ঠাকুরে লইয়া নিজ গৃহের ভিতর।।
আশীস্ মাগেন সেই ঈশ ধ্যান চিন্তা।
সংসার ভুলিয়া চান এ বিশ্ব-নিয়ন্তা।।
কখনো লইয়া পুষ্প অঞ্জলি করিয়া।
ঠাকুরের পাদপদ্মে দেন যে ঢালিয়া।।
জয় বিধানের জয় বলিয়া প্রণাম।
উদ্দাম কীর্ত্তন কভু নয়নাভিরাম।।
যত মত তত পথ এই উক্তি নিয়া।
সকল ধর্ম্মের সার গ্রহণ করিয়া।।
অসার যা' কিছু আছে করি পরিহার।
'নব-বিধান' নাম দিলেন তাহার।।
সত্য সেই কালের অনেক ব্রহ্মজ্ঞানী।
সত্য ত্যাগ ধর্ম্ম ইচ্ছা বহু গুণে মানি।।

সে কারণে ব্রাহ্মদের অনেক সাধক।
ঠাকুরের সঙ্গে করে মিলন বৈঠক॥
তার মাঝে কেশবচন্দ্র প্রচার করেন।
ঠাকুরের নাম শিক্ষা সংবাদ লিখেন॥
অনেক পত্রিকা তাঁরে লিখিতে হইত।
সকল কাগজে রামকৃষ্ণ নাম দিত॥
কোথায় থাকিত তাঁর উৎসব মিলন।
কোথায় থাকিত উপদেশের কথন॥
এ সব সংবাদ পেয়ে কলিকাতাবাসী।
বহু জনগণ আসে মিলন পিয়াসী॥
তাহাদের শিক্ষা দীক্ষা ইংরাজী ঢঙের।
বোঝে নাকো সব কথা তর্ক করে ঢের॥
এই সব দেখে' প্রভু বলেন তাদের।
ল্যাজা মুড়া বাদ দিয়ে লইতে মাছের॥
রহস্য করিয়া ক'ন ব্রাহ্মদের ধ্যান।
হনুমানের ধ্যান যথা কুকর্ম্ম সাধন॥

নিরালম্ব ধ্যান একি যেন তেন কথা।
বহু জন্ম অন্তে জ্ঞানী পায় ও-বারতা॥
ধেয় ধ্যান ধ্যাতা এই তিন যথা নাই।
মাত্র এক অস্তি উপলব্ধি হয় তাই॥
উপলব্ধি বোধরূপ তাও চলে' যায়।
অস্তি নাস্তি মিলে মাত্র চৈতন্য রহয়॥
এই ধ্যান যদি হয় দু'চার মিনিটে।
কত শত ধ্যানসিদ্ধ মিল্‌বে পথে ঘাটে॥
একাদশ ইন্দ্রিয়ের গোচর রহিত।
এই ব্রহ্মপুরে স্থান বাসনা বর্জ্জিত॥
প্রতীকের উপাসনা যাহারা মানে না।
"শোলার আতা"তে" হয় সত্য উদ্দীপনা॥
ব্রাহ্মদের বহু ব্যক্তি ঠাকুরের তরে।
সাধন পথেতে বহু অগ্রগতি করে॥
বহু ব্যক্তি ব্রাহ্মদের ভয়ে অনুক্ষণ।
ভাবে ভাঙ্গে ব্রাহ্মসঙ্ঘ প্রভুর কারণ॥

শ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে পুনরাগমন।

ইং ১৮৮০ সন, ১২৮৬ সাল।

চতুর্থ বারেতে মাতা ঠাকুর সেবার।
দারুণ কষ্টের কথা শুনে বারবার॥
বরদা পাইন যায় আপন বাটীতে।
তারে ঠাকুর বলেছিলা মাকে বলিতে॥
তাঁহার সেবার এবে কোন লোক নাই।
কভু খাওয়া হয় কভু উপবাসী রই॥
হৃদয় চটেছে আর দেখে না আমায়।
রামলাল সকলের সঙ্গে মিলে রয়॥
আমি কোথা পড়ে' থাকি সমাধি হইয়ে।
দেবীর প্রসাদ আসে আমার লাগিয়ে॥
সারা দিনে মাছি ভরা প্রসাদের থালা।
দাসীরা লইয়া যায় মাজিবার বেলা॥
পেটের পীড়ায় থাকি মলমূত্র মেখে।
হৃদয় সরিয়া যায় নিজ চক্ষে দেখে'॥

এই কথা শুনি মাতা আসে গুটি গুটি।
অভ্যাস হ'য়েছে এবে 'রাহি' সঙ্গে জুটি॥
এর আগে হ'তে তাঁর ভাই সঙ্গে আসে।
এবারও সঙ্গে ছিলা নানা কথা ভাষে॥
ও-দেশের বহু চাষী বদ্দিবাটী আসে।
চাষের ফসল বেচে' নেয় সূতা শেষে॥
চাষী মেয়েদের সঙ্গে মাতা আসে ধেয়ে।
তারা ওঁকে দেখে যেন নিজ গুরু মেয়ে॥
পথে কোন কষ্ট নাই চটিতে থাকেন।
চাষী মেয়েদের সঙ্গে রাঁধেন বাড়েন॥
এই বারে এসে মাতা শম্ভুঘরে ছিলা।
দাসী সঙ্গে বৎসর গুজার করিলা॥
এই ঘরে মাতাদেবী সমাধি সাধন।
করেন নিজের ধ্যান জপ সমাপন।
প্রভু উপদেশ ছলে বহু কথা বলে।
ভাব ভক্তি সাধন মাতায় নাহি চলে॥

ষোড়শী পূজার পর চিত্তসমাহিত।
জপ ধ্যানে বসে মার তাহাই হইত॥
একদিন মাতাদেবী ঠাকুরে সেবেন।
হাত বুলাইতে শিরে মস্তক দেখেন॥
এক গাছি পাকা চুল উঠায়ে বলিলা।
ওগো তব চুল পেকে গেছে এই বেলা॥
ঠাকুর বলেন ওগো সেকি কথা কও।
মাতা বলে বেশ ত গো প্রবীন দেখাও॥
লোকেতে বলিবে তোমা প্রবীন সাধক।
প্রভু বলে বয়ে গেছে বলিতে এতেক॥
বুড়ো বাম্না বলে' লোকে উল্লেখ করিবে।
তাই আমি বলি মাতা বুড়া না করিবে॥
পরে এসে লক্ষ্মী দিদি ছিল এই ঘরে।
মাতার সহিত সাধন আরম্ভ করে॥
পৌর্ণমাসী রাত্রি তায় গ্রহণ আছিলা।
জপধ্যানে কাটাইতে মনন করিলা॥

এখন মায়ের গেছে সাধনেতে মন।
লক্ষ্মীরে পাঠান তিনি ছোলার কারণ॥
ছোলা নিয়ে যবে দিদি ঘরেতে আসিছে।
ঠাকুর শুধান তারে কাপড়ে কি আছে॥
লক্ষ্মী বলে ছোলা, খুড়ী জপ সংখ্যা রাখে।
(প্রভুবলে) সমুদ্রের ঢেউ দিন রাত উঠে থাকে॥
সংখ্যা রেখে কাজ নাই ভিজায়ে রাখিবে।
লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে সকালে ভাজিবে॥
আনন্দে খাইব আমি সকালের বেলা।
মাতা শুনে বলে কাজ নাহি মোর ছোলা॥
ত্বচুর দ্বিতীয়া পক্ষ সেও আসে পরে।
আনন্দে আছিলা তিনে সাধনাদি করে'॥
এই ঘর হ'তে মাতা ঠাকুরের তরে।
বিবিধ প্রকার খাদ্য দেন পাক করে'॥
নিজে নিয়ে অন্ন দিয়ে ঠাকুরে সেবেন।
ভোজনের অবশিষ্ট পাত্রেতে আনেন॥

একদিন অপরাহ্নে ঠাকুর যাইয়া।
ফিরিবারে নাহি পারে বরষা লাগিয়া॥
বাধ্য হ'য়ে তথা বাস করেন ঠাকুর।
ঝোল ভাত রাঁধি মাতা খাওয়ান প্রচুর॥
ঠাকুর রহস্য করে মাতার সহিত।
পূজারীর রাত্রবাস উপমা বিহিত॥
এসময়ে একদিন মাতাঠাকুরাণী।
ঠাকুর অসুস্থ বলে' রন্ধন করেনি॥
ঠাকুর জিগায় তাঁরে কেন উপবাস।
মাতা ক'ন তোমার অসুখ বার মাস॥
প্রভু ক'ন কোন ভয় করো না তাহাতে।
দেহ যাবে যবে খাব যার তার হাতে॥
কলিকাতা রাত্রি যবে করিব যাপন।
খাদ্যের অগ্রভাগ অপরে অর্পণ॥

ঠাকুরের সর্ব্বশেষ দেশে গমন।

ইং ১৮৮০ সন, ১২৮৭ সাল।

এই শেষবার তাঁর দেশে আসা হয়।
মাতা ঠাকুরাণী হৃদু হ'য়ে সঙ্গে রয়॥
দাওয়ানগঞ্জে শিব মন্দির প্রাঙ্গণে।
কীর্ত্তনে মাতিয়া প্রভু পড়ে স্থানে স্থানে॥
এইখানে হ'য়েছিল নফরে কৃপাদান।
সিওড়ে আসিয়া তিনি রাখাল খাওয়ান॥
গোপাল মাথুরে বড় মাতায় কীর্ত্তনে।
শ্রীপ্রভুর ভাব হয় তার আগমনে॥
মাতা ঠাকুরাণী যান পিতার ভবন।
ঠাকুর ফুলুই শ্যামবাজার গমন॥
নটবর গোঁসাই বাড়ী যাইবার কালে।
কালাপেড়ে ধুতি পরা গৌর দেখিলে॥
কীর্ত্তন আসরে প্রভুর উচ্চাসন দেখি।
ব্রাহ্মণেরা চটে' গেল ঘোঁট পাকাপাকি॥

কীর্ত্তনে অপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া সকলে।
(বলে) শুষ্ক পত্র সম বাহ্যোপাধি খসে মূলে॥
বর্দ্ধমানে রেল ফেলে শিবপূজা হয়।
স্পেশাল গাড়ীতে পুনঃ ফিরে আসা যায়॥

দক্ষিণেশ্বরে কেশব।

ইং ১৮৮০ সন, ১২৮৭ সাল।

সাঙ্গোপাঙ্গ সনে আজ কেশব আইল।
ফল ফুল দিয়ে প্রভুর চরণ ধরিল॥
কেশব প্রণতি করে ঠাকুরে যেমন।
ঠাকুর তাহারে আগে প্রণাম জানান॥
এতক্ষণে খচমচ করিতেছি আমি।
এবে কিছু উপদেশ দাও দেখি তুমি॥
গোবিন্দ আসিবে বলে' নারদ ব্যাকুল।
তব ভক্তগণ তাই এবে পেলে কুল॥

তোমার কাছেতে এরা চায় ধর্ম্ম নিতে।
কামারের ঘরে ছুঁচ না পারি বেচিতে॥
ভক্তের স্বভাব গাঁজাখোরের স্বভাব।
নিজে দম মেরে দেখে অন্যের অভাব॥
গাঁজাখোরে গাঁজাখোরে কোলাকুলি করে।
অন্য জন এলে পরে মাথা নীচু সরে॥
সানাই নহবতে বাজে দুই প্রকারে।
একজন রাগ বাজায় অন্যে পোঁ ধরে॥
ধর্ম্মরাজ্যে জ্ঞানমার্গে শুধুই সোঽহম্।
ভক্তিপথে শান্ত দাস্য সখ্য মধুরম্॥
কেশব বলেন যবে প্রচারের কথা।
নাহি জানি গাঁই গুঁই বীরভূম প্রথা॥
সংকীর্ত্তনে সমাধিস্থ প্রভু ভগবান।
হরিনাম নাও জীব সুখে ভাসে প্রাণ॥
যত মত তত পথ ঈশ্বর লাভের।
কেউ নৌকা কেউ গাড়ী গন্তব্য স্থানের॥

কেউ পায়ে হেঁটে চলে কেউ বা জাহাজে।
এক স্থানে এসে সবে মিলিবে সহজে॥
ঈশ্বরের কৃপাবারি সতত ঝরিছে।
দীনহীন নীচে জমে ঢিপিতে বাধিছে॥
অহঙ্কার উঁচু ঢিপি না করিলে ত্যাগ।
হ'বে নাকো দরশন যতই সাধুক॥
অহঙ্কার ত্যাগ বড় কঠিন বে-খাপ্পা।
পিলে রোগী বাবু হ'য়ে গায় নিধুর টপ্পা॥
বুট জুতো পায় দিলে ইংরাজী কথন।
গেরুয়া পরিলে হয় ক্রোধ অভিমান॥
ভোগান্ত না হ'লে পরে হয় না ব্যাকুল।
ব্যাকুলতা না আসিলে সাধন বিফল॥
ছোট ছেলে মায়ে চায়, চায় নাকো খেলা।
এক কথা চেপে ধরে খালি মা মা বলা॥
সশিষ্যে কেশবে ভোগ দেন ভগবান।
হৃদু দেয় মুড়ী লুচী আর জল পান॥

ঈশ্বর লাভের পর নির্লিপ্ত সংসার।
পাঁকেতে পাঁকাল মাছ গাত্র পরিষ্কার॥
বুড়ী ছুঁয়ে যত পার কর ছুটাছুটী।
কেহ না ধরিবে তখন হবে নাকো মাটি॥
ক্রমে রাত্রি বেড়ে যায় কেহ যেতে চায়।
কেহ ভাবে ভক্তি-জোরে আজ থেকে যায়॥
কেশবে বলেন প্রভু থাক না হেথায়।
কেমনে থাকিব বহু কাজ যে সেথায়॥
ঠাকুর কহেন তবে মেছুনীর কথা।
মালিনীর ঘরে শুয়ে নিদ্রাহীন যথা॥
মালিনী বন্ধুরে কহে তাহার কারণ।
মেছুনী বলিল ফুল গন্ধ বিবরণ॥
নিজের আঁশ চুপ্ড়ি জলে ভিজাইয়া।
আঁশ্‌টে গন্ধে পড়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া॥

গঙ্গাবক্ষে ষ্টীমারে

কেশবচন্দ্র।

ষ্টীমারে কেশব আসে কলিকাতা হ'তে।
ঠাকুরে তুলিয়া লয় হৃদুর সহিতে॥
নিরাকার ব্রহ্মকথা কহিতে কহিতে।
ঠাকুরের বাহ্যজ্ঞান গেল সমাধিতে॥
ত্রৈলোক্যের গান শুনে' মৃদঙ্গ সহিত।
সমাধি ভাঙ্গিয়া গীত গান সুললিত॥
"শ্যামা মা কি কল করেছে চৌদ্দ পোয়া।
দেখাতেছে নানা রঙ্গ আপনি শোয়া॥"
এই দিন জলযান বহু দূর ঘুরে'।
ঠাকুরে নামায়ে দেন দক্ষিণ সহরে॥
পাদরী কুক এ সময়ে জাহাজেতে ছিলা।
ঠাকুর-সমাধি দেখে' খ্রীষ্টে যে জানিলা॥
বাঘে যেন নরে ধরে তেমতি ইঁহারে।
ধরিয়া রয়েছে সদা পরমাত্মা তাঁরে॥

সুরেন্দ্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ।

বহু ভক্ত সঙ্গে প্রভু সুরেন্দ্রের বাড়ী।
আসে এক সন্ধ্যাকালে করে' ভাড়াগাড়ী॥
তাঁর তরে ছিল এক সুন্দর আসন।
গোঁসাইর পাশে কিন্তু করিলা গমন॥
যদু মল্লিকের বাগে 'পারায়ণ' কালে।
সর্ব্বদা যেতেন প্রভু সাঁঝে ও সকালে॥
মহেন্দ্র গোঁসাই ভাগবতের পাঠক।
সেইকালে হ'য়েছিল মিলন-বৈঠক॥
গোস্বামী ঠাকুরে বলে নহে সাধারণ।
ঠাকুর উত্তরে বলে দীন হ'তে হীন॥
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ।
দূর হ'তে রং দেখ কাছে নিঃসন্দেহ॥
সগুণ নির্গুণ নিত্য লীলা এককের।
ত্রিভঙ্গ হ'লেন কৃষ্ণ প্রেমে রাধিকার॥
কৃষ্ণকালী আদ্যাশক্তি ব্রহ্ম নিরঞ্জন।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ও তাহারি কারণ॥

সুরেন্দ্র ঠাকুরে করে মাল্য নিবেদন।
ঠাকুর ছুড়িয়া ফেলে' দেন অকারণ॥
ঈশ্বরে দর্শন করা যায় শুদ্ধ মনে।
আসক্তি না রহে যবে কামিনী কাঞ্চনে॥
ধোপার কাপড় মন যে রঙে ছোপাও।
জ্ঞানাজ্ঞান ভালমন্দ সব দেখে' নাও॥
দুঃখিত সুরেন্দ্র মাল্য দেয় ভক্তগণে।
ত্রৈলোক্য ধরিল গান ভক্তগণ সনে॥
রামকৃষ্ণ মাতিলেন ভক্তগণ সহিত।
পরিত্যক্ত মাল্য গলে ভাব উদ্দীপিত॥
পরে নিজ গান ধরে' পরাণ জুড়াই।
হরি বল্‌তে নয়ন ঝুরে তারাই দু' ভাই॥
যে যাহার ঘরে সবে গমন করিলা।
সংকীর্ত্তন পরে সবে প্রসাদ পাইলা॥

হৃদয়ের পরিণাম।

ইং ১৮৮১ সন, ১২৮৮ সাল।

হৃদয় ভাগিনা হয় পিসির সুবাদে।
প্রভুর সেবক সঙ্গী থাকে নির্ব্বিবাদে॥
প্রথমে ঠাকুর যবে পূজারী ছিলেন।
প্রণামীর অর্থ সব হৃদয় নিতেন॥
ঠাকুর ছোঁত না কভু কোন টাকা কড়ি।
জিগাইলে বলে দিতে গণে ভিখারী॥
তবু তাঁর সেবাকার্য্যে নিযুক্ত যখন।
পবিত্র ভাবেতে তার চরিত্র গঠন॥
সমাধিস্থ শ্রীপ্রভুকে ধরা ছোঁয়া করে'।
নাম শোনাইয়া আনে সহজ শরীরে॥
পরিত্যক্ত শ্রীপ্রভুর বসন ভূষণ।
সকলি হৃদয় নেয় হ'লে অকারণ॥
ঠাকুরে বলিলা হৃদু সিদ্ধাই চাহিতে।
ঠাকুর ফিরিয়া আসে মায়ের কথাতে॥

এইরূপ লোভ তার বাড়িতে লাগিলা।
জমিদারী দিতে যবে মথুর চাহিলা॥
ঠাকুর রাগিয়া যান মথুরে মারিতে।
মথুর যুকতি করে হৃদয় সহিতে॥
তবে ত ঠাকুর ভালমতে বুঝাইয়া।
মথুরে নিবৃত্ত করে অনিষ্ট লাগিয়া॥
ইহাতে হৃদয় চটে' সপ্তমেতে ওঠে।
এই হ'তে ক্রমে তার অধঃপাত ঘটে॥
এর পর লক্ষ্মী নামে এক মাড়োয়ারী।
প্রভুর সেবার জন্য অর্থ দিতে পারি॥
দশটি হাজার টাকা চায় লেখে দিতে।
ঠাকুরে মাতাকে কিম্বা হৃদয়ে লইতে॥
এও প্রভু মানা করে অতি ক্রোধ ভরে।
এই হ'তে হৃদু মন ওঠে জন্মতরে॥
এর পর মায়েরে সে করে অপমান।
কাষ্ঠ ভেসে যায় বলে' কহে ভাগ্যহীন॥

ঠাকুরে সদাই হৃদু কটু কথা কয়।
তাহার জন্যেতে প্রভু প্রাণ দিতে যায়॥
যতই করেছে সেবা ততই খোয়ায়।
সামান্য দ্রব্যের তরে চক্ষু ঘুরে তাঁর॥
এ সময়ে জগদম্বা দাসী দেহ ত্যজে।
মথুর সন্তানগণ যায় সব কাজে॥
তারাই এখন হয় মন্দিরের কর্ত্তা।
কর্ম্মচারিগণে শুনে তাহাদের বার্ত্তা॥
প্রভুর কাছেতে যদি কেহ যেতে চায়।
হৃদুর হুকুম ছাড়া নাহি দেখা হয়॥
কেহ যদি কিছু তারে নাহি পারে দিতে।
তাহারে নিশ্চয় তবে হইবে ফিরিতে॥
এইরূপে এসে গেল প্রতিষ্ঠার দিন।
জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা যাত্রা জগন্নাথের স্নান॥
হৃদয় ধরেছে এবে পরমহংস ঢং।
মা কালীর পূজা শেষে করে ভাবের রং॥

মার নাম গান করে সিদ্ধ সাধকের।
রামপ্রসাদ রামকৃষ্ণ কমলাকান্তের॥
সম্মুখে দেখিল হৃদু সুন্দরী কুমারী।
ফুল ও চন্দন দিয়ে পূজে পদ তারি॥
কন্যা যবে ফিরে আসে মাতার গোচরে।
চন্দন পায়েতে কেন মাতা পুছে তারে॥
তবে ত কহিল কন্যা পূজারীর পূজা।
শিহরিয়া মাতা কহে অসম্ভব সাজা॥
ব্রাহ্মণ পূজিল যবে মেয়ের চরণ।
এ মেয়ের বাঁচা মরা সব অলক্ষণ॥
তবে ত ত্রৈলোক্য মাড় হৃদয়ে ছাড়িয়া।
হৃদয়ে তাড়ায়ে দিল তখনি ডাকিয়া॥
রাগে মুখে যা' তা' বলে নাহি জ্ঞানাজ্ঞান।
লোকে বলে ঠাকুরেও যাইতে কহেন॥
ঠাকুর শুনিয়া কথা তখনি উঠিলা।
ত্রৈলোক্য দেখিয়া তাঁর পায়েতে পড়িলা॥

অতি বিনয়েতে বলে বাবা কোথা যাও।
মোর কন্যার ভাল যাহা আপনি করাও॥
তবে ত ঠাকুর পুনঃ রহিলেন ঘরে।
ত্রৈলোক্যে অভয় দিলা হরষ অন্তরে॥
হৃদয় রহিল যদু মল্লিক বাগানে।
ঠাকুরে লইতে চায় সেই মনে প্রাণে॥
ঠাকুর বলেন তুই আমারে লইয়া।
দ্বারে দ্বারে ফিরিবি কি শীতলা করিয়া॥

লাটু ও রাখালের আগমন।

রামের সহিত যবে লাটু আসে যায়।
পরে সেই আনাগোনা করিত তথায়॥
তার শুদ্ধ-সত্ত্বভাব দেখে' প্রভু বলে।
'ওরে রাম লাটু তোর হ'বে ভাল ছেলে॥
হেথায় রাখিস যদি তারে কিছু দিন।
ভাব ভক্তি হ'বে তার সত্য ত্যাগ জ্ঞান'॥

সেই হ'তে লাটু তাঁর কাছে রয়ে গেল।
বোঝে না কীর্ত্তন তবু ভাবেতে ডুবিল॥
বহুদিন আগে যবে বিবাহের পরে।
দক্ষিণ সহরে আসি পুনঃ পূজা করে॥
উন্মাদ হইয়া থাকে ভাবেতে বিভোর।
মা কালীরে বলে কেবা নেবে ভার মোর॥
শুদ্ধ সত্ত্ব একমাত্র ছেলে যদি পাই।
মোর দেখা শোনা করে' রহিবে সদাই॥
তবে ত রাখালে দেখি ফোটা পদ্মমাঝে।
কৃষ্ণ সনে কৃষ্ণ পানে চেয়ে সুরে মজে॥
কানাই বাজায় রাগ বাঁশীতে মধুর।
তার মুখপানে চেয়ে রাখাল ঠাকুর॥
আবার মা কালী মোর কোলে ছেলে দিলে।
শিহরিয়া উঠি বলি আবার আমার ছেলে॥
রাখাল আসিল প্রভুদেবে দেখিবারে।
কিন্তু প্রভু রাখালের সব খোঁজ করে॥

নরেন্দ্রনাথের আগমন।

ইং ১৮৮১ সন, ১২৮৮ সাল।

এক দিন সমাধিতে ঠাকুরের মন।
উচ্চ হ'তে উচ্চ স্তরে করে আরোহণ॥
চন্দ্র সূর্য্য ত্যজি' যায় তারকামণ্ডল।
ক্রমে সূক্ষ্ম ভাবে যায় ত্যজি ভূমণ্ডল॥
ভাবের জগত ত্যজি যত উঠে 'পরে।
নানা দেবদেবী ভাবঘন মূর্ত্তি হেরে॥
ছাড়ি এই ভাবরাজ্য মন চলে অন্তিমে।
জ্যোতির্ম্ময় ব্যবধান খণ্ডাখণ্ডে অসীমে॥
ত্যজি ব্যবধান মন অখণ্ডেতে ধাইল।
কোন কিছু নাহি তথা মূর্ত্ত্যামূর্ত্তি সকল॥
কিন্তু পরক্ষণে দেখে দিব্য জ্যোতি সু-তনু।
সমাধিস্থ সপ্ত ঋষি প্রেমপুণ্যে পেখনু॥
বিবেক বৈরাগ্য জোরে দেবদেবী ছাড়িয়া।
উর্দ্ধ হ'তে উর্দ্ধে থাকে মাত্র জ্যোতি ঘিরিয়া॥

দেখি এক দিব্য শিশু জ্যোতিঘন একাংশে।
ধরে নিজ ভুজ বেড়ে ডাকে অন্যে সমাংশে ॥
অন্য জন দেখি তায় বুঝে হৃদয়ের ধন।
ডাকে তায় বার বার সঙ্গে যেতে অনুক্ষণ ॥
কথা নাহি কহে ঋষি প্রেমপূর্ণ লোচনে।
দেখি তায় সমাধিস্থ হইলেন তৎক্ষণে ॥
তবে ত দেখিতে পাই তারই জ্যোতি বিলোমে।
নামি আসে উচ্চ হ'তে ক্রমে পড়ে ভুবনে ॥
পরে সেই ধরে' দেহ শ্রীনরেন্দ্র হইল।
শিশুরূপী ভগবান্ রামকৃষ্ণে পাইল ॥
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঠাকুরের লীলার সহায়।
অষ্টাদশ বর্ষে দেখা হইল তাঁহায় ॥
রামের কাছেতে নিয়ে পরিচয় প্রভু।
সুরেনে বলেন নিতে এ ত"য়কে কভু ॥
দক্ষিণ সহরে তাঁর ভজন কুটীতে।
আসেন নরেন্দ্রনাথ বয়স্য সহিতে ॥
সুরেনের গাড়ী করে' সুরেনের সঙ্গে।
ঘরের ছেলে ঘরে এল মিলে গেল অঙ্গে ॥

বাবুরাম, যোগীন
ও
নিরঞ্জনের আগমন।

এর কিছু দিন পরে বাবুরাম ঘোষ।
যাঁহারে পাইয়া প্রভু হ'লেন সন্তোষ॥
একদিন প্রভুদেব ভাবেতে বিভোর।
সমাধিস্থ হ'য়ে দেখে দেবীমূর্ত্তি ওঁর॥
গলে স্বর্ণ হার দোলে সখী সঙ্গে খেলা।
দেহ রক্ষা হেতু আসে স্বপ্নে করে লীলা।
এর কিছু দিন আগে মধুর ভাবেতে।
মহাভাবে সমাধিস্থ থাকেন সুখেতে॥
নারীর মাসিক সম বস্ত্র ভিজে যায়।
হৃদয় ধরিয়া তাঁরে কৌপীন পরায়॥
এত দিনে শ্রীপ্রভুর মধুর সাধন।
সকল রকমে সেবা হয় প্রয়োজন॥
দরদি আমার সেই আসে মোর তরে।
এত শুদ্ধ আধার পৃথ্বী কভু নাহি ধরে॥

ত্রিজগত শুদ্ধ করে পরশ মাত্রেতে।
মহা পাপী তরে' যায় পদের ধূলিতে॥
এর পর আসে সেই যোগীন্দ্র চৌধুরী।
কৃষ্ণ-সখা ধনঞ্জয় হ'য়ে দেহধারী॥
তার পর নিরঞ্জন নিত্য সহচর।
অঞ্জনের লেশ নাই প্রভুতে নির্ভর॥

মনোমোহনের ঘরে ঠাকুর।

ঠাকুর এসেছে মনোমোহনের ঘরে।
ঈশান মুখুয্যে সাথে আলাপন করে॥
সংসার আশ্রম শ্রেষ্ঠ ত্যাগ ভাল নয়।
সকলে করিলে ত্যাগ সৃষ্টি নাশ হয়॥
প্রভু কহে ঈশ্বরেচ্ছা কে কহিতে পারে।
তাঁহার ইচ্ছায় কেহ পশু ভোগে মরে॥
তাঁহার ইচ্ছায় কেহ কাম কাঞ্চন ছাড়ে।
তাঁহার ইচ্ছায় জীবের জ্ঞান ভক্তি বাড়ে।

ভোগান্তে হইবে ত্যাগ সংসার বন্ধন।
ভোগ শেষ না হইলে কে করে খণ্ডন॥
মর্কট বৈরাগ্যে জীব কাশীবাসী হয়।
উপার্জ্জন হ'লে পরে বাবু মেরে যায়॥
কেশব আসিলে পরে ভাগবত পাঠ।
পাঠান্তে ঠাকুর কয় সংসারের আঁট॥
খুঁটি ধরে' ঘোরে জীব পড়ে নাকো কভু।
সংসারের খুঁটি এক সেই মহাপ্রভু॥
ছুতারের মেয়ে দেখ চিড়া কুটিতেছে।
গ্রাহক সঙ্গে হিসাব নিকাশ করিছে॥
শিশু তারি কোলে রঙ্গে স্তন্য চুষিতেছে।
তবু ঢেঁকি দিকে তার মন পড়ে' আছে॥
নষ্টা মেয়ে সংসারের কাজ করে ভাল।
উপপতি দিকে মন কত এল গেল॥
তবে কিছু নিরজনে তাঁরে ডাকা চাই।
কাঁঠাল ভাঙ্গিতে হাতে তৈল ত লাগাই॥

এই বার সংকীর্ত্তন ত্রৈলোক্য ধরিল।
ঠাকুর আনন্দে তাহে নাচিতে লাগিল॥
"জয় জয় আনন্দময়ী ব্রহ্মরূপিণী"।
কীর্ত্তন আনন্দে ভাসে সুর তরঙ্গিনী॥
এর পর কেশব ঠাকুরে খাওয়াইয়া।
ব্যজন করিতে থাকে মুখ মুছাইয়া॥
এইবার প্রভু কহে সংসারীর ধর্ম্ম।
সংসারে ঈশ্বরে ডাকা মহাবীরের কর্ম্ম॥
মাথায় রয়েছে তার বিশ মণ বোঝা।
ঈশ্বরের কৃপা হ'লে এও হয় সোজা॥
হাজার বৎসর ধরে' ঘর অন্ধকার।
আলোক আনিলে তৎক্ষণে নাশ তার।
এর পর প্রসাদ পেয়ে সবে যায় ঘর।
রাজেন মিত্রের বাড়ী উৎসব আসর॥

রাজেন্দ্রের বাড়ীতে উৎসব।

আজ প্রভু আসে মনোমোহনের ঘর।
সুরেন্দ্রের সঙ্গে ছবি তোলাবার পর॥
কাঁচের পিছনে কালি মাখাইতে হয়।
তবে তাহে ভাল ছবি উঠিবে নিশ্চয়॥
ঠাকুরের ছবি নিতে সমাধিস্থ হ'ন।
অতঃপর যাইলেন রাজেন্দ্র ভবন॥
ভাগবত পাঠ করে মহেন্দ্র গোঁসাই।
অনেকে এসেছে বটে কেশব আসে নাই॥
সংসারের ধর্ম্মকথা প্রভু বলিলেন।
বাগবাজার পুলের বাঁধন দেখেছেন॥
দু' দশটা কাটা গেলে কিছুই হ'বে না।
সহস্র বন্ধনে তারে টল্‌তে দেবে না॥
সেরূপ সংসার মাঝে সহস্র বন্ধনে।
কিছু করিবারে নারে বিভু কৃপা বিনে॥
একবার দর্শন করিলে ভগবান্।
বিদ্যা ও অবিদ্যা মায়া দু'য়ে সরে' যান॥

সচ্চিৎ আনন্দ গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা করে'।
তাঁহার কৃপায় ইষ্ট দরশন করে।
বিশ্বাসে পাইবে বস্তু তর্কে বহু দূর।
গরীব বিধবা ফিরে হইতে মৃত্যুর॥
গুরুবাক্যে জলে ডুবে মরণের তরে।
নারায়ণ দত্ত পাত্র পেয়ে ঘরে ফেরে॥
পূর্ণপাত্র গুরুদেবে করিল অর্পণ।
গুরু বলে দেখাও তোমার নারায়ণ॥
শেষে যবে গুরু তার মরিতে যাইল।
কান্দিয়া বিধবা নারায়ণে আনাইল॥
দেখ শিষ্য গুরুভক্তি বিশ্বাস জোরেতে।
নারায়ণে পায় গুরু দেবেরে দেখাতে॥
যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ী বাড়ী যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥
গুরু সকলেই হয় শিষ্য কেহ হয় না।
নীচু বিনা উচু স্থানে জল কভু রয় না॥

গুরুমন্ত্রে শ্রদ্ধা রেখে' সাধন করিবা।
ঝিনুকেতে স্বাতীজলে মুকুতা পাইবা॥
একফোঁটা জল পেয়ে ঝিনুক যেমন।
গভীরে গমন করে মুকুতা কারণ॥
ব্রাহ্মসভা শোভা ভাল নিত্য উপাসনা।
ভোগাশক্তি নাশ চাই শুদ্ধা ভক্তি আনা॥
হাতীর বাহির দাঁত শোভার কারণ।
ভিতরের দাঁতে করে আহার্য্য চর্ব্বণ॥
বাহিরে লেকচার দিলে কিবা হ'তে পারে
শকুনি উপর উঠে নজর ভাগাড়ে॥
হুস করে' হাউই উঠে' আকাশেতে যায়।
কিন্তু পরক্ষণে উহা মাটিতে পড়ায়॥
ভোগাসক্তি ত্যাগ হ'লে মরণের কালে।
ঈশ্বরে যাইবে মন সংসার ত্যজিলে॥
রাধাকৃষ্ণ পড়ে পাখী অভ্যাস করিয়া।
বিড়ালে ধরিলে মরে ক্যাঁ ক্যাঁ করিয়া॥

এই জন্য সর্ব্বদাই অভ্যাস করিবে।
নামগুণ কীর্ত্তন ধ্যানেতে চিন্তিবে॥
ভোগাসক্তি নাশে হয় হরিপদে মন।
যেরূপ সংসারে থাকে দাসীর মতন॥
কাজ কর্ম্ম সব করে দেশে থাকে মন।
ঈশ্বরে রাখিয়া মন সংসার সাধন॥
পাঁকের ভিতর পাঁকাল পাঁক শূন্য গা।
ব্রহ্ম শক্তি অভেদ জেনে মা বলে' ডাকা॥
এই বলে' রামকৃষ্ণ পদাবলী গান।
"শ্যামাপদ আকাশেতে উড়ে' ঘুড়ি খান॥
যশোদা নাচাতো গো মা বলে' নীলমণি।
সে বেশ লুকালি কোথা করালবদনি"॥
নাচিতে লাগিলা প্রভু গাইতে গাইতে।
ভক্তগণ নাচে গায় তাঁহার স'হতে॥
মুহুর্ম্মুহু রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হ'ন।
ভক্তগণ ভাবে ভোর অসাধ্য সাধন॥

দোকড়ি ডাক্তার করে পরীক্ষা ঠাকুরে।
চোখেতে আঙ্গুল দেন প্রতি বারে বারে॥
ইহাতে ভকতগণ অসন্তুষ্ট হ'ন।
সংকীর্ত্তন করে' সবে জিরুতে বসেন॥
অঘোরের মৃত্যু-বার্ত্তা পেয়ে ভক্তগণ।
কেশবের দেরী হয় আসিতে তখন॥
পরে কেশব এসেছিলা ঠাকুর পাশে।
কীর্ত্তনান্তে উপদেশ চলিছে সরসে॥
রাজেন্দ্র মোহিত হয় নৃত্যগীত হ'তে।
ত্রৈলোক্য গাহিল গান তাঁর অনুরোধে॥
কেশব বলিল গান আর জমিবে না।
পরমহংস বসে' গেছে কীর্ত্তন হ'বে না॥
যদিও হইল গান 'মন হরি বল'।
রামকৃষ্ণ কেশবে কথা হইল সকল॥
রাধাবাজারেতে যান ছবি তুলিবারে।
কাঁচেতে কালির লেপ নাহি দিলে পরে॥

উঠে নাকো কোন ছবি সব নষ্ট হয়।
তেমনি ঈশ্বর কথা শোনা পণ্ড যায়॥
যদি ভক্তি-অনুরাগ-কালি নাহি থাকে।
শুনে' কথা ভোলে তাই মন পড়ে পাঁকে॥
পরেতে প্রসাদ পেয়ে সবে চলে' যায়।
শিমুলিয়া ব্রাহ্ম সমাজে উৎসব হয়॥

নবম অধ্যায়।

নরেন্দ্রের পরিচয়।

দত্ত গোষ্ঠী বনিয়াদী ঘর সিমলের।
সেই বংশে জন্ম হল রামমোহনের॥
সুপ্রীম কোর্টের উকীল মস্ত পশার।
দুই হাতে রোজগারে ঘর ভরে তাঁর॥
আত্মীয় স্বজনগণ থাকে নিরবধি।
সে কালের কলিকাতা সদাগর গদি॥
চাকরী বাকরী করে কোন ব্যয় নাই।
রামমোহন পূর্ণ করে সে সব বালাই॥

রামমোহনের পুত্র শ্রীদুর্গাচরণ।
অতুল ঐশ্বর্য্য পেয়ে ধর্ম্ম আলোচন॥
পরে পুত্র বিশ্বনাথ ভূমিষ্ঠ হইলে।
বৈরাগ্য লইয়া তিনি যান গৃহ ফেলে॥
বার দুই দেখা তাঁর হয়েছিল পরে।
কাশী বিশ্বনাথ আর ভদ্রাসন 'পরে॥
কালে বিশ্বনাথ ফার্সী ইংরাজী শিখিয়া।
পাকা এটর্নি হ'ন হাইকোর্টে ঢুকিয়া॥
পিতামহের ব্যবসা নাতিতে ধরেছে।
রোজগারে হুড়োহুড়ি বাকী কি আছে॥
কাঁচা রোজগারের দোষ টাকা থাকে না।
রোজ রোজ আসিতেছে কি হেতু কৃপণা॥
সুতরাং বিশ্বনাথের ধন আসে যায়।
গ্রাহ্য করে না তিনি যতই ব্যয় হয়॥
ধর্ম্মে কর্ম্মে বিশ্বনাথ ইংরাজীনবীশ।
ফার্সী পড়া তাই মুসলমানীবাগীশ॥

দুর্গাচরণের দয়া ধর্ম্ম সব ছিল তাঁতে।
বৈরাগ্যের ছিট যখন থাকে তফাতে॥
প্রথম হইতে কন্যা জন্ম নিলে পরে।
পুত্র আশে মানে মাতা কাশী বিশ্বেশ্বরে॥
পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমীতে বিশ্বেশ্বর দিলা।
অতি পরিপাটি ছেলে কোলেতে আইলা॥

নরেন্দ্রের স্বভাব।

দেখিতে সুন্দর কান্তি অদ্ভুত সন্তান।
রাগে জ্ঞানহারা হ'ন না করালে স্নান॥
পুতুল লইয়া সেই ধ্যান ধরে চিতে।
মস্তকেতে জটাভার হ'বে আচম্বিতে॥
কোচম্যান সাথে তার বড় ভালবাসা।
ইচ্ছা করে হইবারে চালক দুরাশা॥
বয়োবৃদ্ধি সঙ্গেতে পালের গোদা হ'ল।
মুগ্ধবোধ পিতৃস্তোত্র নামও শিখিল॥

রামায়ণ মহাভারত মা হ'তে বোঝে।
রামায়ণ গান কালে হনুমানে খোঁজে॥
শ্রুতিধর নরবর শোনামাত্র শেখে।
ভোলে নাকো কিছু তাহা সদা মনে থাকে॥
বড় জেদী ছেলে সেই যথা ইচ্ছা করে।
লেখা পড়াতেও তাই বিদ্যালয়ে পড়ে॥
ইতিহাস বিজ্ঞানেতে ঝোঁক ছিল ভারি।
যখন পড়িবে যাহা প্রায় শেষ তারি॥
পড়িতে পড়িতে তার এ অভ্যাস হয়।
একেবারে ছত্র ছেড়ে পৃষ্ঠা পড়ে যায়॥
ক্রমেতে অধ্যায় পড়ে মাত্র যে সঙ্কেতে।
অল্প সময়ে পারে বহু-গ্রন্থ পড়িতে॥
ন্যায় দরশন পড়ে' তার্কিক হইল।
তীক্ষ্ণ বুদ্ধি চিন্তাশক্তি তাহাতে মিলিল॥
অশ্বারোহণ জিমনাষ্টিক কুস্তী মুদ্গর।
অসি যষ্টি সন্তরণ ব্যায়ামে ধুরন্ধর॥

বন্ধুপ্রীতি কর্ম্মপ্রীতি বিপদের কালে।
সৎ সাহস সৎ বুদ্ধি প্রত্যুৎপন্ন বলে' ॥
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় নির্ভীক পুরুষ।
নৃত্য গীত বাদ্য পুনঃ রঙ্গ পরিহাস ॥
নিন্দা স্তুতি নাহি শুনে দয়া ক্ষমাবান্।
দুর্ব্বলের রক্ষাকারী নিজে বলবান্ ॥

কৈশোরে ভাব-সমাধি।

রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ মধুরতা।
মধু হ'তে মধু ক্ষরে মধুর বারতা ॥
কৈশোর বয়সে যবে রাইপুর যায়।
গো-যান হইতে দৃশ্য বনানি দেখয় ॥
অচল পর্ব্বত দূরে করে কোলাকুলি।
উভয়ের কণ্ঠ ধরে' করে মেলামেলি ॥
তাহাদের মাঝে ছিল সুগভীর ফাটা।
মধুকরে মধুচক্র যুগান্তের চেষ্টা ॥

নীচে হ'তে উপরেতে দেখি চক্রখানি।
অসংখ্য জীয়ন্ত মক্ষী উড়ে ভন্‌ভনি॥
দেখিতে দেখিতে ভাব আসে মনে প্রাণে
চৈতন্যাণু চেতনায় পর্ব্বত কাননে॥
এই ভাব আসা মাত্র অনন্ত শক্তির।
চিন্তাস্রোতে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত সুগভীর॥
কতক্ষণ এই ভাবে গো-শকটে রয়।
পুনঃ জ্ঞান হ'লে দেখে বহু দূরে যায়॥
কিছুদিন পরে রাইপুর হ'তে এলে।
প্রবেশিকা দেন বিদ্যাসাগর স্কুলে॥
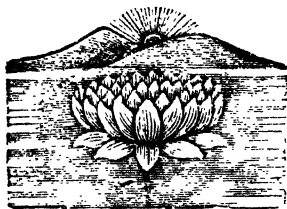
নরেন্দ্রের ধর্ম্মভাব।

এইকালে ধর্ম্মভাব ফোটে নিরন্তর।
নানা স্থ'নে যাতায়াত হয় অতঃপর॥
ধ্যানসিদ্ধ শ্রীনরেন্দ্র সদা ধরে ধ্যান।
জ্যোতি দরশন হয় নিদ্রা আকর্ষণ॥
কখনো স্বপনে দেখে ধন ও সম্পদ।
কখনো কৌপীনধারী নগ্ন হস্তপদ॥
একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কাছে।
ঈশ্বর বারতা সেই অত্যাগ্রহে পুছে॥
মহর্ষি সাদরে তাঁরে কাছে বসাইয়া।
উপদেশ দান করে ধ্যান অভ্যাসিয়া॥
এর পর ব্রাহ্ম সমাজে যাওয়া আসা।
নিরাকার সগুণ ব্রহ্মের ধ্যানে ভাসা॥
কেশব বাবুর কাছে যাতায়াত করে।
না মিটে পিয়াসা তার ধর্ম্ম পান করে'।
কলেজের অধ্যাপক বলে একদিন।
কবির সমাধি-ভাব সৌন্দর্য্য মোক্ষণ॥

ভাব সমাধির কথা বিশেষে বুঝাতে।
ছাত্রগণে বলে রামকৃষ্ণে দরশিতে॥
সুরেন্দ্রের বাটী যবে গায়ক হইয়া।
নরেন্দ্র ভজন-গান মন প্রাণ দিয়া॥
ঠাকুর দেখিয়া তারে আকৃষ্ট হলেন।
অঙ্গের লক্ষণ দেখি যাইতে বলেন॥
রাম ও সুরেন্দ্রে বলে নিতে সঙ্গে করে'।
নরেনে লইয়া যাবে দক্ষিণ সহরে॥
রাজ মোহনের বাড়ী ব্রাহ্ম উৎসবে।
জ্ঞান চৌধুরীর ঘরে শিমুলিয়া যবে॥
ঠাকুর নরেন দু'য়ে হয়েছিল দেখা।
রাম কথা শুনি নরু চলে নিয়ে সখা॥

শিমূলিয়া ব্রাহ্মসমাজ।

জ্ঞান চৌধুরীর বাটীতে উৎসব।

ইং ১৮৮২ সন, ১২৮৮ সাল।

ভক্তগণ সনে প্রভু রামকৃষ্ণ রায়।
আসিলেন শিমূলিয়া উৎসব যথায়॥
এইখানে ছিল ভক্ত নরেন রাখাল।
উত্তর কালেতে যাঁরা সকল সামাল॥
উপাসনা পাঠ গান হইবার পরে।
ইদেশের গৌরী পণ্ডিত আসে অতঃপরে॥
কোথা পরমহংস বাবু করে সম্বোধন।
আপন হইতে যেন আপনার জন॥
এর পর সপারিষদ কেশব আসিল।
কেশবে দেখিয়া প্রভু কহিতে লাগিল॥
কামিনী কাঞ্চনে মন বন্ধক পড়েছে।
কেমনেতে দিবে তাহা শ্রীপ্রভুর কাছে॥
নিজ মন নিজ কাছে যখন থাকে না।
সাধু সঙ্গ গুরু সেবায় জল শুকাবে না॥

একেলা থাকিলে মন শুকাইয়া যায়।
এক ভাঁড় জল যথাকালে শুষ্ক হয়।।
কামারশালেতে লোহা হাপরেতে লাল।
বাহিরে রাখিলে, হয় পুনঃ তাহা কাল।।
আমি কর্ত্তা মম গৃহ সংসার পরিজন।
আমি চালাই তাই চলে খাদ্য আয়োজন।।
এই জ্ঞান অজ্ঞানের করিছে বন্ধন।
আমি তাঁর দাস ভক্ত সেবক সন্তান।।
এই জ্ঞানে বদ্ধ জীব মুক্ত হয়ে যায়।
আমি জ্ঞান জীব কভু ছাড়িতে না চায়।।
কাটা পাঁঠা নড়ে চড়ে হাত পা নাড়ে।
সেইরূপ আমি জ্ঞান ঘাড়েতে চড়ে।।
দরশন পরে তাঁকে যে 'আমি' থাকিবে।
পরশমণি ছুঁয়ে 'আমি' স্বর্ণ হইবে।।
নামমাত্র তরবারি হিংসা চলিবে না।
পাকা 'আমি' দাস 'আমি' বদ্ধ হ'বে না।।

ঘণ্টা বাজিলে প্রভু শ্রীকেশবে ক'ন।
প্রথামত উপাসনা হইবে কখন॥
কেশব বলেন এই হ'তেছে প্রার্থনা।
ঠাকুর বলেন কর পদ্ধতি রক্ষণা॥
এর মাঝে সমাধিস্থ ঠাকুরে দেখিয়া।
(ভক্তগণ) গায় গান 'ও-মন হরিবোল' বলিয়া॥
ভাবাবস্থায় কেশব ধরিয়া তাঁরে আনে।
নাচিতে লাগিলা প্রভু ভক্তগণ সনে॥
পরে পরসাদ পায় সকলে উপরে।
নীচে নেমে গান স্থরু কেশব ঠাকুরে॥
"মজল আমার মন-ভ্রমরা শ্যামাপদে"।
মন-ঘুড়ি উড়িতেছিল আকাশ পদে॥
ঠাকুর কেশব ছু'য়ে যবে মেতে গেল।
সকল ভকত মিলে নৃত্য আরম্ভিল॥
বিশ্রামের পরে প্রভু কেশবে বলেন।
তোমার ছেলের বিয়ে বিদায় করেন॥

আমারে পাঠালে আমি কি করিব তায়।
ফেরত আনিও তুমি কাজে লেগে যায়॥
আবার তাহারে বলে নাম ছাপা তরে।
কাগজে কেঁতাবে লিখে কেবা বড় করে॥
যাকে প্রভু বাড়ান বনে থাক্‌লে সেই।
বহু লোক ধর্ম্মপ্রার্থী করে থৈ থৈ॥
ফুল যদি ফুটে ওঠে গভীর বনেতে।
মাছিরা জানে না কিন্তু জানে মৌমাছিতে॥
মানুষ কি করবে তায় চেয়ো নাকো মুখ।
যে মুখে বলেছে ভাল মন্দ বলে দুখ॥
আমি গণ্যমান্য হ'তে চাহি না কখন।
দীন দীন হীন হীন থাকি সর্ব্বক্ষণ॥

নরেন্দ্রনাথের প্রথম মিলন।

গঙ্গা ধারে দোর দিয়া গৃহমধ্যে পশে।
মাদুর বিছান ছিল তাহাতেই বসে॥
অনুরোধে "মন চল নিজ নিকেতনে"।
মন প্রাণ ঢেলে গান যেন ছিলা ধ্যানে॥
ভাবাবিষ্ট হ'য়ে প্রভু তাহারে ধরিয়া।
ঘরের উত্তরে চলে অন্য দ্বার দিয়া॥
ঝাঁপে ঘেরা এই স্থান বায়ু রোধ তরে।
(বলে) কেন এত দেরী আসা এত দিন পরে॥
তোমার কারণ আমি হেথা ব'সে রই।
বিষয়ীর কথা শুনে ঝলসিয়া যাই॥
একবার চিন্তা নাই পেট ফুলে মরি।
করজোড়ে কন তারে তুমি নরহরি।
আদ্য ঋষি জীব দুঃখ করিতে বারণ।
তাই পুনঃ করিয়াছ শরীর ধারণ॥

ভাবে মনে উন্মাদ সনে পড়েছি আজ।
বিশ্বনাথ পুত্র মোরে বৃথা বাক্য ব্যাজ॥
তখনি আনিলা প্রভু মাখন মিছরি।
নিজ হাতে খাওয়ান নরেন্দ্রকে ধরি॥
নরেন্দ্র খাইতে চান বন্ধুগণ সাথে।
পরে আরও দিব তব বন্ধুদের খেতে॥
একাকী সত্বর তব আসিতে হইবে।
অনুরোধে প'ড়ি বলে সত্বর আসিবে॥
ঈশ্বর প্রসঙ্গ কথা জিগাইলে পরে।
তাঁর সঙ্গে কথা দরশন হতে পারে॥
কিন্তু কেহ নাহি চায় তাঁহারে পাইতে।
দারা সুত অর্থ তরে পারয়ে কাঁদিতে॥
ব্যাকুল হইয়া যদি কেহ তাঁরে চায়।
দীন দয়াময় হরি দেখা তারে দেয়॥
কহনে বলনে চাল চলনাচরণে।
পাগলের ছিটা ফোটা নাহি কোন খানে॥

প্রচারকারীর ন্যায় কল্পনা রূপক।
নাহি দেয় করে সত্য মাত্র প্রকাশক ॥
সর্ব্বত্যাগী পূর্ণ মনে ঈশ্বরে ডাকিয়া।
দেখা জানা বোঝা যাহা কহে প্রকাশিয়া ॥
তবু ধর্ম্ম-উন্মাদের কথা মনে হয়।
ঈশ্বর আবিষ্ট বলে' পূজা দেওয়া যায় ॥

শ্রীম বা মাষ্টার মহাশয়।

ইং ১৮৮২ সন, ১২৮৯ সাল।

শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত ওরফে মাষ্টার মশায়।
বন্ধু সঙ্গে অবসরে বেড়াইতে যায় ॥
বাগানে বেড়ান তিনি গঙ্গার কিনারে।
শেষে আসিলেন এবে দক্ষিণ সঃরে ॥
অতি পরিপাটি দৃশ্য সুন্দর সকল।
যেমন ফুলের বাগ মন্দির সরল ॥

তরু গুল্ম লতা তার চারি ধারে শোভে
গঙ্গার উপরে ভৃঙ্গ আসে মধু লোভে॥
একঘর লোক তার মাঝে প্রভুরায়।
অবাক হইয়া গুপ্ত সে দিকে তাকায়॥
আগে যায় দেখিবারে মন্দির বাগান।
আরতির বাদ্য ঘণ্টা পূজারী বাজান॥
অমনি বাজিল কাঁসর খোল কর্ত্তাল।
নবতে বাজিতে থাকে সুর লয় তাল॥
কিছু দিন আগে সেই নগেন্দ্রের কাছে।
কেশব ঠাকুর বার্ত্তা কিছু শুনিয়াছে॥
মোহিত হইয়ে গুপ্ত ফিরে ঘরে আসে।
নিস্তব্ধ ঘরের মাঝে সন্তর্পণে পশে॥
মাত্র দুই এক কথা হ'লে চলে যায়।
প্রণাম করিয়া পরে রামকৃষ্ণ পায়॥
পর দিন প্রাতঃকালে পুনঃ এসে দেখে।
রেপার ঢাকিয়া প্রভু আবাহন মুখে॥

পায়ে চটীজুতা তাঁর জড়িত বচন।
কথা কহিবার কালে তোতলা যেমন॥
বাড়ী ঘর কোথা আসা কে হয় তাঁহার।
ঈশান কবরেজ বাড়ী বরাহনগর॥
কেশব কেমন আছে অসুখের পরে।
ডাব চিনি মেনেছিনু মা কালীর ঘরে॥
রাত্রি শেষে নিদ্রা ছেড়ে মার কাছে কাঁদি।
কেশবে সারাও মাগো বলি নিরবধি॥
কেশব না থাকে যদি কার কাছে যাব।
কার সঙ্গে কথা কয়ে হেন সুখ পাব॥
কুক্ সাহেব এসেছিল কেশব সহিত।
কেমন বক্তৃতা করে হ'বে কিছু হিত॥
এই সব কথা প্রভু তাহারে শুধান।
স্ত্রী পুত্র আছে জেনে হতাশা জানান॥
বিদ্যা কি অবিদ্যা তার স্ত্রী ঘরেতে থাকে।
অজ্ঞান বলিয়া জানে মাষ্টার যাহাকে॥

লেখা পড়া না জানিলে হয় অজ্ঞান।
বিদ্যা শিক্ষা মাত্র হয় এই তার জ্ঞান॥
সাকার কি নিরাকার কি বিশ্বাস আছে।
সাকার আকার উল্টা এই মাত্র বোঝে॥
তবু সেই নিরাকারে আছিল বিশ্বাস।
প্রভু কহে সব সত্য না কর নিরাশ॥
অবাক হইয়া সেই ভাবে মনে মন।
মাটির প্রতিমা তিনি না হ'ন কখন॥
প্রভু কহে মাটি কোথা চিন্ময়ী প্রতিমা।
মাষ্টার বলিল তাহে বুঝিতে হ'বে না॥
এই কথা শুনে প্রভু রুষ্ট হয়ে কন।
লেকচার দেওয়া হয় কলিকাতা ঢং॥

মাষ্টারের প্রতি শ্রীশ্রীঠাকুর।

বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় লইয়ে।
নাম জপ ধ্যান তপ নির্জ্জনে যাইয়ে॥
চারা গাছে দিবে বেড়া পশুতে না খায়।
সেই গাছ বড় হ'লে বাঁধ পশু তায়॥
দাসীর মতন রবে সংসারের মাঝে।
সকলি করিবে কিন্তু দাস দাসী সাজে॥
কাছিমের মন থাকে ডিম্ব থাকে যেথা।
সংসারী রাখিবে মন ঈশ্বর সহিতা॥
হাতে তৈল দিয়ে তবে কাঁঠাল ভাঙ্গিবা।
তা' না হ'লে আটা হাতে জড়াইয়া যাবা॥
ভক্তি লাভ করে' আগে ঈশ্বর উপরে।
সংসার করিতে পার নির্ভয় অন্তরে॥
নহে ধৈর্য্যহারা হ'বে শোকতাপ এলে।
আসক্তি বাড়িবে চিন্তা বিষয় করিলে॥
নির্জ্জনে পাতিবে দধি মাখনের তরে।
নির্জ্জনে তুলিবে ননি মন্থন করে'॥

এই মনে সাধনে বৈরাগ্য জ্ঞান ভক্তি।
সংসারে রাখিলে নিজ হয়ত আসক্তি॥
কামিনী কাঞ্চন জেনো আসক্তির দ্বার।
মন-দুধে ননি রাখ জলের সংসার॥
বিচারে দেখিবে কাম কাঞ্চন অনিত্য।
ঈশ্বরে জানিবে বস্তু একমাত্র সত্য॥
অর্থে ডাল ভাত হয় থাকিবার স্থান।
ঈশ্বর মিলে না তাহে উদ্দেশ্য হারাণ॥
সুন্দর শরীরে মল-মূত্র নাড়ী ভুঁড়ী।
কেন মন দিবে তাহে ভগবান ছাড়ি॥
ব্যাকুল হইয়ে কাঁদ পাইবে তাঁহাকে।
ডাক দেখি মন ডাকের মত শ্যামা মাকে॥
তিন টান এক হ'লে তিনি দেখা দেন।
সতীর পতি মার পো বিষয়ী যেমন॥

নরেন্দ্রের প্রতি।

ভক্ত-নিন্দা করে জীব সংসারে থাকিয়া।
নরেনে বলেন প্রভু নিকটে ডাকিয়া॥
কিবা তব মত বল প্রকাশ করিয়া।
নাহি ফিরে গজরাজ পিছনে চাহিয়া॥
শ্রীনরেন্দ্র বলে উহা কুকুরের ডাক।
অত নীচু নয় সর্ব্ব জীবে তাঁরে দেখ॥
ভাল লোকের সঙ্গে চলে' মন্দে ত্যজিবে।
ব্যাঘ্রে হরি আছে তবু নাহি আলিঙ্গিবে॥
হাতী নারায়ণ হ'তে সরে' যেতে হয়।
মাহুত-নারাণ কথা শুনিবে নিশ্চয়॥
জলরূপী নারায়ণ কত স্থানে রয়।
সব জলে সব কাজ কখনো না হয়॥
সংসারেতে দুষ্ট লোক করিবে অনিষ্ট।
গর্জ্জিয়ে তাড়াবে তারে চিন্তে' নিজ ইষ্ট॥
বদ্ধ মুক্ত নিত্য ভক্ত চার জীব আছে।
বদ্ধ জীব কভু ধর্ম্ম কথা নাহি বুঝে॥

মুক্ত জীব কভু বদ্ধ না হয় সংসারে।
নিত্য জীব হিত হেতু পর উপকারে॥
মুমুক্ষুরে ভক্ত বলি মুক্তি ইচ্ছা হেতু।
কেহ মুক্ত হয় কেহ আকিঞ্চন সেতু॥
ঘোঁটা মাছ কভু তারা জালেতে পড়ে না।
পড়িলেও জালে কেহ পালাতে জানে না॥
কেহ জালে পড়ে কিন্তু তখনি পালায়।
ছটফট করে কেহ তবু থেকে যায়॥
বিশ্বাসে পাইবে বস্তু তর্কে বহু দূর।
ভক্ত হ'তে ভগবান না হ'ন অন্তর॥
নিজে রাম সেতু বাঁধে হনু লম্ফে যায়।
নামে মহা পাপ হরে অনিষ্ট পালায়॥
নরেন্দ্র গাহিল গান প্রভুর সমাধি।
'চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্‌ঘন' আদি॥
এইরূপে মাষ্টার করে আসা যাওয়া।
মৌতাত ধরেছে শিখীর আফিং খাওয়া॥

অন্তরঙ্গ সনে প্রভু করেন বিহার।
ক্রীড়া কৌতুক আদি অশেষ প্রকার॥
নাচে গানে হয় কভু ধুলা পরিমাণ।
ঘন ঘন ভাব হয় সমাধি প্রয়াণ॥
চাষা হাটে গরু কেনে ল্যাজ নেড়ে' দেখে'।
তিড়িং মিড়িং করে কেউ কেহ শুয়ে থাকে॥
ভক্তও যে সেইরূপ তেজীয়ান কেহ।
চিড়ার ফলার কেহ ভ্যাদ ভ্যাদে দেহ॥

ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথ।

মন প্রাণ কেড়ে নিয়ে নরেন্দ্র চলিলা।
ঝাউ গাছ তলে গিয়ে ঠাকুরো কান্দিলা॥
এর প্রায় মাসাধিক পরে একদিন।
সত্য রক্ষা হেতু আসে একাকী নরেন॥
ঠাকুর বসিয়াছিলা ছোট বিছানায়।
নরেনে ডাকিয়া একাসনেতে বসায়॥

ভাবাবিষ্ট হ'য়ে পরে পদ বাড়াইয়া।
স্থাপন করিলা তার অঙ্গোপরি দিয়া॥
তখনি অপূর্ব্ব এক উপলব্ধি হয়।
"গৃহভিত ঘুরে ক্রমে কোথা উড়ে যায়॥
সমস্ত বিশ্বের সহিত আমিত্ব মিলিয়ে।
মহাগ্রাসী মহাশূন্যে ছুটি এক হ'য়ে॥
মরণ নিকটে জানি মহাভাবে ভীত।
চিৎকার করিয়া বলি মাতা ও পিত॥
আছে মোর ওগো একি করিতেছ তুমি।
হাসি বক্ষঃ স্পর্শ করে থাক বলে' তিনি॥
তখনি সুস্থির হ'য়ে দেখি সব ঠিক।
বলিতে মোদের হ'ল মিনিট সঠিক॥
সম্মোহন বিমোহিনী এ সকল বিদ্যা।
দুর্ব্বল মানুষে হয় বলবানে মিথ্যা॥
বিশেষে ইঁহারে আমি পাগল আখ্যাই।
তবে কেন হয় হেন কিছু ঠিক নাই॥

কিন্তু নিজে মনে জোর দৃঢ় ক'রে ধরি।
যেন পুনঃ নাহি হয় সকল পাশরি ॥
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মন কাদা-তাল মত।
দৃঢ় জনে পারে যেই নিজ ইচ্ছাকৃত ॥
কেমনে পাগল বলে' এই জনে কই।
গতবারে অসংলগ্ন বাক্য শুনে' যাই ॥
এর কিছু বুঝি নাকো সরল শিশুর।
পবিত্র বিচিত্র এই পুরুষ প্রবর ॥
অভিমানে ঘা খেয়ে' মনে জ্বলে' মরি।
যেন তেন রূপে বস্তু ব্যক্তি স্থির করি ॥
ঠাকুর আমারে কত যতন আদরে।
অতি প্রিয় জন ভাবে খাওয়ান পরে ॥
আবার আসিবে বল যত শীঘ্র পার।
অগত্যা আসিব বলে' চলিলাম ঘর" ॥

যতুর বাগানে শ্রীশ্রীঠাকুর
ও
নরেন্দ্রনাথ।

প্রায় এক হপ্তা পরে নরেন আসিল।
ঠাকুর তাঁহারে নিয়ে বাগানে চলিল॥
ক্রমে গঙ্গাধার হ'য়ে যতুর বাগানে।
ঘর খুলে দিয়ে গেল আসি লোকজনে॥
নানা কথা পরে প্রভু সমাধিস্থ হ'ন।
স্থির ভাবে নরেন্দ্র যে করে দরশন॥
দৃঢ় ভাবে পূর্ব্ব হ'তে সতর্ক থাকিয়া।
ঠাকুর ধরিল তারে নিকটে আসিয়া॥
স্পর্শ মাত্র অভিভূত হইয়া পড়েন।
একেবারে নির্ব্বিকল্প সমাধি হ'লেন॥
পরে যবে পুনঃ ফিরে পাইলেন জ্ঞান।
হাস্য মুখে প্রভু বুকে শ্রীহস্ত বুলান॥
সমাধি কালেতে প্রভু তারে জিগাইয়া।
জানিলা নিজের দেখা সব মিলাইয়া॥

বুঝি ধ্যানসিদ্ধ নরেন্দ্র মহাপুরুষে।
জানা মাত্র দেহত্যাগ যোগাসনে বসে॥
নরেন্দ্র বুঝিলা প্রভু দৈব শক্তিমন্ত।
মানবে ফিরাতে পারে হ'লে পথভ্রান্ত॥
ঈশ্বর বাসনা তাঁর একই প্রকার।
সেই হেতু নাহি করে গতি যার তার॥
এঁর কৃপা লাভ করা সৌভাগ্যের কথা।
বিচারসাপেক্ষ তবু তাঁর সর্ব্বজ্ঞতা॥
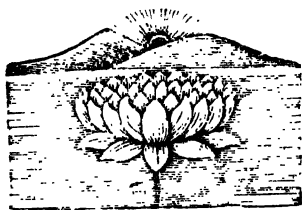
বলরামের বাটীর দোলযাত্রা।

ভাবেতে রাখাল রাজা বাহ্যজ্ঞান হীন।
বুকে হাত দিয়ে প্রভু শান্ত করেন।।
নিত্যগোপালের বুক মুখ হয় লাল।
সংকীর্ত্তনে এই ভাব হয় আজ কাল।।
দোলযাত্রায় হয় আবীরের খেলা।
নৃত্য গীত হয় তাতে অনুসঙ্গী মেলা।।
পরে প্রসাদ বিতরণ যত পার খাও।
সামনে শিরে পাগ নিয়ে বলরামে চাও।।
এর পর দক্ষিণেশ্বরে আসেন ফিরিয়া।
'খ্রীকৃষ্ট' কথা প্রভু ভাবেন চিন্তিয়া।।
ভজন আনন্দ সুরা ব্রহ্মানন্দ প্রেম।
মানব জীবন উদ্দেশ্য বাকী সব ভ্রম।।

কেশব-মিলন।

প্রাণকৃষ্ণ গৃহে এসে বসেন সুস্থির।
কাপ্তেনের ঘর হ'য়ে কমল কুটীর॥
ঈশ্বর ঐশ্বর্য্যে জীব সদা ভুলে রয়।
সাধুসঙ্গ একমাত্র উপায় নিশ্চয়॥
সাধুসঙ্গে মন যদি ব্যাকুলিত হয়।
বিবেক বৈরাগ্য তবে হইবে উদয়॥
বিবেক বৈরাগ্য এলে ভকতি আসিবে।
ভকতি আসিলে তারে জানিতে পারিবে॥
অসুস্থ কেশবে প্রভু দেখিতে আসেন।
যাহার ব্যাধির জন্য সতত ভাবেন॥
বৈঠকখানায় প্রভু কমল কুটীরে।
আসিয়া কেশবচন্দ্র প্রণাম করে॥
ঠাকুর বলেন তব বহু কাজ আছে।
সময় হয় না তাই যেতে মোর কাছে॥
তাই আসিয়াছি আমি দেখিতে তোমায়।
মার কাছে ডাব চিনি তাই মানা হয়॥

তোমার অসুখ হ'লে আমি ভেবে মরি।
কলিকাতা কার সঙ্গে আলাপন করি॥
মাষ্টারে দেখিয়া প্রভু কেশবে জিগান।
সংসারেতে মন নাই তবু নাহি যান॥
যদি দেরী হয় তব যাইতে সেথায়।
উচিত তোমার পত্র লিখিয়া পাঠায়॥
শ্রীত্রৈলোক্য গান গায় সন্ধ্যা-বাতি জ্বলে।
শুনিয়া সমাধিভঙ্গে মার নাম চলে॥
সুরা পান করি নাকো আমি সুধা খাই।
জয় কালী বলে' মন-মাতালে মাতাই॥
কেশবে দেখিয়া প্রভু মনে ভয় পান।
পরমার্থ ছেড়ে পাছে সংসারে ঢুকেন॥
সঙ্গীত সঙ্কেতে তাই কেশবে বলেন।
(কথা) বল্‌তে না বলতে মনে শঙ্কা করেন॥
অন্দরে যাইয়া প্রভু জলসেবা করি।
মেয়েরা প্রণাম করে ভক্তি প্রাণ ভরি॥

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহা জ্ঞানী।
তাঁকে দেখিবার তরে মাষ্টারে জানানি॥
বাদুর বাগানে এবে এসেছেন তাই।
তাঁহারে দেখিতে ইচ্ছা করেন গোঁসাই॥
ভাবস্থ হইয়া প্রভু জলপান করে'।
বলে এত দিনে আসি মিশিনু সাগরে॥
এত দিন খাল বিল হৃদ নদী দেখি।
বিদ্যার সাগর বলে নোনা জল চাখি॥
তুমি বিদ্যার সাগর তাই ক্ষীরোদ সাগর।
অবিদ্যা সাগর হয় লবণ সাগর॥
পরে বহু কথা হয় জ্ঞানভক্তি নিয়ে।
ব্রহ্ম বস্তু পাবে বিদ্যা অবিদ্যা পারে গিয়ে॥
সূর্য্যের আলোক দুষ্টে শিষ্টে সমভাব।
অনুচ্ছিষ্ট ব্রহ্ম শাস্ত্র উচ্ছিষ্ট যে সব॥
পাঁজীতে লিখেছে আড়া জলের হিসাবে।
এক ফোটা জল নিংড়ে তাহে নাহি পাবে॥

লবণ পুতুল যায় সমুদ্র মাপিতে।
খবর দিল না সেই গলে সাগরেতে॥
শঙ্কর রাখিল 'আমি' জীব শিক্ষা তরে।
সমাধিস্থ লোক ফিরে' তাও ঐ করে॥
বিভুরূপে ভগবান সর্ব্ব জীবে সম।
শক্তির তারতম্য তাই হয় বিষম॥
একব্যক্তি দশজনে হারাইতে পারে।
অন্যজন ক্ষুদ্র প্রাণী হ'তে যায় দূরে॥
দেখ তব দয়া বিদ্যা অন্য হ'তে বেশী।
তাই সবে মানে তোমা দেখিবারে আসি॥
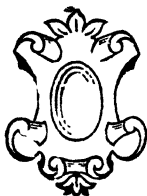
বিজয় ও কেদার।

কেদার চাটুয্যে ছিল ঢাকা কর্ম্মচারী।
রামকৃষ্ণ-কথা শুনে বিজয় প্রচারী ॥
দক্ষিণেশ্বরেতে এসে প্রভু কৃপা পায়।
নানা পথে জীবগণ ভগবানে ধায় ॥
ঝড়ে মাঝি হাল ধরে' তুফান কাটায়।
ঝড় ঝাপ্‌টা চলে' গেলে পাল খাটায় ॥
সাধক তেমতি আগে খেটে নেয় খুব।
অভ্যাস হইলে পরে সব হয় চুপ ॥
সকল ধর্ম্মেতে আছে কিছু ব্যতিক্রম।
তা' না হ'লে হ'বে কেন রকম রকম ॥
যে কোনটি ধরে' তার যদি চলে' যাও।
এক বস্তু একজন এক স্থানে পাও ॥
চর্ম্মচক্ষে ভগবানে নাহি দেখা যায়।
সাধনার দ্বারা এক প্রেমদেহ হয় ॥
প্রেমচক্ষু প্রেম-কর্ণ দেখে, শুনে সেই।
দশা ভাব সমাহিত সদা রহে যেই ॥

চৈতন্যের চিন্তা কভু অজ্ঞান না করে।
কভু ছেলে নাহি পড়ে বাপ যদি ধরে॥
প্রকৃতির কৃপা বিনা পুরুষ মিলে না।
সব অবতারে করে প্রকৃতি সাধনা॥
এবে নিত্য নিত্য হয় ভক্ত আনাগোনা।
নরেন্দ্র রাখালরাজা আরো কত জনা॥
নিজ জীবনের কথা কতরূপে ক'ন।
ভক্তেরা শুনিতে থাকে কঠোর সাধন॥
নাচে গানে ভরপুর ভাব ও সমাধি।
দু' এক কথায় ব্যাখ্যা শাস্ত্র সাধনাদি॥
কেশব আসেন কভু জাহাজেতে চড়ে।
কভু সিঁথি সমাজেতে উৎসব করে॥
কভু যায় সার্কাস দেখিতে কলিকাতা।
দেবদেবী মন্দির দেখা নিত্য বারতা॥
মনোমোহন সুরেন্দ্র রামের বাড়ী যায়।
কোন কোন বাড়ী তাঁর উৎসব হয়॥

বলরাম মন্দির তাঁর নিজের আঙ্গিনা।
ব্রাহ্মদের বাড়ী প্রায় উৎসব উপাসনা॥
রিপুগণ নাহি ছাড়ে সদা দেহে থাকে।
ফিরাও রিপুর মুখ ঈশ্বরের দিকে॥
কাম যদি নাহি যাবে ঈশ্বর কামনা।
ক্রোধ করিতে হ'বে ঈশ্বর পেলে না॥
একমাত্র লোভ হ'বে ঈশ্বর লভিতে।
মোহিত হইবে তুমি তাঁহার রূপেতে॥
ঈশ্বরের দাস বলে' মদ গর্ব্ব পর।
ভক্তিপথে বিঘ্নকারী মাৎসর্য্য কর॥
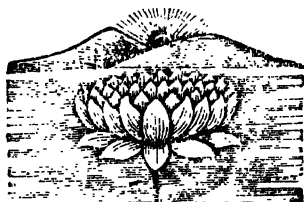
গঙ্গাবক্ষে বিহার।

ইং ১৮৮২ সন, ১২৮৮ সাল।

কেশব এসেছে আজ জাহাজেতে করে'।
প্রভুরে তুলিয়া লয় জাহাজ উপরে॥
গাজীপুরে নামি সাধু পাওহারী বাবা।
রামকৃষ্ণ ছবি তার ঘরের সুশোভা॥
একজন ব্রাহ্ম ভক্ত এই কথা বলে।
অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখায় শরীর-খোলে॥
প্রকৃতিস্থ প্রভু বলে বালিসের কথা।
খোল ছেড়ে অন্তর্য্যামী আত্মার বারতা॥
জ্ঞানী ব্রহ্মযোগী আত্মা ভক্ত ভগবান।
যার নিত্য তার লীলা তিনি বিদ্যমান॥
আদ্যাশক্তি লীলাময়ী সৃষ্টি স্থিতি নাশ।
কেশব জিগায় কালী-তত্ত্ব সুপ্রকাশ॥
প্রভু ক'ন মহাকালী নিত্যকালী আর।
শ্মশানকালী রক্ষাকালী শ্যামাকালিকার॥

যবে চন্দ্র সূর্য্য পৃথ্বী সৃষ্টি ছিল না খালি।
ঘোরাঁধারে নিরাকারা মহাকাল কালী॥
কোমলাঙ্গী শ্যামাকালী বরাভয়দাত্রী।
গৃহস্থ বাড়ীর পূজা-শ্রদ্ধা-গ্রহণ-কর্ত্রী॥
ভূমিকম্প দুর্ভিক্ষ হইলে মারী ভয়।
অনাবৃষ্টি কালে রক্ষাকালী পূজা দেয়॥
শ্মশানকালী সংহার-মূর্ত্তি শ্মশানের।
মধ্যে শব শিবা ডাকিনী যোগিনীগণের॥
গলে মুণ্ডমালা দোলে রুধির ধারায়।
নরকরকটিবন্ধ নাড়িতে জড়ায়॥
সৃষ্টিবীজ তুলে' রাখে প্রলয়ের কালে।
ন্যাতাক্যাতার হাঁড়ি যেন গিন্নির কোলে॥
ঐ হাঁড়িতে থাকে তাদের টোট্‌কা বীচি।
সৃষ্টি হ'লে আদ্যাশক্তি ভিতরে নাচি॥
নিজ হ'তে জাল করে মাকড়সা যেমন।
সেই জাল মাঝে থাকে কালিকা তেমন॥

সমুদ্র আকাশ দূরে নীলবর্ণ হয়।
কাছে বর্ণহীন কালী কোন বর্ণ নয়॥
মা কি আমার কাল কালরূপ দিগম্বরী।
হৃদি করে আলো যবে হৃদে ধ্যান ধরি॥
ভববন্ধনকারিণী বন্ধনহারিণী।
গানে বলে ঘুড়ি উড়ায় মাতা ভবানী॥
লক্ষেতে একজনের মুক্তি দিয়ে দেন।
(আগে) বুড়ী ছুঁলে খেলায় হ'বে না হয়রান॥
রসে থেকে রসভঙ্গ কেন কর রসেশ্বরী।
তোর সৃষ্টি দৃষ্টিপোড়া মিষ্টি বলে' ঘুরি॥
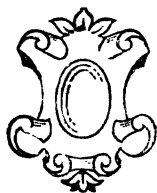
নর-নারায়ণ।

ইং ১৮৮৩ সন, ১২৮৯ সাল।

ঠাকুর জানিত ধর্ম্ম-গ্লানি-নাশ হেতু।
নিজ আগমন নরু হ'বে তার সেতু॥
সে কারণ তার তরে সদা উচাটন।
লোকে বোঝে হয় বুঝি বিষম বন্ধন॥
এত ভালবাসা যেই বুঝিতে না পারে।
অপাত্রে পড়েছে প্রেম প্রেমিকেরে মারে॥
প্রভু জানে অখণ্ডের ঘরবাসী চার।
সে ঘরের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ নরেন তাঁহার॥
প্রায় প্রতি সপ্তাহেতে এক দুই বার।
নরেন্দ্র আসিত কভু রাত্রবাস তার॥
প্রায় দুই বর্ষ পরে বিপদ ঘটিল।
নরেনের পিতা বিশ্বনাথ যে মরিল॥
এত প্রেম ভালবাসা ঠাকুরে নরেনে।
পরীক্ষা করিতে থাকে দু' দিকে দু' জনে॥

খাদ না থাকিলে স্বর্ণে গড়ন হ'বে না।
মুসলমানের মুর্গী পোষা হইবে খানা॥
নরেনের খ্যাতি প্রভুর মুখে ধরে না।
যতেক যুবক আসে নরেনে জানানা॥
পাঠান তাহার কাছে আলাপ করিতে।
তর্কে লাগাইয়া দেন নিজ সাম্‌নেতে॥
বিজয় কেশব আদি সকলের কাছে।
বলিলেন নরেনের কি কি গুণ আছে॥
নরেন বলিলা ইহা মাথার বিকার।
ভাবের ঠাকুর ভাবে বালক চিৎকার॥
কভু নরেনের সত্য পরায়ণ ভাবি।
মাতারে পুছেন ইঁয়ে বালক স্বভাবি॥
মাতা বলে ওর কথা কেন তুই নিস।
এর পর সব নেবে তখন দেখিস॥

ভাব প্রকাশ।

ইং ১৮৮৩ সন, ১২৮৯ সাল।

ভক্ত মাঝে রামকৃষ্ণ পরমহংস।
বালকে নাহিকো দেন জিলাপীর অংশ॥
বালকের ন্যায় খাদ্য লুকাতে লুকাতে।
হ'ন সমাধিস্থ প্রভু গভীর ভাবেতে॥
বহু পরে দেহ নড়ে সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস।
বহু দূর হ'তে আসে নিজের আবাস॥
নিরাকার নন সুধু বিভু পরমেশ।
সাকারও হ'ন তিনি ভক্তি ভাবে বেশ॥
এই বলে' পাড়ে নিজ দর্শন কথা।
তাই ভাবে থাকে প্রভু নাহিকো অন্যথা॥
সাকার-বরফ গলে' আকার জলের।
জলের আকার মাত্র হয় আধারের॥
জলও শুকালে পুনঃ বাষ্পে পরিণত।
নিরাকার হ'ল বটে আছেত অস্তিত্ব॥

চিন্ময় বিগ্রহ দেখ সম্পূর্ণ সাকার।
ভাব ভক্তি দিয়ে ভক্ত-হৃদয়ে আকার॥
জ্ঞানের বিচারে উহা হয় নিরাকার।
অস্তি মাত্র থাকে ব্যাপী সকল আকার
কিন্তু অনুভূতি হওয়া বড়ই কঠিন।
কৃপা কৃপা কৃপা তাঁর আসিবে সুদিন॥

বেলঘরে গোবিন্দের বাটীতে শ্রীশ্রীঠাকুর।

বেলঘরে গোবিন্দের বাটী প্রাতঃকালে।
নৃত্যগীত সংকীর্ত্তন খোল করতালে॥
গ্রামবাসী এসে সবে করিছে প্রণাম।
প্রভু বলে একমাত্র বিভু গুণধাম॥
ব্রহ্ম সত্য জগত মিথ্যা বেদান্তেতে বলে।
সবই উড়ে যায় বটে 'আমারে'ই ফেলে॥

দাস ভক্ত পুত্র 'আমি' তাইতেই রাখি।
একমাত্র ভক্তিযোগ কলিতেই দেখি॥
অব্যক্তের ভাব দুঃখ দেহজ্ঞান নিয়ে।
সত্য ভক্তি ত্যাগ মাত্র তপস্যা লাগিয়ে॥
দক্ষিণ সহরে প্রভু রামকৃষ্ণ এবে।
কতরূপে সিদ্ধ হয় বলিছেন সবে॥
পাণ্ডবের সাথে কৃষ্ণ দুঃখ ত গেল না।
সীতা হরে দশাননে নরক হ'ল না॥
বেশ্যা নারী গঙ্গা পায় মরণের কালে।
দিব্য চক্ষে বিশ্বরূপ পাণ্ডবে দেখালে॥
প্রসবের কালে নারী মৃত্যু কষ্ট পায়।
প্রসবের পরে দেখ সব ভুলে যায়॥
গঙ্গায় এসেছে বাণ ভক্তসঙ্গে ছুটে।
বাণ দেখে চান উহার কারণ জানিতে॥
বিধিবাদী বলি দিতে নাহি কোন দোষ।
দেখিতে খাইতে পারি প্রসাদ নির্দোষ॥

ব্রহ্মজ্ঞানেতে দেখ জন্মমৃত্যু নাই।
দেহমাত্র নাশ হয় বুঝহ সবাই॥
সৃজন কারণ পূজা পুরুষ প্রকৃতি।
পালনের অন্নপূর্ণা লক্ষ্মী প্রভৃতি॥
সংহারের পূজা দেবী চামুণ্ডা ভীষণ।
ভীরু জীব ভয় পায় করিতে দর্শন॥
বিশ্বাসে পাইবে বস্তু বিচারে গুলায়।
স্থির জল পান কর নেড়োনা কাদায়॥
ভক্তি জানিবে সার সকাম নিষ্কাম।
সত্ত্ব রজ তম ভক্তি সকলই সকাম॥

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

নরেন আসে না কেন দক্ষিণ সহরে।
তারে দেখিবারে যান সমাজ মন্দিরে॥
কুচবিহার বিহা পরে ভাঙ্গা গড়াতে।
ঝুটোপুটি লেগে গেছে ব্রাহ্ম সমাজেতে॥
রবিবার সন্ধ্যাকালে উপাসনা হয়।
অর্দ্ধভাব হ'য়ে প্রভু আসিলা তথায়॥
তাঁহারে দেখিতে ও তাঁর কথা শুনিতে।
আসিতে লাগিল ভিড় বাহির হইতে॥
নিরাকারী ব্রাহ্মদিগে বৈশিষ্ট্য করণ।
বিজয় প্রমুখ বহু ব্রাহ্ম নিষ্কারণ॥
কারণ তাহার এই রামকৃষ্ণ হয়।
সেই হেতু কোন শিষ্টাচার না দেখায়॥
ঠাকুর আসিল ক্রমে নিকটে বেদির।
সমাধিস্থ হ'য়ে থাকে একেবারে স্থির॥
নিকটস্থ বাহিরস্থ সর্ব্ব লোক জন।
শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া করে নিকটে গমন॥

অসম্ভব ভিড় দেখি কর্তৃপক্ষ এবে।
নির্ব্বাপিত করিলেন গ্যাসালোক সবে॥
মর্ম্মাহত নরেন্দ্র বিপদ ভাবি মনে।
মিলে কোনরূপে সমাধিস্থ প্রভু সনে॥
পিছনের দোর দিয়া বাহির করিলা।
গাড়ীতে তুলিয়া দক্ষিণেশ্বরে চলিলা॥
এতই লাঞ্ছনা প্রভুর নরেন্দ্র ভাবে।
দুখে বলে ভরত রাজার হরিণ হ'বে॥
ঠাকুর বলেন হায় কি করি উপায়।
মন্দিরেতে মার কাছে যাইয়া শুধায়॥
মাতা বলে তুই ওকে নারায়ণ জানি।
ভাল যে বাসিবি নহে মুখ দেখিবিনি॥

আচরণ।

অখাদ্য খাইয়া যদি কৃষ্ণে থাকে মন।
হবিষ্যাদি হ'তে সেই পবিত্র ভক্ষণ॥
বিষয় বাসনা কাম কাঞ্চনেতে থেকে।
পবিত্র আহার করে বসিয়া নরকে॥
হোটেলে খাইয়া নরেন ঠাকুরে বলে।
কোন দোষ নাহি তোর খাইলে পরিলে॥
ভক্তির সাধন অতি পবিত্র জানিয়া।
আহার বিহার নিদ্রা সর্ব্বে শু'চ দিয়া॥
করিবে সাধন সদা ধ্যানে জ্ঞানে মনে।
চারা গাছ যেন রক্ষা জীব জন্তুগণে॥
সকাম প্রদান দ্রব্য না করি গ্রহণ।
নরেনে পাঠায়ে দেন করিতে ভক্ষণ॥
ঠাকুরের ভাব দেখি নরু সাবধান।
অনাচারে যদি প্রভু তাহারে এড়ান॥
ক্রমে দুই জনে ভাব এমন হইল।
কারো কাছে কোন কথা গোপন না র'ল॥

যতই ঠাকুর তারে উচ্চাসন দিলা।
সত্য জ্ঞান শ্রদ্ধা ভক্তি আত্মাই বাড়িলা॥
হীন আচরণ নীচ প্রলোভন হ'তে।
ধাইতে লাগিল জ্ঞান বিরাটে যাইতে॥
কিন্তু প্রভু ধীরে ধীরে কোন্ পথ দিয়া।
ব্যষ্টি হ'তে সমষ্টিতে যাইছেন নিয়া॥
আত্মারাম চিদানন্দে হাবুডুবু খায়।
দেবের দুর্লভ ধন কিসে বোঝা যায়॥
পুরুষে সাজে না ঘষে' রূপ কেঁদে প্রেম।
ঈশ্বর মেলে না সত্য করিলে বি-ভ্রম॥
ভাবের ঘরেতে চুরি কোন লাভ নাই।
এই কথা বার বার বলেন গোঁসাই॥

জন্মতিথি পূজা।

১৮৮৩ সন, ১২৮৯ সাল।

জন্মতিথি পূজা হয় প্রভুকে লইয়া।
ভক্তেরা উৎসব করে ভজন গাহিয়া॥
লজ্জা ঘৃণা ভয় এ তিন থাকৃতে নয়।
হরিনামে নৃত্য গীত যার হয় তার হয়॥
"ধন্য ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকারী।
সবে মিলে সত্য ধর্ম্ম জগতে প্রচারি॥"
পরমহংস ভাব নিত্য-গোপালে হ'তে।
তবু সাবধান করে রমণী হইতে॥
অনাহত-শব্দ ব্রহ্ম শাস্ত্রের লিখন।
বল তার প্রতিপাদ্য হইবে কেমন॥
দশরথের বেটা রাম ঋষিগণ কয়।
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ তাহারাই চায়॥
রুচি আর আধারের ভেদ অনুসারে।
এক দ্রব্য ভিন্নরূপে দেয় পরস্পরে॥
অবতার আসে যায় দু' দশ জন পায়।
দ্বাদশ ঋষিও রামে অবতার কয়॥

বট বীজ সম নাম অমোঘ জানিবে।
পাখী খায় বটফল তবু না মরিবে॥
কালে কাকবিষ্ঠা হ'তে প্রাসাদ উপরি।
জন্মিবে অঙ্কুর তাহে পেলে বৃষ্টি বারি॥
কষ্টেতে বৈরাগ্য কভু উচিত না হয়।
সর্ব্বস্ব থাকিতে ত্যাগ বিধান নিশ্চয়॥
ধোপা ঘরের কাপড় মনে রং ধরিবে।
যখন যে রংএ তারে রাখিয়া দিবে॥
কামিনী কাঞ্চন মিথ্যা মনে করে বাসা
সে মনে ঈশ্বর চিন্তা হইবে দুরাশা॥
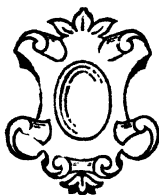
ধর্ম্ম-প্রসঙ্গে।

বলরাম মন্দিরেতে নরেন্দ্রের গান।
পান মাছ ত্যাগ নয় কামিনী কাঞ্চন॥
প্রথমে পড়িবে শাস্ত্র সাধনের আগে।
সাধন সময়ে উহা বেশ কাজে লাগে॥
পরে যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী।
জ্ঞানরাশ মাতা দেবে জ্ঞানদায়িনী॥
ত্রৈলঙ্গ ভাস্করানন্দ কাশীবাসী সাধু।
মণি মল্লিক এসেছে সেই কথা শুধু॥
ঐহিকের পাপ পুণ্য জ্ঞানের ঈশ্বর।
একমাত্র কর্ম্ম কর্ত্তা ভাল মন্দ পার॥
জমিদার মার খেয়ে মৃতপ্রায় সাধু।
ভগবানই মারে মোরে এই জানে শুধু॥
রাখালের দেশে বড় জলকষ্ট হয়।
পুকুর কাটিতে তাই মল্লিকে বোলয়॥
ব্রাহ্ম ভক্ত ঠাকুরদাস আসে দলে বলে।
দেহাত্মবোধে কভু প্রেম নাহি মিলে॥

বিবেক বৈরাগ্য দয়া সাধু সঙ্গ সেবা।
নামগুণ গান সত্য অনুরাগ হ'বা॥
কভু যদি আসে প্রভু দাস দাসী ঘর।
পরিচ্ছন্ন করে বাটী আসে অতঃপর॥
বিচারে ইন্দ্রিয় রোধ জ্ঞানপথে হয়।
ভক্তিপথে হরিনামে দেহ ভুলে যায়॥
'দোষ কারো নয় গো' মা 'বিকার শঙ্করী'
এই সব গান হয় উপদেশকারী॥
অন্নপূর্ণা পূজা হয় সুরেন্দ্রের বাড়ী।
ঠাকুর এসেছে তাই সব বাড়াবাড়ি॥
সিঁথির বাগানে ব্রাহ্ম উৎসব কীর্ত্তন।
সাকার আকার নিরাকার সম্মিলন॥
ডাকাতে ধরেছে 'রাহী' নিষ্ঠুর প্রহার।
কেড়ে কুড়ে নিয়ে সব করিবে সংহার॥
শেষে বেঁধে চলে গেল ডাকাত সকল।
কেহ দয়া করে' তারে দেখায় সম্বল॥

তম গুণে নাশ করে রজোতে বন্ধন।
সত্ত্ব গুণ পথে তুলে দেয় নিরঞ্জন॥
রামের বাড়ীতে হরি ভক্তি-প্রদায়িনী।
মনোহর সাঁই কীর্ত্তন ভক্তগণ শুনি॥
হিরণ্যাক্ষ বধ করে বরাহ ঈশ্বর।
স্তন্য দেন শাবকেরে বিস্মৃত অন্তর॥
দেবগণ বারে বারে তাঁহারে আনিতে।
বিফলে ফিরিলা, আসে বরাহ নাশিতে॥
শেষে শিব নাশ করে শূলের আঘাতে।
বরাহের দেহত্যাগ হ'ল এরূপেতে॥
শিব বলে কেন ভুলে আছ নারায়ণ।
বিষ্ণু বলে সুখে আমি আছি সর্ব্বক্ষণ॥
রাঙ্গা চুষী নিয়ে শিশু ভুলিয়া রয়েছে।
তাই মাতা চিন্তাহীনা অপরে দেখিছে॥
চুষী ফেলে শিশু যবে কাঁদে উচ্চ রবে।
সকল ফেলিয়া মাতা তাহারে দেখিবে॥

এ সংসার ধোঁকার টাটি বেদান্তেতে কয়।
পুরাণ বলে জীব জগত তাহা হ'তে হয়।।
মজার সংসারে রহ ঈশ্বরে ধরিয়া।
ভগবান আত্মা ব্রহ্ম সকলি লইয়া।।
সচ্চিৎ আনন্দে ফোটে 'আমি' অহঙ্কার।
জীব ভাবে আমি কর্ত্তা জ্ঞানের আত্মার।।
বেদান্তের সপ্ত ভূমি যোগে ষট্ চক্র।
সাধুতে বুঝিতে পারে অন্যে দেখে বক্র।।
মনের অধীন জীব যোগী বশ করে।
জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম যোগ ঈশ্বর উপরে।।
ঠিক ঠিক যোগ হ'লে বায়ু স্থির হয়।
কখনো মানুষে ইহা সামান্য জানয়।।
মেয়েরা কথায় বলে ভাব লেগেছে।
হাঁ করে' অবাক হ'য়ে কিবা দেখিছে।।

বিশ্বরূপ দর্শন।

বাল্য যোগিগণ সহ ঠাকুর নরেন।
অদ্ভুত সাধন ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেন॥
যার যাহা ভাব তাহা রক্ষা করা হয়।
তার সাথে ক্রমে তারে আগাইয়া দেয়॥
কেহ জপে কীরতনে কেহ ধ্যান ধরে।
সাকারে আকার কেহ, কেহ নিরাকারে॥
সাকার ধরিয়া কেহ নিরাকারে যায়।
নিরাকার হ'তে কেহ সাকারে আসয়॥
জ্ঞান ভক্তি প্রেম কথা চলে নিরন্তর।
রঙ্গ রস খিস্তি খেউড় তাও অবসর॥
ছুটাছুটি হুটোপাটি বাঁও কষাকষি।
চড়ি ভাতি কাণামাছি উঠা বসাবসি॥
নাচে গানে বাজনায় দিন কেটে যায়।
গঙ্গায় জোয়ার ভাটা বাণ ডেকে যায়॥
শুক্ল পক্ষে ক্রমে চাঁদ বাড়িতে থাকয়।
কৃষ্ণপক্ষে ধীরে ধীরে আঁধারে ঢাকয়॥

নরনারী হালচাল কখন কিরূপ।
কাজকর্ম ঠিকঠাক কিরূপ স্বরূপ॥
পুঁথি পড়া তাও চলে ইচ্ছা যবে হয়।
শাস্ত্রগ্রন্থ ঘরে থাকে বহু আনা যায়।
নরেন্দ্র ভজন গায় প্রভু ভাব হয়।
সর্ব্বশেষে "যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়"॥
এরপর অষ্টাবক্র পড়িছে যখন।
নির্ব্বিকল্প সমাধিতে প্রভুর গমন॥
অদ্বৈত বিজ্ঞানে জীব ব্রহ্মের একতা।
প্রভুর বচন শোনে নরেন ধীমতা॥
শ্রবণ করেছে বটে গ্রহণ করেনি।
হাজরার কাছে গিয়ে করে ব্যঙ্গগ্লানি॥
এইরূপে দুইজনে উচ্চ হাস্য করে।
অর্দ্ধবাহ্য দশা প্রাপ্ত প্রভু আসে পরে॥
বগলে করিয়া বস্ত্র হ'য়ে দিগম্বরে।
কি বলিস বলে' স্পর্শ নরেনেরে করে॥

একেবারে নির্ব্বিকল্প সমাধি ধরিয়া।
নরেনের ভাব ক্রমে দেন বাড়াইয়া॥
স্তম্ভিত হইয়া নরেন দেখিতে পাইলা।
চৈতন্য স্বরূপ নিজে সকলে দেখিলা॥
ভাবে মনে দেখি ইহা কতক্ষণ রয়।
এই ভাবাচ্ছন্ন হ'য়ে হপ্তা কেটে যায়॥
ক্রমে যবে সুস্থ হ'য়ে বুঝিতে পারিলা।
অদ্বৈত বিজ্ঞানাভাস পরাণ ধরিলা॥
তদবধি অদ্বৈতের তত্ত্ব সমাধান।
সন্দেহ আনিতে মন না করে গমন॥
এরূপে "প্রেমধন বিলায় গোরা রায়"।
ভক্তি বল জ্ঞান বল মুক্তি ভেসে যায়॥

লজ্জা, ঘৃণা ও ভয়।

বালা যোগিগণ মাঝে যবে প্রভু থাকে।
কাপড় কোথায় থাকে হুঁশ নাহি রাখে॥
যদি এর মাঝে কোন প্রবীণ ভকত।
এসে যায় বস্ত্র তবে লজ্জা নিবারিত॥
তাইতে জিগান তিনি বালকগণেরে।
বস্ত্র থাকে না কো মোর সদাই কোমরে॥
বুড়ো মিন্‌ষে ন্যাংটা সাজে না কখন।
লোকে কি বলিবে তাই ভাবিতে মনন॥
তোরা কি পারিস ন্যাংটো থাকিতে এমন।
আপনার কাছে পারি বলিবা যেমন॥
শুচিতা সর্ব্বদা ভাল বাই কিছু নয়।
শুচি বায়ে ধর্ম্মপথে গতিরোধ হয়॥
কেমনে করিয়াছিলা মলমূত্র স্থান।
জলে ধুয়ে কেশে মুছে করেন প্রস্থান॥
শবদাহ কালে গন্ধ গ্রহণ করিলা।
আম-মাংস খর্পরেতে চর্ব্বণ করিলা॥

তোরা কি পারিস হ'তে ঘৃণাদপি হীন।
কেহ বলে করে দিব হুকুম আপন॥
অল্প বয়স যারা গৃহত্যাগে ভয়।
আবার ধরম লাভে ইচ্ছা অতিশয়॥
আসিতে যাইতে পুনঃ দক্ষিণ সহরে।
প্রভু পাশে সময় যে জল হেন সরে॥
বড় ভালবাসে প্রভু এই সব ছেলে।
তাই বলে আয় তোরা ভয় ডর ঠেলে।
ক্রমে কেহ থেকে যায় কেহ চলে ঘরে।
যাতায়াত ভাড়া কারো দোয়ান তৎপরে॥

পানিহাটির মহোৎসব।

ইং ১৮৮৩ সন, ১২৯০ সাল।

পেনেটি উৎসবে প্রভু রামকৃষ্ণ দেব।
কীর্ত্তনে আনন্দ করে সমাধি প্রভাব॥
নবদ্বীপ গোঁসাই তাঁরে সন্তর্পনে ধরে।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ হরিধ্বনি করে॥
হুড়াহুড়ি পড়ে গেল হরিলুট দিতে।
হাজার মানুষ আসে তাঁহারে দেখিতে॥
অর্দ্ধবাহ্য দশা পেয়ে নৃত্য করে যায়।
বাহ্যদশা এসে গেছে হরিনাম গায়॥
"যাদের হ'রি বল্‌তে নয়ন ঝরে।
আজ তারা তারা দু' ভাই এসেছেরে"॥
নদে করে টলমল সুগভীর প্রেমে।
সকলে মাতায়ে দিল সংকীর্ত্তন জমে॥
রাঘব-মন্দির মুখে অগ্রসর হয়।
রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহকে প্রণাম করয়॥

গঙ্গা ধারে ভিড় চলে জলস্রোত প্রায়।
মন্দির দ্বারেতে মাত্র হুড়াহুড়ি হয়॥
ভিতরে প্রভুর নৃত্য সংকীর্ত্তন মাঝে।
গৌর যে এসেছে আজ লক্ষ লোকে বোঝে॥
মণি সেন ঘরে প্রভু আসিয়া বসেন।
এঁরাই উৎসবে প্রভুদেবেরে আনেন॥
এখানে প্রসাদ পেয়ে ভক্তদের সেবা।
নবদ্বীপে উপদেশ ভক্তি আর ভাবা॥
ভক্তি যে পাকিলে ভাব পরে মহাভাব।
তার পর প্রেম হ'লে হয় বস্তু লাভ॥
গৌরাঙ্গের মহাভাব প্রেম হয়েছিলা।
জগত আপন ভুলে সমুদ্রে পড়িলা॥
প্রেম মহাভাব কভু জীবে নাহি হয়।
সকল ভাবের দশা গৌরাঙ্গ আশ্রয়॥
নবদ্বীপ-পুত্র এসে প্রণাম করিল।
ঘরে শাস্ত্র পাঠ করে পিতা প্রকাশিল॥

প্রভু বলে শাস্ত্র পাঠ বেশী ভাল নয়।
সার বস্তু জেনে নিয়ে ডুব দিতে হয়॥
মা মোরে জানায়ে দিলে বেদান্তের সার।
ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা জানিবে অসার॥
গীতা শাস্ত্র মাত্র বলে ত্যাগ করিবারে।
গোঁসাই বলিল মন কেমনে তা পারে॥
প্রভু তবে কন কিসে ঠাকুরের সেবা।
চলিবে যগুপি তুমি ত্যাগ করিবা॥
লোক শিক্ষা তরে প্রভু সংসারেতে রাখে।
অর্জ্জুনে প্রকৃতি তাই সমরেতে ডাকে॥
অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণ কথা উত্থাপন করে'।
ভাবে সমাধিস্থ প্রভু হইলা গভীরে॥
অবাক্ হইয়া দেখে পিতাপুত্রে তাই।
প্রভু কন যোগ ভোগ গোঁসাইএর দুই॥
প্রার্থনা করহ তুমি আন্তরিক হ'য়ে।
চাহি না ঐশ্বর্য্য আমি থাকি তোমা নিয়ে॥

বিভুরূপে সর্ব্ব জীবে আছে নারায়ণ।
ভক্ত সেই সদা করে তাঁহাতে মনন॥
মণি সেন বিদায়িল অভ্যাগতদের।
পাঁচ টাকা ব্যবস্থা করেন ঠাকুরের॥
ঠাকুর ছুঁ'ল না টাকা রাখালকে দিলে।
প্রভু বলে সে বুঝিবে যে হাতেতে নিলে॥
ভক্তসঙ্গে গাড়ী করে' যান প্রভুরায়।
দক্ষিণ সহরে সবে ফিরিবে যথায়॥
পথে মতি শীলের ঠাকুর বাড়ী যান।
বিগ্রহে প্রণাম করে' ঘাটেতে আসেন॥
মতি ঝিলে মৎস্য ক্রীড়া নির্ভয়েতে করে।
নিরাকার ধ্যান প্রভু উপমায় ধরে॥
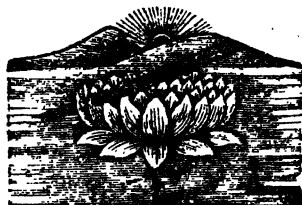
ভক্ত-গৃহে।

বলরাম-ঘরে যবে ঠাকুর আসেন।
ভক্তগণ এসে তাঁর নিকটে বসেন॥
স্ব-স্বরূপকে পায় আন্তরিক ডাকে।
ভোগ-বাসনা মত কম পড়ে থাকে॥
লীলা হ'তে নিত্যে যাবে নিত্য হ'তে লীলা।
সিঁড়ি দিয়ে ছাতে উঠে পুনঃ নেমে খেলা॥
ঈশ্বর দেব নর-লীলা যুগে যুগে হয়।
জীবে প্রেম জ্ঞান ভক্তি অবতারেই দেয়॥
উপমা চৈতন্য দেব প্রেম ভক্তি স্বাদ।
গাভী বাঁট আবশ্যক হেতু চাই দুধ॥
তাকে কি জানিব বল ভাল মন্দ দুই।
মহামায়া মধ্যে মোরা হুঁশ বেহোঁস হই॥
পুকুরেতে পানা যেন জল ঢেকে রাখে।
পানা ঠেলে জল দেখ পুন পানা ঢাকে॥
জন্ম মৃত্যু রোগ শোক সুখ দুখ আদি।
দেহজ্ঞানে এই সব আত্মা অনাদি॥

গঙ্গায় মাঝিতে গান গায় উচ্চস্বরে।
শুনিয়া প্রভুর অঙ্গ কাঁপে থরে থরে॥
সংস্কার লইয়া যারা আসিবে হেথায়।
সংশয় নিরসনে নিঃসংশয় হয়॥
সরলে পাইবে তাঁরে সৎপথ দিয়া।
আঁশহীন সূতা যায় ছুঁচ-ছিদ্র দিয়া॥
অধরের বাটী রাজনারায়ণ গায়।
অভয়পদে প্রাণ সপেছি আর কি ভয়॥
রণে এসেছে কার কামিনী মেঘ জিনি।
সমাহিত মহাপ্রভু এ সঙ্গীত শুনি॥
খালি পেটে জ্ঞান ভক্তি ধর্ম্ম নাহি হয়।
অন্ন সংস্থান জেনে উপদেশ দেয়॥
বাসনার ক্ষয় হয় জ্ঞানের উদয়।
বাসনা হইলে নাশ অমৃতত্ব পায়॥
যিনি ব্রহ্ম তিনি শক্তি মা বলে যে ডাকি।
সেই শক্তি অবতীর্ণ মানুষেতে দেখি॥

তবে শক্তি অবতার আত্মা অধিকারী।
একে দুই দু'য়ে এক দেখহ বিচারি॥
দুর্ব্বলে না পায় ব্রহ্ম বলবানে পায়।
শক্তিমান্ ভক্তিভাব সবি সামলায়॥
অনন্ত শকতি ধরে বিভু ভগবান্।
সকলি সম্ভব তাঁতে এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান॥
হনুমানে জিজ্ঞাসিল কিবা তিথি আজ।
এক রাম চিন্তা করি তিথিতে কি কাজ॥
বলরাম নাহি জানে কৃষ্ণ ভগবান্।
জগত জ্বরেছে তাতে বরষা সমান॥
অধরের বাটীতে আজ মার নাম শুনি।
ভুবন ভুলালি যে গো মা হরমোহিনী॥
ভবদারা ভয়হরা নাম যে তোমার।
কুণ্ডলিনীরূপে বাস তব মূলাধার॥
ষট্চক্র ভেদ গান শুনিতে পাইয়া।
(বলে) নাদ ভেদে ব্রহ্ম পায় সমাধি হইয়া॥

যদুর বাড়ীতে সিংহবাহিনী দর্শন।
সমাধিস্থ হ'য়ে প্রভু দাঁড়াইয়া র'ন॥
খেলাত ঘোষের বাটী রাত্রেতে আসিয়া।
বেদ পুরাণ তন্ত্র সমন্বয় করিয়া॥
ব্রহ্মা কৃষ্ণ শিব এক সচ্চিৎ আনন্দ।
নাম মাত্র ভেদ তার নাহি কোন দ্বন্দ্ব॥
উত্তম মধ্যমাধম ভক্ত তিন শ্রেণী।
অধম দেখে' দূরে বলে আকাশে তিনি॥
সর্ব্ব ভূতে চৈতন্যরূপে মধ্যমে কয়।
উত্তমে জীব জগৎ তিনি ছাড়া নয়॥
তিনিই করালে তবে ধ্যান জপ হয়।
দাস আমি থাকা ভাল জানিবে নিশ্চয়॥
কোন রং নাহি ধরে অগ্নিতে যেমন।
গুণাতীত হ'ন ব্রহ্ম জানিবে তেমন॥
সখিগণ কহে বল কেবা তব বর।
এক দুই তিন চার দেখে পর পর॥

সর্ব্বশেষে বলে তারা এই জন হবে।
হাসি মুখে চুপ করে' রয়ে গেল তবে॥
নেতি নেতি করে' শেষে বাকী থাকে যাহা।
অব্যক্ত আনন্দ সত্য ব্রহ্ম হয় তাহা॥

গুরু-শিষ্য।

আত্মজ্ঞানের গ্রন্থ অষ্টাবক্র সংহিতা।
আত্মজ্ঞানীর 'স্বোঽহম্' পরম আত্মা॥
বেদান্তের মত সংসারীর ঠিক নয়।
আকাশে লাগে না ধোঁয়া দে'লে ময়লা হয়॥
আমি মুক্ত ভাল কথা পাপী বদ্ধ রয়।
তাঁ'র নাম জপ করে' পাপ কোথা রয়॥
হৃদয় লিখেছে পত্র ঠাকুর চিন্তিত।
তেইশ বর্ষ সেবা করে' এখন পীড়িত॥
একি মায়া কিম্বা দয়া বিচার করেন।
মায়া আত্মজনে দয়া সকলে কহেন॥

অনেক করেছে সেবা বহু ভোগায়েছে।
দেহ ত্যাগ হেতু গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়াছে॥
তবু এবে কিছু টাকা সেই যদি পায়।
মন স্থির হয় বটে কে কারে বলয়॥
দেবী ভক্ত কালু বীর বুকেতে পাষাণ।
ভগবতী বরপুত্র শ্রীমন্ত মশান॥
বসুদেব দেবকীর কারা নাহি ঘুচে।
প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ সকলের আছে॥
গঙ্গা স্নানে কাণার যে পাপ ঘুচে গেল।
কাণা চোখ যেন ছিল তেমন রহিল॥
বিষম বিপদে জ্ঞান ভক্তির বিকাশ।
বিপদে পাণ্ডবে হয় চৈতন্য প্রকাশ॥
নরেন কাপ্তেন আসে বিভু গুণ গায়।
সত্যম্ শিবসুন্দর-রূপ ভাতি হৃদয়॥
সঙ্গীতের সঙ্গে প্রভু সমাধিস্থ হন।
অগ্নি জ্বেলে চলে গেল নরেন্দ্র তখন॥

চিদানন্দ আরোপণে সর্ব্বানন্দ হ'বে।
আসক্তির আবরণ বিক্ষেপে নাশিবে॥
তবে ত ঈশ্বর প্রতি মতি যে বাড়িবে।
ভক্তি ভাবে সদা ডাক তাঁহারে পাইবে॥
কৃষ্ণ পানে ধায় রাধা কৃষ্ণ-গন্ধ পায়।
সিন্ধু কাছে নদীতে জোয়ার ভাঁটা হয়॥
জ্ঞানীর ভিতরে গঙ্গা একটানা বয়।
ভক্তেতে দেখি জোয়ার ভাঁটার উদয়॥
শুদ্ধ জ্ঞান শুদ্ধা ভক্তি একই প্রাপক।
পণ্ডিতেতে মূর্খ হ'লে ধর্ম্মে উপাসক॥
সন্ধ্যা সমাগমে হরি নাম করে হরি।
নরেন্দ্রের গুণাবলি বহু ব্যাখ্যা করি॥
জ্ঞানহীন জানে কাষ্ঠে অগ্নি দিতে হয়।
জ্ঞানী জানে কাষ্ঠ হ'তে অগ্নি বাহিরয়॥
বিজ্ঞানী যে জানে তাতে ডাল ভাত হয়।
যাহা খেয়ে জীবদেহ হৃষ্টপুষ্ট হয়॥

সন্ধ্যা আদি কর্ম্মত্যাগ ঈশ্বর দরশনে।
আত্মারাম জন্ম নেয় অবিদ্যা মরণে॥
কাশীতে চণ্ডাল স্পর্শে শঙ্কর অশুচি।
চণ্ডাল করিল তাঁর আত্মজ্ঞানে রুচি॥
সাধুর হৃদয় বড় সকল হইতে।
সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুপদ যাহার হৃদেতে॥
অস্তি মাত্র ব্রহ্মে চিৎশক্তি আবরণ।
বিক্ষেপ হইলে পরে স্বরূপ লক্ষণ॥
আবরণে সৃষ্টিস্থিতি ধ্যান সুগভীর।
বিক্ষেপে সমাধি হয় জ্ঞানের বাহির॥
শক্তির মধ্যেতে থেকে ‘সোঽহম্’ চলে না।
একমাত্র সমাধিতে কি হয় জানে না॥
একমাত্র গুরু সেই সচ্চিৎ আনন্দ।
দেহ দীক্ষা নাহি দেয় দেয় আত্মানন্দ॥
মৃত্তিকার দ্রোণ পূজে বাণ শিক্ষা করে।
শ্রেষ্ঠ বীর হয় সেই জগত ভিতরে॥

আত্মহত্যা করে জীব সামান্ত নরুণে।
বন্দুক কামান চাই সমর প্রাঙ্গনে॥
গ্রন্থপাঠে গর্ব্ব বৃদ্ধি গাঁট বেড়ে যায়।
সরল শিশুর মত কেঁদে ডাক তাঁয়॥
তোমার মশকে পরিষ্কার জল থাকে।
পান করিবারে পারি বিশুদ্ধ চিত্তেতে॥
মশক ত পরিচ্ছন্ন ভিস্তী মিয়া বলে।
তব দেহ ভরে আছে ভূঁড়ী মূত্র মলে॥
গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কেবা চায়।
কালী কালী বলে' যদি অজপা ফুরায়॥
শিষ্য শোনে 'ঘটে ঘটে রাম' গুরু মুখে।
ঘৃতহীন রুটি কুত্তা নিয়ে খাবে দুখে॥
ঘৃতভাণ্ড লয়ে শিষ্য ঘৃত দিতে যায়।
কুকুর পলায়ে গেল খোঁজ নাহি পায়॥

সেবক-হৃদয়ে।

এ সংসার ধোঁকার টাটি মজার কুঠী।
সাধন ভজনে পাবে জ্ঞানের সমষ্টি॥
অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালী প্রভু ভগবান্।
পিপীলিকা একদানা পেয়ে হানচান॥
এক দানা সামালের শক্তি যদি নাই।
বিড়াল ছানার মত সদা পড়ে' রই॥
বহু লোকে বহু রং দেখে বহুরূপী।
বিবাদ হইল ল'য়ে তাহার স্বরূপী॥
বৃক্ষতলে বসেছিল এক মহাজন।
(বলে) জানি বহুরূপী রং বদল কেমন॥
প্রথমে আচার স্নান লিঙ্গ তীর্থ পূজা।
বস্তুলাভে আশা হ'লে ক্রমে কমে সাজা॥
পরে বস্তুলাভ হ'লে তারে নিয়ে রহি।
পয়সার কাঁড়ি টাকার তোড়া মিছে বহি॥
সোনায় হইবে অল্প রত্নে ক্ষুদ্র হ'বে।
তখন মানুষ তাহা টের নাহি পাবে॥

প্রবর্ত্তক সাধক সিদ্ধ সিদ্ধের সাঁই।
আউল বাউল দরবেশ পরে নাই॥
পাগ বাঁধা কৃষ্ণ দেখে' গোপী ঘোম্‌টা দেয়
(বলে) পীতধড়া মোহন্ চূড়া নাহিক হেথায়॥
হিমালয়ের ঘরে ভগবতী জন্ম নিয়ে।
সেথা নানারূপে দর্শন পিতাকে দিয়ে॥
হিমালয় বলে মাগো ব্রহ্ম দেখা চাই।
সর্ব্ব ত্যাগ সাধু সঙ্গ সদা কর তাই॥
উপমারহিত তাহা বোঝা বড় দায়।
আলো অন্ধকার মধ্যে জড় আলো নয়॥
পড়ালে বলিবে পাখী রাধাকৃষ্ণ নাম।
বিড়ালে ধরিলে ক্যাঁ-ক্যাঁ রব অবিরাম॥
নাওয়ায়ে ধোয়ায়ে হাতী স্থানেতে রাখ।
ধূলা কাদা মাখিবার দেবে নাকো ফাঁক॥
যত অনিষ্টের মূল জমিন জরু জমা।
সর্ব্বব্যাপী ভগবান নাহি তার সীমা॥

সংসার ত্যজিবে রাম দশরথ ভাবে।
ব্রহ্মছাড়া যদি হয় তবে ত ত্যজিবে॥
কিবা ত্যজ্য কিবা গ্রাহ্য বশিষ্ঠ শুধায়।
ব্রহ্মজ্ঞানী রামচন্দ্র তবে মৌনী হয়॥
হাসে কাঁদে নাচে গায় উর্জ্জিতা ভকতি
সেথায় জানিবে রাম রামের বিবৃতি॥
কলিতে নিগম নহে আগমের পথ।
সংশয় করো না মনে কর মনোমত॥
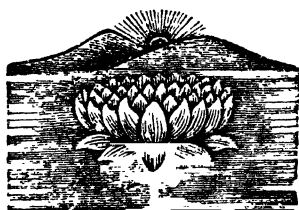
মণি মল্লিকের বাড়ীতে উৎসব।

পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞানী শ্রীমণি মল্লিক।
উৎসব করেন ঘরে প্রায় বাৎসরিক॥
উৎসবের দিনে প্রভু রামকৃষ্ণ রায়।
গোধূলির কিছু পূর্ব্বে গেলেন তথায়॥
শাস্ত্র পাঠ উপাসনা হরি সংকীর্ত্তন।
মহানন্দে করে সেথা ব্রাহ্ম ভক্তগণ॥
যবে প্রভু যোগ দিলা সংকীর্ত্তন মাঝে।
স্বর্গের আনন্দরাজি তরঙ্গেতে সাজে॥
সবে আত্মহারা হ'য়ে হাসে কাঁদে গায়।
নাচিতে নাচিতে ভূমে গড়াগড়ি যায়॥
আছাড় খাইয়া পড়ে তবু উঠে' নাচে।
মন্ত্রমুগ্ধ জনসঙ্ঘ নাচে প্রভু ধাঁচে॥
জনগণ মাঝে প্রভু নাচে তালে তালে।
কভু আগে যায় কভু পাছে হেঁটে চলে॥
প্রভুর শরীর নাচে প্রতি অঙ্গ ভাবে।
স্বেদ ও কম্পন মূর্চ্ছা স্তম্ভন স্বভাবে॥

সরল আনন্দভরা স্বচ্ছ গতি বিধি।
যথা মাছ খেলা করে অতল বারিধি॥
নানারূপ ভাব হয় ক্ষণে ক্ষণে তাঁর।
বাহ্য অর্দ্ধবাহ্য যত অন্তর্দ্দশা আর॥
জনসঙ্ঘ ভাবে ভোর তাঁহার সহিতে।
তাঁর জ্ঞানে জ্ঞান পায় নাচে গায় সাথে॥
ভক্ত দেখে ভগবান বৈরাগী বৈরাগ্য।
মেধামারা কর্ম্মযোগী তীব্র যথাযোগ্য॥
শ্রীবিজয় গোস্বামী ভাবে হাব্‌ ডুব্‌ খায়।
সভ্য ভব্য ব্রাহ্ম সব গড়াগড়ি যায়॥
সুকণ্ঠেতে চীরঞ্জীব গায় একতারে।
নাচরে আনন্দময়ীর ছেলে ঘুরে ফিরে॥
এই ব্যষ্টি ভাব ক্রমে পুষ্টি হ'তে যায়।
এমন মধুর হরিনাম কে আনিল হায়॥
এই গানে শেষ হয় সে দিন উৎসব।
হরি-রস-মদিরায় মহা মত্ত সব॥

এর পর প্রভু কথা বলেন ত্যাগের।
রূপ রস হ'তে মন গুটাও ভোগের ॥
ভক্তগণ সবে শোনে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে।
চিকের ভিতরে নারী শুনিছে বিস্ময়ে ॥
আধ্যাত্মিক নানা কথা মিমাংসিত হয়।
ধারণা করাতে প্রভু পদাবলী গায় ॥
"মজল আমার মন ভ্রমরা শ্যামা পদে"।
"খ্যাপা মাগীর খেলা মন পড়ে বিপদে" ॥
গোঁসাইজী ব্যাখ্যা করে তুলসী রামায়ণ।
ক্রমে সুরু করে দিলে সন্ধ্যা উপাসন ॥
বিজয়ে করিয়া লক্ষ্য শেষে প্রভু বলে।
বিজয়ের নাচে বুঝি ছাদ পড়ে উলে ॥
সকলে শুনিয়া হেঁসে গড়াগড়ি যায়।
প্রভু বলে সত্য সত্য এইরূপ হয় ॥
আমাদের দেশে কাঠ আর মাটি দিয়ে।
মাঠগুদাম করে লোকে যত্ন করিয়ে ॥

গোঁসাই এসে শিষ্য বাড়ী করে মোচ্ছব।
সংকীর্ত্তন সুরু হ'তে নাচের উদ্ভব॥
ক্রমে হরিনামে ভাব এমনি জমিল।
মোটা সোটা গোঁসাই ছাদ নিয়ে পড়িল॥
বিজয় গেরুয়া ধরি প্রভু ক'ন সবে।
বস্ত্রবাস রঙ্গিয়েছে ছাতা জুতা হ'বে॥
গেরুয়া ত্যাগের রং বলে দেয় লোকে।
সর্ব্বস্ব ছেড়েছে এই ভক্তির আলোকে॥
ঠাকুরে প্রণাম যবে বিজয় করেন।
ওঁ শান্তি হউক তব ঠাকুর বলেন॥
বাল ভক্ত বাবুরাম মুখ শুকাইয়া।
খেয়েছে কি না তাহা কে দেখে শুধাইয়া॥
তীক্ষ্ণ দৃষ্টি প্রভুদেব চোখে না এড়ায়।
নিজ ক্ষুধা বলে কিছু মিষ্টান্ন আনায়॥
নিজে খেয়ে দেন তারে নহে ত খাবে না।
অবশিষ্ট প্রসাদ পায় যত ভক্তজনা॥

এই রীতি ছিল তাঁর সকল সময়ে।
সমাধি হইতে নেমে ক্ষুধিত বা হ'য়ে ॥
প্রায় খাদ্য জল তিনি চাহিয়া থাকেন।
কোথা কোন্ ভক্ত উপবাসী তা জানেন ॥
প্রায় রাত নয়টায় প্রভু চলে যান।
দক্ষিণ সহরে যথা করেন বিশ্রাম ॥

জয়গোপাল সেনের বাড়ীতে উৎসব।

এইরূপ আর দিন মাথাঘষা গলি।
জয়গোপাল সেন বাড়ীর কথা বলি ॥
এখানে উৎসব হয় সাত্বিক রকম।
বাড়ী ঘর বড় ছিল লোকজন কম ॥
একতারা চিরঞ্জীব গায় মিঠা সুরে।
'ব্রহ্মময়ী আমায় দে মা পাগল করে' ॥

কীর্ত্তনের সঙ্গে প্রভু ভাবাবিষ্ট হ'য়ে।
উঠিয়া দাঁড়ান সর্ব্ব সঙ্গিগণ ল'য়ে॥
নাচে গানে পরিপূর্ণ সবার হৃদয়।
সভ্য ভব্য জ্ঞানী গুণী ত্যজে লজ্জা ভয়॥
"চিদাকাশ হ'ল পূর্ণ" এর পরে হয়।
ঠাকুর বলিলে চিরঞ্জীব গান গায়॥
এইখানে কথা হয় সংসার ধর্ম্মের।
বহু পূর্ব্বে বলেছিলেন সিপাহীগণের॥
যেরূপে ঢেঁকির গড়ে বসে চিড়েয়ুলী।
চিড়ে কোটা লক্ষ্য করে সেঁকে দেয় খালি॥
সাম্‌নে গাহক সনে দোয়া নোয়া করে।
স্তন্য দুগ্ধ টেনে খায় ছেলে কোলে করে॥
ভাজনের খোলা তার সাম্‌নেতে আছে।
কভু উনানে খোলা কভু নীচে রাখিছে॥
এত কাজ করে তবু হিসাবেতে ঠিক।
হাতে কাজ করে মন মুষলের দিক॥

কোলে ছেলে মাই মুখে যদি কেঁদে উঠে।
মুখে মাই দেয় তার ধরিয়া সাপুটে॥
পাশেতে উনানে আছে ভাজনের খোলা।
কভু ভূমে রাখে কভু উনানেতে তোলা॥
তবুও নজর আছে ঢেঁকির মোহানে।
সেইরূপ যদি গৃহী ভগবানে জানে॥
কেমনে সংসারে হয় ঈশ্বর সাধনা।
অনিত্য সংসারে কভু আমার বোলো না॥
আমার বলিলে হ'বে অকাট্য বন্ধন।
পাবে না নিষ্কৃতি কভু করিয়া খণ্ডন॥
এ মহা-মায়ার মায়া রেখেছে কুহকে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে ডুবে পাঁকে॥

মনুষ্য জীবন উদ্দেশ্য।

মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ ঈশ্বর চিন্তন।
মনুষ্য উদ্দেশ্য এক ঈশ্বর দর্শন॥
জনক দক্ষিণা চায় শুকদেব কাছে।
উপদেশ নাহি দিলে দক্ষিণা কি আছে॥
ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে গুরুশিষ্য জ্ঞান যাবে।
তাই আগে দক্ষিণা চাই পরে না দিবে॥
তীব্র বৈরাগ্যে দেখে সংসার দাবানল।
মাগ ছেলে পাতকুয়া পতনে জঞ্জাল॥
তখনি সংসার তার ত্যাগ হ'য়ে যায়।
অনাসক্তি নামে ভোগ তাও ছেড়ে দেয়॥
কামিনী কাঞ্চন মায়া চেনা বড় দায়।
চিন্তে পারলে লজ্জা পেয়ে আপনি পলায়॥
বাঘছাল পরে' কেহ ভয় দেখাইছে।
যাহারে দেখাবে ভয় চিনে ফেলেছে॥
বলে হরে বাঘা সেজে এসেছ খাইতে।
তখন চলিয়া যায় অপর কাছেতে॥

ইচ্ছামাত্র ত্যাগ কেহ করিতে না পারে।
প্রারব্ধ সংস্কার তারে জোর করে ধরে॥
বালিকা পুতুল খেলে কুমারী কালেতে।
পুতুল তুলিয়া রাখে বিবাহ পরেতে॥
প্রতিমার পূজা বল কিবা দোষ আছে।
ঈশ্বর পাইলে মূর্ত্তি পড়ে রবে পিছে॥
অনুরাগ হ'লে তবে ঈশ্বর মিলিবে।
খুব ব্যাকুলতা তাতে সব মন যাবে॥
বিধবা বালিকা আর জটিল বালক।
সরলে কাঁদিয়া ডাকে ঈশ্বর প্রাপক॥
গর্ভেতে ছিলাম যোগে ভূমে খেনু মাটি।
ধাত্রীতে কেটেছে নাঁড়ী কিসে মায়া কাটি॥
কামিনী কাঞ্চন মায়া দু'টি গেলে যোগ।
আত্মায় টানিলে জীবে কেটে যায় ভোগ॥
আত্মা-চুম্বক টানে ছুঁচরূপী জীবে।
কামনার কাদা মাখা নাহি সে টানিবে॥

ব্যাকুল হইয়া জোরে কাঁদিতে যে পারে।
অশ্রু নীরে কাদা মাটি ধুলে তার পরে॥
তবে ত যাইবে লোহা চুম্বকের কাছে।
তা' না হ'লে কাদা মাখা রহিবে যে পিছে॥
সহস্রারে সদা শিব বিশেষেতে আছে।
তাঁর ধ্যান কর সদা পাইবে যে কাছে॥
শরীর হইবে সরা মন বুদ্ধি জল।
প্রতিবিম্ব তাহে দেখে' হইবে ব্যাকুল॥
প্রতিবিম্ব ধ্যান ধরে' সত্য দেবে পায়।
সাধুসঙ্গ বিনা জীবের নাহিক উপায়॥
যদি কিছু নাহি পার আমমোক্তারি দাও।
ব-কল্‌মা দিয়ে প্রাণে চিন্তাহীন হও॥
প্রবর্ত্তকে পড়ে পুঁথি সাধকে সাধন।
সিদ্ধ বোধে বোধ করে পরে ভাবঘন॥
তুমি যন্ত্রী মোরা সবে তব তন্ত্রে চলি।
যেমন রাখ তেমনি থাকি ঐ কথা বলি॥

মহাযোগে সমাধিস্থ আত্মারাম শিব।
রাম রাম করে' নৃত্য যোগ ভঙ্গে জীব॥
পরশমণি ছুঁয়ে খড়্গ সোনা হ'য়েছে।
কাটাকুটি নাহি চলে তবু খড়্গ আছে॥
জ্ঞান ভক্তি দু'য়ে হয় ত্রিগুণ অতীত।
শিশু সম থাকে গুণ আকারে ইঙ্গিত॥
বিষয় বুদ্ধির লেশ যবে নাহি রয়।
নিরাকার ধ্যান তবে উচিত যে হয়॥
আমি জ্ঞান মনে যবে হইবে নির্ম্মূল।
সমাহিত মন তথা হইবে আমূল॥
স্থিত সমাধিতে দেহ ত্যাগ হ'তে পারে।
ভক্তি ভক্ত নিয়ে তাই সদানন্দ করে॥
উন্মনা সমাধি হঠাৎ কুড়াইয়া আনা।
বেশীক্ষণ নাহি থাকে যোগভঙ্গ জনা॥
পঞ্চ জ্যোতি দীপ অগ্নি চন্দ্র সূর্য্য মেশা।
অবতারে ভক্তি চন্দ্র জ্ঞান-সূর্য্য খাসা।

মৎস্য ধরিবে বলে' চার করে' বসে।
তেল বাহির করিবারে সরিষারে পেশে॥
ঈশ্বর পাইতে হ'লে অবতারে খোঁজে।
সাধন ভজন ভাব হয় নানা ধাঁজে॥
নিরাকার জ্ঞান দেহ আত্মবোধ নাশে।
ভক্ত তাই পায় পরে হইলে অভ্যাসে॥
দশ ভূজা দেবী ষড়ভূজ শ্রীগৌরাঙ্গ।
চতুর্ভূজ দেবদেবী দ্বিভূজ ত্রিভঙ্গ॥
পরে জ্যোতি তাহে লীন ব্রহ্ম নিরাকার।
এইরূপে ভক্ত পায় জ্ঞানীর আকার॥
দত্তাত্রেয় জড় ভরত আর নাহি ফেরে।
শুকদেব ফিরে এসে জ্ঞান বিতরে॥
একদিন প্রভু সে কাঁকুড়গাছী যান।
রাম ও সুরেন নিজ বাগান দেখান॥
ঈশ্বর দেব নর জগত অবতার।
ভরদ্বাজ আদি ঋষি বুঝিল তাহার॥

দরদী আমার বোধ মমতা অহংতা।
রঙ্গালয়ে সাজগোজ তদ্ভাব ভাবিতা।।
বহুরূপী সাধু সাজা ঠিকই হ'য়েছে।
অর্থ দিলে নাহি নিলে চলিয়া গিয়েছে।।
সাজ খুলে এসে বলে টাকা কড়ি দাও।
ত্যাগী সাজেতে গ্রহণ মানাবে কি তাও।।
বিচার বুদ্ধিতে বাজ পড়ুক ঈশ্বর।
শুদ্ধাভক্তি দাও প্রভু জন্মজন্মান্তর।।
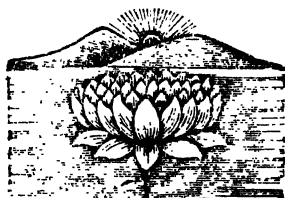
দশম অধ্যায়।

অন্তরঙ্গ বাছাই।

ইং ১৮৮৪ সন, ১২৯১ সাল।

কেশবের মৃত্যু সংবাদ শ্রীপ্রভু শুনিয়া।
তিন দিন কথা বন্ধ শয়ন করিয়া॥
বলে অঙ্গহীন আজ হইল আমার:
কিছুদিন পরে সত্য হস্ত ভাঙ্গে তাঁর॥
জ্ঞানী ব্রহ্ম যোগী আত্মা ভক্ত ভগবান্।
নিত্য প্রভু নিত্য দাস কথার প্রমাণ॥
এ সময়ে বালা যোগী সব এসে গেছে।
নিত্য মুক্ত নিত্য সিদ্ধ নেছে বেছে বেছে॥
তাহাদের শিক্ষা দীক্ষা ত্যাগের উপরে।
সকলে শুনিছে কথা লক্ষ্য যারে তারে॥
(আগে) কেশবে বলেন তুমি মানুষ দেখ না।
তাই দল ভাঙ্গে তোমার যাচাই জান না॥
প্রভুর মানুষ বাছা অদ্ভুত রকম।
ভাবমুখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করেন প্রথম॥

তাহাতে যদ্যপি তিনি আকৃষ্ট হ'তেন।
তবে তার সাথে ধর্ম্ম আলাপ করেন॥
আসা যাওয়া যত হয় শরীর পরীক্ষা।
মানসিক ভাবভঙ্গী আর শিক্ষা দীক্ষা॥
আশক্তি তৃষার ভাব কিসে কত দূর।
আধ্যাত্মিক সুপ্ত ভাব আছে কি প্রচুর॥
যদি কোন গূঢ় তত্ত্ব জানিতে বাসনা।
যোগদৃষ্টি দিয়ে তাহা করেন ধারণা॥
রাত্রি শেষে এই সব বালা যোগীদের।
ধ্যান চিন্তা করিতেন কল্যাণ তাদের॥
সেই কালে জগদম্বা তাঁরে বলে' দেন।
কোথা হ'তে কে এসেছে কিসের কারণ॥
কেবা পারিষদ কেবা অন্তরঙ্গ হ'ন।
বহিরঙ্গ কেবা তাঁর সেবার কারণ॥
কেবা আসে যায় শুধু করেন দর্শন।
অঙ্গ ভক্ত নয় মাত্র প্রার্থী একজন॥

এইরূপে নিজ জন শ্রেণী ভাগ করে'।
গৃহী ত্যাগী যোগী ভোগী অশেষ প্রকারে॥
যোগী শ্রেষ্ঠ শ্রীনরেন্দ্র সবার প্রধান।
ত্যাগীন্দ্র রাখালরাজ প্রভুর সন্তান।
সুপবিত্র প্রেমপূর্ণ বাবুরাম এবে।
যোগীন নিরঞ্জন শরভ শশী তবে॥
লাটু তারক কালী গোপাল গঙ্গা হরি।
সারদা সুবোধ তুলসী প্রসন্ন হরি॥
এই দল গড়ে গেল ভিতরে বাহিরে।
যদিও আসেন সব দিন মাস পরে॥
কে কোথা পড়িয়াছিল ধূলামাখা গায়।
আবশ্যক হেতু সব এসে জুটে যায়॥
একদিন ভাবাবিষ্ট ঝাউতলা যান।
রেলধারে পড়ে' গিয়ে হাতে ব্যথা পান॥
এই ব্যথা প্রায় তিন চার মাস ছিল।
উৎসব নাহিক হয় জন্মতিথি গেল॥

এ কালে নরেন্দ্রনাথ পিতৃহীন হ'য়ে।
নূতন জগত দেখে দুঃখ কষ্ট সয়ে॥
ক্রমেতে দুখের চাপ অসহ্য হইল।
ভগবানে ভাবভক্তি কমিতে লাগিল॥
নাস্তিকের মত সেই হতাশা লইয়া।
নিরাকারবাদী ছিল সাকার মানিয়া॥
প্রভুর গঠন এবে পরিপূর্ণ হয়।
সুন্দর সুদৃঢ় অস্ত্র ধর্ম্ম স্থাপনায়॥
আর যত বালা যোগী এসময়ে আসে।
নরেন্দ্রের কাছে তারা মন্ত্রপূত পশে॥
ঠাকুর বিশেষ শিক্ষা দীক্ষা ইহাদের।
অটুট ব্রহ্মের চর্য্যা ঈশ্বর লাভের॥
মলমূত্র পূর্ণ দেহে সম্ভোগ বাসনা।
ঈশ্বরের ভোগ্য দ্রব্য কুকুরে দিও না॥
ভগবান্ তরে বলি গুরুকথা ঠেলে।
পিতৃবাক্য প্রহ্লাদ সে কাণেতে না তোলে

ভক্তি বল যোগ বল জপ ধ্যান জ্ঞান।
ব্রহ্মচর্য্য না থাকিলে সব অকারণ॥
ত্যাগই তপস্যা শ্রেষ্ঠ বিচারে জানিবে।
দেহ-আত্মা-বোধ ত্যাগে আত্মা প্রকাশিবে॥
একমাত্র লক্ষ্য সেই ব্রহ্ম ভগবান্।
অর্জ্জুনের লক্ষ্য ভেদ মৎস্যচক্ষু জ্ঞান॥
শুকদেব চলে যেন খাপ খোলা অসি।
ব্যাসে দেখে' লজ্জা পেয়ে নারী জলে পশি॥
অবাক হইয়ে ব্যাস কামিনীরে কয়।
যুবা ছেলে চলে গেল বৃদ্ধে লজ্জা ভয়॥
নারী বলে শুক মনে জগত ত নাই।
নরনারী ভেদ দৃষ্টি পাইবে কোথায়॥
অবধূত চতুর্ব্বিংশ গুরু পর পর।
বক একাগ্রতা ত্যাগে চিল শঙ্কর॥
বালকেরে শিক্ষা দিতে প্রভুর আগ্রহ।
নব পাত্রে দধি প্রাতে নবনী সংগ্রহ॥

নিত্য সিদ্ধ যারা তারা ঢোকে না সংসারে।
নিশ্চয় লাগিবে কালী কাজলের ঘরে॥
নিষ্কামীর কাম হয় যুবতী সংসর্গে।
সন্ন্যাসী ত্যজিবে নারী চিত্র পটবর্গে॥
সত্য সরলতা সহ বিবেক বৈরাগ্য।
শাস্ত্র গুরু বাক্যে শ্রদ্ধা তপস্যার যোগ্য॥
প্রভুর সত্যের আঁট লোক শুনে' হাসে।
ভাবের ঘরে চুরি নাই সদা সত্য ভাষে॥
ঝাউ তলে শৌচ জন্য গাড়ু অন্যে আনে।
ফিরাইলা তারে চান যারে পূর্ব্বে ক'নে॥
সে গেছে বাজারে প্রভু বসে' সেই ঠাঁই।
বাজার হইতে এসে তবে গাড়ু দেয়॥
এইরূপ এক রাত্রে শয্যাতে শুইয়া।
মনে পড়ে' গেছে কার বাড়ী উদ্দেশিয়া॥
সেই রাতে গাড়ী এনে যান তার বাড়ী।
নিদ্রা গেছে সব লোক বন্ধ কেওয়াড়ী॥

গাড়োয়ান গাড়ী তবে ফিরাইয়া লয়।
প্রভু নেমে তাড়াতাড়ি নাড়ে কড়াদ্বয়॥
নিদ্রাভঙ্গে এক লোক তাঁহারে জিগায়।
প্রভু বলে মোর কথা রাখিনু হেথায়॥
জৈষ্ঠ মাসে জন্মোৎসব ভক্তগণ করে।
কীর্ত্তনেতে ভাবোন্মত্ত সমাধি অন্তরে॥
বলরাম অধরের বাটীতে উৎসব।
ছেলেদের যাওয়া চাই যথা সম্ভব॥
সুরেন্দ্রের বাগানেতে উৎসবের দিনে।
বিলাতের কথা কত প্রতাপ কহনে॥
পূর্ব্ব জন্ম তপস্যায় সত্য সরল হয়।
কপট পাটোয়ারে ঈশ্বর নাহি পায়॥
নন্দ দশরথ দেখ সরল কিরূপ।
উপমায় লোকে বলে নন্দের স্বরূপ॥
বৎসতরি হাম্বা রবে অহঙ্কার করে।
চর্ম্মেতে বিনামা হয় লোক পায়ে পরে॥

অথবা ঢাক ঢোল করে' পিটিয়া মারে।
নাড়ী ভূড়ী হ'তে তাঁতে ধুনুরী করে॥
তুলা ধুনে তুঁহু তুঁহু যবে সেই বলে।
তবে তার শেষ হয় গরিমা সমূলে॥
বালক পিশাচ আর জড় ও উন্মাদ।
অনাসক্ত অহংশূন্য ঈশ্বর প্রসাদ॥
কাঠ কেটে কাঠুরিয়া জীবন যাপন।
ব্রহ্মচারী বলে কর অগ্রেতে গমন॥
প্রথমে চন্দন পায় পরে রৌপ্য খনি।
স্বর্ণ খনি পেয়ে শেষে পায় হীরা মণি॥
সামান্য জপের জন্য হয় উদ্দীপন।
তার পরে পাবে তুমি নিষ্কাম সাধন॥
এর পর বস্তু লাভ ঈশ্বর দর্শন।
পরে প্রেম ভক্তি সহ হয় আলাপন॥
নরেনে বলেন প্রভু রসের সাগরে।
ডুবিতে কি ইচ্ছা তব নাহি মনে সরে॥

মনে কর এক খুলি রস কাছে তুই।
মাছি হ'য়ে খাবি রস কোন খানে থুই॥
কিনারে বসিয়া খাব মুখ বাড়াইয়া!
নহে ডুবে যাব আমি রস মধ্যে গিয়া॥
সচ্চিদানন্দ সাগরে সেই ভয় নাই।
অমৃত সাগরে ডুবে অমরত্ব পাই॥
বাগানের মাঝে কত গাছ পালা আছে।
কে তার মালিক বল কে কোথা গিয়েছে॥
শশধর পণ্ডিতের বাড়ীতে আসেন।
ভক্তি যোগের কথা তাঁহারে বলেন॥
আদেশ পাইলে তবে তাঁর কথা চলে।
চাপরাশের জোরে পেয়াদা কথা বলে॥
পণ্ডিতে বিবেক বৈরাগ্য যদি না থাকে।
তার কথা নাহি চলে নেয় না লোকে॥
উচ্চাকাশে চিল শকুনী অনেক উড়ে।
কিন্তু দৃষ্টি সদা তার রয়েছে ভাগাড়ে॥

সময় হইলে সব হইতে পারিবে।
মল মূত্র বেগে শিশু আপনি উঠিবে॥
উত্তম মধ্যম অধম বৈদ্য তিন প্রকার।
কেহ জোর করে কেহ মুখে বলে আর॥
ঈশানের বাটী হ'তে বাগবাজারে আসে।
জগন্নাথের রথ বলরামের আবাসে॥
সেখানে পণ্ডিত শশধর নিমন্ত্রিত।
বলরামের বৃদ্ধ পিতা তথা উপস্থিত॥
বৈষ্ণবেরা বলে কৃষ্ণ পারের কাণ্ডারী।
শাক্ত বলে মা আমার রাজরাজেশ্বরী॥
খেয়া ঘাটে কৃষ্ণ মাঝি বেতন নিয়েছে।
মাইনে খায় তাই পার করিতে আছে॥
পাতা বিষ্ণু দাতা বিষ্ণু মহা বিষ্ণু দিয়ে।
বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে দ্বন্দ্ব এক বিষ্ণু নিয়ে॥
আত্মারাম রামেশ্বর কোন শিব মানে।
শিবের লড়াই হয় শৈবদের স্থানে॥

এই সকল দ্বন্দ্ব মিছে সাকার আকার।
যার নিত্য তাঁর লীলা তিনি নিরাকার॥
জ্ঞানী শান্ত স্বভাব নিরভিমান হ'বে।
সাধুর কাছে ত্যাগী কর্ম্মে বিক্রম দেখাবে॥
বিজ্ঞানী পরমহংস কোন ঠিক নাই।
শিশু জড় পাগল পিশাচ বলি তাই॥
ভক্তি সত্ত্ব রজ তম এ তিন প্রকার।
শুদ্ধ সত্ত্ব হ'লে ধরে ভাবের আকার॥
বৈষ্ণবের ভাব হয় অতি দীন হীন।
শাক্ত বলে দুর্গা নামে হই পাপহীন॥
বৃথা তর্ক ভাল নয় বিচার করিবে।
সদসৎ বিচারিয়া অসৎ ত্যজিবে॥
হরিশ লাটু আজ কাল প্রায়ই থাকে।
রাখাল বাবুরাম যোগীন ফাঁকে ফাঁকে॥
মামলায় পড়েছে নরেন হাজরা বলে।
শরীর ধরিয়া শক্তি মান্‌বে সকলে॥

(বলে) আমি যদি শক্তি মানি সবাই মানিবে।
জজে সাক্ষী হ'লে কাঠ গড়ায় দাঁড়াবে॥
নবীন সন্ন্যাসী আসে গৃহস্থ বাড়ীতে।
গৃহস্থ যুবতী কন্যা আসে পাত্র হাতে॥
সন্ন্যাসী দেখিয়ে স্তন জিগায় তাহায়।
কি হয়েছে তব বুকে বল গো আমায়॥
মেয়ের মা বলে ওর ছেলে হবে বলে'।
খাদ্য রাখিতে স্থান ভগবান দিলে॥
সন্ন্যাসী বলে তবে ভিক্ষা নাহি চাই।
আমার খাবার আছে জানিলাম তাই॥
পত্র এসেছে মিষ্টি কাপড় কিনে দিতে।
হারায়েছে চিঠি তাই খোঁজে চারিভিতে॥
খুঁজে খুঁজে পত্র পেয়ে পড়িতে লাগিল।
চিঠি ফেলে দ্রব্য নিতে বাজারে চলিল॥
শাস্ত্র গুরু হ'তে নেবে বিবেক বৈরাগ্য।
ঠিক সাধনে ডুবে পরম পদ যোগ্য॥

সিদ্ধ সাধু হাতী মেরে আবার বাঁচায়।
হাতী মরে বাঁচে সাধুর কিবা আসে যায়॥
সংসারেতে গুপ্ত যোগী কেহ নাহি জানে।
ভেক নিয়ে ব্যক্ত যোগী ঘোরে নানা স্থানে
সংসারী বিজ্ঞানী হয় শেষে হ'য়ে যাবে।
জোর করে' সর্ব্ব ত্যাগ নাহি ভাল হ'বে॥
সময় হইলে পক্ষী ডিম্ব ফোটায়।
সময় হইলে ক্ষত আপনি শুকায়॥
ফুল তুলে শিবপূজা করি নিত্য নিত্য।
একদিন দেখি কি বিরাট শিব সত্য॥
সব ফুল গাছে যেন ফুলের তোড়ায়।
সাজিয়াছে বিশ্ব শিব নিজ মহিমায়॥
সেই হ'তে উঠে গেল ফুল তুলে পূজা।
বিল্ব-তুলসী তোলা চিন্ময়ের সাজা॥
মায়ের তর্পণ কালে জল পড়ে যায়।
গলিত হস্তের আর কার্য্য নাহি রয়॥

বড় বাজারে অন্নকুট মাড়োয়ারী করে।
ময়ূর মুকুটধারী পূজা ঘটা করে' ॥
প্রভুরে লইয়া যায় পর্য্যঙ্ক সহিত।
মাড়োয়ারী ভক্তগণ হ'য়ে আনন্দিত ॥
দেশ কাল পাত্র ভেদে ধর্ম্ম নানারূপ।
যে কোনটি ঠিক হ'বে তাতেই স্বরূপ ॥
মুনি ঋষি যদি পারে তপস্যা করিতে।
ব্যাঘ্র ভল্লুক আদি হিংস্র জন্তু সহিতে ॥
তবেই ঈশ্বর চিন্তা সব স্থানে হয়।
সদসৎ কোন লোকে নাহি কোন ভয় ॥
ভক্তি-নদী দিয়ে প্রেম-সাগরে ডুবিলে।
কে দেখিবে স্ত্রী পুত্র তুমি ডুবে গেলে ॥
ধিক্ হবিষ্যাশী যে কাম কাঞ্চনে ডোবে;
ধন্য অখাদ্য ভোজী সদা ঈশ্বরে ভাবে ॥
সকলের সেবা করে গৃহস্থের বধূ।
সারাদিন খেটে মরে তার কর্ম্ম শুধু ॥

সন্ধ্যায় শ্বাশুড়ী সেবা করিতে লাগিলা।
শ্বাশুড়ী তাহার সেবা কথা জিগাইলা॥
বধূ বলে কে আর করিবে সেবা মোর।
এক মাত্র হরি আছে যার উপর জোর॥
শিষ্য চায় গুরু কাছে ঈশ্বর পাইতে।
গুরু তারে নিয়ে যান গভীর জলেতে॥
ডুব দিয়া স্নান করে শিষ্য পরিপাটি।
গুরু টিপে ধরে জলে তাহার মাথাটি॥
হাঁপাইয়া শিষ্য বলে যায় বুঝি প্রাণ।
এইরূপ হয় যদি হরির কারণ॥
তা' হ'লে পাইতে পার নিত্য বস্তু ধন।
নতুবা জানিবে হ'ল সব অকারণ॥

গোপালের মা।

কামারহাটির বাম্‌নী অঘোর মণি।
বাল বিধবা সেই গঙ্গা তীরবাসিনী॥
ত্রিশ বর্ষ একক্রমে জপ ধ্যান করে’।
বালগোপালে নিষ্ঠা একা এক ঘরে॥
খালি নাম শুনে’ আসে দর্শনপ্রার্থীনী।
দেখে’ ভাবে বেশ সাধু মনে আকর্ষণী॥
দ্বিতীয় দিবসে আসে হাতে মিষ্টি নিয়ে।
আসা মাত্র প্রভু ক’ন খাবার চাহিয়ে॥
অতি সাধারণ মিষ্টি দিতে দ্বিধা হয়।
প্রভু কিন্তু মহানন্দে খাইছেন তায়॥
অত্যন্ত গরীব সেই বামুনের মেয়ে।
প্রভু বলে এস নারকেল নাড়ু নিয়ে॥
নতুবা তোমার রান্না তরকারী যাহা।
আনিবে খাইব আমি পরিতোষে তাহা॥
কোন ধর্ম্ম কথা নাই কোন উপদেশ।
কেবল খাইতে চায় ভ্যালা দরবেশ॥

বাম্‌নী মনে করে সে আসিবে না হেথা।
কিন্তু আকর্ষণে আসে নাহিকো অন্যথা॥
এইরূপে বার চার ঘন ঘন আসে।
যেদিন যা' রাঁধে তাই নিয়ে কিন্তু পাশে॥
ঠাকুর আনন্দে খান শিশুটির মত;
বলে শুষ্‌ণী কল্‌মী এনো পারিবে যত॥
গোপালে ডাকিয়া শেষে হেন সাধু পাই।
ধর্ম্মনিষ্ঠা সব গেল খালি খাই খাই॥
একদিন প্রভুদেব কামারহাটি যান।
বিগ্রহের স্থানে সবে কীর্ত্তনে মাতান॥
তাঁহার সমাধি ভাবে স'ব মুগ্ধ করে।
প্রসাদ লইয়া দক্ষিণ সহরে ফেরে॥
নিত্য রাত দু'টা হ'তে বাম্‌ণী জপে বসে।
একক্রমে পাঁচ সাত ঘণ্টা যায় ভেসে॥
পরে বিগ্রহের সেবা ভোগরাগ হ'লে।
আহারান্তে পুনঃ জপে বসে কুতূহলে॥

বায়ু প্রধান ধাত বুক ধড়াস্ ধুম।
প্রভু বলে হরি বাই হ'বে নাকো ঘুম॥
এইরূপ একরাত্রে রামকৃষ্ণে দেখে।
হাত ধরিলে গোপালের রূপ চোখে॥
বলে ননী দাও মা শুনে বাম্‌নী চায়।
দেখে শুনে' অজ্ঞানে কাঁদিয়ে চেচায়॥
লোকজন কেহ নাই ঠাকুর বাড়ীতে।
নহে লোক জমে যেত তার চেচানিতে॥
এত বড় ছেলে বাহিরিয়া হামা দেয়।
নারিকেল নাড়ু দিলে তবে ঠাণ্ডা হয়॥
জপমালা নিলে পরে কাড়ে সে তখনি।
প্রভুর কাছেতে আসে যেন পাগলিনী॥
প্রভু তার কোলে বসে ক্ষীর সর খায়।
ব্রহ্মা বিষ্ণু নাচে বলে' বাম্‌ণী দাঁড়ায়॥
এই ভাব বাম্‌ণীর বরাবর ছিলা।
সকলে গোপাল বোধ ক্রমেতে করিলা॥

জন্ম-মহোৎসব।

ইং ১৮৮৫ সন, ১২৯১ সাল।

জন্ম-তিথি হ'য়ে গেছে গত সোমবার।
তাই আজ রবিবারে ভক্তের বাহার॥
নরোত্তম করে কীর্ত্তন প্রভুর ঘরে।
সমাধিস্থ হইলেন দেখি নরেন্দ্রেরে॥
শ্রীপদ রাখিয়া দেন নরেন্দ্রের গায়।
প্রকৃতিস্থ প্রভুদেব নরু চলে যায়॥
বাবুরামে প্রভু ক'ন ক্ষীর সর আছে।
নরেনে খাওয়াগে তুই বসে তার কাছে॥
নরেনে দেখেন তিনি নর-নারায়ণ।
ঘরে আসি পুনঃ তারে করান ভক্ষণ॥
গিরীশ বিশ্বাস করে প্রভু অবতরি।
রামের আগ্রহে নব বস্ত্র পরিধারী॥
নরেন গাহিল গান 'নিবিড় আঁধারে'।
শুনিয়া চলিয়া যান সমাধি মন্দিরে॥

ফাঁক পেয়ে ভক্তগণে মালা পরাইল।
নব ভাবে প্রভুদেবে ফুলে সাজাইল॥
বহু পরে ভাব ভঙ্গে আহারে বসিয়া।
দুই হাতে খাইতেছে শিশুত্ব পাইয়া॥
ভবনাথ খাওয়ায় তারে তাঁরি আদেশে।
সেই পাতে নিত্যগোপাল আহারে বসে॥
নিজে আবাহন করে ভক্তগণে সব।
হাজরা নরেনে দেখি রঙ্গ অনুভব॥
(বলে) বিরহিনী বিদেশীনী একত্র মিলেছে।
হাজরার দেনা নরেন বিপদে আছে॥
নরেন্দ্র গাইছে গান বড়ই মধুর।
(ধিয়া) তাথিয়া তাধিয়া নাচে ভাবের ঠাকুর॥
গিরীশের বাড়ী প্রভু রামকৃষ্ণ আসে।
বৃষকেতু অভিনয় দর্শন মানসে॥
ভক্তগণে উপদেশ দিবার উদ্দেশে।
(বলে) 'আমি' বোধ কিছুতেই নাহি হয় নাশে॥

যদি কভু প্রভু কৃপায় সমাধি হয়।
তবেই 'আমি'র নাশ হইবে নিশ্চয়॥
নির্ব্বিকল্প জড় সমাধি হইতে কভু।
নাহি ফিরে জীব ছাড়া নিত্য সিদ্ধ বিভু॥
এই বিদ্যা ভক্তি দিয়ে শঙ্কর চৈতন্য।
শিক্ষা ও কীর্ত্তনে লোকে করে অচৈতন্য॥
অদ্বৈতবাদেতে জ্ঞানী সকল উড়ায়।
ভক্ত যে চিন্ময়রূপে দ্বৈতবাদী হয়॥
পূর্ণ জ্ঞানী সবে দেখে সাকার আকার।
নিরাকার আরো কত বিশিষ্ট আত্মার॥
শ্যাম চাঁদে ভেবে রাধে শ্যামময় দেখে।
পারা হ'য়ে যায় সিসে পারা হ্রদে থেকে॥
কাঁচ পোকা হয় তেলা কুমুরে ভাবিয়া।
অহং শূন্য হয় ভক্ত তাঁহারে দেখিয়া॥
গিরীশে বলেন প্রভু রসুনের বাটি।
ধুইলে যাবে না গন্ধ পোড়াইলে খাঁটি॥

তপস্যায় কিবা কাজ হরি আরাধনা।
না করিলে হরি পূজা তপস্যা যন্ত্রণা॥
অন্তরে বাহিরে হরি তপস্যা কি করে।
নাহি যদি হরি থাকে কি কাজ কঠোরে॥
যাও বৎস শিব কাছে লও ভক্তিধন।
যাহাতে হইবে ভব বন্ধন মোচন॥
বলরাম মন্দিরে ঠাকুর এসেছেন।
গলদেশে ব্যথা হয় তাই বলিছেন॥
যেন মুখ শুকাইছে করেন জিজ্ঞাসা।
শিশুগণে স্তন্য দিতে বলে' মৃদু হাসা॥
মোহন ভোগ প্রসাদ আসে অন্দর হইতে।
গলদেশে ব্যথা তাই-স্ববিধা খাইতে॥
এবে গিরীশের বাটী উৎসবেতে চলে।
সঙ্গে ভক্ত "পরমহংসের ফৌজ" বলে॥
গিরীশের সঙ্গে হয় মহিমা বিচার।
সাধন ভজন হ'তে পারে অবতার॥

গিরীশ বলেন রাধা কৃষ্ণের লক্ষণ।
যাহাতে দেখিব তাঁরে রাধাকৃষ্ণ ক'ন॥
কীর্ত্তনীয়া কীর্ত্তনেতে আনন্দে মাতায়।
নরেন্দ্রাদি ভক্ত নিয়ে ঠাকুরে নাচায়॥
ঘন ঘন ভাব হয় সমাহিত তনু।
বাল ভক্তগণ নিয়ে ভাবেতে পেখনু॥
আহারে বসিয়া যান নরেন্দ্রের কাছে।
পুনঃ খেতে বসে যান আসি নিজ পাছে॥
আজ কাল গরমের জন্য প্রভুদেবে।
বড় কষ্ট পান দেখে' ভক্তগণ ভাবে॥
বরফ পাইয়া প্রভু বড়ই আনন্দ।
যে ভক্ত বরফ আনে মনে করে সন্দ॥
বরফ খাইয়া বাড়ে গলদেশে ব্যথা।
তাহার উপর হয় ভাবভক্তি কথা॥
ক্রমেতে বাড়িছে ব্যাধি কখন খেয়াল।
খাইবারে চান মাত্র খাদ্য যে তরল॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে পানিহাটি উৎসবেতে যান!
কীর্ত্তন নাচন করে' সমাধিস্থ হ'ন॥

পরদিন হ'তে ব্যাধি বাড়ে বড় জোরে।
ডাক্তার কব্‌রেজ আসে দেখিবারে॥
আষাঢ়ে রথযাত্রা মাহেশে দরশন।
আরো বৃদ্ধি হয় ব্যাধি উত্থান পতন॥
ঔষধ সুপথ্য সব হয় ঠিকঠাক।
কভু কম কভু বৃদ্ধি পীড়ার স্বভাব॥
শেষে বৈদ্যগণ বলে হইবে রোহিনী।
অসাধ্য এ ব্যাধি চেষ্টা করহ এখনি॥
তথাপি উৎসবে যাওয়া মাঝে মাঝে হয়।
কীরতন উপদেশ চলে সমুদয়॥
তাঁর যবে যাওয়া বন্ধ হইল উৎসবে।
কলিকাতা আসে মনমরা সবে॥
শ্যামপুকুরে আসে ডাক্তার সরকার।
চিকিৎসা করে বহু বিজ্ঞজন তাঁর॥
এখানে হইল পুনঃ লোকের মেলানি।
কাশীপুর বাস তাই হইল তখনি॥

কঠোর সমস্যা।

ইং ১৮৮৫ সন, ১২৯২ সাল।

পিতৃহীন শ্রীনরেন্দ্র কঠিন সমস্যা।
অর্থ নাই বস্ত্র নাই গৃহহীন শয্যা।
অর্থ উপার্জ্জন হেতু চাকরী খোঁজেন।
দরখাস্ত নিয়ে হেথা সেথায় ঘোরেন॥
কোন উপায় হয় না মাষ্টারি করে'।
উকীল বাড়ী কাগজ লেখা সস্তা দরে॥
ক্রমে হয়রানী বেড়ে চরমে গেল।
পিতামহের মত প্রাণে বৈরাগ্য এল॥
দেশত্যাগী হবার আগে গুরু দরশন।
করিবার তরে এসে চরণ ধারণ॥
নিরাকারবাদী সেই তাই প্রভু ক'ন।
তুই যে মানিস না মারে কি করি এখন॥
নরেন বলে তুমি যদি বল মাতারে।
হইলে হইতে পারে উপায় পাথারে॥

প্রভু ক'ন এ সকল আমার চলে না।
করে' এস তুমি নিজে তোমার প্রার্থনা ॥
সেই হেতু মন্দিরেতে নরেন্দ্র চলিল।
মায়ের চিন্ময়ী মূর্ত্তি দেখে' প্রণমিল ॥
আদ্যাশক্তি ভগবতী কি কথা বলেন।
নরেন শুনিল খালি নরেন জানেন ॥
মুণ্ডুধরা অসীধরা জিহ্বা প্রসারিত।
রক্ত চায় রক্ত দাও কণ্ঠ তৃষিত ॥
বলে জ্ঞানভক্তি দাও জগত জননী।
প্রভু পাশে ফিরে এসে বলিলা তখনি ॥
ফিরি গিয়া মাগ তাঁরে অন্নবস্ত্র যোগ্য।
পুনশ্চ নরেন চায় বিবেক বৈরাগ্য ॥
এইরূপে বার তিন করে আনাগোনা।
বিবেক বৈরাগ্য ভক্তি এ ছাড়া চেল না ॥
শেষে প্রভু বলিলেন মোটা অন্নবস্ত্র।
হ'য়ে যাবে তোর মায় ভায়ের সর্ব্বত্র ॥

এই হইতে নরেন কালী মাকে মানে।
প্রভুর আহ্লাদ্ এতে বলে জনে জনে॥
ঠাকুরের কাছে পা'ন 'মা ত্বং হি তারা'।
ভাবেতে গাহিল গান ধরে' রাত্র সারা॥

লীলার পোষ্টাই।

ইং ১৮৮৫ সন, ১২৯১ সাল।

একে একে ঘটেছে সকল ব্যতিক্রম।
হেথা সেথা যার তার হাতেতে ভক্ষণ॥
নিজ খাদ্য অগ্রভাগ নরেন্দ্রেরে দেন।
বলরাম-ঘরে করে রাত্র উদ্‌যাপন॥
গ্রীষ্মকালে রামকৃষ্ণ বড় কষ্ট পান।
চৈত্র বৈশাখের কালে পিপাসা জানান॥
ঠাণ্ডাজল পানে তাঁর বড়ই আনন্দ।
বরফ লইয়া আসে প্রায় ভক্তবৃন্দ॥

বরফ খাইয়া হয় গলদেশে ব্যথা।
উৎসব আনন্দ চলে নাইকো অন্যথা॥
এর পর জ্যৈষ্ঠ মাসে পানিহাটি গিয়ে।
ভক্তগণ সহ ছিলা উৎসবে মাতিয়ে॥
মাতা নাহি গেলা তথা নিজ ইচ্ছা হ'তে।
ঠাকুর বলেন ভাল বুদ্ধি আছে ঘটে॥
তারপর গলা ব্যথা অত্যন্ত বাড়িল।
রথযাত্রা কালে বলরাম-বাড়ী গেল॥
মাহেশে যাইয়া তিনি রথ রজ্জু ধরে'।
সমাধিস্থ হইলেন জনতা সাগরে॥
পরে অতি সন্তর্পণে ভক্তগণ আনে।
মাহেশ হ'তে দক্ষিণেশ্বর বাগানে॥
এই হ'তে ব্যাধি বাড়ে প্রতি দিন ক্ষণে।
গঙ্গায় নেমেছে ঢল সেই জল পানে॥
শ্রাবণে ঝরিছে ধারা অবিরাম ঝরে।
প্রভুর বাসের ঘর গঙ্গার কিনারে॥

এক নারী ভক্তে প্রভু বলে একদিন।
মন্ত্রপূত হস্তস্পর্শে কর ব্যাধিহীন॥
তখনি বেদনা স্থান কমিতে লাগিল।
মাতা দেবী শুনে বলে জানেন সকল॥
সমর্থ গৃহস্থ ভক্তগণ আসে যায়।
ব্যাধির ত উপশম কিছুতে না হয়॥
ডাক্তার বৈদ্যেরা বলে অসাধ্য এ রোগ।
প্রভু বলে ধর্ম্মগুহ্য প্রকাশের ভোগ॥
শুদ্ধ সত্ত্ব তনুখানি স্পর্শ যোগ্য নয়।
পাপী তাপী আচণ্ডালে পাপ ঢেলে দেয়॥
বালা যোগিগণ থাকে মুখ শুকাইয়া।
নরেন্দ্র বুঝেছে ব্যাধি রোহিণী হইয়া॥
শ্রাবণ গিয়েছে কেটে ভাদ্র আগুয়ান।
ব্যাধিযুক্তে প্রভুদেব বড় কষ্ট পান॥
এবে চিকিৎসার জন্য সবে আনাগোনা।
ভাড়া বাড়ী বাগবাজারে কষ্ট হ'বে না॥
আসিয়া এ ক্ষুদ্র বাটী মনে নাহি ধরে।
চিরদিন ছিলা প্রভু প্রশস্ত আগারে॥

বলরাম-মন্দির।

তাই চলিলেন বলরামের মন্দিরে।
কিছুদিন বলরাম যত্নে সেবা করে॥
রাখাল ডাক্তার আর বৈদ্য একজন।
বলে ডাক ইংরাজ ডাক্তার বিচক্ষণ॥
পরে প্রতাপ মজুমদার দেখেছিলা।
বাড়িতে লাগিল ব্যাধি সকলে উতলা॥
এইখানে শেষ হ'ল ভক্তবাড়ী আসা।
ব্যাধির জন্যেতে তাঁর হ'ল এক বাসা।
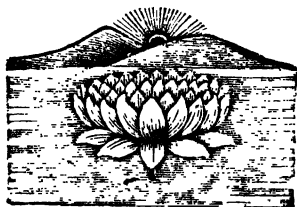
শ্যামপুকুরে বাস।

তাঁরে লইয়ে যবে শ্যামপুকুরে যায়।
কালিপদর বাটীর সন্নিকটে রয়॥
গৃহস্থ ভক্তেরা সব ভার নিলে পর।
নরেন্দ্র রাখাল বাবু যোগী সেবাপর॥
ল্যাটু নিরঞ্জন তারক গোপাল প্রবীণ।
শশী ও শরৎ কালী গোপাল নবীন॥
হরি তুলসী গঙ্গাধর বৈকুণ্ঠ আসে।
মনোদুখে নিজ ঘরে তপস্যায় পশে॥
পথ্য আদি রাঁধা বাড়া মাতা দেবী করে।
গোলাপ-মা লক্ষ্মী দিদি যোগেন-মা পরে॥
ক্রমে শ্যামপুকুরেতে লেগে গেল ভিড়।
প্রভুর ব্যাধির কষ্ট ভাব সমাধির॥
উত্তম ডাক্তার চাহি চিকিৎসার তরে।
তাই ডাকা হয় সে মহেন্দ্র সরকারে॥
ষোল টাকা দক্ষিণাটী প্রতিবারে চাই।
ভক্তগণ বলে তাতে কোন চিন্তা নাই॥

এইরূপে মহেন্দ্র ক'রল চিকিৎসা।
বালা যোগিগণ সদা করয়ে শুশ্রূষা॥
ক্রমে পরিচয় হ'ল মথুর আমলে।
মথুরের পরমহংস যাহারে বলে॥
শ্রদ্ধা ভক্তি নাহি ছিল ডাক্তারের মনে।
পূজারী ব্রাহ্মণ সেই লোকে মানে গণে।
সাময়িক ভাব তদা ব্রহ্ম উপাসনা।
নিরাকার সর্ব্ব শক্তিমানের ভজনা॥
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা সকলে আনন্দ।
প্রভুভক্তগণ আজ হ'ন নিরানন্দ॥
সুরেন্দ্রের বাটী নিমন্ত্রণ হইয়াছে।
দুঃখিত ভকতগণ তাই বসে' আছে॥
প্রভু পাঠাইয়া দেন ভক্তগণে সেথা।
অলক্ষ্যে জ্যোতির পথে নিজে যায় তথা॥
কাঁদিছে সুরেন্দ্র আজ প্রভুর বিহনে।
হঠাৎ দেখিল প্রভু দেবী বিদ্যমানে॥

ডাক্তার সরকার আসে চিকিৎসার তরে।
তাহার সমান নাই পণ্ডিত সহরে॥
তবু হেথা দু' দশ জন ভদ্র শিক্ষিত।
আসে যায় দেখে' তিনি হ'ন হরষিত॥
আসা যাওয়া করে তিনি ক্রমেতে ভাবে।
প্রভুর অধ্যাত্মভাব গভীর হইবে॥
ভক্তগণ ব্যয়ভার বহন করিছে।
শুনে তার ন্যায্য প্রাপ্য আর নাহি নিছে॥
নিত্য লীলা ভাব প্রভু বলে বিচারিয়া।
ডাক্তার গ্রহণ করে নিকৃষ্ট মানিয়া॥
মানুষে ঈশ্বর জ্যোতি কখনো মানিছে।
ঠাকুরের পীড়া সেবা উপমা আনিছে॥
প্রভু ক'ন মাহুত-নারায়ণ উপমা।
আমি ঘট ভগবান্ রাখে তাঁর বাসনা॥
তবে তাঁর চতুরতা মোদের উপরে।
লীলা তাঁর রাজপুত্র খেলে কোটালেরে॥

যদি তাঁর দেখা পাও সংশয় র'বে না।
তাঁর কাছে সব পাবে আমার হ'বে না॥
কৃষ্ণ বৃক্ষ দেখায়ে অর্জ্জুনে কৃষ্ণ কয়।
মোর মত কত কৃষ্ণ গাছে ফ'লে' রয়॥
ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা বেদান্তের কথা।
স্বপনে ধরেছে বাঘে জেগে তার ব্যথা॥
খড়ের মানুষে ক্ষেত্র আগুলে আছিলা।
তাহা দেখে' চমকে শেষে চোরে ভাগিলা॥
এ সকল বিচারে ডাক্তার খুসী হয়।
ঔষধাদি দিয়ে মিষ্টিমুখে কথা কয়॥
পূর্ণ জ্ঞানে গৃহী ভক্ত ভয় করে' আছে।
কাজলের ঘরে গায়ে দাগ লাগে পাছে॥
তাহে তার কোন্ দোষ হয় না তখন।
চাঁদের কলঙ্কে নাহি জ্যোতি ব্যতিক্রম॥
ডাক্তার বলে জ্ঞান ভক্তের আবশ্যক।
প্রভু বলে ভক্তি-নারী অন্তর দ্রাবক॥

বিচারের পথে চিত্ত শোধন করিবে।
ভক্তিপথে চিত্তশুদ্ধি আপনা হইবে॥
ডাক্তার বলে আমার সব হ'ল নাশ।
প্রভু বলে কর্ম্মনাশা নদী নহে আশ॥
ডাক্তার বলে মোরে কর তোমার জন।
প্রভু বলে অহেতুকী ভক্তি এক ধন॥
এক রাত্র শেষে বৃষ্টি আইল যখন।
ডাক্তার প্রভুর ভাবনা ভাবেন তখন॥
যদি কোনরূপে ঠাণ্ডা লাগে তাঁর গায়।
নিশ্চয় বাড়িবে ব্যাধি বেদনা গলায়॥
প্রভু বলে দেহ খোল আত্মা কভু নয়।
যতদিন থাকে উহা যত্ন করা যায়॥
শশধর বলে যদি সমাধি সময়।
দেহব্যাধি মনে ধরে সারিবে নিশ্চয়॥
সিদ্ধাই চাহিতে প্রভু বড়ই লজ্জিত।
একবার হৃহু বাক্যে শিক্ষা উপর্জিত॥

বার বার ভক্তগণ তাঁরে অনুরোধে।
ব্যাধি চিন্তা করে' প্রভু সমাধি অবাধে॥
রাম তারণের গানে মোহিত সকলে।
ভক্তগণ ভাব মাঝে ঘোর স্রোতে চলে॥
বাপ হ'তে ছেলে ভাল যদি কেহ বলে।
অবতার চায় সেই ভগবান্ ফেলে॥
সরল হইলে বিষয় বুদ্ধি ঢোকে না।
বাপের থায় তাই ভাবনা ভাবে না॥
সন্ন্যাসী সর্ব্ব ত্যাগী গৃহীর কর্ম্মযোগ।
আশক্তি অহঙ্কার করে কর্ম্ম ভোগ॥
উচ্চ স্থানে বৃষ্টিবারি সঞ্চয় হইলে।
পবিত্র সে জল পায় তৃষ্ণার্ত্ত সকলে॥
ঈশ্বর পাইলে কথা সকলে শুনিবে।
চাপরাশ থাকিলে তবে সবে মানিবে॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম দেখা তাই অন্তরে গ্রহণ।
নানা ফুল মধু নিয়ে চাক সম্পূরণ॥

নরেন্দ্র গাইছে গান ডাক্তার মজিল।
জোড়হাত করে' তবে ঘরেতে চলিল॥
নারী শোকে নথ খোলে বন্ধন করিল!
পরে আছাড় খেয়ে কেঁদে বক্ষঃ ভাসাল॥
নরেন্দ্রের মন ক্রমে হানচান করে।
বৈরাগ্যের জোরে, ক্ষুধায় মা ভাই মরে॥
আমি ভাসুর নিয়ে থেকে লজ্জায় মরি।
পর পুরুষ সঙ্গে থাকে কেমনে নারী॥
বাকচীর ছবি দেখে আনন্দিত হ'ন।
নয় হাত কেশ সাধু রাধা রাধা ক'ন॥
বৈরাগ্যের গান শেষে নরেন্দ্র গাইল;
ডাক্তার আসিয়া তথা প্রভুকে দেখিল॥
ঔষধ পথ্যের দিল ব্যবস্থা করিয়া।
পড়িল ডাক্তার ধর্ম্মে ভাদুড়ী লইয়া॥
ভাদুড়ী বলেন সব স্বপ্নবৎ হয়।
কার স্বপ্ন কেবা দেখে কে করে নির্ণয়॥

সত্য যদি বিভু তাঁর সৃষ্টি কেন মিথ্যা।
ডাক্তার বলে সৃষ্টি স্রষ্টা উভয়েই সত্য॥
সকলে প্রভুর পদরজ নেয় কেন।
আরসিতে সূর্য্য রশ্মি প্রতিবিম্ব যেন॥
রুচি অধিকারী ভেদে পৃথক্ ব্যাভার।
সংসার জানিবে অম্ল রাঁধে আমড়ার॥
ডাক্তার প্রতাপ দুই জনেতে এসেছে।
শুষ্ক জ্ঞানী ডাক্তার ঠাকুরে মিলেছে॥
যখন আনন্দে উর্দ্ধে অধঃ পূর্ণ দেখে।
সব বদলিবে তার নিত্যানন্দ সুখে॥
জ্ঞানীর ধ্যান ষটদ্বীপ সিন্ধু মাঝেতে।
মহাকাশে উড়ে পাখী সদানন্দেতে॥
তার কোলে আছি যখন কারে বলিবে।
বলবার কিবা আছে নিজেই দেখিবে॥
বিল্বমঙ্গল ভাগবত পণ্ডিত কথা।
ত্যাগ শুনে' রাধে বলে' চলে গেল তথা॥

মিশ্র নামে খ্রীষ্টান সাধু কোয়েকার ভক্ত।
বহু দূর হ'তে আসে বিশ্বাসেতে শক্ত॥
ডাক্তার সরকার আসে দেখিতে তাঁহারে।
হুঁশে আছে বলে' দেন সমাধি মন্দিরে॥
ছেলে মদ খায় পিতা না খেতে বলে।
বাপে একবার মদ খাওয়ালে ছেলে॥
তখন ছেলের বাপ ডেকে তায় বলে।
তুমি ছাড় আমি না ছাড়িব কোন কালে।
সমাধিস্থ প্রভুদেব ভাবেতে বলে।
কারণানন্দ সচ্চিৎ আনন্দ হ'লে॥
সুরা পান করি না আমি সুধা খাই।
জয় কালী বলে' মন-মাতালে মাতাই॥
ভাবেতে রাখিয়া পদ ডাক্তারের কোলে।
ডাক্তারও ভাবাবিষ্ট হইয়া যে দোলে॥
নরেন্দ্র গাহিছে গান 'হরি রস মদিরা'।
'চিদানন্দ সিন্ধু নীরে' প্রেমের লহরা॥

কালী পূজা দিনে মার প্রসাদ গ্রহণ।
মাষ্টার সহিত প্রভু তত্ত্ব কথা ক'ন॥
'মন কি তত্ত্ব' 'কে জানে কালী' কৃষিকাজ
'আয় মন বেড়াতে' ধোঁকার টাটি আজ॥
অধ্যাপক সঙ্গে নিয়ে ডাক্তার আসিল।
অসুখের কথা কয়ে ঔষধ রাখিল॥
রামপ্রসাদ কমলাকান্ত গান বহি।
ডাক্তারে দেবার পর ভক্তগণে গাহি॥
বুদ্ধ-চরিত গান কালী গিরীশ গায়।
অঞ্জলি করিয়া পুষ্প শ্রীপদেতে দেয়॥
কালী পূজা দিনে ভাব মুহুর্মুহু হয়।
ভক্তগণ পূজা করে' স্তব স্তোত্র গায়॥
আজ কাল দিন রাত বহু লোক আসে,
প্রভুদেব জীর্ণদেহ পড়ে আছে পাশে॥
রক্ত পুঁজ ঘায়ে ভরা জীর্ণ পচা দেহ।
প্রভু যেতে নাহি চান নাহি জানে কেহ॥
জীর্ণ হ'তে জীর্ণতর ব্যাধির পীড়নে।
দেখে ভক্তগণ তাঁরে স্থানান্তরে আনে॥

বিবেক-বৈরাগ্য।

যে করে বিচার সদসৎ দিনরাতে।
বৈরাগ্যের খেই তবে রহে তার হাতে॥
কোথা হ'তে 'আমি' আসি কোথা যাই চলে।
শরীর মধ্যেতে 'আমি' কেবা কথা বলে॥
মাংস হাড় মেদ মজ্জা নখ কেশ চাম।
কোথায় রয়েছি 'আমি' খুঁজে হায়রান॥
চিত্ত অহঙ্কার মন বুদ্ধি স্মৃতি আর।
খোঁজ জীবে এ সবের মধ্যে বার বার॥
নাহি মেলে এ সবের ভিতরে সন্ধান।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ আগুয়ান॥
রিপুর প্রকোপে সব হইবে বদল।
দেশ কাল পাত্র তাহে করে কোলাহল॥
আজ যাহা আছে কাল দেখিবে না আর।
আজ যাহা নাই তাহা পাইবে সংসার॥
এইরূপে নিত্যানিত্য বিচার করিবে।
বোধরূপ এক সত্য জানিতে পারিবে॥

বোধরূপে চিত্ত যবে রহিবে লাগিয়া।
সঙ্কল্প বিকল্প কোথা রহিবে পড়িয়া॥
দেহ-আত্মবুদ্ধি আর মনে নাহি উঠে।
ইন্দ্রিয়ের দাগ মাত্র রহে দেহ-ঘটে॥
বোধরূপ স্থিরচিত্ত অহং-তত্ত্বে লয়।
অহং ত্যাগ হ'লে শুদ্ধ মনের উদয়॥
শুদ্ধ মন পরে উঠে মেধা নাড়ী দিয়ে।
স্ব-স্বরূপে বুদ্ধিযোগে আপনা ভুলিয়ে॥
এগার ইন্দ্রিয় ত্যাগে যাহা শেষে রয়।
তবেই তাহারে তুমি পাইবে নিশ্চয়॥
এই ত্যাগ অমৃতের একমাত্র দাতা।
রামকৃষ্ণ এ ত্যাগের মূর্তিমন্ত পাতা॥
ধাতু নারী স্পর্শে দেহ সঙ্কুচিত হয়।
বোঝ মন এ ত্যাগের ধারণা কি হয়॥
দুঃখের উৎপত্তি স্থান সংস্পর্শ ভোগ।
ভোগ ইচ্ছা ছেড়ে দিলে তবে হ'বে যোগ॥

কামিনী কাঞ্চন দুই ভোগের প্রধান।
এই দুই ত্যাগ জন্য বার বার ক'ন॥
কামিনীতে কিবা আছে মলমূত্রে ভরা।
অর্থে সব হ'তে পারে ইষ্টলাভ ছাড়া॥
কর্ম্মমাত্র ত্যাগ চাই সঙ্কল্প সহিতে।
দেহ-আত্মবোধ ত্যাগ আত্মা প্রকাশিতে॥
এই ত্যাগ-ধুনি সদা প্রাণেতে জ্বলিবে।
ত্যাগ-ব্রত পূর্ণ হ'লে তবে শান্তি পাবে॥
জগতহিতায় কর্ম্ম তুমি কি করিবে।
কত ক্ষুদ্র তুমি, ওহে! চিন্ত নিজ ভাবে॥
অনন্ত ব্রহ্মের মধ্যে কত ক্ষুদ্র সৃষ্টি।
সৌর-জগত-মণ্ডলে বিন্দু পৃথ্বী দৃষ্টি॥
সে পৃথ্বীতে মহাদেশ কতটুকু হয়।
তার মাঝে তব দেশ দেখ মহাশয়॥
এই দেশে এক জেলা কোথায় রয়েছে।
তার মাঝে তব গ্রাম চিত্রে না মিলিছে॥

এই গ্রাম মধ্যে এক বাড়ী এক ঘর।
তার মধ্যে থাক তুমি খাটের উপর॥
এই তুমি জগতের হিত কি করিবে।
আত্ম-জ্ঞানে শক্তি হ'লে তবে কাজ হ'বে॥
তাই আগে চাই করা লাভ ভগবান্।
নহে ত মনুষ্য জন্ম হ'বে অকারণ॥

কাশীপুর আশ্রম।

ইং ১৮৮৬ সন, ১২৯২ সাল।

কাশীপুরে প্রভুদেব আসেন অগ্রানে।
প্রশস্ত বাগান মাঝে দ্বিতল ভবনে॥
সরোবর বৃক্ষ বীথি ফল ফুল গাছ।
রাস্তা ঘাট পাচিলঘেরা পুকুরে মাছ॥
লৌহ গেট মালীঘর রাঁধিবার স্থান।
বেশ পরিপাটি ছিল সহুরে বাগান॥

সেইখানে ভাবদৃশ্য সম্পূরণ হয়।
এইখানে অন্তরঙ্গ-সঙ্ঘ ব'নে যায়॥
প্রভু কিছু ভাল ছিলা এই বাগানেতে।
অন্তরঙ্গে অভয় দিলা আত্ম প্রকাশেতে॥
হোমা পাখীর বাচ্চা সকল হেথা আসে।
রুচি অধিকারী মত শিক্ষা দীক্ষা বশে॥
প্রভুও জগদ্‌গুরু সকলেই জানা।
সবারেই ঠিক পথে অগ্রগতি আনা॥
নরেন্দ্রের বৈরাগ্যের জোর অবিরাম।
ধুনি জ্বেলে ধ্যান ধরে, বোধগয়া যান॥
সেখান হইতে এসে দানা ম্মীভাব।
দুই শ্রেণী বদ্ধ করে' পুরায় অভাব॥
ঠাকুর তাহারে বলে মার কাজ তরে।
তোর আসা, ফির্‌বি তুই আমারে ধরে॥
এই ছেলেদের ভার তোর পর দিয়ে।
লোকশিক্ষা কার্য্য আর সমষ্টি জাগায়ে॥

এই সব করে' তবে তোর ছুটি হ'বে।
যেই রাম সেই কৃষ্ণ রামকৃষ্ণ তবে॥
যত রোগে জীর্ণ তাঁর কলেবর হয়।
তত প্রেম ভক্তি সত্য ত্যাগের উদয়॥
সেবাকার্য্য পড়ে গেছে নরেনের হাতে।
সেই কার্য্য চলে যেন ঘড়ির সঙ্কেতে॥
মাতা দেবী রাত্রে আসে পথ্য দিতে ঘরে।
ঘরেতে ঠাকুর নাই বাগানের ধারে॥
মাতা তবে আশ্চর্য্য হইলা অতঃপর।
পুনঃ আসি দেখে মাতা ঘরের ভিতর॥
প্রভুর ব্যাধির কষ্টে পাষাণ বিদরে।
যেন যীশু খ্রীষ্ট দেব ক্রুশের উপরে॥
ভক্তেরা কাঁদিবে বলে জীর্ণ দেহ ধরে।
ভকতবল্লভ থাকে এত কষ্ট করে॥
একটু হইয়া সুস্থ ভক্তগণে ক'ন।
বহু দেবদেবী দেখি হয়ে অচেতন॥

এ দেহ তাদের সঙ্গে রয় একধারে।
শুষ্ক মুখে ভক্তগণ দেবদেবী ধরে॥
প্রভু ক'ন সেই সব বলি হাড়ি কাঠ।
ঘাতক কামার আর পুজারীর বাট॥
মন্দিরেতে দেবীমূর্ত্তি মায় কোশাকুশি!
এক চোখে কাঁদে তিনি অন্য চোখে হাসি॥
শরীর থাকিত যদি আর কিছু দিন।
চৈতন্য পাইত লোকে দেখিত সুদিন॥
আর থাকিবে না দেহ পাছে লোকে ধরে।
সরল মূরখ পাছে সব দিয়ে সরে॥
নিজ দেহ দেখাইয়া নরেনে বলেন।
এর ভিতর দুটি আছে একটি ভোগেন॥
বাউলের দল আসে নেচে গেয়ে যায়।
গঙ্গা নেয়ে শঙ্করে চণ্ডালেতে ছোঁয়॥
শঙ্কর রাগিলে চণ্ড হেসে তারে বলে।
শুদ্ধ আত্মা তুমি আমি কেবা কারে ছুঁলে॥

বায়ু হ'ন গন্ধবহ তাতে গন্ধ নাই।
আলো অন্ধকারে কেন ভেদ কর ভাই॥
বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই মায়ার অতীত।
কামিনী কাঞ্চন জ্ঞান বৈরাগ্য সহিত॥
তোমরা আমায় দেখ এও বিদ্যা মায়া।
ইহা ধরে' ব্রহ্ম মেলে কিন্তু নহে তাহা॥
নরেন বলেন প্রভু সকলে রাগিয়া।
আমার উপর যায় বৈরাগ্য শুনিয়া॥
প্রভু ক'ন ত্যাগ সার ব্রহ্ম দেখিবারে।
আর কিছু নাহি দেখে যবে দেখে তারে॥
নরেনে দেখিয়া প্রভু ভাবেতে বিভোর।
যেন সিংহ সম শুদ্ধ সত্ত্ব ত্যাগীশ্বর॥
ইহার ভিতর হ'তে যত কিছু দেখ।
একমাত্র আমি আছি আর সব ফাঁক॥
নরেন্দ্র গাহিল গান সকলে ক্রন্দন।
গাইতে এসেছে জগন্নাথের নন্দন॥

বোধরূপ বুদ্ধ অস্তি নাস্তি তার পার।
প্রভুর হৃদয় মধ্যে সব একাকার॥
সমাধি রকম পাঁচ কপি সর্প মীন।
পক্ষী পিপীলিকা সব অভ্যাসে বিলীন॥
মাপ দিয়া চটিজুতা ডাক্তারে আনে।
এই জুতা পূজা হয় মঠে এইক্ষণে॥
পাগলি এসে উপদ্রব করিতে পারে।
তাহার উপরে সবে অত্যাচার করে॥
নরেন্দ্র আদি সব বালা যোগিগণ।
গুরু সেবা তপস্যায় করেন যাপন॥
পালাক্রমে পঞ্চবটি দক্ষিণ সহরে।
যেয়ে তারা ধ্যান জপে কাটায় প্রহরে॥
দেববাবু সংসার যে ত্যজিবারে চান।
মিথ্যা জ্ঞান হ'লে পর গৃহেতে থাকেন॥
প্রভুর ইচ্ছায় সব হ'তে পারে শুদ্ধ।
ভক্তি নদী উথলালে স্থলে জলবদ্ধ॥

ডাক্তার বৈদ্যের দ্রব্য খাইতে না পারি।
ব্যাধিগ্রস্তের অর্থ রক্ত পুঁজ ওদেরি ॥
বাগানের ভাড়া ঝি রাধুনীর বেতন।
প্রভু বলে বহু ব্যয় করে ভক্তগণ।
ডাক্তার বলে দেখ কাঞ্চন সেবন।
তব পরিবার পথ্য রাধেন কেমন ॥
তবে দেখ কামিনা কাঞ্চন দরকার।
নরু কহে মুচী বলে চর্ম্ম সর্ব্বসার ॥
ধাতু পাত্রে অঙ্গস্পর্শে আড়ষ্ট হইবে।
সেইরূপ নারী এলে যন্ত্রণা বাড়িবে ॥
খস্‌খসে পর্দ্দা দিয়ে ঘর ঠাণ্ডা করে।
সিন্ধু হ'তে হীরানন্দ এসেছে আগারে ॥
ভক্তের দুঃখের কথা জিগায় তাঁহারে।
নরু বলে শয়তানে করেছে ইহারে ॥
দুঃখ সুখ বোধ কথা পাড়ে হীরানন্দ।
নির্ব্বাণ কৌপীন কাব্য গাহিছে নরেন্দ্র ॥

সঙ্ঘ-গঠন।

সাবর্ণ চৌধুরী অতি প্রাচীন বনেদী।
দক্ষিণ বাঙ্গালা দেশে ইহাদের গদি॥
কালীঘাটের কালী এঁদের কুলদেবী।
বহু জমিদারী এঁদের বহুস্থানে পাবি॥
ইঁহাদের কাছ হ'তে ইংরাজ বণিক।
জমি নিয়ে কুঠী করে' হইল ধনিক॥
ক্রমে যবে বনে' গেল সহর আজব।
সাবর্ণের কলিকাতা হইল গুজব॥
কুলথেকো সাবর্ণ এরা বামুনে জানে।
পুরাকালে যত কুলীন ইঁহারা আনে॥
বড়িষা-সাবর্ণ এঁরা বেহালায় রায়।
এঁড়েদায় চৌধুরী কত স্থানে যায়॥
দক্ষিণ সহরে যবে রামকৃষ্ণ ছিলা।
সাধন ভজন নিয়ে উন্মত্ত হইলা॥
কখনো যেতেন তিনি চৌধুরী বাড়ীতে।
রামায়ণ ভাগবত ভারত শুনিতে॥

সেই হ'তে জানা শুনা এঁদের সহিত।
এ বাড়ীর ছেলে করে পুষ্প সংগৃহীত ॥
নবীন চৌধুরীর ছেলে যোগীন্দ্রনাথ।
জন কোলাহল দেখে ঠাকুরের সাথ ॥
পাগল ঠাকুর বলে' যারে সবে কয়।
তার ঘরে এত লোক প্রায় কেন হয়॥
একদিন উঁকি মেরে দেখে' ভাবে মনে।
পাগল ঠাকুর কথা এত লোকে শোনে॥
তবে ত নিশ্চয় এতে আছয়ে রহস্য।
জানিতে হইবে ইহা ছাড়িয়ে আলস্য ॥
কাগজে পড়েছে রামকৃষ্ণ পরমহংস।
এখন জানিতে চায় পাগল রহস্য॥
যোগীন্দ্রের বাল্য হ'তে মনে মনে হয়।
এ জগতের লোকজন মোর কেহ নয়॥
নভস্থলে কোন তারা হ'বে মোর ঘর।
তবে কেন আমি হেথা ঘুরি নিরন্তর॥

হেনকালে পৈতে পরে হ'ল দ্বিজবর।
ধর্ম্মে কর্ম্মে পূজা পাঠ করে অনন্তর॥
তাই ফুল তরে আসা কালীবাড়ীতে।
ঠাকুর সহিত ভাব হইল তাহাতে॥
কেশব লিখেছে পত্রে পরমহংস-কথা।
কাগজ পড়িয়া সেই জানিল বারতা॥
স্কুলের পাঠ হ'তে ধর্ম্ম ভালবাসে।
ধর্ম্ম-গ্রন্থ পড়ে তাই বসে' নিজ বাসে॥
স্ব-দল লইয়া কেশব ঠাকুর সহিত।
জ্ঞানভক্তি কথা কয় হ'য়ে হরষিত॥
ঠাকুর-বাক্যেতে সব মীমাংসা হইল।
সন্ধ্যা পরে দল বল সবে চলে গেল॥
তখন পাইয়া ফাঁক যোগীন্দ্র ভাবে।
শাস্ত্র সাথে এঁর কথা মিলন হ'বে॥
পরদিন প্রাতঃকালে ঠাকুর ঘরে ঢোকে।
প্রভুও তাহারে পেয়ে পূর্ব্বভাবে দেখে॥

বলে বড় বংশে তোমার জন্ম হ'য়েছে।
বহু আধ্যাত্মিক ভাব তোমাতে আছে॥
অতি অল্পে হ'বে তব ভগবান্ লাভ।
যোগীন পাইল তবে ঠাকুরের ভাব॥
কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করিতে শিখিল।
মাতা পিতা তরে কানপুরেতে চলিল॥
এখানে তাহার ধর্ম্ম ভাব স্ফূর্ত্তি দেখে'।
বিয়ে দিতে খুড়া তার পিতাকে লেখে॥
পিতাও জানিত যোগী ধর্ম্মের পাগল।
সেই হেতু ঠিক করে বিয়ের সকল॥
মায়ের পীড়ার খবর পেয়ে যোগীবর।
এসে বিয়া করে মাতার দেখে' অশ্রুনীর॥
এখন বুঝিল নারী ধর্ম্ম-পথে কাঁটা।
ঠাকুর কাছেতে কেন আর মিছে হাঁটা॥
যখন যোগীন্দ্র আর কিছুতে এল না।
টাকার হিসাব চেয়ে প্রভুর ভৎর্সনা॥

ইহাতে যোগীন্দ্র নিজে মনেতে বিচারে।
ধর্ম্ম নাহি হ'বে, প্রভু চোর বলে কারে॥
নিশ্চয় যাইব তাঁর কাছে একবার।
নগদ পয়সা ফেলে, সুদে দিব ধার॥
কিন্তু রেগে যোগীন যবে বিকালে আসে।
বগলে কাপড় নিয়ে রামকৃষ্ণ হাসে॥
হাতে ধরে' তারে বলে কেন আস না।
হাজার বিয়াতে তোর কিছু হ'বে না॥
আমিও ত বিয়ে করে' বসে রয়েছি।
কি ভয় তাহাতে, মা কালীকে পেয়েছি॥
তোর বধূ নিয়ে একদিন হেথা আয়।
তাকে করে দিব তোর ধর্ম্মের সহায়॥
তোর যদি সংসারেতে মন না থাকে।
গিলে খাব মায়া মোহ বাঁচাতে তোকে॥
যোগীন বলিল বাকী পয়সার কথা।
ফেলে রাখ ভাঙ্গা টিনে থাকিবে সেথা॥

এখন যোগীন পুনঃ ধর্ম্মেতে মাতিল।
এই দেখে' পিতা মাতা তাহারে বকিল॥
যোগীন বুঝিল কারো কথা ঠিক নয়।
একমাত্র প্রভু রামকৃষ্ণ ঠিক হয়॥
যোগীন আনিল এক ভাঙ্গা কড়া কিনে।
ঠাকুর বলিলে পুনঃ ফিরাইয়া আনে॥
ঠাকুর বলেন ভক্ত বোকা কভু নয়।
ব্যবসাদারের ধর্ম্ম, লাভ হ'তে হয়॥
ঠাকুর মারিতে এক দিল আরসোলা।
যোগীন ছাড়িয়া তার প্রাণ বাঁচাইলা॥
ঠাকুর তাহারে তবে বলে কড়া কথা।
যা' বলিব তা' করিবি নহে কো অন্যথা॥
নৌকাতে ঠাকুরে লোকে গাল মন্দ করে।
যোগীন ভাবিল বোকা মূর্খ তাহারে॥
ঠাকুর শুনিয়া কথা কষে ধমক দেন।
গুরুনিন্দা শুনে তুই সহিলি কেমন॥

যোগীন ঠাকুরে রাতে উঠে যেতে দেখে'।
ভাবে বুঝি মার ঘরে এবে গিয়ে ঢোকে॥
ঠাকুর শুনিয়া বলে সাবাস সাবাস।
পরীক্ষা করিবি তুই রজনী দিবস॥
কালীর প্রসাদ নিয়ে প্রভু রাগ করে।
পূজারী বামুনে ইহা টানে আকরে॥
ঠাকুরের ঘরে সব সাধু ভক্ত পাবে।
মন্দিরের সেবা করে' তবে ধর্ম্ম হ'বে॥
যোগীনে ঠাকুর বলে নেবু বানাইতে।
যোগীন কাটিল তিনখানি একসাথে॥
ইহাতে ঠাকুর তারে কষে বকে দেন।
যোগীন শুনিয়া নেবু আনে একপণ॥
ঠাকুর বলেন একা তোর গাছ নয়।
সকলের অংশ দেওয়া উচিত যে হয়॥
ঈশ্বর কোটীর শেষ অর্জ্জুনের অংশ।
যোগীন্দ্র সেনাপতি প্রভুর অবতংস॥

যোগীনে আরম্ভ দল যোগীনে ভাঙ্গন।
রামকৃষ্ণপন্থী জানে ইহার কারণ॥
ঠাকুরের কাছে যোগীন রহিয়া গেল।
এর পর, যত যোগী হাজির হইল॥
মাগ খেয়ে বুড়ো গোপাল ছিল সিঁথিতে।
বন্ধুর কথায় আসে ঠাকুরে দেখিতে॥
প্রথমে তাহার বড় মনে ধরে নাই।
পুনঃ পুনঃ আসা যাওয়া ভক্তি বাড়াই॥
বহুদিন পরে শেষে সেবাধিকার পায়।
রামকৃষ্ণ-চেলা হ'য়ে শোকতাপ যায়॥
রামচন্দ্রের বাল ভৃত্য লাটু এসেছে।
লোকমুখে শুনে নাম অনেক হেঁটেছে॥
প্রভুর কাছেতে এসে জানে না কিছুই।
খালি বোঝে এইজন আনন্দ শুধুই॥
ঠাকুর তাহাকে কিছু প্রসাদ আনিয়া।
খাইবারে দেন তারে পাথেয় যাচিয়া॥

কিছুদিন পরে লাটু আবার এসেছে।
সে সময়ে প্রভুদেব খাইতে বসেছে॥
লাটুরে খাইতে দিলে খেতে নাহি চায়।
বাঙ্গালীর রাঁধা খাদ্য খাবে না কোথায়॥
গঙ্গা জলে রাঁধা হ'লে যদিও প্রসাদ।
মাত্র খাইতে পারি প্রভুর পরসাদ॥
ক্রমে রাম পাঠায় তারে দ্রব্যাদি দিয়ে।
লাটু খুসি হয় দক্ষিণ সহরে গিয়ে॥
তবে ত রামেরে বলে' লাটু থেকে যায়।
রাখ্ তু রাম লাটু মহারাজ আগে হয়॥
লাটুকে পড়াতে প্রভু চেষ্টা করেন।
বই নিয়ে তু'জনাতে হেসেই মরেন॥
শেষে পাঠ শেষ তার ঐ খানে হয়।
কীর্ত্তনে ভাব ভক্তি সমাধি জমায়॥
ঠাকুরের মানসপুত্র রাখাল রাজা এবে।
আসিলেন প্রভু পাশে সঙ্ঘ গড়িবে॥

আনন্দ মোহন জমিদার বসিরহাটে।
শিক্‌রা গ্রামে মস্ত বাড়ী ধনিক বটে॥
একমাত্র পুত্র তাঁর শ্রীরাখাল রাজা।
বুদ্ধদেবের ত্যাগ্‌ ধর্ম্ম যাহাতে সাজা॥
বাড়ীঘর প্রতিপত্তি মস্ত জমিদারী।
শিশুপুত্র সুন্দরী যুবতী ঘরে নারী॥
সর্ব্বত্যাগ করে, থাকে প্রভুর চরণে।
দিন রাত চলে যায় চিন্তা নাই মনে॥
রাখালে লইয়া প্রভু কত খেলা করে।
কাঁধে করে নিয়ে তারে চলে যান দূরে॥
রাখালও তাঁর কাছে ছেলিটির মত।
লাফায় ঝাঁপায় খেলা করে অবিরত॥
দিন রাত জপ ধ্যানে ঠাকুরের প্রায়।
রাখাল অধ্যাত্মরাজ্যে সিধে চলে যায়॥
ঈশ্বর কোটীর মধ্যে ব্রজের রাখাল।
এঁর তিরোধানে নাশ ধর্ম্মের জঞ্জাল॥

এর পর আসিলেন শ্রীনরেন্দ্র দত্ত।
যাহার জন্যেতে প্রভু সদাই উন্মত্ত॥
ঈশ্বর কোটীর আদি নরনারায়ণ।
সাক্ষাৎ শঙ্কর সেই প্রভু নিজে ক'ন॥
এঁর তিরোধানে শক্তি করেন হরণ।
রামকৃষ্ণপন্থী জানে ইহার কারণ॥
এর পর বাবুরাম দাদা হ'তে শুনে'।
হরি সভায় দেখা হয় ঠাকুর সনে॥
তারপর সহপাঠী রাখালের সঙ্গে।
আসিয়া মিলিল সেই গুরুর তরঙ্গে॥
তারে ছুঁয়ে সমাধিস্থ শ্রীপ্রভু হ'লেন।
ভাব ভক্তি বাবুরাম কেবল মাগেন॥
মাতারে বলেন প্রভু তাহার তরেতে।
ভাব নাহি হ'বে তার বিজ্ঞান পরেতে॥
ঈশ্বর কোটীর মধ্যে এই বাবুরাম।
পবিত্রতা ল'য়ে যায় এঁর তিরোধান॥

এর পর এসে গেল ভূত নিরঞ্জন।
প্রভু বলে ভূতে ভেবে ভূত হয় এখন॥
ঈশ্বরে ডাকিলে তুমি ঈশ্বরে পাইবে।
বল দেখি কিবা তুমি এখন লইবে॥
নিরঞ্জন বলে নিশ্চয় ভগবান্ চাই।
ভূতুড়েদের সঙ্গ তবে ছেড়ে দাও তাই॥
তাই হ'বে বলে নিরঞ্জন চলে যায়।
দুই তিন দিন পরে আসিয়া উদয়॥
প্রভু বলে দিন গেল কবে তাঁরে পাবি।
বৃথাই জনম যায় আমি তাই ভাবি॥
তিন দিন নিরঞ্জন রহিল সেথায়।
এর জন্য খুড়া তারে বড় সাজা দেয়॥
অতি অল্পে নিরঞ্জন প্রভুরে ধরিল।
তাহার গুণের কথা প্রভুও বুঝিল॥
একদিন নিরঞ্জন নৌকায় আসিছে।
শুনে সবে প্রভুদেবে নিন্দা করিতেছে॥

নিরঞ্জন ঝগড়া করিল ভয়ানক।
কিছু নাহি হ'তে হ'ল নৌকার চালক॥
তবে ত নৌকারে সেই ডুবাইতে চায়।
প্রভুর নিন্দার ফল হাতে হাতে দেয়॥
পরিব্রাজী রোহীগণ চিৎকার করে।
দাঁড়ি মাঝি পড়ে গেছে বিষম ফাঁপরে॥
গেল রে গেল রে শব্দ বাড়িতে লাগিল।
ক্রমে নৌকা এসে শেষে ঘাটেতে ভিড়িল॥
গোলমাল শুনে প্রভু বাহিরে আসেন।
ব্যাপার শুনিয়া নিরঞ্জনে বকে দেন॥
ক্রোধরূপ মহা পাপ তোমার সাজে না।
সাধুর রাগ জলের দাগ যে থাকে না॥
তাচ্ছিল্যের ভাবে উহা উপেক্ষা করিবে।
তা' না করে' তুমি কি না দাঙ্গা বাঁধাবে॥
এই নিয়ে সারা জীবন কাটাতে হ'বে।
রাগের মাথায় যদি হাঙ্গাম বাঁধাবে॥

চাকুরী করিতে নিরঞ্জন ঢুকিয়াছে।
শুনে প্রভু যেন পুত্র শোকে কাঁদিতেছে॥
যখন শুনিলা বুড়ো মার গুন্যে কাজ।
অঞ্জনের লেশ নাই জানি তার সাজ॥
এই শুনে গৃহী ভক্ত হতাশ হইলে।
(বলে) দোষ নাই তোমাদের চাকুরী করিলে॥
এই সব ছেলেদের আলাহিদা থাক।
সন্তর্পণে উপদেশ ঘর বার ত্যাখ॥
রামকানাই ঘোষাল ছিল বারাসতে।
রাসমণির সঙ্গে জানা ওকালতীতে॥
সেই হেতু আসে কালীবাড়ীতে হামেসা।
সাধন ভজনে প্রভু গাত্রদাহ দশা॥
ইষ্ট কবচ দিল সেই গাত্র ঠাণ্ডা তরে।
রামকানাই রামকৃষ্ণ মিলে পরস্পরে॥
তার ছেলে তারক ধর্ম্মে মতিমান।
বাল্যকাল হ'তে পান ধ্যানমগ্ন প্রাণ॥

ব্রাহ্মদলে যাতায়াত সেই হেতু করে।
দিল্লীতে থাকেন তিনি চাকুরী খাতিরে॥
সেথায় পাইল প্রভুদেবের সন্ধান।
রামের বাটীতে ছুটে এসে দেখা পান॥
বড়ই আগ্রহ সমাধি-তত্ত্ব জানিতে।
সমাধির কথা প্রভু বলেন ভাবেতে॥
দক্ষিণ সহরে প্রভু চরণে লুটায়।
নিরাকার-বাদী সেই শক্তিজ্ঞান পায়॥
মায়ের মন্দিরে প্রভু সাষ্টাঙ্গ হইলা।
তারকও আগুপিছু ভাবিয়া দেখিলা॥
পরে সর্ব্বব্যাপী বিভু এই ভবে নিয়ে।
কালীর সম্মুখে কায় ঢেলে দেন শুয়ে॥
প্রভু ক'ন তাহারে থাকিতে সেইখানে।
বাক্যদত্ত শ্রীতারক চলে বন্ধু সনে॥
এর পর আসা যাওয়া বাড়িতে লাগিল।
দুইবার প্রভু তারে সমাধি করাল॥

শরৎ শশী প্রসন্ন ব্রাহ্ম সমাজের।
(প্রভুবলে) পোড়াবার আগে মার্কা দেয় কুমারের॥
পোড় খাইবার আগে ধর্ম্ম শিক্ষা পেলে।
বন্ধন হ'বে না কারো সংসারে ঢুকিলে॥
ছেলেরা বলিলা সংসার ঈশ্বর করে।
বাইবেল পড়ে দেখ কি কথা ধরে॥
জন্মাবধি নপুংসক কতই দেখিবে।
জোর করে' খোজা করে তাহাও জানিবে॥
ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারী ঈশ্বর কারণে।
দুর্ব্বলে বিবাহ করে সংসার করণে॥
সাকার কি নিরাকার মানহ তোমরা।
ঈশ্বর অস্তিত্বে সন্দ বলিল তাহারা॥
বাল্যকাল হ'তে এদের ধর্ম্মে প্রবৃত্তি।
পূজা পাঠ ব্রাহ্ম সমাজ চলে নিত্যি নিত্যি॥
গণেশের গল্প শুনে' ছেলেরা বলিলা।
আদর্শ পুরুষ এই গণপতি ছিলা॥

প্রভু কহে শিবশক্তি জানিবি সকল।
খ্রীষ্ট দলভুক্ত এরা শ্রীপ্রভু জানিল॥
প্রথম হইতে শশী রহিয়া গেলেন।
শরৎ ক্রমে শেষে ঘর বাড়ী ছাড়িলেন॥
দুই একদিন হরি প্রসন্ন আইলা।
কুস্তী করে' চলে গেল আর না ফিরিলা॥
কালীপ্রসাদ চন্দ্র যায় যোগ শিখিতে।
তাই শাস্ত্র পড়ে সেই দিনে রাতেতে॥
প্রভু পাশে এলে প্রভু যোগী তারে কয়।
তাঁহার নির্দ্দেশে দীর্ঘ ধ্যান ধরে রয়॥
বহু দেবদেবী ধ্যানে দেখে নিরন্তর।
প্রভুর শরীরে মিলে যত অবতার॥
বৈকুণ্ঠ দেখিল কালী শূন্যে মিলাইল।
সেই হ'তে নিরাকারী বেদান্তী হইল॥
মাছধরা রোগ কালীর ছিল যে ভীষণ।
প্রভু বলে বেতালে পা পড়ে না কখন॥

কখন কালীকে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ দেখেন।
তার গোছ গাছ দেখে তুষ্ট হ'তেন ॥
কালী তপস্বীর দেহে প্রভু বিরাজিত।
যতদিন থাকে, কালী জগতের হিত ॥
নিষ্ঠাবান্ ব্রহ্মচারী পিতৃ-মাতৃহীন।
প্রস্থান পুরাণ পাঠে সদা সচেতন ॥
আত্মজ্ঞানে গঙ্গাস্নানে হিংস্রজন্তু সনে।
নির্ভয়ে অবগাহন করেন যতনে ॥
এইরূপে হরিনাথ বাগবাজারের।
দীন বোস বাটী দর্শন রামকৃষ্ণের ॥
সমাধিতে মগ্ন প্রভু হৃদয় ধরিয়া।
শুকদেব সম মুখে জ্যোতিতে ঘিরিয়া ॥
মা কালীর ছবি দেখে প্রাণঢালা সুরে।
কৃষ্ণ কালী গান গেয়ে চক্ষে অশ্রু ঝরে ॥
বহুদিন পরে হরি দক্ষিণ সহরে।
দেখিলেন বহুজন ঘিরিয়া ঠাকুরে ॥

ভিড়ের মধ্যেতে অল্প কথা যাহা শুনে।
জ্ঞানভক্তি সূক্ষ্মতত্ত্ব শাস্ত্র তাহা ভণে।।
আবার আসিল হরি বৈরাগ্য হৃদয়ে।
সহর লাগে না ভাল গ্রাম মনে ধরে।।
ঠাকুর বলিল হরিদাস সদা সুখী।
হরি বলে হরিদাস জ্ঞানে নাহি দেখি।।
দেখ আর নাহি দেখ সত্য সত্য রবে।
কদাচ রমণীগণে ঘৃণা না করিবে।।
জগন্মাতার প্রতিকৃতি সব নারী।
ভক্তি প্রণাম করে' তবে যাবে তরি।।
জ্ঞানের লক্ষণ চায় হরি জানিবারে।
কভু হিংসা নাহি হয় স্বর্ণ তলোয়ারে।।
বহুদিন হরি আর এল না যখন।
ভক্ত বাড়ী দেখে তারে ক'ন বিলক্ষণ।।
বেদ বা বেদান্ত পড় বড় ভাল কথা।
জেনে রেখো তবে ব্রহ্ম-সত্য জগন্মিথ্যা।।

শত চেষ্টা করে' জীব অন্ধকারে ঘুরে।
তাঁর কৃপা কৃপা তাঁর তবে পাবে তাঁরে॥
এই বলে' প্রভুদেব এমন কাঁদিল।
হরিনাথ কেঁদে. কেঁদে ব্যাকুলিত হ'ল॥
এইরূপে ক্রমে আসা যাওয়া বাড়িতে।
প্রভু বলে মার কৃপা এখান হইতে॥
গঙ্গাধর সেইরূপে প্রভুরে দেখিল।
নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হ'য়ে গৃহ ত্যজিল॥
পরে প্রভুপাশে এসে ভয়ে ভয়ে থাকে।
পান মাছ ত্যাগ চাই হবিষ্যান্ন চাখে॥
নরেনের সঙ্গে মিশে সব ভেঙ্গে গেল।
জনমের সাধনায় এইরূপ হ'ল॥
সংসার হইতে সরে বৈরাগ্য লইয়া।
শৈশব হইতে ভক্তি শ্রদ্ধা মিশাইয়া॥
তুলসীও এইরূপে প্রভু পাশে আসে।
ক্রমে ঘর বাড়ী ছেড়ে তাঁর কাজে পশে॥
সুবোধ আসিল বহু দূর হ'তে হেঁটে।
প্রভুর দরবারে মিশে গেল এক চোটে॥

সারদা এসেছে আজ শ্যামপুকুরে।
প্রকৃতি বুঝিয়া প্রভু উপদেশ করে॥
ব্যাধি জর্জ্জরিত দেহ তবু নাহি রোধ।
সগুণ নির্গুণে চান ধ্যানে দিতে বোধ॥
এই সপ্ত দশজনে কিবা মন্ত্র দিলা।
ক্রমে এরা ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসী হইলা॥
প্রথমে প্রসন্ন করি আসিতে পারে না।
বৈকুণ্ঠ পূরণ করে সপ্তদশ জনা॥
কৃপানন্দ ঘরবারী হইল যখন।
বিজ্ঞান আনন্দ আসি করিল পূরণ॥
শ্রীশ্রী মাতা দেবী বিন্দু স্বরূপিণী।
কেন্দ্ররূপে সঙ্ঘমাঝে বসিলা আপনি॥
এই সপ্তদশ জনে সঙ্ঘ গঠিলা।
ইহাদের মাঝে প্রভু নিজে প্রকাশিলা॥
এরাই প্রভুর কার্য্যে মন প্রাণ দিলে।
রামকৃষ্ণ দেব পূজা দেখ ভূমণ্ডলে॥

রামকৃষ্ণমঠ কাশীপুর।

সুরেন্দ্র বহন করে অধিক খরচ।
তবু ভক্তগণ করে ব্যয়ের সঙ্কোচ॥
ইহার উপর নিয়ে হিসাব জটলা।
ছোট বড় দুই দলে বচসা হইলা॥
তবে নরেনের কাঁধে রাখিয়া চরণ।
বলে প্রভু তোর সাথে করিব গমন॥
হেনকালে আসে সেই লক্ষ্মী মাড়োয়ারী।
প্রভুর সেবার অর্থ আনে সঙ্গে করি॥
সেই টাকা মহিমের কাছে রাখা হয়।
একা ব্যয় চালাইতে গিরীশ উদয়॥
বলিষ্ঠ বালকগণ লাঠি সোটা নিয়ে।
দোর বন্ধ করে থাকে দ্বারবান হ'য়ে॥
ফিরে যবে চলে যায় গৃহী ভক্তগণ।
কুমারগণের দ্বারা প্রভু ডাক দেন॥
আনিল গোপাল বৃদ্ধ গৈরিক বসন।
সাধু সন্ন্যাসীগণে করিতে বিতরণ॥

তার সাথে ছড়া কত রুদ্রাক্ষের মালা।
প্রভু নিজে ভাবি দলে বিলাইয়া দিলা॥
এইরূপে গৃহী ত্যাগী ভেদ নিজে করে।
রামকৃষ্ণ-পন্থীগণে নিজ পথ ধরে॥
একদিন প্রভুদেব নরেন্দ্রেরে ক'ন।
ভিক্ষা করি দ্রব্য আনি করহ রন্ধন॥
সেই মত ভিক্ষা অন্ন মণ্ডন করিয়া।
পরম আনন্দ পান মণ্ডন খাইয়া॥
একদিন শ্রীনরেন্দ্র ভাবে মনে মন।
সিদ্ধ প্রভু মহাপুরুষ অবতার নন॥
চিন্তামণি বুঝে' মন বলিলেন তারে।
যেই রাম সেই কৃষ্ণ দেখ একাধারে॥
কর রাম নাম জপ কর তার ধ্যান।
এখনি পাইবে তুমি ইহার প্রমাণ॥
"সীতা পতি রামচন্দ্র রঘুপতি রাই"।
বার বার এই গীত শ্রীনরেন্দ্র গাই॥

এইরূপে শ্রীনরেন্দ্র পাগল হইলা।
মন্দির বেষ্টন করি ঘুরিতে লাগিলা॥
পরে প্রভু ডেকে তারে সন্ন্যাস যে দিয়া।
বলে ধ্যানে বসে যাও 'স্বোহহম্' ভাবিয়া॥
এই বলে' নখ দিয়া আজ্ঞাচক্রে তার।
নখাঘাতে ক্ষত করে প্রায় রক্ত বার॥
পরে ধ্যানে মৃতপ্রায় প্রভু শুনে হাসে।
নির্ব্বিকল্প সমাধিতে শ্রীনরেন্দ্র ভাসে॥
এইরূপে কেটে গেল গোটা দিন রাত।
জ্ঞানহীন শ্রীনরেন্দ্র যেন মড়া কাঠ॥
প্রভুর হুকুমে তবে নিয়ে ভক্তগণ।
উপরে লইয়ে আসে পুরা অচেতন॥
তবে প্রভু বক্ষে তার কর স্পর্শ করি।
ভাঙ্গিলেন নির্ব্বিকল্প সমাধি সত্বরি॥
তখন নরেন্দ্র ঘোরে রয়েছে পড়িয়া।
প্রভু বলে যাও উঠ কার্য্য কর গিয়া॥

নরেন্দ্র আগ্রহে তাঁকে সমাধি মাগিলা।
প্রভু বলে চাবি মোর হাতেতে রহিলা॥
যবে কার্য্য সমাধান হইবে মাতার।
খুলে দিব এই চাবি হাতে আপনার॥
এখন বুঝেছে সবে লীলা সাঙ্গ করি।
শীঘ্র চলিবেন নিজ ধামেতে শ্রীহরি॥
সে কারণ সবে হয় উৎকণ্ঠিত মন।
ঘন ঘন ডাক্তার আসে অনুক্ষণ॥
দুর্গাচরণ নাগ চায় নিজে নিতে ব্যাধি।
আম্‌লকী তরে তারে বলে নিরবধি॥
নাগ মহাশয় তবে লকী আনি দিলা।
মুখে অন্ন. দিয়ে প্রভু প্রসাদ করিলা॥
এখন নরেন ভাবে অবতার-তত্ত্ব।
প্রভু বলে রামকৃষ্ণ দু'য়ে এক সত্য॥
তার মুখপানে চেয়ে সমাহিত হন।
গভীর সমাধি মধ্যে নরেন্দ্র ডুবেন॥

সমাধি ভাঙ্গিতে সেই অনুভব করে।
অনন্ত অসীম শক্তি তাঁহার ভিতরে॥
আনন্দাশ্রু চোখে প্রভু তাহারে বলেন।
সব শক্তি তোরে দিয়ে রিক্ত হলেম॥
শ্রাবণ কৃষ্ণা প্রতিপদ রবিবার।
মাতাদেবী দেহ মধ্যে করেন আগার॥
পরে প্রায় মধ্য রাত্রে মহা সমাধিতে।
ব্রহ্ম ব্রহ্মে লীন হলা নারি বুঝিতে॥
কাঁদে কাঁদে রে আজি রামকৃষ্ণ তরেতে।
ভক্তগণ কাঁদে আজ ব্যাকুলিত চিতে॥
বালা যোগিগণ কেঁদে ধরণী লোটায়।
ওমা কালী কোথা গেলি কাঁদে গুরু মায়॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য কাঁদে যেন আগোটা ধরণী।
প্রকৃতি সুন্দরী কাঁদে লোটায়ে অবনী॥

। সারদা দেবী ।

নিত্যাবির্ভাব।

অগ্নি সাথে অগ্নি অঙ্গ একত্র হইল।
ভস্ম অস্থি নিয়ে সব বাগানেতে এল॥
মাতা দেবী শাড়ী পাড় বর্জ্জন করিয়া।
হাতেতে সোনার বালা যান উত্তরিয়া॥
সামনে আসিয়া প্রভু স্ব-শরীরে ক'ন।
এই আমি কেন কর বৈধব্য ধারণ॥
ইহাতে মায়ের বড় সন্দেহ হইল।
তখনি ঠাকুর মার হস্ত ধরিল॥
এ-ঘর ও-ঘর মাত্র কোন ভেদ নাই।
যে চাহিবে সে পাইবে শুদ্ধ হওয়া চাই॥
এর কিছুদিন পরে নরেন্দ্র রাখালে।
জ্যোতীর্ম্ময় মূর্ত্তী প্রভু নিজে দেখা দিলে॥
রাখাল বলিলে তবে নরেন্দ্র বলিলা।
ভক্তগণে ডাক দিতে জ্যোতি মিলাইলা।'

পুরুষ-প্রকৃতি।

প্রকৃতি পরমেশ্বরী দেহধারী জীবে।
ল'য়ে করে লীলা তাঁর সুখ দুখ ভবে॥
তিনিই আবার করে পাশমুক্ত শিবে।
লোকগুরু জগদ্‌গুরু অবতার তবে॥
বিচারে পাইবে যাহা ভক্তি কর্ম্মে তাই।
ভাব মন রামকৃষ্ণ সাধন সিদ্ধাই॥
রাম পূর্ব্ব রামায়ণ বাল্মিকী লিখেছে।
তার আগে রামায়ণ প্রকৃতি করেছে॥
ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যোদ্ধা সমবেত।
বহুকাল হ'তে আসে ল'য়ে নিজ মত॥
পরস্পর হানাহানি করে কিছু কাল।
দেশ কালে হ'য়ে মিলে পায় সম হাল॥
এইরূপে বহু জাতি বহু ধর্ম্ম মিলা।
বর্ণ ধর্ম্ম সঙ্করের চলিয়াছে লীলা॥
মাঝে মাঝে একজন শক্তি অধিকারী।
আড়াল ভাঙ্গিয়া ফেলে' করে একাচারী॥

বুদ্ধ শঙ্কর গৌরাঙ্গ এইরূপে এসে।
দয়া-জ্ঞান-প্রেমে লোক তরঙ্গেতে ভাসে॥
রামকৃষ্ণে লয়ে' দেখ প্রকৃতি সুন্দরী।
খেলেন অপূর্ব্ব খেলা পূর্ব্বাপর ধরি॥
এক দুই তিন বহু ঈশ্বর লইয়া।
আস্তিকে নাস্তিকে দ্বন্দ্ব নিরীশ্বর দিয়া॥
প্রাচ্য পাশ্চাত্যের পরে ভাব শিক্ষা মিলে।
হিন্দু ধর্ম্ম গণ্ডগোলে যায় রসাতলে॥
তখন প্রকৃতি দেবী শিশু রামকৃষ্ণে।
সমাধিস্থ করে দেন মেঘাকাশ দৃষ্টে॥
খেলা ছলে পল্লীগ্রামে সাধন করাল।
কালীবাড়ী অনুরাগে তাহাই বাড়িল॥
স্বামী তোতাপুরী তাহা করে সম্পূরণ।
মুসলমানী খ্রীষ্টানী করিল সাধন॥
শিখ বৌদ্ধ জৈন ধর্ম্ম আভাসেতে বোঝে।
সাধু সন্নাসিগণ তাঁহারে সমঝে॥

মধুকর আসে যবে কমল ফুটিল।
বহু জনগণ সেথা আসিতে লাগিল॥
অধিকারী অনুযায়ী শিক্ষা দীক্ষা দিলা।
লোক গুরু জগদ্ গুরু করিয়া তুলিলা॥
পরে যবে বিগ্রহ মূরতি ধরে গুরু।
চেলারা করিলা তবে গুরু কার্য্য সুরু॥
পণ্ডিতেরা অবতার বহু পূর্ব্বে কয়।
ভক্তগণ অবতার জানিল নিশ্চয়॥
সর্ব্বশেষে শ্রীনরেন্দ্র অবতার মানে।
চিন্তান্বিত হ'য়ে প্রভুর শ্রীমুখে শুনে॥
করিল প্রকৃতি এবে নিজ কার্য্য তাঁর।
রামকৃষ্ণরূপে পূজা দেখ ঘরে ঘর॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অবদান।

বহুরূপে রামকৃষ্ণ স্বরূপ বিতরে।
উপদেশ প্রতিকৃতি ভকতনিকরে॥
গুরুর্গরীয়ান্ মাতা শ্রীসারদা দেবী।
পঞ্চত্রীংশ বর্ষব্যাপী স্বরূপ সে ছবি॥
শিক্ষা দীক্ষা দেন শিষ্যে স্বশক্তি সঞ্চারি।
একাধারে ব্রহ্মশক্তি যেই দেহ ধরি॥
কেন্দ্ররূপে সঙ্ঘমাঝে মাতা বসে রয়।
তাঁর অন্তর্ধানে সঙ্ঘ কেন্দ্রচ্যুত হয়॥
ভকত সন্তান তাঁর সপ্তদশ জন।
তার মধ্যে শ্রীনরেন্দ্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হন॥
এখনো রয়েছে যাঁরা শরীর ধরিয়া।
দেন শিষ্যগণে সদা ধর্ম্মে আগাইয়া॥
তিনখানি প্রতিকৃতি দয়া করে দেন।
কমল কুটীরে প্রথম কেশব নেন॥
সমাধিস্থ উর্দ্ধ বাহু দাঁড়ায়ে বিভোর।
হৃদয় ধরিয়া পিছে পাছে ভাঙে ঘোর॥

দ্বিতীয় সুরেন নেয় রাধাবাজারেতে।
ভাবেতে দাঁড়ায়ে হাত রাখিলা থামেতে॥
এই ছবি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঠিক হইল।
ষ্টুডিয়োতে বেঙ্গল ফটোগ্রাফার তুলিল॥
তৃতীয় যে ছবি যাহা সকলেতে পূজে।
প্রথমে যাহাতে ফুল দিয়াছিলা নিজে॥
অতি উচ্চ ভাব বলি নিজে প্রকাশিলা।
অবিনাশ চন্দ্র দাস এ ফটো তুলিলা॥
দক্ষিণেশ্বরে বিষ্ণুঘরের রোয়াকেতে।
ভবনাথ স্থির করে অতি গোপনেতে॥
ধর্ম্মতত্ত্ব উপদেশ জ্বলন্ত তাঁহার।
ভাব ভাষা শক্তি দান সকল প্রকার॥
যদিও শাস্ত্রের বাক্য প্রত্যক্ষ দর্শন।
তাঁর বহু কথা শাস্ত্রপারের কথন॥
সার্ব্বভৌম সমন্বয় ধর্ম্মের করিলা।
বেদান্তের সর্ব্ব বাদ বিতণ্ডা হরিলা॥

দ্বৈতবাদে ভগবান্ ভক্তের পূজন।
নিত্য লীলা বিশিষ্টবাদের কথন॥
ব্রহ্মশক্তি উভে সত্য জীব ও জগত।
ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা অদ্বৈতের মত॥
যত মত তত পথ সব ধর্ম্ম সত্য।
দেশ কাল পাত্র ভেদে হয় নিত্য নিত্য॥
যে কোনটি ধরে যাবে এক বস্তু পাবে।
ধন্য সেই জন যেই সমন্বয় করিবে॥

ভক্তগণ।

রাম মনোমোহন আসে স্থান দেখে।
শয়নে স্বপনে রামমন্ত্র পায় সুখে॥
সুরেন্দ্র মনোদুখে দেহনাশ ভাবে।
উপদেশ শুনে শক্তি পাইল অভাবে॥
মনোমোহন ঘরে পায় যত লাঞ্ছনা।
সকলি বলিলা প্রভু সব তাঁর জানা॥

সুরেন্দ্র ভাবে তাঁরে দেখে নিজ ভবনে।
আপনি আসিল সেই দিন তাঁর সনে॥
কারণ পানেতে রত সুরেন্দ্র যেমন।
প্রভু ভাবে বলে তাঁরে ভজন কারণ॥
বলরাম ছিল কোথা উৎকল দেশে।
পুরোহিত সংবাদ পত্র পেয়ে আসে বাসে॥
প্রভু উপদেশে তবে ক্রমেতে বুঝিল।
গোষ্ঠীবর্গ নিয়ে তাঁর চরণে মজিল॥
দীননাথ বসু বাগবাজারেতে ঘর।
এইখানে আসিলেন গোপাল কেদার॥
চুনী বোস এইখানে প্রভুদেবে দেখে।
দক্ষিণ সহরে যান-সবে মন সুখে॥
অশ্বিনীকুমার আসে চাটুয্যে কেদার।
মহিম প্রাণকৃষ্ণ যোগীন-মা আর॥
গৌরী মাতা গোলাপ মাতা গোপালের মা।
আরও কত মাতা আসে না যায় গণনা॥

মন্দিরে বসিয়া প্রভু দেখে একদিন।
ভৈরব মূরতি এক নাচে ধিন্ ধিন্॥
মাথে জটা হাতে বোতল উলঙ্গ হ'য়ে।
বলে তব কার্য্য মোরে করিতে হ'বে॥
সেই সে গিরীশ ঘোষ নাটুকে ব্যাপার।
প্রভু সনে দেখা পথে বলরাম ঘর॥
সেই হ'তে যাতায়াত হইতে লাগিল।
ক্রমে ব-কলম দিতে তাহাকে বলিল॥
দিন দিন ক্রমে তার বাড়ে ভক্তি ভাব।
তাহার সহিত আসে নটনটী সব॥
যবে প্রভু যান কভু নাটক দেখিতে।
গিরীশের বাড়ী হ'য়ে রঙ্গমঞ্চ পথে॥
কালিপদ ঘোষ শ্যামপুকুরে আগার।
সতী সাধ্বী ঘরে নারী পবিত্র যাহার॥
সেও আসে একদিন প্রভুর নিকটে।
মনোদুখে স্ত্রী তার আসিলা সঙ্কটে॥

সেই কালিদানা ক্রমে ভাবে ভিজে যায়।
প্রভুর কৃপায় তার গুরু করা হয়॥
গিরীশের সাথে তার বন্ধুত্ব বাড়িল।
অতুল গিরীশ ভ্রাতা পরে সে আসিল॥
দেবেন্দ্র মজুমদার ভক্তচূড়ামণি।
হুটকো গোপাল আসে যখনি তখনি॥
কিশোরী অধর দ্বিজ তারক নিতাই।
ক্ষীরোদ ভূপতি পূর্ণ অক্ষয় নবাই॥
গোবিন্দ বিপিন আশু বিহারী ধীরেন।
বিনোদ হরিষ প্রিয় বসাক নরেন॥
মনীন্দ্র মহেন্দ্র পল্টু নারাণ যজ্ঞেশ।
গিরীন্দ্র রাজেন্দ্র হরিমোহন তেজেশ॥
বঙ্কিম উইলিয়ম পিগেট শিশির।
দুর্গাচরণ নীলকণ্ঠ শশী বালীর॥
পাগলিনী আসে এক গায় মিষ্টি সুরে।
শ্যামাপদ ন্যায়বাগীশ এসে পদে ভিড়ে॥

নব গোপাল আসে বাদুড় বাগান হ'তে।
স্ত্রী পুত্র কন্যাগণ আসে তার সাথে॥
নরেন্দ্রের সাথে তার ভাই বন্ধু আসে।
জ্ঞাতি ভাই হাবু দত্ত সেও কৃপাপাশে॥
যত দিন যায় তত ভক্ত বেড়ে যায়।
গুটী কত নাম মাত্র করিলাম তায়॥

সাধু নাগ মহাশয়।

ঢাকা জেলা দেওভোগ গ্রামবাসী নাগ।
দুর্গাচরণ ভক্ত বটে সত্য মহাভাগ॥
কেশবের দলে ধর্ম্মভাব বিলক্ষণ।
অশেষ প্রকারে পায় শান্ত্বনা তখন॥
বিবাহিত ছিলা সেই কৈশোর হইতে।
কিন্তু ধর্ম্মভাব তার না পারে টলাতে॥

বন্ধু সুরেশ সঙ্গে আসে প্রভুর গোচর।
প্রভুর করুণা বড় তাহার উপর॥
ভাব ভক্তিতে পাগল হেন কেহ নয়।
তাহারে চরণ দিয়ে সমাধি করায়॥
শ্রীপ্রভুর ব্যাধি চায় নিজ অঙ্গে নিতে।
অন্তর্য্যামী প্রভু তারে পাঠান আনিতে॥
তিনদিন ঘুরে আনে আমলকী ফল।
প্রসাদ প্রসাদপাত্র ভক্ষণ সকল॥
সুরেশচন্দ্র দত্ত আসে নাগের সহিত।
দীক্ষাগুরু করণ তার লাগিল গর্হিত॥
পরে যবে দীক্ষা নিতে প্রভু পাশে আসে।
সে আশা পূরণ তার হ'ল স্বপ্নাদেশে॥
পুস্তক আকারে ঠাকুরের উপদেশ।
প্রভুর জীবিতকালে ছাপাল সুরেশ॥

আত্মারামের চিতা-ভস্ম।

চিতা-ভস্ম লয়ে' যবে ভক্তগণ আসে।
সমাধি করিতে এক আলাপন বসে॥
গঙ্গাতীরে করা ভাল মন্দির তাঁহার।
অর্থাভাবে কিসে হবে সম্পূর্ণ সে ভার॥
রামের বাগান আছে কাঁকুড় গাছিতে।
তুলসী মঞ্চতে প্রভু যেখানে বসিতে॥
রাম বলে সেই স্থানে করিব সমাধি।
ঘর করে দিব সেথা ভক্ত থাকে যদি॥
মুখ্য অস্থি মাকে দিয়ে নরেন্দ্র সুবীর।
বলে তাঁর ত্যাগ সত্য সমাধি গভীর॥
ধর্ম্ম উদারতা ভাব সরলতা চাই।
কি করিব লয়ে' হাড় চিতাভস্ম ছাই॥
ভস্মের কলসী আর অস্থি ছিল সাথে।
ভক্তগণ অস্থি নিয়ে চলে নিজ পথে॥
জন্মাষ্টমী দিনে সেই ভস্মপাত্র লয়ে।
ভক্তগণ করে যাত্রা সংকীর্ত্তন গেয়ে॥

অস্থি লয়ে শশী কাশীপুরের বাগানে।
প্রভুর শয্যায় রাখে কৌটাপট সনে॥
এক মনে করে সেবা যেন প্রভু আছে।
রাত্র দিবা পাহারায় সদাই জাগিছে॥
তার সাথে হুট্‌কো গোপাল মনোদুখে।
কাটে দিন যেন প্রভু আছেন অসুখে॥
রামের বাগানে ধূম পূজা নিয়মত।
বিগ্রহের সেবা করে ভক্তগণ যত॥
রামের নিজের ভাব সবাই বোঝে না।
কাশীপুরে এসে শেষে করেন জল্পনা॥
রামের পুরাণ ভৃত্য লাটু মহাশয়।
তাহার উপর রাম আদেশ করয়॥
নরেন্দ্র দেয় ভোগ ঝোল ভাত রেঁধে।
শুনে রাম চটে যায় বুঝি গোল বাঁধে॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় কালীছবি আর।
সুরেন্দ্র করায়ে ছিল ঘরে রাখিবার॥

দেখি প্রভু উগ্র মূর্ত্তি গৃহস্থের নয়।
সমন্বয় ঘরে কালী কাশীপুরে রয়॥
নরেন রাখাল সন্ধ্যা ভ্রমণের কালে।
জ্যোতির্ম্ময় প্রভুমূর্ত্তি স্পষ্ট দেখে জলে॥
এদিকে বাগান ভাড়া শেষ হ'য়ে এল।
ছোট বাড়ী গঙ্গাধারে দেখিতে লাগিল॥
বেনেদের ভাঙ্গাবাড়ী বরানগরে ছিলা।
দশ টাকা ভাড়া দিয়ে সুরেন্দ্র লইলা॥
তারক শশী শরৎ হুট্‌কো মিলি তায়।
কাশীপুর হ'তে সব দ্রব্য নিয়ে যায়॥
রাখাল নরেন ফেরে দুই চার দিনে।
নিরঞ্জন বাবুরাম আসিল সেখানে॥
ক্রমে ভক্তগণ আসে যায় দিনে রেতে।
থাকিল যোগীন কালী লাটু মার সাথে॥
মাতাদেবী যোগেন-মা বৃন্দাবনে যান।
যোগীন কালী লাটুও ঐ সঙ্গ নেন॥
লক্ষ্মী দিদিও ছিলা মায়ের সহিত।
বৎসরেক তীর্থ বাস তপস্যা বিহিত॥

শ্রীশ্রী ঠাকুর সম্বন্ধে অলৌকীক কথা।

প্রকৃতি নিয়মমত সদা কার্য্য করে।
শ্বেত রক্ত পুষ্প কভু ফুটে একাধারে॥
মথুর দেখিল প্রভু শিব-কালীরূপ।
ঢাকায় বিজয় দেখে ঠাকুর স্ব-রূপ॥
কাপ্তেন স্বপনে দেখে তত্ত্বজ্ঞান-দাতা।
আসিলে প্রভুর কাছে মিলিল বারতা॥
কেশব বাবুর এক ত্যাগী প্রচারকে।
উড়িষ্যা হইতে আসে নারী মৃত্যুশোকে॥
কিছু টাকা ছিল তার জমিজমা বেচা।
বৈরাগ্য হ'য়েছে তাই ব্রাহ্মসভা যাচা॥
প্রভু বলে এই লোক খাবে অম্লটক।
কিছুদিন পরে তাহা ফলে ঠিকঠাক॥
কোন ভক্তের স্ত্রী কুলগুরু মন্ত্র নেয়।
ভক্ত তাই মনোকষ্টে প্রভু পাশে যায়॥
আর জন ঠিক এই ভাবে পড়েছিলা।
প্রভুর আদেশে ভক্ত তাহারে বলিলা॥

বলরাম দেন নানা খাদ্য মিশাইয়া।
তাঁর তরে অন্য তরে উদ্দেশ্য করিয়া।।
প্রভু কিন্তু ঠিক নেন নিজের জিনিষ।
আর সব পড়ে থাকে ভকত হরিষ।।
একদিন অসময়ে পাকা বেল চান।
আচম্বিতে গাছ হ'তে ভক্ত উহা পান।।
ভকত সেবক ক্লান্ত ব্যজন করিতে।
নিদ্রিত ঠাকুর বলে হাওয়া থামাইতে।।
নরেন অসুস্থ তাই করেন রোদন।
রুগ্ন শরীরে নরু করে আগমন।।
হঠাৎ খাইতে চান গরম কচুরী।
বহুদিন অনাগত আসে হাতে করি।।
সরভাজা নিয়ে আসে বেশ্যার চাকর।
শেষে জানা গেল দেয় ভকত নিকর।।
কত ভক্ত কতরূপ করে দরশন।
জ্যোতির মধ্যেতে ইষ্ট বিবিধ রকম।।

আঁটপুর সঙ্ঘারাম।

ইং ১৮৮৭ সন, ১২৯৪ সাল।

পুত্র স্নেহ শুচী বাই এই দুই মোহে।
বাবুরাম মাতা বদ্ধ প্রভু জানি তাহে॥
নোংরা মাটিতে তিলক করায়ে তারে।
শুচী বাই ছাড়াইল প্রভু দরবারে॥
বাবুরামে ভিক্ষা চান স্নেহ ছাড়াইতে।
প্রভুর ইচ্ছাতে ভক্তি হইবে ইষ্টেতে॥
শ্রীপ্রভুর তিরোভাবে সেই বাবুরাম।
ঘর বাড়ী ছেড়ে ঘোরে উদাসীর প্রাণ॥
তেঁই সকলেরে বুড়ী নিমন্ত্রণ করে।
নিজের বাগান বাঁড়ী রহে আঁটপুরে॥
ঠাকুর মন্দির আর প্রশস্ত দীঘিকা।
তাঁহার বাপের ছিল সে প্রকার প্রথা॥
বুড়ীর প্রিয় ছিল নরেন্দ্র পুত্র হ'তে।
সকলে লইয়া ঠিক আঁটপুরে যেতে॥

রাতে দিনে আঁটপুরে ধুনি জ্বালাইল।
বালা যোগিগণ তবে ধ্যানেতে ডুবিল॥
পরে পাঁজী দেখে তারা হইল বিস্মিত।
প্রভু খ্রীষ্ট-জন্ম রাত্রি হ'য়েছে বিহিত॥
ধুনী সাক্ষী করে সেথা বেধে গেল জট
এইবার আঁটাআঁটি রামকৃষ্ণ মঠ॥

শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ মঠ।
বরাহ নগর।

বরাহ নগরে এসে দৈত্যদানাদের।
ধুনী জ্বেলে লেগে গেল তপস্যার ফের॥
কালী ফিরে এসে হ'ল বেদান্তী তপস্বী।
হরি গঙ্গা ছাদে নিজে আসন হবিষ্যি॥
তুলসী লাগিয়া গেল পঠন পূজাতে।
রাখাল উদাস মনে ফিরিছে পথেতে॥

নরেন্দ্র কালীকে তবে এই দেখে বলে।
সন্ন্যাসের বিধি খোঁজ শাস্ত্রেতে সকলে॥
শেষে দুই জনে খোঁজ নিশ্চিত করিল।
বিরজা করিয়া সবে সন্ন্যাস লইল॥
প্রভু পট সামে রেখে কালী তন্ত্র ধরে।
অগ্নি জ্বেলে বিরজা-হোম নরেন্দ্র করে॥
মন্ত্রপূত করে' প্রভু সন্ন্যাস দিয়েছে।
আর কেন বৃথা সব হাঙ্গাম ধরেছে॥
নরেন্দ্রের সঙ্গে কেহ পেরে উঠে নাই।
সকলে সন্ন্যাস নিলা কেহ বাকী নাই॥
আনন্দ উপাধি সব করিলা ধারণ।
প্রথমে লইল ভেক সপ্তদশ জন॥
ক্রমে বাড়ে এই সংখ্যা বছরে বছরে।
এখন দেখিতে পাবে শতকরা হারে॥
রামকৃষ্ণ যোগোদ্যানে রামবাবু চাঁই।
রামকৃষ্ণ মঠ বরানগরেতে ঠাঁই॥

নরেন্দ্রের পাঠ ভজন তপস্যা যে চলে।
তাহার পেছনে চলে আর সব ছেলে॥
যেমন বেদান্ত চলে কীর্ত্তন তেমন।
খাওয়া শোয়া ঘুচে গেছে কেবল ভজন॥
যদি কেহ ঘরে যায় তখনি আইসে।
তিলার্দ্ধ সময় কেহ থাকে না আবাসে॥
এইরূপে চলে মঠ দিন মাস নিয়ে।
কভু খেতে পায় কভু উপবাসী হ'য়ে॥
গৃহস্থ ভকতগণ খুব চেষ্টা করে।
কোন মতে সাধুদের অন্নবস্ত্র তরে॥
ক্রমে বৈরাগ্যের জোর বাড়িতে লাগিল।
পরিব্রাজক হইয়া তীর্থেতে ঘুরিল॥
কেহ যায় কেহ আসে কেহ থেকে যায়।
কেহ আর বহুদিন দেখা নাহি দেয়॥
এইরূপে দল বেড়ে বিশ পার হয়।
শশী মহারাজ কিন্তু সদা মঠে রয়॥

বাহিরে ছিলেন যারা প্রভুর প্রচারে।
ক্রমে দল পুষ্টি করে এ-ধারে ও-ধারে॥
গিরীশ রামের সঙ্গে লেগেছে সজোরে।
সভায় বক্তৃতা দিয়ে প্রভুর প্রচারে॥
বৎসরেতে দুইবার উৎসব হইত।
তিরোভাব জন্মোৎসব কীর্ত্তনে জমিত॥
কাঁকুড়গাছী তিরোভাব জন্মাষ্টমীতে।
দক্ষিণেশ্বরে জন্ম উৎসবে আসিতে॥
বরানগর হ'তে মঠ আলম বাজারে।
বাজিল নামের ডঙ্কা মার্কিণ সহরে॥
স্বামী বিবেক আনন্দ আসেন ভারতে।
সারা দেশে সাড়া পড়ে তাঁহার নামেতে
এইবার যায় মঠ বেলুড়ে যখন।
রামকৃষ্ণ-নাম-ধ্বজা উড়ে ত্রিভুবন॥

শ্রীরামকৃষ্ণ ও মহিলা-সমাজ।

কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ রামকৃষ্ণ কথা।
রামকৃষ্ণ পন্থীর ট্রেড মার্কা সর্ব্বথা॥
মেয়েদের উপদেশ মাতাদেবী করে।
হ'লেও সন্ন্যাসী গুরু রবে স্বতন্তরে॥
কিন্তু নর নারী কেহ কারো ঘৃণ্য নয়।
শিব শক্তিরূপে পূজ্য উচিত যে হয়॥
শিশু গদাধরে চায় সব মেয়ে নিতে।
চন্দ্রাদেবী পাশে তারা আসে দিবারাতে॥
কৈশোরে গদাই ছিলা মেয়েলী গড়ন।
গ্রামবাসী মেয়েদের নিজের মতন॥
এই কালে গ্রাম্য মেয়ে চাঁদা মার সখী।
বসন ভূষণে তাঁরে সাজাইয়া সুখী॥
কামার পুকুরে তাঁর বহু ভক্ত মেয়ে।
তাঁহার কাছেতে আসে দূর হ'তে ধেয়ে॥
রুক্মিণীর কথা লীলা-প্রসঙ্গতে আছে।
জয়রাম বাটীতে ভানু পিসীকে দেখেছে॥

আরো কত ভক্ত নারী কত স্থানে পাবে।
কায় মন প্রাণ দিয়ে ঠাকুরে সেবিবে॥
মনোমোহনের মাতা আর ভগ্নিগণ।
কেশব সেনের মাতা আরো কতজন॥
বলরাম সঙ্গে আসে তাঁহার বনিতা।
অনেক রমণী সঙ্গে বাবুরাম মাতা॥
মাতাদেবী নিজে আর ভক্ত লক্ষ্মী দিদি।
গৌরীমাতা যোগেন-মা, গোলাপ-মা আদি॥
তাঁর গুরু ভৈরবী যোগেশ্বরী বাম্‌নী।
জগদম্বা তাঁর মাতা রাণী রাসমণি॥
প্রকৃতি সাধন করে তার অবতরি।
প্রকৃতি পুরুষ দু'য়ে একাকার কারী॥
একাধারে রাধাকৃষ্ণ কালিকা ভজন।
আপন পত্নীকে করে ষোড়শী পূজন॥
মেয়ে সেজে মেয়ে সঙ্গে বেণেদের বাড়ী।
বাম্‌নী সঙ্গে সাধনে পরে দীর্ঘ শাড়ী॥

মাড়েদের বাড়ী গিয়ে সখী সাজা হয়।
প্রকৃতি সাধনে সিদ্ধ জানিহ নিশ্চয়॥
কুলবতী ধনবতী পর্দ্দানশী মেয়ে।
দ্রব্য কিনে আনে তারা বাজার যাইয়ে॥
পবিত্র ভিক্ষার অন্ন সংগ্রহ করিয়া।
তাঁহারে খাওয়ায় তা'রা আনন্দ করিয়া॥
কিন্তু অন্য লোকজন ঘরে এলে পরে।
লুকায়ে থাকেন তাঁরা ঘণ্টা দুই চারে॥
প্রকৃতি ভাবেতে নর নারী ভাব পায়।
মেয়ে-ন্যাকড়া দুই একজন দেখা যায়॥
মেয়ে মদ্দের অভাব নাই আজ কাল।
স্বভাবে দাঁড়ায় কিন্তু নাহি ফিরে হাল॥
প্রভু কিন্তু মেয়ে কাছে মেয়ে হ'য়ে যায়।
পুরুষ পুরুষকার সদা বর্ত্তে তাঁয়।

সার্ব্বভৌম ধর্ম্মসমন্বয়।

রামকৃষ্ণ-পন্থী এক স্বতন্ত্র পথিক।
অদ্বৈত বেদান্তবাদী শেষ বলা ঠিক॥
রামকৃষ্ণ করেছেন সকল সাধন।
অধিকারী মত উপদেশ সমর্পণ॥
নিজ বাটী লোকজন রামাৎ বৈষ্ণব।
শক্তি মন্ত্র নেন তাঁরা প্রভুর প্রভাব॥
জ্ঞানী গুরু তোতাপুরী ভাব ভক্তি মানে।
তান্ত্রিক ব্রাহ্মণী ছিলা বেদান্ত বাখানে॥
সগুণ অরূপ ভক্তে অদ্বৈত ভজায়।
নরেন্দ্ররে দিয়ে দেব দেবী যে মানায়॥
খ্রীষ্টানী মুসলমানী ধর্ম্মমত দিয়ে।
উপদেশ দিলা গুরু শিষ্য দেখিয়ে॥

প্রভুর জয়।

সত্য যুগে ব্রহ্ম সত্য ত্রেতাযুগে রাম।
দ্বাপরেতে কৃষ্ণ এবে রামকৃষ্ণ নাম॥
জয় জয় রামকৃষ্ণ শিশু গদাধর।
জয় প্রভু রামকৃষ্ণ সাধক প্রবর॥
জয় প্রভু রামকৃষ্ণ অনুরাগী সিদ্ধ।
জয় প্রভু রামকৃষ্ণ তান্ত্রিক প্রসিদ্ধ॥
জয় প্রভু রামকৃষ্ণ ভাবের সাধক।
জয় প্রভু রামকৃষ্ণ সমাধি প্রাপক॥
জয় প্রভু রামকৃষ্ণ বেদান্ত স্বরূপ।
জয় প্রভু রামকৃষ্ণ রূপেতে অরূপ॥
জয় প্রভু রামকৃষ্ণ করুণা নিদান।
জয় প্রভু রামকৃষ্ণ মুক্তিভুক্তি দান॥
জয় প্রভু রামকৃষ্ণ জীবন উদ্দেশ্য।
জয় প্রভু রামকৃষ্ণ স্বরূপ প্রকাশ্য॥
জয় প্রভু রামকৃষ্ণ পতিত পাবন।
জয় প্রভু রামকৃষ্ণ অধম তারণ॥

জয় প্রভু রামকৃষ্ণ ভক্ত প্রাণধন।
জয় প্রভু রামকৃষ্ণ জীবের জীবন॥
জয় প্রভু রামকৃষ্ণ দুর্ব্বলের হরি।
জয় প্রভু রামকৃষ্ণ ভব ভয়হারি॥
জয় প্রভু রামকৃষ্ণ গুরু কল্পতরু।
জয় প্রভু রামকৃষ্ণ জগতের গুরু॥
জয় প্রভু রামকৃষ্ণ সমষ্টি অবতার।
তোমার তুলনা প্রভু তুমি যে তোমার॥
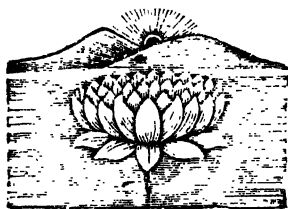
পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ।

পরিশিষ্ট (ক)

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা হইতেছে যে, নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি হইতে উপাদান সংগ্রহ করা হইয়াছে।

১। ৺ সুরেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত—আদি ও অমৃতময় শ্রীমদ্ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও উপদেশ।

২। ৺ রামচন্দ্র দত্ত প্রণীত পরমহংসদেবের জীবন বৃত্তান্ত, তত্ত্ব-প্রকাশিকা।

৩। শ্রীম-কথিত—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ভাগ।

৪। শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ প্রণীত—শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ—গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ, সাধকভাব, পূর্ব্বকথা ও বাল্যজীবন এবং দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ।

৫। শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন প্রণীত—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি—প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ।

6. Advaita Ashram—Mayavati, Almora, Himalaya—Life of Sri Ramakrishna, Third Edition.

৭। উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত—শ্রীশ্রীমায়ের কথা—১ম ও ২য় খণ্ড।

৮। শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ—মদীয় আচার্য্য দেব।

৯। উদ্বোধন, তত্ত্বমঞ্জুরী, বসুমতী, Prabudha Bharat, Vedanta Keshari ও দেশ।

১০। স্বর্গীয় চিরঞ্জীব শর্ম্মা কর্তৃক বিরচিত—কেশবচরিত।

11. Life of Maharshi Debendra Nath Tagore.

12. History of the Brahma Samaj.

13. Keshab Chandra & Ramkrishna by Sj. G. C. Banerji, 1931.

14. Modern Religious Movements in Indi .—Prof J. N. Farquhar M.A.

15. The Living Religions of the Indian People by Dr. Nicol Macnicol M.A , D. Litt., D. D.

16. The Cultural Heritage of India.—The Ramkrishna Centenary Edit.

17. Life of Ramkrishna—F. W. Max Muller.

18. Life of Ramkrishna—Romain Rolland.

১৯। শ্রীশ্রীসারদা দেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয় চৈতন্য কৃত।

পরিশিষ্ট (খ)

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি (লাইন)	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	৭	সুপর্ণ	সুপর্ণ
৮	৫	হেঁটে	হেঁটে
১২	১৫	হীনষান	হীনযান
২৯	৬	ষা	যা
২৯	১৪	নিচেতে	নীচেতে
২৯	১৫	নিচেতে	নীচেতে
৩৫	৮	দিঘীতে	দীঘিতে
৪৩	৭	হাসে চন্দ্রা	হাঁসে চড়
৫২	১২	কুতুহলে	কুতূহলে
৫৬	১১	চণ্ডিদাস	চণ্ডীদাস
৬৪	১৬	চণ্ডিদাস	চণ্ডীদাস
৭৩	১	কুতুহলে	কুতূহলে
৭৩	৬	১৮৫৬	১৮৫৩
৭৩	১৪	অলক্ষেতে	অলক্ষিতে
৭৯	৭	কুটীর	কুঠীর
১২২	৬	এড়েদহ	এঁড়েদহ

১২২	১৩	এড়েদহ	এঁড়েদহ
১৩২	১	১৮৬০	১৮৫৯
১৩৬	১১	কৃষ্ণপক্ষের	পৌষকৃষ্ণা
১২৭	৮	বাত্তি	বাতি
২০৬	৬	‘দীশা’	‘দিশা’
২৪২	১	চলে	ছলে
২৭৯	১৪	ভক্তের	ভণ্ডের
২৯১	৮	আচারেতে	আচারে
২৯২	৬	কেউ বলে ভাই	(কেউ) বলে ভাই
২৯২	১৫	ছিলেন	ছিলা
২৯৭	১৩	তাহারে	তাঁহারে
৩১১	১	ধর্ম্মগল্প	ধর্ম্মগ্রন্থ
৩২৬	৯	সাকারে	সাকার
৩৩৪	১৫	জ্ঞানের	জ্ঞানীর
৩৪১	৮	আধিকারী	অধিকারী
৩৪৫	১৫	আধিকারী	অধিকারী
৩৭২	৫	পরে	উপরে
৪০১	১৪	বাড়িবে	বাড়িবে
৪১৩	৩	বাদুর	বাদুড়

৪৮৩	১৬	বয়	রয়
৪৮৬	৩	একক্রমে	একাক্রমে
৪৯০	৫	তারে	তাঁরে
৪৯৪	১২	আসে	আসে যবে
৫৫৪	৪	তাঁরে	তারে।

দ্রষ্টব্য:—৪০৫ পৃষ্ঠার "ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথ" শীর্ষক ৪০১ পৃষ্ঠায় এবং ৪০৮ পৃষ্ঠার "যদুর বাগানে শ্রীশ্রী ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথ" শীর্ষক ৪০৩ পৃষ্ঠায় বসিবে। সুতরাং "ঠাকুর ও নরেন্দ্রনাথ" ৪০১ পৃষ্ঠায় বসিবে, পরে "মাষ্টারের প্রতি শ্রীশ্রীঠাকুর" এবং তাহার পরে "যদুর বাগানে শ্রীশ্রী ঠাকুর ও নরেন্দ্র নাথ" বসিবে। ইহার পরে "নরেন্দ্রনাথের প্রতি" এইরূপ সাজান হইবে।

পরিশিষ্ট (গ)

অ

অখণ্ড আনন্দ—৩-১৮ স্বামী অখণ্ডানন্দ, গঙ্গাধর মহারাজ।

অগ্নি—৭-২ হব্যবাহন, অগ্নি।

১২-১ পারস্য দেশে অগ্নিই একমাত্র পূজা প্রাপ্ত হইত।

অন্য—৫৬৩-২ অপরের উদ্দেশ্যে আনিত।

অগ্নি—১৮-৩ পঞ্চ ভূতান্তর্গত তেজ।

অর্জ্জুন—৬৭-৭ তৃতীয় পাণ্ডব।

৪৭৫-৬ ঠাকুর ধ্যানের একাগ্রতা উল্লেখ করিতেছেন।

অন্নপূর্ণা—২২-৪ চানকে রাসমণির কন্যা জগদম্বা প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রী৺ অন্নপূর্ণা মন্দির উল্লেখ করা হইয়াছে, ৩১৯-১ ঐ।

অভেদ আনন্দ—৩-১৭ স্বামী অভেদানন্দ, কালী মহারাজ।

অদ্ভুত আনন্দ—৩-১৮ স্বামী অদ্ভুতানন্দ, লাটু মহারাজ।

অদ্বৈত আনন্দ—৪-১ স্বামী অদ্বৈতানন্দ, বুড়ো গোপাল মহারাজ।

অমৃতলাল—২৩-৪ ৺ অমৃতলাল দত্ত (হাবু বাবু), স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ব্বাশ্রমের জ্ঞাতি ভ্রাতা।

অহুরগণ—১২-১ আহুরমজ্দ নামক জেন্দা ভেস্তা ধর্ম্মপুস্তক উল্লিখিত অগ্নিতেজ জ্যোতির্ম্ময় ভগবান্ এর পরসীক উপাসকগণ।

আ

আত্মাই—৪৩০-২ আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞান।

আলপন—৩০৩-১৫ আলপনা বা আলিপনা, মাঙ্গলিক অঙ্কিত চিত্র "পিঁড়ি"।

আড়া—৪১৩-১৫ পত্রিকায় লিখিত বৃষ্টির জলের পরিমাণ। যথা অস্মিন বর্ষে জলাঢ়কাঃ ৯৬, সমুদ্রে ৪৮, পর্ব্বতে ২৮৮০, পৃথিব্যাং ১৯।০; আঢ়ক শব্দের অপভ্রংশ।

ই

ইন্দ্র—৭-২ বৈদিক দেবতা।

ইংরাজ—৩০৭-৭ ইউরোপস্থ ইংলণ্ডবাসী।

ঈ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—৪১৩-১ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ৺ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়।

ঈশান—৪৮০-৫ ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঠনঠনিয়া।

উ

উশনা—২-১৪ গীতায় উল্লিখিত কবি।

উগ্র মূর্ত্তি—৫৬১-১ মা কালীর উগ্র মূর্ত্তি, ছবি।

ঊ

ঋক্—৫-১১ বেদ।

ঋষী কৃষ্ট—১৪৫-১৩ ঠাকুর যীশু খ্রীষ্টকে ঋষী কৃষ্ট বলিতেন
৩০০-১৩
৪১০-১০

ঌ

এ

এঁড়েদহ—১২২-৬ দক্ষিণেশ্বরের নিকটবর্ত্তী গ্রাম।

একাক্রমে—৪৮৬-৩ একাধিক্রমে।

ঐ

ও

ওলন্দাজ—৩০৭-৭ ইউরোপস্থ হলেণ্ড দেশবাসী।

ঔ

ক

কল্প—৫-: মনুষ্যের ৪৩২ কোটি বৎসরে ব্রহ্মার একদিন এবং ৪৩২ কোটি বৎসরে ব্রহ্মার একরাত্র; ব্রহ্মার এই অহোরাত্রকে কল্প বলা হয়।

কমল কুটীর—৫৫১-১৪ কেশব বাবুর বাড়ি, সাকুলার রোড।

ক'নে—৪৭৬-১০ কহিয়াছিলেন।

কংস—১০-১০ স্বনামখ্যাত অসুর।

কলিকাতা—৩৫-৪, ৭২-১, ৭৩-৭, ১৩৪-১৫, ২৭৫-৫, ৩২৪-২, ৩৫৮-১৫, ৩৫১-৯, ৩৮৩-৬, ৪১৬-১৩, ৪৯৪-১২ সহর কলিকাতা।

কল্কাতা—১৬১-৬ কলিকাতা।

কনফুৎসে—১২-৮ চৈনিক ধর্ম্মযাজক।

কামারপুকুর—৩২-১০, ৪০-৩, ৬৩-৮, ১২৯-৫, ১৩০-১, ১৩৮-১, ১৪৯-৫, ১৭০-৫, ১৯১-২, ২৩৭-১০, ২৯৭-৭, হুগলি জেলার গ্রাম বিশেষ।

কাত্যায়নী—২৭-১৬, ২৮-১, ৩৭-৯, ৪০-৪ ক্ষুদিরামের মধ্যমা কন্যা।

কানাই রাম—২৬-৪ কানাইরাম ও নিধিরাম ক্ষুদিরামের দুই সহোদর।

কারণ-সলিলে—৫-৩ প্রথম জলরাশি, যাহা হইতে এই পৃথিবী উত্থিত হইয়াছে।

কালিদাস—৩-২ প্রসিদ্ধ কবি কালিদাস।

কাশীরাম—৩-২, ৬৪-১৬ বাঙ্গালা মহাভারত প্রণেতা কাশীরাম দাস।

কাশী—৭৫-৬, ১৭০-১০, ২৪৯-৬, ২৫০-৮, ২৫১, ২৫২, ২৫৭, ২৫৮, কাশী, বারাণসী তীর্থস্থান।

কাব্য—৬৫-১৪ কাব্যশাস্ত্র।

গ

ঘ

ঙ

চ

ছ

জ

ঝ

থ

দ

দয়ানন্দ—২৫৪, ৩০৯ আর্য্য সমাজের নেতা।

দণ্ডীঘরে—৭৮-১২ উপনয়নকালে ব্রাহ্মণ প্রথম পৈতা ও দণ্ডধারণ করিয়া যে ঘরে বাস করে।

দানা—৫১৫-১১ দৈত্য, দানা এখানে পুরুষ ভাব সাধক।

দিশা—১৭১ মলমূত্র ত্যাগ করিবার জন্য জঙ্গলাকীর্ণ নির্জ্জন স্থান।

দিনেমার—৩০৭-১ ইউরোপস্থ ডেনমার্ক দেশবাসী।

দীননাথ—২৭৩, ৩০৩ পূজারী ব্রাহ্মণ (দীনু)।

দীনু মুখেয্যে—১২৫ বাগবাজারবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ।

দুর্গা প্রসাদ—১৪০ কুমার টুলীর প্রসিদ্ধ কবিরাজ।

দেরেগ্রাম—২৫, ২৮, ৩২, ৩৯ শ্রীশ্রীঠাকুরের পূর্ব্বপুরুষের বাসস্থান।

দেবেন্দ্রনাথ—১২৫, ১২৬, ৩০৮ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দেবমণ্ডল—১৫৩, ১৯৪ এঁড়েদহের গঙ্গার ঘাট বিশেষ।

দ্বাপর—১০ যুগ।

দ্বারিক—২৮৯ মথুর বাবুর পুত্র।

দ্রাবিড়—৮ জাতি বিশেষ।

দিগম্বরী—১২ জৈন সম্প্রদায় বিশেষ।

দৈত্যদানাদের—৫৬৫-৭ স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি ঠাকুরের শিষ্যবৃন্দ নিজেদের নির্ভীক দানা দৈত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন।

পাতঞ্জল—৬৫ দর্শন।

পারস্য—১২ দেশ।

পাশুপাত—৬৭ অস্ত্র।

পানিহাটি—১২৩, ১৭২, ৪৪২, ৪৯৩, ৪৯৮ বৈষ্ণবপ্রধান স্থান।

প্রাণকৃষ্ণ—৪১১, প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

পিরিতরাম—৭৫ রাণী রাসমণির শ্বশুর (প্রীতিরাম মাড়)

পূর্ণ—৩৪৮ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।

পৃথ্বী—১৮ পৃথিবী।

প্রেমানন্দ—৩, ২৩ স্বামী প্রেমানন্দ, বাবুরাম মহারাজ।

প্লাবন—৫ হিন্দু, হিব্রু (ইহুদী) ও চীন প্রভৃতি প্রাচীন জাতির ধর্ম্মগ্রন্থে বর্ণিত জলপ্লাবন।

পর্ত্তুগীজ—৩০৭-৭ ইউরোপস্থ পর্ত্তুগাল দেশবাসী।

প্রস্থান—৫৩৮-৬ প্রস্থান ত্রয়; গীতা, উপনিষদ ও বেদান্ত বা ব্রহ্মসূত্র এই তিনটীকে প্রস্থান ত্রয় বলা হয়।

স্পেনিয়ার্ড—৩০৭-৭ ইউরোপস্থ স্পেন দেশবাসী।

ফ

ফরাসী—৩০৭-৭ ইউরোপস্থ ফ্রান্সদেশবাসী।

ফিরিঙ্গী ৩০৭-৯ ইউরোপ ও ভারতবাসীর বর্ণশঙ্কর।

বিল্বমঙ্গল—৫০৮ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবভক্ত।

বিধিবাদী—৪২৫-১৫ শাস্ত্রোক্ত।

বিভ্রম—৪৩০-১০ কপটতা।

বিয়ে বিদায়—৩৯৩-১৬ বিবাহাদি ক্রিয়াকর্ম্মে সামাজিক প্রদেয় উপঢৌকনাদি, লৌকিকতা।

বুদ্ধ—১২, ১৫, ৩৩৯ বুদ্ধদেব।

বুধু মোড়ল—১৩০ কামার পুকুরের একটি শ্মশানের নাম।

বৃন্দাবন—৫৬, ১২৩, ২৫৫, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০ ৺বৃন্দাবন ধাম, তীর্থস্থান।

বেদ—৪৫, ৯৬, ১২৭ ধর্ম্মগ্রন্থ।

বেদান্ত—৪৪৪, ৪৫০ দর্শন শাস্ত্র; বেদের অন্ত, উপনিদ, ব্রহ্মসূত্র।

বেনীমাধব—৩৩৬ বেনীমাধব পাল, পুরাতন ব্রাহ্ম।

বেলঘরে—৪২৪ একটী গ্রাম।

বৈষ্ণব চরণ—১২৪, ১৫৯, ১৬০, ১৭২, ২৭৫, ২৭৬ বৈষ্ণব চরণ গোস্বামী।

বৈদ্যনাথ—১৭০, ২৪৭ তীর্থস্থান।

বৈকুণ্ঠ—৫০১ বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল, স্বামী কৃপানন্দ।

বোধগয়া—৫৫-১০ প্রসিদ্ধ হিন্দু তীর্থ, গয়াধাম হইতে প্রায় ৬ মাইল দক্ষিণে অক্ষয় বটমূলে বুদ্ধদেবের সিদ্ধাসন, বুদ্ধমন্দির, মঠ প্রভৃতি।

ভ

ম

য

র

ল

শ

ষ

স

ক্ষ

পরিশিষ্ট (ঘ)

শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর সময় নিরূপণ অত্যন্ত দুরূহ। এ বিষয়ে "লীলা-প্রসঙ্গ" প্রথম আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। শ্রীম'র কথামৃতও এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করিয়াছেন অপরাপর চরিতকারও এ বিষয়ে যৎ-কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন, ইহাতে সন্দেহ নাই; আমরাও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, তবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি চিন্তার বিষয়।

৮১—১৬ পৃষ্ঠা—হৃদয় সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন, দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠার পরই যখন রামকুমার ও রামকৃষ্ণের মধ্যে শূদ্র যাজন সম্বন্ধে মতভেদে মনোমালিন্য হয়, সেই সময়ে ঠাকুর দেশে ও সিহড়ে গিয়াছিলেন এবং ঐ সময়ে হৃদু তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া কালীবাড়ী আইসেন। এই সময়ে মাতাঠাকুরাণীর সহিত ঠাকুরের দেখা হয়।

১২৫—পৃষ্ঠা—মথুরের সহিত ঠাকুর কখন কোথায় গিয়াছিলেন তাহার সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় না। তবে ঠাকুরের কথায়—"তখন দেবেন্দ্রের চুল কাঁচা ছিল" ধরিলে, মহর্ষির ১৮১৭ খৃঃ অব্দে জন্ম, সুতরাং তাঁহার ৫০ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে ঠাকুরের সহিত মিলন সম্ভবপর হয়।

১৩২—পৃষ্ঠা—ঠাকুরের বিবাহ কেহ কেহ রামকুমারের জীবিতকালে হইয়াছিল বলেন। তাঁহারা ইহাও বলেন, যে ঠাকুর প্রথমে যখন মাতাঠাকুরাণীকে দেখেন তাহার অল্প পরেই বিবাহ হয়।

১৭৫—পৃষ্ঠা—কেশববাবু ইংরেজী ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে আদি সমাজ হইতে পৃথক হন এবং উহার অব্যবহিত পূর্ব্বে মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে প্রচারকার্য্যে বহির্গত হন; সুতরাং ঐ সময়ের পূর্ব্বে ঠাকুরের তাঁহাকে উপাচার্য্যরূপে আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে দেখা সম্ভব।

৩১১—পৃষ্ঠা—কেহ কেহ যদু মল্লিকের বাগানে ঠাকুরের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ছবি দর্শন ও সঙ্গে সঙ্গে ভাবসমাধি হওয়ার পর শম্ভু মল্লিকের নিকট হইতে বাইবেল ধর্ম্মগ্রন্থ শ্রবণ করার কথা বলেন।

৩৫৩—পৃষ্ঠা—কেহ কেহ ইং ১৮৭৫ বাং ১২৮১ সালে মাতা ঠাকুরাণীর শম্ভু মল্লিকের নির্ম্মিত ঘরে থাকার কথা বলেন; কিন্তু ঐ ঘর সম্পূর্ণ হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছিল। ঘর সম্পূর্ণ হইবার পর হইতে মাতাদেবী তাঁহার নিজ এবং ঠাকুরের সুবিধা ও আবশ্যক মত কখনও নহবতে, কখনও ঐ ঘরে বাস করিতেন।

৩৭২—পৃষ্ঠা—নরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে ঠাকুরের সপ্তর্ষি দর্শন কবে হইয়াছিল তাহার কোন সঠিক সময় নির্ণীত হয় নাই। "লীলা-প্রসঙ্গ"

নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট আসিবার পূর্ব্বের কথা মাত্র বলিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, এ সপ্তর্ষি মণ্ডল পৌরাণিক সপ্তর্ষি মণ্ডল নহে এবং খগোলিক সপ্তর্ষি তারকামণ্ডলও নহে; ঠাকুর তন্ত্রসাধনকালে ইহা দর্শন করিয়াছিলেন মাত্র।

পরিশিষ্ট (ঙ)

পুস্তক ছাপা প্রায় শেষ হইবার কালে পুনঃ পরীক্ষা দ্বারা নিম্নলিখিত অংশগুলি অত্যন্ত আবশ্যক বিবেচিত হওয়ায় এইখানে প্রদত্ত হইল।

১। ৩১ পৃ ১২ পং পরে—

ইংরাজ বণিক পূর্ব্ব-ভারত-কোম্পানী।
মিয়াদ তামাদি তার হইল তখনি॥
পুনঃ খত দিল তারে ইংরাজ রাজন।
সেই সঙ্গে হুকুম পাইল পাদ্রীগণ॥
শ্রীরামপুর হ'তে কলিকাতা আসে।
যীশুখ্রীষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ গীর্জ্জাপরে বসে॥

২। ৩৫ পৃ ১২ পং পরে—

নিত্য ধর্ম্ম ঠাকুরের পূজা ঘরে করে।
রঘুবীর শ্রীশীতলা ধর্ম্ম পরে পরে॥

৩। ৫৪ পৃ ২ পং পরে—

জলভার জলধর পারে না রাখিতে।
আষাঢ় শ্রাবণে ধারা কে পারে রোধিতে॥
কভু নব বারি ঝরে বিন্দু ঘন ঘন।
বিহরিতে তা'তে চায় সদা শিশুমন॥
পল্লীগ্রামে শিশু সব তাই মাঠে যায়।
বারিঘন ঘোর হ'লে ঘর পানে ধায়॥

৪। ৬৫ পৃ ৪ পং পরে—

একদিন গদাধর মধু যুগীর ঘরে।
প্রহ্লাদ চরিত্র কথা একমনে পড়ে॥
সন্নিকটে আমগাছে ছিল হনুমান।
গাছ হ'তে নেমে ধরে গদাই চরণ॥
পাঠ শেষ ক'রে পুঁথি করিয়া বন্ধন।
হনুমানশিরে পুঁথি করিলা স্থাপন॥

৫। ৬৬ পৃ ৮ পং পরে—

মাতা পিতা সঙ্গে যবে প্রভু যীশু যান।
নাজারাথ হ'তে আভে দেবতার স্থান॥
সেথায় সুবর্ণ কোটা দেখে ভক্তগণ।
যীশুমুখে ধর্ম্মকথা শুনে সাধুজন॥

দ্বাদশ বৎসর মাত্র বয়স তাঁহার।
হৃদয়ে দেবতাস্থান করেন প্রচার॥

৬। ৭৭ পৃ ১০ পং পরে—

জ্যোতিষে ভাল জ্ঞান রামকুমারে ছিলা।
গদাই জনম কথা সকল জানিলা॥
ধর্ম্মের স্থাপন হ'বে পরেতে যথায়।
বোধ হয় তার আভাস রামকুমার পায়॥

৭। ৯১ পৃ ১৪ পং পরে—

প্রভু সেথা গিয়ে তাঁর সেবা যত্ন করে।
বৈদ্য আদেশে জল নাই দেন তাঁরে॥
তাই দাদা ক্রোধে শাপ দেন মনোদুখে।
তোমার মরণ বিনা জলে শুষ্কমুখে॥

৮। ২৩৬ পৃ ৮ পং পরে—

এক কাঙ্গালিনী-আসে ভোজনের তরে।
নিত্য দেরি ক'রে সেই আসে সর্ব্ব পরে॥
রেগে দারবান তারে দেয় তাড়াইয়া।
পড়ে' গিয়ে রক্ত পড়ে হুচুট খাইয়া॥
এখানে নিজের ঘরে ঠাকুর তখন।
আহার করিতে বসে' দারুণ ক্রন্দন॥

বলে মায় অভিমানে ছুটি অন্ন তরে।
রক্ত দেখিলি তার নির্দ্দয় অন্তরে॥

৯। ২৪০ পৃ ১২ পং পরে—

কাটাদল যেন বেশী আনিবার কালে।
ঠিক তাঁর মত এক মেয়ে দেখে দলে॥

১০। ২৪৬ পৃ ১২ পং পরে—

এ সময়ে মাতাদেবী ঘুমে অচেতন।
কোন মেয়ে ডাকে তাঁরে করিতে চেতন॥
প্রভু বলেন তুলো না ডাকিয়া উহারে।
অধিক অধ্যাত্মভাবে ছাড়িবে শরীরে॥
অতি অল্প কথা তার কানে মাত্র গেলে।
তাতেই হইবে ধর্ম্ম কার্য্য অবহেলে॥

১১। ২৬০ পৃ ৬ পং পরে—

মাধবীর চারা প্রভু সঙ্গে নিয়ে আসে।
যতনে রোপণ করে পঞ্চবটী পাশে॥
দশ বার বর্ষ পরে এই মাধবীতে।
দোল খাইতেন প্রভু বালাযোগী সাথে॥

১২। ২৮৩ পৃ ১৪ পং পরে—

সাধন সম্ভূত এক শক্তি পরিচয়।
পায় হৃদু তার কাছে যবে কথা কয়॥
পূর্ব্বেই বাবাজী বলে "মহা পুরুষের।
হইয়াছে আগমন মন পায় টের"॥
এই বলে ইতিউতি বাবাজী দেখিল।
হৃদয়ে একাকী দেখে কথা আরম্ভিল॥

১৩। ৩৪৪ পৃ ১০ পুং পরে—

একেবারে ষড়রিপু করিয়া বর্জ্জন।
বহুজন্ম এইরূপে করিলে সাধন॥
গুরুকৃপা যদি পাও সমাধি সাধনে।
চিত্ত সমাহিত হবে মুহূর্ত্ত কারণে॥
শৃঙ্গ পরে শর্ষপ যতক্ষণ রয়।
জীবচিত্ত সমাহিত ততটুকু হয়॥

১৪। ৩৫৭ পৃ ১৪ পং পরে—

যখন দেখিবে মোরে পূজে বহুলোকে।
তখন যাইবে দেহ অমর আলোকে॥

১৫। ৪২২ পৃ ২ পং পরে—

দুখের চাপেতে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত।
কঠোর হইতে কভু তপস্যা নিরত॥
প্রভুর কাজেতে তার দেহপাত হ'বে।
চল্লিশ আগেতে লোকে দেখিতে পাইবে॥

১৬। ৪২৮ পৃ ১২ পং পরে—

নরেন ত্যাজিল ব্রাহ্ম সমাজ এ হ'তে।
একেবারে আসা যাওয়া বন্ধ পরেতে॥

১৭। ৪৭৯ পৃ ৮ পং পরে—

পাতা গুণে' কিবা কাজ আম খেয়ে যাও।
ভগবানে প্রেম ভক্তি লাভ করে নাও॥

১৮। ৫৪৬ পৃ ৬ পং পরে—

মাতাকে কহিলা প্রভু অতিশয় জোরে।
হাঁড়ি হাঁড়ি ডাল ভাত খেতে ইচ্ছা করে॥

১৯। ৫৫০ পৃ ৬ পং পরে—

যোগেশ্বরী ভৈরবী ব্রাহ্মণী গুরু এসে।
অবতার লীলা বুঝে প্রথমে আভাসে॥

তার বাক্যে মথুর পণ্ডিত সভা ডাকে।
ব্রাহ্মণী প্রমাণ করে অবতার তাঁকে॥

২০। ৫৭২ পৃ ১২ পং পরে—

শিখ, বৌদ্ধ, জৈন আদি যত ধর্ম্ম আছে।
সকলের ভাব তুমি পাবে তাঁর কাছে॥

পরিশিষ্ট (চ)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে, তাঁহার জীবিতকালে অথবা তাঁহার তিরোধানের পরে, ভারতবর্ষে যে সকল মহাপুরুষ যখন যেরূপ ভাবে ধর্ম্মসঙ্ঘ গঠন করিয়া ধর্ম্মান্দোলন দ্বারা ভারতবাসীকে সচেতন করিয়াছিলেন নিম্নে তাহার কয়েকটীর নাম প্রদত্ত হইল।

ইং ১৮১৫-১৯ খৃঃ—আত্মীয় সভা ও ধর্ম্মসভা—রামমোহন রায়, কলিকাতা।

ইং ১৮২০-২৮ খৃঃ—ব্রাহ্মসভা, ব্রাহ্ম সমাজ—রামমোহন রায়, কলিকাতা।

ইং ১৮৩৮ খৃঃ—তত্ত্ববোধিনী সভা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা।

ইং ১৮৪৩ খৃঃ—আদি ব্রাহ্ম সমাজ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা।

ইং ১৮৪৬ খৃঃ—সাধারণ ধর্ম্ম, মাদ্রাজ।

ইং ১৮৪৯ খৃঃ—পরমহংস সভা, পরমানন্দ, বোম্বাই।

ইং ১৮৬১ খৃঃ—রাধাস্বামী (সৎসঙ্গ), শিবদয়াল, আগ্রা।

ইং ১৮৬৫ খৃঃ—চেতরামি, চেতরাম, লাহোর।

ইং ১৮৬৭ খৃঃ—সাধারণ ধর্ম্মসভা, শশীপদ বন্দোপাধ্যায়, বরাহনগর, কলিকাতা।

ইং ১৮৬৭ খৃঃ—প্রার্থনা সমাজ, আত্মারাম পাণ্ডুরং, বোম্বাই।

ইং ১৮৬৭-৬৮ খৃঃ—ভারতীয় ব্রাহ্ম সমাজ, কেশবচন্দ্র সেন, কলিকাতা।

ইং ১৮৭৩ খৃঃ—সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা, রাজনারায়ণ বসু, কলিকাতা।

ইং ১৮৭৩ খৃঃ—সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা, শিবনারায়ণ পরমহংস, কাশী।

ইং ১৮৭৪ খৃঃ—সমদর্শীসঙ্ঘ, আনন্দমোহন বসু, কলিকাতা।

ইং ১৮৭৫ খৃঃ—আর্য্যসমাজ, দয়ানন্দ সরস্বতী, বোম্বাই।

ইং ১৮৭৭ খৃঃ—মাধ্ব সিদ্ধান্তোন্নয়নী সভা, কালা সর্ব্ববত্তি, মাদ্রাজ।

ইং ১৮৮০ খৃঃ—নববিধান, কেশবচন্দ্র সেন, কলিকাতা।

ইং ১৮৮২ খৃঃ—থিওসফী, ব্লাভাট্স্কী অল্‌কট্, মাদ্রাজ।

ইং ১৮৮৩ খৃঃ—কৃষ্ণচৈতন্য ধর্ম্মসঙ্ঘ, প্রেমানন্দ ভারতী, কলিকাতা।

ইং ১৮৮৭ খৃঃ—দেবসমাজ, শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী, লাহোর।

ইং ১৮৯৬ খৃঃ—সনাতন ধর্ম্মসভা, দীনদয়াল শর্ম্মা, হরিদ্বার।

ইং ১৮৯৬ খৃঃ—নিগমাগম মণ্ডলী, স্বামী জ্ঞানানন্দজী, মথুরা।

ঐ ধর্ম্ম মহামণ্ডলী, বাঙ্গালা।

ঐ ভারতধর্ম্ম মহাপরিষদ, পণ্ডিত শাস্ত্রীজী পাণ্ডে, দক্ষিণ ভারত।

ইং ১৯০০ খৃঃ—ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডল, স্বামী জ্ঞানানন্দ, মথুরা।

ইং ১৯০২ খৃঃ—উভয় বেদান্ত প্রবর্ত্তক সভা, শ্রীসম্প্রদায়, মহীশূর।

ইং ১৯০৯ খৃঃ—বৈদিক মিশন, জি, কৃষ্ণ শাস্ত্রী, মাদ্রাজ।

ইং ১৯১৪ খৃঃ—শ্রীবিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্ত সঙ্গম্, মাদ্রাজ।

মূল্য ২৸০ (দুই টাকা বার) আনা মাত্র।

— রেঙ্গুন —

শুভ শুক্লা নবমী ১৫ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ১৩৪৫,

ইং ১লা ডিসেম্বর ১৯৩৮।